

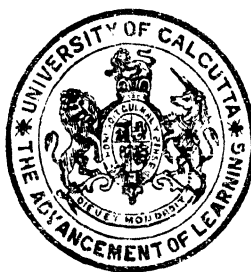
পূর্ববঙ্গ গীতিকা

[রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোসিপ্ নিবন্ধমালা, ১৯২৮-১৯২৯]

তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট.

কর্তৃক সংকলিত এবং সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৩০

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 384B.—March, 1930.—E.

যাঁহারা বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসেন, তাঁহাদের
কর-কমলে

বিষয়-সূচী

কাব্যের নাম	পৃষ্ঠা
১। মাধুর মা	১-৩৪
২। কাঞ্চন চোরা	৩৫-৭০
৩। ভেনুয়া	৭১-১৪০
৪। হাতী-খেদা	১৪১-১৭৯
৫। আয়না বিবি	১৮১-২১৬
৬। কমল সদাগর	২১৭-২৬৫
৭। শ্যাম রায়	২৬৭-২৯৪
৮। চৌধুরীর লড়াই	২৯৫-৪৪০
৯। গোপিনী-কীৰ্ত্তন	৪৪১-৪৯১
১০। সূজা-তনয়ার বিলাপ	৪৯৩-৫০৬
১১। বারতীর্থের গান	৫০৭-৫২৬

চিত্র-সূচী

নাম	পৃষ্ঠা
প্রচ্ছদপট—রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্র ...	৫৮০
১। জনৈক পালা-গান গায়ক এবং তাঁহার আসর	ভূমিকার পর।
২। মাঞ্জুর মা কর্তৃক তরুণ হাসেনকে জল হইতে উদ্ধার	২৭
৩। সারেস্রের সুর-মুখা ভেলুয়া ...	১২৮
৪। কাজি মুনাকের দীঘি ...	১৩১
৫। ভেলুয়া দীঘি ...	১৩৮
৬। সাতটী পরী ...	১৪০
৭। হাতী-খেদা (১ম চিত্র) ...	১৭৪
৮। হাতী-খেদা (২য় চিত্র) ...	১৭৭
৯। উজ্জ্বল ও আয়না ...	১৯৮
১০। বেদিয়া-বেশিনী আয়না ...	২১৩
১১। গাবুরিয়া রাজার প্রতি ডোম-কন্য়ার উক্তি	২৮৮
১২। চৌধুরী বাড়ির কামান ...	৩০৯
১৩। চৌধুরীদের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ...	৩১১
১৪। রাজেন্দ্র চৌধুরীর দীঘি ...	৩১৪
১৫। রঙ্গমালার দীঘি ...	৩৭৯
১৬। চাঁদ ভাণ্ডারী ও রঙ্গমালা ...	৪০৭
১৭। মহম্মদ রেজা ও সৈন্যদল*	৪৩৮
১৮। গোপবালক ও কৃষ্ণ ...	৪৫৮
১৯। নাগরমণীগণ ও কৃষ্ণ ...	৪৬০
২০। প্রীলোকের শিল্প-নমুনা (১)	গ্রন্থ-শেষে
২১। ঐ (২)	ঐ
২২। ঐ (৩)	ঐ
২৩। ঐ (৪)	ঐ

* ইংরেজী অনুবাদ (তৃতীয় খণ্ড, ১ম ভাগ, ৩০৫পৃঃ) দ্রষ্টব্য



ভূমিকা

ভাষা

পালাগানগুলির এই সংখ্যা ৬ পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির মধ্যে ভাষাসম্বন্ধে অনেক বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। বঙ্গভাষার এখনও কোন নিজস্ব ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। যাঁহারা এষাবৎ বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই সম্পূর্ণভাবে পাণিনি অথবা বোপদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, নিজের স্বাধীন চিন্তা বা চেষ্টা দ্বারা কিছু নূতন জিনিষ দিয়া যান নাই। ভবিষ্যতের বৈয়াকরণিক ও ভাষা-সন্ধানকারীদের কার্যের সুবিধার জন্য পালাগানের অন্তর্গত ভাষার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয়। আমি কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

(১) ‘হ’ প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া ‘অ’ হইয়া থাকে। একজন পশ্চিম-বঙ্গের লোক যে স্থলে ‘হাঁ’ বলেন, পূর্ববঙ্গের একজন লোক সেই স্থলে বলিবেন ‘অয়’। এই সমস্ত পালাগানে আমরা ‘হিন্দু’ স্থানে ‘ইন্দু’, ‘হাতী’ স্থানে ‘আতি’, ‘হেন’ স্থানে ‘এন’, ‘হইয়া’ স্থানে ‘অইয়া’, ‘হইব’ স্থানে ‘অইব’, ‘মহাল’ স্থানে ‘ময়াল’ দেখিতে পাই।

(২) ‘ও’ প্রায়ই ‘উ’-তে পরিণত হয়; যথা, ‘কোণা’—‘কুণা’, ‘কোরাণ’—‘কুরাণ’, ‘ছোট’—‘ছুট’ ও ‘ছুড়’, ‘বোচকা’—‘বুচকা’, ‘জোখা’ (লেখা-জোখা)—‘জুখা’, ‘গোয়াইল’—‘গুয়াইল’, ‘ষোল’—‘ষুল’, ‘সোত’ (স্রোত)—‘সুত’, ‘প্রবোধ’—‘পরবুদ’, ‘সোদর’—‘সুদর’, ‘সোণালী’—‘সুনালী’, ‘সোয়ার’ (ঘোড়-সওয়ার)—‘সুয়ার’, ‘মোচ’ (গুম্ফ)—‘মুচ’, ‘যোগ’—‘যুগ’, ‘কোল’ (ক্রোড়)—‘কুল’, ‘খোল’ (উন্মুক্ত করা) স্থলে ‘খুল’।

(৩) ‘উ’ কখনো কখনো পরিবর্তিত হইয়া ‘ও’ হইয়াছে; যথা, ‘তুফান’ স্থলে ‘তোফান’।

(৪) 'ট' ও 'ঠ' স্থানে 'ড'; যথা, 'ছোট' স্থলে 'ছুড়', 'কাঠি' স্থলে 'কাড়ি', 'পাঁঠা' স্থলে 'পাঁড়'।

(৫) 'ঢ' স্থলে 'ড'; যথা, 'ঢোল' স্থলে 'ডুল'।

(৬) 'ন' স্থলে 'ল'; যথা, 'নাড়া' স্থলে 'লাড়া'।

(৭) পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় 'স' ও 'শ'-কে প্রায়ই 'হ'-তে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। ইহার উদাহরণ এত বেশী যে অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। 'সেই' স্থলে 'হেই', 'সেওলা' স্থলে 'হেওলা', 'সাজি' স্থলে 'হাজি', 'শালা' স্থলে 'হালা', 'শুধু' স্থলে 'হুধু', 'শত' স্থলে 'হত' প্রায়ই পাওয়া যায়। 'শত' স্থানে 'হত' প্রয়োগের একটি রহস্যজনক গল্প আছে। একটি সংস্কৃত শ্লোক পশ্চিমবাসীদিগকে পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতদের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে; কারণ আশীর্বাদ-কালীন 'শতায়ুত্বং ভবিষ্যসি' স্থলে পূর্ববঙ্গীয় পণ্ডিত বলিবেন, 'হতায়ুত্বং ভবিষ্যসি'—অর্থ দাঁড়াইবে বিপরীত।

(৮) কয়েক স্থলে আবার 'হ'-এর পরিবর্তে 'স'-এর ব্যবহার দেখা যায়; যথা, 'হেন কালে' স্থানে 'সেন কালে', 'হাতী' স্থানে 'সাতী'।

অনেক স্থলে প্রায় অকারণেই কোন কোন শব্দে একটি অতিরিক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত হইয়া থাকে; যথা, 'কন্ডা' স্থলে 'কৈন্ডা', 'বন্ধ' স্থলে 'বৈন্ধ', 'লক্ষ্য' স্থলে 'লৈক্ষ্য', 'সন্ধান' স্থলে 'সৈন্ধান', 'অঞ্চল' স্থলে 'ঐঞ্চল'। এখানে 'ঐ'-এর ব্যবহার অকারণ। আবার এইরূপ ভাবেই অনেক স্থলে 'উ' স্বরবর্ণটিকে শব্দমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়; যথা, 'রাখাল' স্থলে 'রাউখাল'। 'কবর' স্থলে 'কয়বর' কথায় এইরূপে 'য়'টি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কখনো কখনো কোন কোন বর্ণের লোপ হয়; যথা, 'মহাজন' স্থলে 'মাজন'; এ ক্ষেত্রে কেবল 'হ'টি লুপ্ত হইয়াছে এবং 'আ'কার 'ম'কারের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। 'মোড়ল' স্থানে 'মড়ল' হওয়ায় 'ও'কার লুপ্ত হইয়াছে এবং 'স্থান' শব্দের পরিবর্তে 'থান', 'স্তন'-এর পরিবর্তে 'তন' হওয়ায় 'স'কারের লোপ-পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ববঙ্গের ভাষায় বর্ণের দ্বিধ-বিধান আর একটি বিশেষত্ব; যথা, ‘হুকা’ স্থলে ‘হুকা’, ‘শিকা’ (শিকে)—‘শিকা’ ।

আবার বহুস্থলে পূর্ববঙ্গের কথা বলিবার রীতি পশ্চিমবঙ্গ হইতে ভিন্ন । ‘লাগা’ শব্দটির ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত হওয়ার রীতি পূর্ববঙ্গে প্রচুররূপে চোখে পড়ে ; যথা, ‘খাওন লাগে’, ‘যাওন লাগে’, করবার লাগ্ছে’, ‘যাবার লাগ্ছে’ । পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দুইটি শব্দের স্থলে বলা হয়, ‘খেতে হয়’, ‘যেতে হয়’ এবং পরবর্তী দুই স্থলে ‘কচ্ছে’, ‘যাচ্ছে’ ব্যবহার দৃষ্ট হয় । সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী পূর্বে পশ্চিমবঙ্গেও ক্রিয়াপদের শেষে ‘লাগা’ কথাটি ব্যবহৃত হইত ; ছেলে-ভুলানো ছড়ায় আমরা ইহার অনেক উদাহরণ খুঁজিয়া পাই ; যথা, “লোটন লোটন পায়রাগুলি নাচতে লেগেছে !” কেবল ছড়ায় নহে, পশ্চিমের চলিত কথায়ও ইহার দৃষ্টান্ত বর্তমান । ‘সে করতে লেগে গেছে’, ‘সে উঠে পড়ে লেগেছে’ প্রভৃতি কথায়, ‘লাগা’ শব্দটি ঠিক পূর্ববঙ্গের ব্যবহারের মত না হইলেও ক্রিয়াপদের শেষে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । আবার পশ্চিমে ‘লাগা’ কথাটির একটি বিশেষে ব্যবহার আছে ; ‘বড্ড লেগেছে’ কথায় ‘লাগা’ শব্দটি ‘আঘাত’ বা ‘ব্যথা’ বুঝায় । পূর্ববঙ্গীয়েরা ঐ শব্দটি ঐ অর্থে ব্যবহার করেন না ; তাঁহারা ‘ব্যথা লাগা’, ‘চোট লাগা’ বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাষায় কেবল ‘লাগা’ শব্দের ঐরূপ অর্থ বুঝায় না ।

পূর্ববঙ্গের ‘দেওয়া’ ক্রিয়াপদটিরও ব্যবহার পশ্চিম হইতে স্বতন্ত্র ; পশ্চিমবঙ্গে ঐ স্থলে ‘ফেলা’ ক্রিয়াপদটির ব্যবহার দেখা যায় । পূর্ববঙ্গে ‘বলে দিল’, ‘হেসে দিল’, ‘কেঁদে (কাইন্দা) দিল’, ইত্যাদি কথার রীতি । পশ্চিমবঙ্গে সেইস্থানে ‘বলে ফেল’, ‘হেসে ফেল’, ‘কেঁদে ফেল’, ইত্যাদি পাওয়া যায় । পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা অমুজ্জা বুঝাইতে ‘দেওয়া’ ক্রিয়াটির কোনও প্রকার-ভেদ অথ ক্রিয়ার শেষে জুড়িয়া দেন ; যথা, ‘ডেকে দে’, ‘ফেলে দে’, ‘ছেড়ে দে’, কিন্তু পূর্ববঙ্গে ঐরূপ স্থলে শুধু ‘ডাক’, ‘ফাল’, ‘ছাড়’ ব্যবহৃত হয় । অবশ্য আজকাল উভয় দেশের লোকের মধ্যে অধিকতর মেলামেশার ফলে কথিত ভাষার অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে । আমি সুদূর পল্লীগামের ভাষা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি ;

বর্তমান পরিবর্তিত কথার প্রণালী হইতে ঐ সকল স্থানের ভাষা এখনও সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছে।

পূর্বের অনেক বাঙ্গালা শব্দ বহুবচনাত্মক ছিল, তাহা এখনও উহাদের পুরাতন ব্যবহার লক্ষ্য করিলে টের পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের কথায় এখনও তাহাদের বহুল দৃষ্টান্ত আছে; যেমন, ‘মুখ’ স্থলে ‘মুখা’ (‘মুখা’ বলিতে ঠিক ‘মুখ’ বুঝায় না, পরন্তু কুস্তকারেরা যে পোড়ান মাটির ছাঁচ হইতে দেবদেবীর মুখ গড়ে তাহাই বুঝায়); ‘বক’ স্থলে ‘বগা’ (‘শুকনা বিলে বগা চরে’—ডাকের বচন), ‘কাক’ স্থলে ‘কাগা’, ‘চাঁদ’ স্থলে ‘চাঁদা’, ‘হাত’ স্থলে ‘হাতা’, (হাত নহে, রান্না ঘরে ব্যবহৃত হস্তাকৃতি লৌহদণ্ড), ‘ছত্র’ স্থলে ‘ছাতা’, ‘গন্ধপুষ্প’ (এক প্রকার ফুল) স্থলে ‘গান্ধা’, ‘মস্তক’ স্থলে ‘মাথা’, ‘পত্র’ স্থলে ‘পাতা’, ‘বক্ষ’ স্থলে ‘বুকা’ (লাউ কুমড়া প্রভৃতি তরিতরকারীর খণ্ডিত মধ্যভাগ), ‘রক্ত’ স্থলে ‘রাতা’।

‘পাতা’, ‘রাতা’, ‘মাথা’ প্রভৃতি শব্দে আমরা দেখিতে পাই, যে দ্বিত্ব অক্ষরটির একটি ছাড়িয়া দেওয়ার পর ‘আ’ এই দীর্ঘস্বরটি দ্বিত্ব অক্ষরটির পূর্বাঙ্করে যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু শব্দের পশ্চাতে ‘আ’ স্বরটি বহুবচনবাচক তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের ‘যাব’, ‘খাব’ ক্রিয়াগুলি পূর্ববঙ্গে ‘যামু’, ‘খামু’ আকারে দৃষ্ট হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য-গ্রন্থাদিতে ক্রিয়ার শেষোক্ত রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে পূর্বে এই ক্রিয়াপদগুলির বিভিন্ন রূপ উভয় প্রদেশেই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, প্রদেশবিশেষে ক্রিয়ার এক একটি বিশেষ রূপ স্থায়ী হইয়া গিয়াছে।

সংশোধনের প্রস্তাব

পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খণ্ডের প্রকাশের পর হইতে আমাকে মৈমনসিংহের বহু ভদ্রলোক বন্ধুভাবে কতকগুলি ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি সম্পাদক হিসাবে যে শব্দার্থসূচী দিয়াছি, এই সংশোধনের প্রস্তাব

মূলতঃ তৎসম্পর্কীয়। এ সম্বন্ধে আমি আমার ক্রুটি বেশ ভালই জানি এবং সেই জন্য ঐ সকল ভদ্রলোককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে আমি নিজে একজন পূর্ববঙ্গের লোক এবং আমি স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ পরিশ্রম করিতেছি। আমার পূর্ববঙ্গীয় ভাষাসম্বন্ধে জ্ঞান কেবল যে প্রত্যক্ষ, তাহা নহে, উহা তুলনা-মূলক আলোচনার ভিত্তিতে স্থাপিত, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে সমালোচকগণের অপেক্ষা আমার সুবিধা অধিকতর। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা যে সব সংশোধনের প্রস্তাব পাঠিয়াছেন, হয়ত তাহার সমস্তগুলি আমি গ্রহণ করিতে পারিব না, তথাপি যে সমস্ত কথার বিশেষ প্রাদেশিক অর্থ আছে, বাহা অল্প প্রদেশের প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না, বিশেষ বিশেষ স্থলে সেই সমস্ত কথাগুলির অর্থ আলোচনার পর সংশোধন করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। নিম্নে সংশোধনের প্রত্যেক প্রস্তাব-সম্বন্ধে আমার মতামতসহ আলোচনা প্রকাশ করিতেছি :—

(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, এম. এ., এম. আর. এস. (লণ্ডন), আনন্দমোহন কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক মহাশয় ‘বাজু’ শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এই শব্দটি “বজ্জিত” শব্দ হইতে উৎপন্ন মনে করিয়াছিলাম। তিনি কিন্তু বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ পারশ্ব ‘বাজু’ (‘বাহু’) শব্দ হইতে এই কথাটি আসিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি ‘গ্যাল্ডউইন্’ ও ‘ব্ল্যাক্‌ম্যানে’র History and Geography of Bengal গ্রন্থের অন্তর্গত টোডরমলের ১৫৮২ খৃঃ অব্দের Rent Roll-এর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঐ পারশ্ব শব্দটি আবার সংস্কৃত ‘বাহু’ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই শব্দ হইতে আমরা বাঙ্গালা ‘বাজু’ (এক প্রকার অলঙ্কার) শব্দটি পাইয়াছি।

ঐ শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালায় প্রচলিত ‘বাজু’-(ও তাহা হইতে ‘বাজু দেশ’) শব্দ দ্বারা যে অবজ্ঞা সূচিত হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালীদের বংশাবলীতে প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে ঐ শব্দ দ্বারা সর্বদা নিকৃষ্টতা বুঝাইয়া থাকে।

কুলীনেরা সর্বদাই ‘বাজুদেশ’কে সমাজে নিগূহীত ব্যক্তিদের অধ্যুষিত স্থান অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাজুদেশে বাস করিলে কোলিষ্ঠ নষ্ট হয়। সেইজন্য ‘বাজু’ শব্দটির সহিত ‘দেশ’ যুক্ত হইলেই উহা নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু পারশ্য শব্দটি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, চক্রবর্তী মহাশয়ের এই কথা অশ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। পারশ্য ও সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি সাধারণ শব্দ পাওয়া যায় যাহা প্রাচীন ইন্দো-এরিয়ানদের ভাষা হইতে গৃহীত।

(২) চক্রবর্তী মহাশয়, ফিরোজ সাহের রাজত্বকালীন কতকগুলি ঘটনার তারিখ সম্পর্কে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি প্রাপ্ত কতকগুলি মুদ্রার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই আপত্তি তুলিয়াছেন। ঐ মুদ্রা অনুসারে ফিরোজ সাহের রাজত্ব কাল ১৮৬ খৃঃ হইতে ১৪৮৯ খৃঃ। তিনি এই মুদ্রাসম্বন্ধে অণু কোন বিবরণ দেন নাই। তাঁহার ও আমার প্রদত্ত তারিখের মধ্যে বৎসর খানেকের পার্থক্য আছে। আমি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের মৈমনসিংহের ইতিহাস হইতে ঐ তারিখ পাইয়াছিলাম। কেদারবাবুর পুস্তকখানি ঐ প্রদেশের একখানি প্রামাণিক ইতিহাস। যাহা হউক এই ব্যাপারের আরও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

(৩) চক্রবর্তী মহাশয় ‘খোলা’ (পৃঃ ৪৫, পঙ্ক্তি ১, মৈমনসিংহ গীতিকা) শব্দটির অর্থ বলিয়াছেন “ভদ্রাসন-সন্নিকটস্থ খোলা জায়গা।” পূর্ববঙ্গে সর্বত্র এই শব্দটি বিশেষরূপ প্রচলিত এবং ‘ক্ষেত’ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া “ক্ষেত খোলা” কথাটির এত বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয় যে এ ক্ষেত্রে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন নূতন অর্থ নির্দেশ করিতে যাওয়া নিরর্থক, সুতরাং আমি আমার মত বদলাইবার প্রয়োজন দেখি না।

(৪) ‘আইলা’ (ঢিলা) কথাটির উল্লেখ করিয়া লেখক বলিয়াছেন যে কথাটি ‘আইলা’ নহে, ‘আউলা’। কিন্তু তাঁহারই জেলা হইতে যে গীতিকা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ‘আইলা’ শব্দই আছে, সুতরাং আমি তাঁহার প্রস্তাবিত পরিবর্তন গ্রহণ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

আমি পূর্ববক্তের যে অঞ্চলের অধিবাসী সেখানে কথাটি ‘আউলা’ নহে, ‘আইলা’।

(৫) ‘শিস্তায় ভরা’ (পৃ: ৫৭, পঙ্ক্তি ২) কথাটি সুরেন্দ্রবাবুর মতে ‘ক্ষিস্তায় ভরা’ হইবে। তিনি বলেন তাঁহাদের জেলায় ‘ক্ষিস্তা’ শব্দের ব্যবহার আছে ও তন্দ্রা ঘন দুধকে বুঝায়। আমাদের অঞ্চলে কিন্তু ‘ক্ষিস্তা’, একপ্রকার শসা জাতীয় ফলকে বলে; তবে যদি তাঁহাদের জেলায় কথাটি ক্ষিস্তাই হয় তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু একই জেলার বিভিন্ন স্থানে কোন কোন কথা বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইজন্য এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নির্দেশ করা চলে না।

(৬) ‘চই’ (পৃ: ৫৭, পঙ্ক্তি ৪) শব্দটিতে যদি একপ্রকার শাকসজ্জী-জাতীয় খাচ্চ ও পিষ্টক উভয়ই বুঝায়, তবে শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

(৭) ‘বউগড়া’ (পৃ: ৬৭, পঙ্ক্তি ১১) সুরেন্দ্রবাবু বলেন যে নববধূ যখন প্রথম স্বামিগৃহে আসেন তখন এক প্রকার স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানকে ‘বউগড়া’ বলা হয়। সুরেন্দ্রবাবু ছাড়া আরও কয়েকজন এই একই কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা মৈমনসিংহেরই শব্দ, স্মৃতির মং প্রদত্ত অর্থ (বউগড়া = বউসকল) ঠিক নহে।

(৮) ‘ঝাণ্ডাগাড়ি’ (পৃ: ৭৩, পঙ্ক্তি ১৪)। ‘ঝাণ্ডা’ অর্থে পতাকা; ‘ঝাণ্ডাগাড়ি’ শব্দে একটি নিশান পুঁতিয়া অধিকার নির্দেশ করা বুঝায়। আমি উহার অর্থ লিখিয়াছিলাম কেবল একটা খুঁটা পোঁতা। সুরেন্দ্রবাবুর দেওয়া অর্থ আরও বিশদ।

(৯) ‘ফুইদ’ বা ‘হুইদ’ (পৃ: ৬৫, পঙ্ক্তি ৮) শব্দের অর্থ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে ‘জিজ্ঞাসা করা’ এবং ঐ অর্থই ঠিক, কারণ কথাটি ‘শুধান’ কথা হইতে আসিয়াছে।

(১০) ‘নিয়ড়ে’ (পৃ: ১১৩, পঙ্ক্তি ৪) শব্দটির অর্থ তাঁহার মতে ‘জন্ম’। যদিও তাঁহার এই অর্থ গ্রহণ করিলে কোন অসঙ্গতির ভয় নাই, তথাপি কোথাও এরূপ অর্থে কথাটির ব্যবহার দেখি নাই বলিয়া আমি উহা মানিয়া লইতে পারিলাম না। ইহার ব্যবহার বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রচুর এবং

সর্বদাই ‘নিকটে’ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানেও ঐ অর্থে শব্দটি অসঙ্গত হইতেছে না।

(১১) ‘কাছ্লা’ (পৃ: ১১৩, পঙ্ক্তি ১১) শব্দটির অর্থ সুরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন ‘একটি বড় মুৎ-পাত্র’ এবং আমার মনে হয় এই ঠিক। আমি মনে করিয়াছিলাম উহার অর্থ ‘গাম্ছা’। আমার পূর্বতন সহকারী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ধরের কথা অনুসারে আমার উক্ত ধারণা হইয়াছিল। সুরেশবাবু পূর্বব মৈমনসিংহের অধিবাসী, ও পালাগানটি ঐ প্রদেশ হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

(১২) ‘উফ্টা’ (পৃ: ১২৮, পঙ্ক্তি ১২) কথাটির অর্থ, সুরেন্দ্রবাবুর মতে ‘লাথি’; আমি বলিয়াছিলাম উহার অর্থ ‘চড়’। ইহাও আমি সুরেশবাবুর কথামত বলিয়াছিলাম এবং আমার মনে হয় আমার ভুল হয় নাই, কারণ এখানে ‘উফ্টা’ কথাটির দ্বারা ‘লাথি’ বুঝাইলে কোন অর্থ হয় না।

(১৩) সুরেন্দ্রবাবু ‘কারুয়া’ (পৃ: ১৪৯, পঙ্ক্তি ১০) শব্দটির অর্থ বলিয়াছেন ‘খেরো’। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় যে ঐ অর্থ এখানে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(১৪) ‘রায়ত বিলাত’ (পৃ: ১৫৮, পঙ্ক্তি ২০) শব্দটির অর্থ তিনি বলেন ‘অধীন হওয়া’; কিন্তু আমার জানা সেরূপ কোন নজীর পাই নাই যাহাতে ঐ অর্থ মানিয়া লইতে পারি। দোকানদারদের হিসাবের খাতায় ‘বিলাত বাকী’ কথাটির বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কথায় তাহার ‘বাহিরের লোকেদের বাকী দেনা’ বুঝিয়া থাকে। আমার মনে হয় ‘বিলাত’ শব্দ, যাহাতে আজকাল ‘ইংলণ্ড’কে বুঝায়, তাহারও মূল এই ‘বাহিরের লোক’।

(১৫) ‘চুপা’ (পৃ: ১৬০, পঙ্ক্তি ১৬) কথাটিতে আমি একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ উহার অর্থ তখন জানিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন, একপ্রকার স্বর্ণ বা রৌপ্যানির্মিত ফুলের ন্যায় গঠন ও ছিদ্রবিশিষ্ট অলঙ্কারকে ‘চুপা’ বলে। তিনি আরও লিখিতেছেন যে কথাটির এখন আর প্রচলন নাই। তাহার দেওয়া অর্থটি কি অনুমান-প্রসূত, না উহার কোন নজীর আছে ?

(১৬) ‘ছিকর’ (পৃ: ১৮৪, পঙ্ক্তি ১৩) = ‘পোড়ানো মাটি’ আমার মনে হয় এই অর্থই ঠিক ।

(১৭) ‘হালি ধান’ (পৃ: ১৬০, পঙ্ক্তি ৭) শব্দটির অর্থ সুরেন্দ্রবাবু বলেন, ‘বীজখাণ্ড’ । কিন্তু স্পষ্টই দেখা যায় ‘হালি’ শব্দটি ‘শালি’ শব্দের অপভ্রংশ এবং ‘শালিধান’ খুবই এচলিত কথা । কিন্তু যদি কথাটির প্রাদেশিক অর্থ ঐরূপ হয়, তাহা হইলে অবশ্য তিনি ঠিকই বলিয়া থাকিবেন ।

(১৮) ‘ছিটাছড়া’ (পৃ: ৩১৫, পঙ্ক্তি ২২) শব্দের অর্থ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে ‘গোবর-জলের ছড়া’; কিন্তু তিনি মুহূঃ পালাগানটির সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে উহা হইতে পারে না এবং আমার দেওয়া অর্থই ঠিক ।

(১৯) ‘ইতে’ (পৃ: ৩৬১, পঙ্ক্তি ১৪) শব্দটি তাঁহার মতে ‘ইহাতে’ শব্দের অপভ্রংশ । কিন্তু তাহা হইলে উহা ‘ইথে’ হইত এবং এই শেষোক্ত শব্দটি বঙ্গসাহিত্যে বহুস্থানে পাওয়া যায় । ‘ইতে বিপরীত’ কথাটি এত পরিচিত এবং এই গীতিকার মধ্যেই ‘হিতে’ শব্দের স্থানে এতবার ‘ইতে’ ব্যবহৃত হইয়াছে যে মনে হয় আমার অনুমান নিভুল ।

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, বি. এ., আজ্ঞামান হাইস্কুলের রেক্টর, অনেকগুলি শব্দের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সংশোধনের জন্ত কতকগুলি প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন ।

মহিমবাবু বলেন যে মুদ্রিত পালাগানগুলির কথা সকল স্থানে প্রাদেশিক উচ্চারণের সহিত মিলে না । এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত । পালাগান-সংগ্রাহকেরা আমার উপদেশ-সত্ত্বেও সর্বদা সাধুভাষার প্রভাব কাটাইয়া চলিত শব্দ ও কথিত ভাষা ব্যবহার করেন নাই । কিন্তু মহিমবাবুর সহিত সব কথাগুলির উচ্চারণসম্বন্ধে আমি একমত হইতে পারিলাম না, কারণ মৈমনসিংহের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় উচ্চারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় । তিনি পর পৃষ্ঠায় লিখিত শব্দসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন ।

(১) ‘আচিল’, ‘কুট্টা’, ‘আন্দাইর’, ‘শিওরা’, ‘কান্দের কলসী’, ‘কান্দা মরে’, ‘জলে দিছ দেউ’—এই কথাগুলি তাঁহার মতে যথাক্রমে এইরূপ হইবে :—‘আছিল’, ‘কইত্যা’, ‘আন্ধাইর’, ‘শিয়রে’, ‘কাঁথের কলসী’, ‘কাইন্দা মরে’, ‘জলে দিছ ঢেউ’।

বেশ দেখা যাইতেছে ‘কান্দের’, ‘শিওরা’, ও ‘দেউ’ লিপিকরপ্রমাদ। আর ‘আচিল’ ও ‘সুদূর’ যে মৈমনসিংহের অন্ততঃ কোন কোন প্রদেশে এইরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে সে বিষয় আমি স্থির নিশ্চিত।

(২) ‘ভামুশ্বর’ শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহ ‘সূর্যাদেব’। আমার গ্রন্থের স্থানান্তরে আমি এ কথা বলিয়াছি।

(৩) ‘পশর’ (পৃঃ ৫) শব্দের অর্থ ‘আলো, ফর্সা’; কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম উহা ‘প্রসার’ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমার মত বদলাইবার কোন কারণ দেখিতে পাই না, কেন না উহা সূর্য-রশ্মিরও প্রসার বুঝাইতে পারে।

(৪) ‘রাও গুণালের হার’ (পৃঃ ৭)। আমার মনে হয় আমার অর্থই ঠিক। ‘রাও’ এবং ‘রায়’ শব্দ ‘রাজ’ শব্দেরই অপভ্রংশ। ‘রাছ’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইলে কথাটি ‘রাও’ না হইয়া ‘রাউ’ হইত।

(৫) ‘শান’ (পৃঃ ১০) শব্দ দ্বারা পূর্ববঙ্গের ভাষায় ‘ইঁট’ ও ‘পাথর’ উভয়ই সূচনা করে। ‘পাষাণ’ শব্দের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(৬) ‘উড়ের ধন’ (পৃঃ ১৫)। মহিমবাবু বলেন ‘উড়’ শব্দের অর্থ ‘নিকট’। ‘উরস্’ একটি সংস্কৃত শব্দ ও উহার অর্থ ‘বন্ধঃ’; ‘বুকের ধন’ কথাটি সুপ্রচলিত। আমার মনে হয় সমালোচক মহাশয়ের অনুমান এস্থলে অত্রান্ত নহে।

(৭) ‘দফা’ (পৃঃ ২৪)। এই কথাটির সম্বন্ধে প্রস্তাবিত সংশোধন আমি গ্রহণ করিলাম। কথাটির অর্থ ‘দল’ (সমষ্টি), আমার অনুমান ‘আস্তাবল’ নহে। কিন্তু মৈমনসিংহের ভাষায় এখনও কি ‘দফা’ কথাটি প্রস্তাবিত অর্থে প্রচলিত আছে, না উহা “অনুমানমাত্র? যদি তাহাই হয় তবে সংশোধনটি গ্রহণ করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিব।

(৮) ‘বাণী’ (পৃ: ২৭) কথাটির অর্থ মহিমবাবুর মতে স্বর্ণকার (সেকরা)। চলিত কথায় কিন্তু সেকরার মজুরীকে ‘বানি’ বলে। আমার মনে হয় উভয় অর্থই চলিতে পারে, তবে মহিমবাবুর অর্থই অপেক্ষাকৃত ভাল।

(৯) ‘আকাল মাকাল’ (পৃ: ২৯) কথাটি মহিমবাবুর মতে শিবজটা-স্থিত সপ্নায়, ‘কাল’ ও ‘মহাকাল’ শব্দের অপভ্রংশ।

(১০) ‘তাত’ (পৃ: ৩৩) শব্দটিকে ‘তাহাতে’ শব্দের রূপান্তর বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা তাহাই।

(১১) ‘দিনের সন্ধ্যাবেলা’ (পৃ: ৩৫)। মহিমবাবু ‘সন্ধ্যা’ অর্থে ‘সমাপ্তি’ বা ‘শেষ’ ধরিয়াছেন। ইহা একেবারেই অচল। সর্বত্রই ‘সন্ধ্যা’ শব্দ দ্বারা দিব্যসান সূচিত হয়। ‘দিনের সন্ধ্যাবেলা’ কথাটিতে ‘দিনের’ শব্দটির অর্থ নাই, উহা পয়ার ছন্দের নিয়ম বজায় রাখিতেছে মাত্র। মহিমবাবু ‘জীবন-সন্ধ্যা’ কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত ধারণা সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত ক্ষেত্রে ‘সন্ধ্যা’ কথাটির আলাঙ্কারিক অর্থ ধরিতে হইবে।

(১২) ‘নাগাস্ত’ (পৃ: ৪১), ‘সলাভা’ (পৃ: ৪১), ‘উভে’ (পৃ: ৪৩) প্রভৃতি শব্দের অর্থ তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দিয়াছেন। আমরা শব্দের প্রচলিত অর্থই চাহি; অনুমান করিয়া অনেক কিছুই বলা যায়। আমরা সে সমস্ত জানিবার জন্য কৌতূহলী নহি।

(১৩) ‘ঘরু শস্ত’ মহিমবাবু এবং মৈমনসিংহের আরো অণু কয়েকজন ভদ্রলোক আমায় একবাক্যে জানাইতেছেন যে ‘ঘরু শস্ত’ কথাটি তাঁহাদের প্রদেশের একটি অতি সাধারণ কথা এবং উহা দ্বারা সর্বদাই সব রকমের, কৃষিদ্রব্য’ বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং আমি যে বলিয়াছিলাম, ‘ঘরু শস্ত’ কথাটি ‘সরিষা’ (সর্ষপ) হইতে আসিয়াছে, তাহা ঠিক নয়।

(১৪) ‘করুমী’ (৪৯ পৃ:) কথাটির অর্থ, আমি ধরিয়াছিলাম, ‘ঘটক’। মহিমবাবু বলেন যে উহা দ্বারা কেবল ‘ঘটক’ বুঝায় না, পরন্তু মজুর, মিস্ত্রি ইত্যাদি আরও অনেককে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আমি কেবল

যে স্থলে কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেইখানে তাহার অর্থ কি হইবে তাহাই দিয়াছি, অভিধানের মত যাবতীর অর্থের তালিকা দিতে চেষ্টা করি নাই।

(১৫) ‘মন্দান্ধা’ (পৃঃ ৪২) ও ‘তুইন’ (পৃঃ ১১৩) শব্দের অন্তস্থ ‘ন’-কারকে তিনি স্বতন্ত্র অক্ষর বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু বলেন যে উহা সমগ্র শব্দটির একটি অচ্ছেদ্য অংশ যাহার জন্ম সমগ্র শব্দটির অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। ‘তুইন’-কে তিনি ‘তুমি’ শব্দের অবজ্ঞাসূচক অপভ্রংশ বলেন, কিন্তু কেবল ‘তুই’ শব্দটিই ত তাহার পক্ষে যথেষ্ট এবং ‘তুইন’ শব্দের ‘ন’ তাহা হইলে একান্ত নিরর্থক। আমার মনে হয় যে ঐ ‘ন’, ‘না’ শব্দের অপভ্রংশ এবং যে শব্দের সহিত যুক্ত হয় তাহাতে জোর বুঝায়। ‘না’ শব্দ দ্বারা সব সময়ই অসম্মতি বুঝায় কিন্তু এই সকল পালা-গানের ‘না’ শব্দটি এতবার সম্মতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে যে ‘মন্দান্ধা’ ও ‘তুইনের’ বেলাতেও তাহাই বুঝাইবে, এই মনে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শুধু বঙ্গদেশে নহে, অন্যান্য স্থানেও ‘না’-এর এই সম্মতি-সূচক অর্থে ব্যবহার একান্ত বিরল নহে। ‘না’ শব্দটি জিজ্ঞাসা ও সম্মতি উভয়ই বুঝায় এক্রূপ অর্থে এখনও প্রচলিত আছে।

(১৬) ‘নিয়ড়ে’ (পৃঃ ১১৩) শব্দটির অর্থ ‘নিকটে’ না ধরিয়া ‘জন্ম’ ধরায় ইনিও সুরেন্দ্রবাবুর মত ভুল করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এই শব্দটির ‘নিকটে’ (যাহার সহিত ইহার আকারগত এতটা সাদৃশ্যও রহিয়াছে) অর্থে এত বহুল ব্যবহার রহিয়াছে যে অনুমানের আর স্থান নাই।

(১৭) ‘খামারিয়া জমি’ (পৃঃ ১১৪) কথাটি দ্বারা স্পষ্টভাবে কর্ষণোপযোগী জমিকে বুঝাইতেছে ; বঙ্গদেশের সর্বত্র কথাটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মহিমবাবু বলেন ইহার অর্থ হইবে ‘ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেওয়া একখণ্ড জমি’ ; আমি জানি না উহার স্থানীয় অর্থ এক্রূপ কি না।

(১৮) মহিমবাবু বলেন ‘জুলুঙ্গা’ (পৃঃ ১৬৭) শব্দটি দ্বারা বাঁশের চেয়াড়ী দ্বারা নির্মিত পাখীর খাঁচা বুঝাইয়া থাকে। আমার মনে হয় এই অর্থই ঠিক।

(১৯) ‘কেরুয়াল’ (পৃঃ ১৯৯) কথাটি আমি ‘কাণ্ডার’ শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াছিলাম । অনেক পুরাতন বাঙ্গালা কবিতায় কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা, “কাঁধে কেরুয়াল করি হাসয়ে মগারি ।” (মালাধর বসু প্রণীত ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল,’ শক ১৩৯৫ ।) ইহা দ্বারা ‘দাঁড়’ বুঝাইলে তরঙ্গী বাহিবীর সময় উহা মাঝির স্কন্ধে থাকিত না । ‘কাণ্ডার’ শব্দ হইতে যে ‘কেরুয়াল’ শব্দের উৎপত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যদি মৈমনসিংহের স্থানীয় ভাষায় উহার অর্থ ‘দাঁড়’ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আসল অর্থ হইতে উহা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে । এক প্রদেশের শব্দ অন্য প্রদেশে ব্যবহৃত হইবার সময় যে এরূপ বহু অর্থানৈক্য ঘটয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত বিবল নহে । ‘কেরুয়াল’ কথাটি ‘কাঁড়াল’ কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ‘র’ ‘ল’-তে পরিবর্তিত হয়, এই নিয়মানুসারে উহা ‘কাণ্ডার’ হইতে আসিয়াছে ইহা বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না ।

(২০) ‘চুটিয়াচুটি’ (পৃঃ ২৪৪) । মহিমবাবুর মতে ইহা ‘চুটিয়া ময়না’ নামক একপ্রকার স্থানীয় পক্ষিবিশেষের নাম ।

(২১) ‘হানা’ (পৃঃ ২৭২) শব্দটির মৎপ্রদত্ত অর্থ (নষ্ট করা, আঘাত করা, আক্রমণ করা) সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া ইনি বলেন উহার অর্থ হইবে ‘আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল’ । আমি কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ । ইহা বঙ্গভাষায় সুপ্রচলিত কথা এবং আমার দেওয়া পূর্ববিকার অর্থই বজায় রাখা সম্ভব মনে করি ।

(২২) ‘পাছাড়ি’ (পৃঃ ৩১৮) শব্দের অর্থ ইহার মতে ‘পাছাপাড় সাড়ী’, কিন্তু ইহা ভুল । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বহুস্থলে ‘পাছাড়ি’ শব্দটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাতে একপ্রকার মোটা কাপড়কে বুঝায় । (“বিনে বান্দী নাহি পিন্ধে পাটের পাছাড়ি”— ময়নামতী গান ।)

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ চক্রবর্তী, জয়কা পোঃ, কামারাটিয়া, মৈমনসিংহ, আমাকে কতকগুলি বিষয় সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন । তিনি বলেন যে ‘জালিয়ার হাওর’ কিশোরগঞ্জের দক্ষিণে নয়, উত্তর-পূর্বে । কিশোরগঞ্জের দক্ষিণে যে হাওর আছে, তাহাকে ‘বড় হাওর’ বলে । তাঁহার

প্রস্তাবগুলি সাধারণতঃ সমীচীন মনে হয় ; আমি নীচে সেগুলি উল্লেখ করিলাম ।

(১) ‘জুইতের ঘর’ শব্দের অর্থ আমি ভাবিয়াছিলাম ‘সুসজ্জিত বাড়ী’ কিন্তু দেখিতেছি উহার একটা স্থানীয় অর্থ আছে । অমূল্যাবাবু বলেন যে উহা একপ্রকার ‘বাঙ্গালা ঘর’-কে বুঝায় । তিনি ঐরূপ বাড়ীর একটি ছবিও আঁকিয়া পাঠাইয়াছেন ও তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে উহা পূর্বকালীন খিলানওয়ালা একপ্রকার মন্দিরের মত গৃহ । প্রসিদ্ধ লেখক ফাণ্ড’সন বাঙ্গালীদিগকে উহার আবিষ্কর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । প্রায় অন্ধশতাব্দী পূর্বেও ঐরূপ গৃহ মৈমনসিংহে বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইত ।* প্রাচীন কালে ‘জুইতের ঘর’ ইফক নিশ্চিত হইত, এখন উহা বাঁশ ও খড়ের দ্বারা তৈয়ারী হয় ।

(২) ‘কামলা’ (পৃঃ ৬২, পঙ্ক্তি ১১) । অমূল্যাবাবুর পত্র হইতে বুঝিতে পারিলাম যে উহার অর্থ কেবল ‘দিন মজুর’ নহে, পরন্তু পূর্ব-মৈমনসিংহে উহা দ্বারা কারুশিল্পীদিগকেও বুঝাইয়া থাকে ।

(৩) ‘ঝাপে বুপে’ (পৃঃ ৬২, পঙ্ক্তি ১১) । অমূল্যাবাবুর মতে ‘ঝাপ’ শব্দে ‘বেড়া’ বা ‘ছাউনী’র নিম্নদেশ বুঝায় ; আমাদের জেলায় (ঢাকা) কিন্তু উহা দ্বারা খড়ের বা চেটাইয়ের দরজাকে বুঝায় ।

(৪) ‘তিন আবা দিয়া’-র (পৃঃ ৬৩, শেষ পঙ্ক্তি) অর্থ আমি ভাবিয়া-ছিলাম তিনবার মুখে হাতের চেটো দিয়া ‘আবা’ ‘আবা’ শব্দ করা (ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলিতে খেলিতে বিরতি প্রার্থনা করিবার সময় ‘আবা’ দেয়) । বৈষ্ণব পদাবলীতেও উহার এই অর্থে ব্যবহার আছে । অমূল্যাবাবু এ সম্বন্ধে আমার সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ অর্থ একেবারেই খাটিবে না এবং এখানে ‘তিন আবা দিয়া’ নববধূকে বরণ করিবার সময় কুলস্ত্রীরা যে চালের গুঁড়ির আলিপনা দেয়, তাহাকে বুঝাইতেছে । তিনি তাঁহার পত্রে এইরূপ একটি আলিপনার চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন । তাঁহাদের জেলায় ইহা একটি সুপরিচিত প্রথা এবং বর্তমান ক্ষেত্রে এই অর্থে ইহার প্রয়োগ স্তম্ভ হইবে সন্দেহ নাই, সুতরাং আমার মনে হয় অমূল্যাবাবুর প্রস্তাবিত অর্থ ই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত ।

(৫) ‘সরাইয়ের পথে’ (পৃ: ৬১, পঙ্ক্তি ১২)। ‘সরাই’ শব্দের অর্থ ‘হোটেল’, ‘পান্থনিবাস’ এবং আমি সেই অনুসারেই উহার অর্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু অমূল্যবাবুর নিকট জানিতে পারিলাম যে ‘সরাই’ কথার স্থানীয় অর্থ ‘প্রশস্ত’ (চণ্ডা)। কিন্তু প্রশস্ত হইলে পশ্চাতের ‘এর’-শব্দের সার্থকতা কি ?

(৬) ‘কাছলা’ (পৃ: ১২৩, পঙ্ক্তি ১১) শব্দের আমি অর্থ করিয়াছিলাম, ‘গাম্ছা’ কিন্তু অমূল্যবাবু বলেন ইহা ভুল, উহার অর্থ ‘এক প্রকার মৃৎ-পাত্র’। সুরেন্দ্রবাবুও এই কথা বলিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করিয়াছি।

(৭) ‘বাগুনি’ (পৃ: ১২৭, পঙ্ক্তি ২) শব্দের অর্থ তাঁহার মতে ‘ব্যাত্রী’ ও ‘বাগিনী’ শব্দ হইতে উৎপন্ন।

মহিমবাবুর মতই অমূল্যবাবু ও সুরেন্দ্রবাবু ‘বউগড়া’ (পৃ: ৬৭, পঙ্ক্তি ১১), ‘বাগ্না’ (পৃ: ২৭, পঙ্ক্তি ৭), ‘জুলুঙ্গা’ (পৃ: ১৬৭, পঙ্ক্তি ১৭), ‘হালিধান’ (পৃ: ১৮৬, পঙ্ক্তি ৭) শব্দের অর্থ সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে ইহাদের ঐক্য আছে।

(৮) ‘কাগমালা’ (পৃ: ২৬৮, পঙ্ক্তি ২০) শব্দের অর্থ আমি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছিলাম ‘শিকা’; কিন্তু অমূল্যবাবু বলেন যে রান্নাঘরের বাসন রাখিবার জন্য একটা বাঁশের খুঁটার উপর যে আধার তাহাকে ‘কাগমালা’ বলে। কথাটি সম্পূর্ণ স্থানীয়, সুতরাং আমার মনে হয় তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, এম. এ., কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক, ‘বউগড়া’ ও ‘জুইতের ঘর’ শব্দদ্বয়ের পূর্ববর্তী সমালোচকদের মত সংশোধন করিয়াছেন। পূর্বেই এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া আর নূতন কিছু না থাকায় উহার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক মনে করি।

‘পাণখিল’ (পৃ: ১০৪) শব্দটিকে আমি ‘পাণখিল’ শব্দের অপভ্রংশ ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ধনঞ্জয়বাবু বলিতেছেন যে মৈমনসিংহে ইহা বিবাহের পূর্ববর্তী একটি সুপরিচিত কৃত্য। ইহাতে যদিও .পাণ, সুপারি ইত্যাদির

প্রয়োজন হয়, তথাপি আরও অনেক জিনিষ আছে। গৃহাঙ্গনে আলিপনা, সিঁদূরকোটা-স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া দাম্পত্য-জীবনের কৰ্ত্তব্য-নির্দেশক কবিতাবলীর আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বাজ্যভাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই ‘পাণখিলে’র অন্তর্গত। অনেক সময় এই করণীয়গুলি শেষ করিতে পূরা পাঁচ ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে।

মৈমনসিংহের জমিদার ও উকিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি. এল., মহাশয়ের সহিত বংশীদাসের তারিখ সম্বন্ধে আমার অনেক চিঠিপত্র লেখালিখি হইয়াছে। বংশীদাস ঐ জেলার মনসা-ভক্ত একজন বড় কবি। বংশীদাস, তাঁহার কন্যা চন্দ্রাবতী কর্তৃক রচিত ‘কেনারামের’ গীতিকার একজন প্রধান চরিত্র। চন্দ্রাবতী ‘মলুয়া’ ও ‘কেনারাম’ এই দুইটি পালাগানের রচয়িত্রী; নয়ানচাঁদ রচিত একটি পালাগানে ইঁহার জীবনকথা করুণভাবে বিবৃত আছে।

প্রতিভাশালিনী কন্যা চন্দ্রাবতীর সাহায্যে বংশীদাস যে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহা ৩২০মানখ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং কবি-প্রদত্ত রচনার তারিখ, শকাব্দ ১৪৯৭, (১৫৭৫ খৃঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় বলেন যে কাব্যখানি আরো পরে লেখা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত তিনি অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। আমি তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখ করিতেছি। ‘অঙ্কশ্রু বামা গতি’ অনুসারে তিনি বলেন যে তারিখটি বাম দিক্ হইতে পড়িতে হইবে। কিন্তু এখানে আমরা তদ্বিপরীত দেখিতেছি। বংশীদাসের ন্যায় একজন বিদ্বান্ ব্যক্তি যে এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন তাহা মনে হয় না। আমার মনে হয় এ যুক্তি ঠিক নহে। সংস্কৃতভক্ত কবি-রচিত বাঙ্গালা কাব্যেও অনেক সময় এ নিয়ম অনুসৃত হইতে দেখা যায় না। মহাকবি ভারতচন্দ্রও তদ্রূপিত একটি কাব্যের শেষে লিখিয়াছেন ‘সনে রুদ্রচৌগুণা’—ইহা ডান দিক্ হইতে পড়িতে হইবে, বাম দিক্ হইতে নয়। খেলারাম ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে রচিত একটি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের শেষে লিখিয়াছেনঃ—

ভুবন শাকে বায়ু মাসে শরের বাহন।

খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ ॥

(“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য”, পৃঃ ৪০০।) ইহাও ডান দিক্ হইতে পড়িতে হইবে এবং তাহা হইলে শক ১৪৪৯ অব্দ (১৫২৭ খৃঃ অঃ) পাওয়া যাইবে।

এইরূপে মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পৃষ্ঠপোষকতায়, বহু বিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত ‘কাশীখণ্ডে’র অনুবাদে তারিখ দেওয়া আছে ১৭১৪ শকাব্দ ও উহা দক্ষিণ দিক্ হইতে পড়িয়া পাওয়া যায়। অনেক সংস্কৃত কাব্যেও সর্বদা ‘অক্সত্বে বামা গতি’ নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ‘বল্লাল-চরিতে’ আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। কয়েকবৎসর পূর্বে ‘ঢাকা রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত অমৃতানন্দ গুপ্ত কর্তৃক আবিষ্কৃত, রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কীয় সাভারের শিলালিপিতে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহাও ডান দিক্ হইতে পড়িতে হইবে। সুতরাং মজুমদার মহাশয়ের এই যুক্তি টিকিতে পারে না। তাঁহার সহিত আমার যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার সায়াংশ এখানে দিবার প্রয়োজন দেখি না, কারণ তাঁহার প্রতিপাঠ বিষয়টি (যে বংশীদাসের গ্রন্থখানি আরও পরে রচিত হইয়াছিল) একটি ভুল গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাকে এই ভুলটি নির্দেশ করিয়া দিলেই তাঁহার সমস্ত যুক্তিতর্ক একযোগে ভূমিসাৎ হইবে। আমার বিশ্বাস তিনি গ্রন্থশেষে প্রদত্ত তারিখটি বিনাতর্কে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন। তাঁহার গণনা (যাহার ভিত্তি কবির বংশ-পরিচয়ের গ্রন্থ) অনুসারে বংশীদাস প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি বলেন, “পুস্তকের শেষে উল্লিখিত তারিখ (১৮৯৭ শকাব্দ) অনুসারে গ্রন্থখানি ৪৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল।” তিনি বলেন, ইহা অসম্ভব। তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের সাহায্যে ও বহুবিধ প্রমাণের বলে তর্ক করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বংশীদাস দ্বৈশার্থী অপেক্ষা অগ্রবর্তী হইতে পারেন না। কিন্তু তিনি কোথা হইতে পাইলেন যে বংশীদাস ৪৫২ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন? গ্রন্থের শেষের তারিখ অনুসারে বংশীদাস ১৪৯৭ শকাব্দে জীবিত ছিলেন; এখন ১৮৪৯ শকাব্দ, সুতরাং তিনি ৩৫২ বৎসর পূর্বেরকার লোক। গ্রন্থের শেষে দেওয়া তারিখ, ১৫৭৫ খৃঃ অঃ এবং তাঁহার দেওয়া তারিখ

১৬২৭ খৃঃ অঃ ; সুতরাং তফাৎ ১৫২ বৎসরের নহে, মাত্র ৫২ বৎসরের। তিনি যোগে ভুল করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে দেওয়া তারিখ হইতে বংশীদাস যে ঈশার্থীর পূর্ববর্তী লোক ছিলেন তাহা পাওয়া যায় না। ঈশার্থী, মানসিংহের সহিত ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বংশীদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ‘মনসামঞ্জল’ লিখিয়াছেন, সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে তাঁহার সমসাময়িক। আমি একটা সামান্য অঙ্কের ভুল দেখাইবার জন্য এতটা স্থান লইতাম না, কিন্তু ইহা হইতে যতীন্দ্রবাবু অগ্ন্যাগ্ন যে সকল কথার উত্থাপনা করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় এই আলোচনাটুকু করিতে হইল।

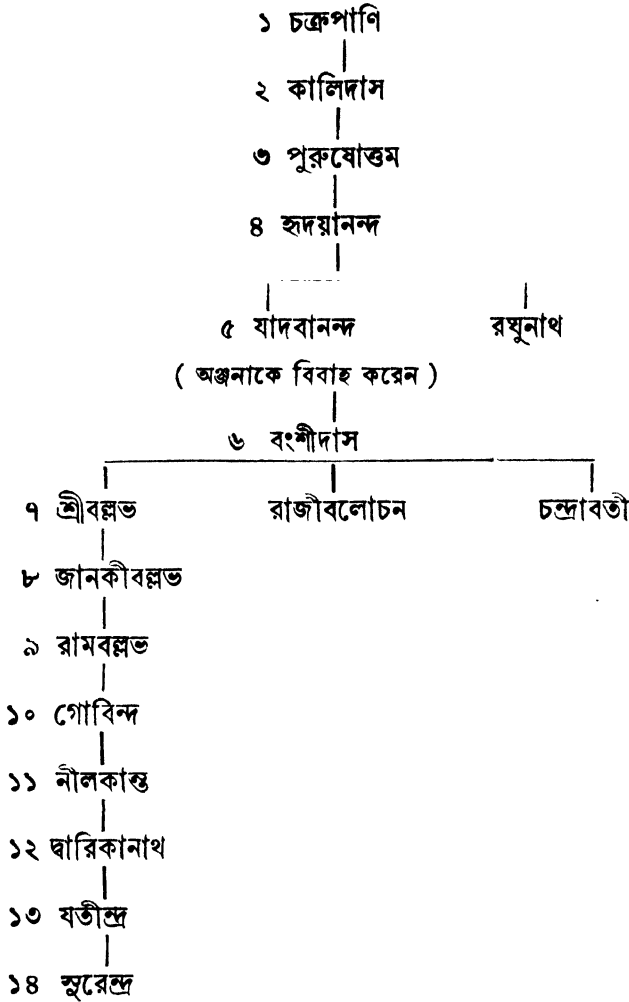
তিনি আরও বলেন যে চন্দ্রাবতী তাঁহার পিতার যে দারিদ্র্যের কথা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে ; কারণ তাঁহাদের বংশধরেরা ধনী, বংশীদাসের নামে কতকটা স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ কালেক্টরীর দলিল-পত্রে পাওয়া যায়। তাঁহার বংশধরেরা পূর্বকালে দেশের মধ্যে সম্পদশালী এবং ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এবং এখনও আছেন। ধনী বংশধরেরা অনেক স্থলে স্তুতিতে পছন্দ করেন না যে তাঁহাদের খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ এত দরিদ্র ছিলেন যে “তাঁহার খড়ের চাল দিয়া বর্ষাকালে জল ঝরিত।” বস্তুতঃ চন্দ্রাবতীর সরল বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা একান্তই অসঙ্গত। দেশমধ্যে বংশীদাসের যশ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী জীবনে তাঁহার পক্ষে কতকটা স্থাবর সম্পত্তি লাভ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যাহাই হউক আমরা চন্দ্রাবতী-বর্ণিত উপাখ্যান অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহার পিতা সত্যই দরিদ্র না হইলে তাঁহার সে কথা বলার কোন কারণই দেখা যায় না। তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিলে সকলেই রচনার আন্তরিকতায় ও ঘটনাবলী বিবৃত করার সরলতায় মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার পিতার সম্বন্ধে যে সুসঙ্গত ও সহজ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া অনুভব হয়। তৎকালিক ঋষিকল্প ব্রাহ্মণদের আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে এবং তাঁহার দরিদ্রতায় চন্দ্রাবতীর লজ্জার কোন কারণ নাই। নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যাকার বলিয়া তিনি তৎকালের বিপুল ঐশ্বর্য্য স্ফূর্তিতে প্রত্যাখান

করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহাকে আমাদের চোখে কিছুমাত্র খর্ব না করিয়া
তাঁহার চরিত্রকে অধিকতর মহিম-মণ্ডিত করিয়াছে; প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণিত
কেনারামের চরিত্র আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বংশীদাসের প্রদত্ত বংশ-পরিচয় বেশ কৌতূহলপ্রদ। নিম্নে আমি
বংশীদাসের বর্তমান বংশধরগণ পর্য্যন্ত বংশতালিকা দিলাম।

“বংশী দ্বিজ পূর্বের গৌসাই চক্রপাণি ।
ভূত ভবিষ্যৎ আদি ত্রিকাল যে জ্ঞানী ॥
রাত্ হ’তে আসিলেন লোহিত্যের পাশ ।
হাজরাদি পাতুয়ারি গ্রামেতে নিবাস ॥
সম্বন্ধ করিলেন রত্নাবতী ঠাকুরাণী ।
তান পুত্র কালিদাস হৈলা মহাজ্ঞানী ॥
তান পুত্র পুরুষোত্তম প্রাজ্ঞ মহাশয় ।
এক প্রজাপতি বলি সর্ব লোকে কয় ॥
কুলে শীলে গরিষ্ঠ সম্পদ অতিশয় ।
হৃদয়ানন্দ হ’ল তাহার তনয় ॥
তান পুত্র যাদবানন্দ সুধী অতিশয় ।
দ্বিজবংশী জন্মিলেক তাহার তনয় ॥
দেবগুরু প্রসাদে হৈল দিব্যজ্ঞান ।
পদবন্ধে রচিলেক পদ্মার পুরাণ ॥
পদ্মাপুরাণ কথা শুন এক চিতে ।
বিস্তারি কহিব আদি পাঁচালির মতে ॥
যদি বা অশুদ্ধ হয় দেবভাষা মতে ।
বিজ্ঞজন লইবেন পূরিয়া পশ্চাতে ॥
পুরাণ রচিতে মোর কবিত্বের আশ ।
চন্দ্র ধরিতে যেন শিশুর প্রয়াস ॥
জলধির বামে ত ভুবন মাঝে দ্বার ।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার ॥ (১৪০৭) .

বংশীদাসের বংশ-তালিকা



১ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের উপাস্থস্থিত পল্লী ও দ্বীপমালা ইহাতে যে সকল পালাগান আমরা পাইয়াছি, তাহা অজস্র ঐতিহাসিক তথ্যের আকর। বিশেষ করিয়া এই সকল পালাগানে বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা—হান্সাদগণের সঙ্গে জল-যুদ্ধ, এবং তাঁহাদের বাণিজ্য-বিবরণী চাষা কবিদের হাতে অতি সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী

খণ্ডে আমরা সেই সমস্ত বাণিজ্য-বৃত্তান্তসূচক পালাগানের কয়েকটি প্রকাশিত করিব, আশা রহিল।

১. আমরা এই সকল পালাগানে যে সকল খ্রীচরিত্র পাইয়াছি—তাহারা অপূর্বভাবে শ্রী ও হ্রীশালিনা। বঙ্গ-সাহিত্যের এই নায়িকাগণ মহা-আমার চক্ষে সমুদ্রমস্থললকা শতদলবাসিনী কমলার অভ্যুদয়ের ন্যায় চমৎকার মনে হইয়াছে। এই খ্রীচরিত্রগুলির কাহারও অবিচলিত ধৈর্য্য, কাহারও অপূর্ব দুঃখ-সহন-ক্ষমতা, কাহারও ভুবন-বিজয়ী প্রেম ও সংযম, কাহারও অদ্ভুত কার্য্যতৎপরতা আমাদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। অশ্বপুষ্ঠে মল্লয়া, প্রদীপকুমারের গৃহে কমলা, উত্তাল নদীতরঙ্গে গ্রাণবিসর্জনের প্রাকালে মল্লয়া, স্বামীর সারেঙ্গনিকণমুখা ভেলুয়া, রাজকুললক্ষ্মী কমলার নবখাত পুষ্করিগীতে আত্মদান—ইহার এক একটি চিত্র অমরবর্ণে উজ্জ্বল,—আমার স্মৃতিপট গোরব-মণ্ডিত করিয়া এই চিত্রগুলি শোভা পাইতেছে। বিদেশী সমালোচকেরা বলিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতি প্রাচীন, তাঁহাদের যুবজনেচিত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন—এই জাতির গুণগরিমা অন্তমিত, এইরূপ অভিযোগগুলি পালাগান পড়িলে সমর্থন করা যায় না। বর্তমান কালের নবগঠিত, সতেজ, সুসভ্য জাতিদের যে মুক্তিমন্ত্র, যে অবাধ কর্ম্মক্ষমতা, যে বিশ্ববিজয়ী তেজ ও ধৃতি, এই পালাগানের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে তাহাই পাওয়া যায়। যাহারা এই মুকুরে বিস্তৃত বাঙ্গালীর চিত্র দেখিবেন, তাঁহারা কখনই মনে করিতে পারিবেন না তাঁহারা বার্কিক্য ও জরাগ্রস্ত, কর্ম্ম-শক্তি-হীন পঙ্গু। ইঁহারা কর্ম্মঠ ও বিয়সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে জয়ের পতাকা ও আত্মার গরিমা বহন করিয়া যাইতেছেন। এ্যালেন আমেরিকার একজন শিক্ষিত যুবক, তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্বের ডিরেক্টার ওটেন সাহেবও সেই কথাই লিখিয়াছিলেন—“যদি বাঙ্গালী এই পালাগানগুলির আদর করিতে পারেন, তবেই বুঝিব তাঁহারা বর্তমানে বড় হইতে পারিবেন।” এগুলির মধ্যে সজীব প্রাণের চিহ্ন পত্রে পত্রে,—মুমুর্ষু শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্জীব মানুষের হীনবীর্য্যের চিহ্ন ইহাতে নাই। প্রবীণ শিল্পাচার্য্য রোদেন্‌টাইন লিখিয়াছেন, এই পালাগানের নায়িকাগুলির চরিত্র পাঠ করিয়া মনে হইতেছে যেন অজান্তা-গুহার চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন।

সাহিত্য-সম্রাট রোমান রৌলা লিখিয়াছেন, মদিনার চিত্রে যে অপূর্ব গ্রাম্যশ্রী ও শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কোন কৃষক কবির নিকট হইতে তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। সিলভ্যান লেভি লিখিয়াছেন, “এই পল্লী-কৃষক-কুলের রচিত সাহিত্যরসে আমি ডুবিয়া আছি। ইহাদের প্রসাদে আমি ফরাসী দেশের অতি শীতল আবহাওয়ায় বাস করিয়া আপনাদের নিশ্চল রৌদ্রোজ্জ্বল শ্যামল দেশ এবং প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে দাম্পত্য জীবনের কবিত্ব-লীলার মাধুরী অনুভব করিতেছি।”

প্রথম যেদিন বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের স্মৃতি পড়িয়াছিলাম,—তাহারও পূর্বের যে দিন মধুসূদনের মেঘনাদের ডমুরের ধ্বনি কর্ণরঞ্জে মন্দিত হইয়াছিল সেই সকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনই ভুলিব না। এই পালাগানের শ্রেষ্ঠ গানগুলি পাঠ্য-কালে আমার মনের উপর ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের পথে কাণাকড়ি খুঁজিতে গিয়া যেন আমি স্বর্ণ-মুদ্রার লাগুর পাইয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় আমরা জানি না যে বঙ্গ দেশের পল্লীলক্ষ্মী এইরূপ শত শত রত্ন তাঁহার অঞ্চলে কুড়াইয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের ইতিহাস-সম্বলিত পালাগান এই দেশময় প্রচলিত ছিল।

মহাপ্রভু ভগবৎ ভক্তিতে দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। পার্থিব সুখ-দুঃখ ও প্রেমসম্বলিত সাহিত্যের মূল্য তিনি কমাইয়া দিলেন; তিনি বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের গান দিনরাত্র গান করিতেন—তাঁহারাই এ দেশের লোকের প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। হিমালয় যেমন সুবিশাল চীন, মহাচীনকে আমাদের চোখের আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহাপ্রভুর কীর্তন-মহিমা-ঘোষী খোলের বাজে আমরা সেইরূপই দৃষ্টিহার্য হইয়া পূর্ববর্তী বিরাট পল্লী-সাহিত্য ভুলিয়া গেলাম। এই ভাবে এক বিশাল সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল,—চৈতন্য-ভাগবতকার তাহার উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া সেই সাহিত্যের অস্তিত্বেরই প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপালের গীত, যাহাদের কথা লিখিতে যাইয়া বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ প্রমত্ত হইয়া এই সকল গান শুনিত—

যে গান না হইলে সমস্ত উৎসব মাটি হইয়া যাইত, সেই সকল গান কোথায় গেল ?

আমরা অষ্টদশ শতাব্দীতে কালিমপুরের অনুশাসনে উৎকীর্ণ লিপিতে পাইতেছি, রাজা ধর্মপাল সম্বন্ধে যে পল্লীগীতিকা রচিত হইয়াছিল, তাহা বনচারী রাখালরা, গ্রামোপকণ্ঠে ক্রীড়াশীল বালকরা, দিবাবসানে কস্মাক্সান্ত বিপণি-স্বামীরা এবং আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরা সর্বদা গান করিত; এমন কি, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গদিগকেও সেই গান শিখান হইত, তাহারা ললিত কাকলী দ্বারা মহারাজ ধর্মপালের কীর্তিকথা উচ্চারণ করিত। দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বাণগড়ের মহাপালের তাম্রশাসনে মহারাজ রাজ্যপাল সম্বন্ধেও সেইরূপ পল্লীগীতিকার উল্লেখ আছে। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে ঐ ভাবের গীতিকার কথা চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গীয় “রাজমালায়” আমরা “লক্ষ্মণমালিকা”র উল্লেখ পাই, এই “লক্ষ্মণমালিকা” ও লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধে কোন গীতিকা বলিয়াই মনে হয়। সেক শুভোদয়া পুস্তকে আমরা রামপালদেব সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ পাইয়াছি। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যামন ছিলেন এবং ইনিই পরদার-অপহারক একমাত্র পুত্রকে শূলে প্রাণদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিয়া ন্যায়ের অবতার বলিয়া জনসাধারণ কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন।

ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে ধনুমাণিক্য ও তৎপত্নী কমলা দেবী এবং পরবর্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহারাজ ধনুমাণিক্য ত্রিহৃত হইতে নর্তক ও গায়ক আনাইয়া এই সকল গান কি ভাবে গাহিতে হইবে, তাহা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে বিখ্যাত দম্যপতি সমুসুর গাজি ত্রিপুরেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েক বৎসরের জন্য ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার হত্যার অব্যবহিত পরে রচিত তৎসম্বন্ধীয় পালাগান আমরা সংগ্রহ করিয়াছি।

ঈসা খাঁ মসনদ আলি, যিনি আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে কয়েকবার পরাভূত করিয়া বারভুঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও অনেক পালাগানের প্রধান নায়ক,—তাঁহার বংশধর মনুর খাঁ দেওয়ান ও ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সম্বন্ধে বহু পালাগান প্রচলিত আছে। তাঁহার কতক

মধ্যে সম্ভবতঃ আরও উৎকৃষ্ট অনেকগুলি আছে। যদি সরকার বাহাদুর এই কার্যে শিথিল-যত্ন হন, আমাদের দেশের লোকের এই ব্যাপারে কি কোন কর্তব্য নাই? আজ যদি কালিদাসের একখানি নবকাব্য আবিস্কৃত হয়, আজ যদি বিলাতে মিস্টন কি বাইরনের কোন অপ্রকাশিত পুস্তকের সম্ভান পাওয়া যায়—তাহা লইয়া জগতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। এই পল্লী-গানগুলির মধ্যে অনেকটির ঐতিহাসিক তত্ত্ব-গুরুত্ব ও কবিত্ব সম্বন্ধে এরূপ মূল্য আছে যাহাতে সেগুলিকে আমি কোন রূপেই স্বল্পমর্যাদা দিতে প্রস্তুত নহি। স্বদেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রত্ন সম্বন্ধে আমরা যদি উদাসীন হই, তবে আমাদের স্বদেশী সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া স্বদেশ-ভক্তি প্রচার করা বৃথা। সামান্য কয়েক সহস্র মুদ্রা হইলে দুই চার বৎসরের মধ্যে এই কার্য শেষ হইতে পারে।

মৈমনসিংহ এই সকল রত্নের প্রধান খনি; এই পালাগানগুলির আবিষ্কারের দরুন তদ্দেশবাসীরা যে গৌরব লাভ করিয়াছেন—তাহার ফল ভাবী যুগে তাঁহাদের বংশধরগণ উপভোগ করিবেন; এই পল্লী-সাহিত্য তাঁহাদের কিরীটে অমরশ্রী প্রদান করিয়াছে। শুনিয়াছি মৈমনসিংহ ধনী ও বিদ্বানগণী অধ্যুষিত বঙ্গের একটি প্রধান জেলা। স্বার্থশূন্য হইয়া যাহারা কাজ করেন, তাহারাও অন্ততঃ একটা মুখের হাসি ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথারও প্রত্যাশা রাখেন, এ পর্য্যন্ত এই দীন লেখকের ভাগ্যে তাহাও জুটিল না। আমি নিজে বহু চেষ্টা করিয়া চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে ২০০ টাকার একটি তোড়া এবং একটি স্বর্ণ-পদক উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনার উপলক্ষ হইয়াছিলাম। কিন্তু এই প্রাণান্ত শ্রমের পুরস্কার বা উৎসাহ আমার পক্ষে বাহির হইতে কিছু জোটে নাই। সরকার বাহাদুর যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, অপর কোন স্থানে এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল না। যাহা ইউক আমাদের দেশ এই আবিষ্কারের ফলভাগী ইউক,—বঙ্গসাহিত্য ইহার প্রভাবে জগতে যশ অর্জন করুক;—আমি এতদপেক্ষা অধিকতর পুরস্কারের প্রত্যাশা করি না। বঙ্গ-ভারতীর শ্বেত শতদলের ভ্রাণে মাতোয়ারা হইয়া যে কার্যে অগ্রসর হইয়াছি, —তাঁহারই শুভাশিস আমার এই অন্তোন্মুখ জীবনের শীর্ষে আলোক প্রদান করুক।

এই কার্যের ব্যাপদেশে যে সকল কস্মীর সহায়তা আমি লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য, অপূর্ব উত্তম, পল্লী-সাহিত্যের প্রতি অপরাজেয় অনুরাগের সহিত স্থলেখক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের বড় বড় নদীর তীরে, সমুদ্রের সিকতায় প্রাণ-সঞ্চল করিয়া যে চেষ্টা করিতেছেন—তাহার তুলনা কোথায়? যদি অর্থাভাবে এই স্বার্থ-শূন্য ধীর-বিক্রম কস্মীর কাজ বন্ধ হয়, তবে দেশের পক্ষে তাহা ক্ষতি। ইনি চট্টগ্রাম হইতে অনেক পালা, সংগ্রহ করিয়াছেন, ইঁহার এতি চট্টগ্রাম-বাসীর একটা গুরুতর কর্তব্য আছে।

“পালাগানের অন্ততম সংগ্রাহক মোলভি জামিউদ্দিন সাহেব। ধীরে ধীরে বঙ্গসাহিত্যের দিগ্বলয়ে ইঁহার কবিত্ব-রশ্মি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইনি কালে বঙ্গীয় কবিকুলের শীর্ষে স্থান লইবেন, আমি আশা করিতেছি। পল্লীগাথা আলোচনায় ইঁহার হৃদয় পল্লীরসে ভরপুর হইয়াছে—তাহারই রেশ ইঁহার কবিত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নগেন্দ্রচন্দ্র দে সংগৃহীত “মঞ্জুর মা” পালাটি এবারকার সংগ্রহের প্রথমে স্থান দিয়াছি। পাঠক পালাটি পড়িয়া ইঁহার মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।



ভট্টনক পাতা-পান গয়ক এবং তাঁহার আসব

মাগুর মা

ভূমিকা

এই পালাগানটির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তৎ-সম্বন্ধে পরে বলিতেছি। যদিও ইহাতে কোন ভণিতা পাইলাম না এবং কবির সম্বন্ধে কোথাও কোন ইঙ্গিত নাই, তথাপি তিনি যে একজন মুসলমান কৃষক ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অপরূপ অনেক পালার মত এটিতেও হিন্দু মুসলমানে যে উদার প্রীতিসম্বন্ধ ছিল, তাহার নিদর্শন আছে। কবি শ্রদ্ধার সহিত আমাদের প্রেমের দেবতা কানাইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগীরথীর চরণে উঁহার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পড়িয়াছে। এখন মুসলমানদের কাণে এই কথাগুলি একটু বেশীরা বলিয়া বাজিতে পারে। কিন্তু অনেকেই জানেন দরাক্ খাঁ সংস্কৃতে গঙ্গাবন্দনা লিখিয়াছিলেন। হিন্দুরা যেরূপ মহরম উৎসবে যোগদান করিত, একসময়ে মুসলমানেরাও সেইরূপ হিন্দুর উৎসব মানিয়া তাহাতে আনন্দ করিত। আমরা ত্রিপুরাবাসী গোলমামুদ রচিত ‘উনমস্তা ছিন্নমস্তা এ রমণী কার’ প্রভৃতি বহু শাস্ত্র সঙ্গীত তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। ঢাকা জেন্দাবাহার গলিতে গরীব হোসেন নামক মুসলমান জমিদারের বাড়ীতে এক সময়ে সমারোহের সহিত শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হইত। প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্বের মীর্জা হোসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ-রচিত অনেকগুলি কালীসঙ্গীত দেখিয়াছি। মুসলমান বৈষ্ণব কবির মধ্যে অনেকের নাম সর্বত্র বিদিত *। স্বয়ং আকবর শাহ হিন্দিভাষায় চৈতন্যবন্দনা লিখিয়াছিলেন, সেই গানটি ৩জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের গৌরপদতরঙ্গিণী

* সৈয়দ মর্তুজা, শেখ ভিখন, সৈদ আলায়াল, শেখ ফতেন, শেখ লাল, ফকির হাবিব, শাল বেগ, নসীর আহম্মদ প্রভৃতি কবির পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রচলিত। ৬ রমণীমোহন মল্লিক ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ইহাদের অনেকের পদের নমুনা দিয়াছেন। তিনি পদকল্পতরু হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নামক পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের উৎসবে এই পরম্পরের যোগদানের ব্যাপার, প্রতিবেশীদের মধ্যে যে সৌহার্দ্য বিদ্যমান থাকে স্বাভাবিক, তাহারই অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। বর্তমান কালের বিঘেষ অর্থে আমরা এই বুঝি যে একজন তাহার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই কার্যে অত্যাচারী নিজেও যে নিরাপদ নয়, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। ‘মাগুর মা’র পালা-রচক তুলসী-মাছাফা ঘোষণা করিয়াছেন এবং ‘দুর্গা দশভুজা’র সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কয়েকখানি প্রাচীন মনসা দেবীর ভাসানে মুসলমান লেখকের নাম পাইয়াছি এবং মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া মনসা দেবীর পালা গান করিয়া থাকেন।

এই গীতিকার অনেক শব্দ এবং পদ চণ্ডীদাসকে স্মরণ করাইয়া দিবে। আমরা এই খণ্ডের প্রথমে যে বিস্তৃত সাধারণ ভূমিকা প্রদান করিব, তাহাতে এ সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। আমাদের ধারণা, ভাব ও ভাষা উভয় দিক হইতে আলোচনা করিলে ‘মাগুর মা’ পালাটি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে। ‘মজুরা’, ‘ধোপার পাট’, ‘মৈশাল বন্ধু’ প্রভৃতি কয়েকটি গীতে প্রেমের যে স্বাধীনতা ও উদ্দামস্বর্গ প্রতিদৃষ্ট হয়—এই পালাটিতে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান। এই পালাগানগুলি এক যুগের লক্ষণাক্রান্ত এবং ইহারা সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছে। এখন আর এই সকল পালার বহুল প্রচার নাই। এক সময়ে মৈমনসিংহ জেলার সর্বত্র ইহারা গীত হইত। কিন্তু যে কারণে এগুলি সামাজিক কর্তাদের নিকট নিষিদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ লুপ্ত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহা পাঠকের বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। প্রেমের আভিষা কবিত্বের সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সমাজের হাতে কবির অব্যাহতি নাই। লর্ড বাইরণ প্রভৃতি বহু কবি এই ভাবে স্বীয় সমাজের কাছে তাড়া খাইতে হইয়াছে। পাঠক ইহা মনে করিবেন না যে, ‘মাগুর মা’র পালা অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। এই কৃষক-কবিদের মধ্যে রুচির একরূপ সরসতা রহিয়াছে যে ইহাদের রচনায় কোথাও শ্লীলতা লজ্জিত হইতে দেখা যায় না। তবে সামাজিক রীতির প্রতি ইহারা বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেন নাই।

ইহাদের মনের ভাব স্বচ্ছ ও ক্রীড়াশীল স্রোতের স্থায় বাধাবিহ্নের দুর্গম পথ বাহিয়া চলিয়াছে এবং কোথাও সামাজিক রীতির বন্ধনী দিয়া নদীকে বিলে পরিণত করে নাই। কবি যুগে যুগে আদর্শ দিয়া যান, কিন্তু সেই আদর্শ কার্যে পরিণত করা হয়ত সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। এই জন্ত স্মৃতিকারেরা সেই আদর্শকে কাটুঁট দিয়া কার্যোপযোগী করিয়া সমাজে চালান। কবি এবং স্মৃতিকারের ক্ষেত্র পৃথক্ পৃথক্ এবং কবি যদি স্মৃতিকারকে অগ্রাহ্য করেন,—সেই অপরাধের উপর জোর দিয়া যাঁহারা কবিতার গুণপণা বিচার করিতে যাইবেন তাঁহারা কাব্যের প্রকৃত বিচারক নহেন। গোঁড়া হিন্দু বিদ্বান্দেরকে কালীকৌন্তবের অঙ্গীভূত করিয়া চালাইতে কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু ‘মল্লয়া’ ও ‘মাজুর মা’ তাঁহাদের চক্ষে বিসদৃশ।

‘মাজুর মা’র পালার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই পালার মধ্যে একটা জিনিষ পাইয়াছি, যাহা বোধ হয় কোন হিন্দু কবি আমাদের দিতে পারিতেন না। হিন্দুর চক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যভিচার এতই ঘৃণ্য যে কোন কুলটাকে প্রশ্রয় দিয়া প্রাচীন হিন্দু কবি প্রায়শঃই কোন কাব্য লিখিতে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু এটি বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে ‘মাজুর মা’র অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি স্নগভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে নায়ক-নায়িকার মর্ম্মস্থল আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সামাজিক সংস্কার, চিরাগত ধারণা কিছুতেই সেই অনাবিল অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই।

কাব্যের বৃদ্ধ নায়ক সেখ্ মণির জগতের হিতকামী, অথচ স্ত্রীজাতির উপর বিবিক্ত। সর্পদংশনের সে এমনি আশ্চর্য্য মন্ততন্ত্র ও ওষধ জানিত যে, যে সকল রোগী মৃতকল্পাবস্থায় খটায় শাস্তিত হইয়া তাহার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইত, সে তাহাদিগকে গারুড়ী মন্তবলে পুনরায় জীবনদান করিত। রোগী বিনা সাহায্যে হাঁটিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিত। তাহার স্ত্রীজাতির প্রতি এমনি স্নগ ছিল যে, কোন স্থানে ঘাইবার মুখে স্ত্রীলোক দেখিলে অবাত্মা মনে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। তাহার নিজের বাড়ীর মসজীদে সে কোন স্ত্রীলোককে ঢুকিতে দিত না এবং জগতে কোন রমণী সতী আছেন, একথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অবিদ্যমান

ছিল। সে রমণীদিগের সংস্পর্শে আসিবার ভয়ে লোকালয় হইতে বহুদূরে নদীতীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিত, এবং দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিত, তাহাদের নিকট একটি কপর্দকও লইত না। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় সে অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া গেল।

মণির যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বের শেষ পৈষ্ঠায় পা দিয়াছে, এমন সময়ে খবর পাইল যে তাহার নিকটবর্তী গ্রামের কোন এক ব্যক্তি সর্পকর্তৃক দম্ব হইয়াছে। অপরাপর ওঝারা যখন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না, তখন রোগীর বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে মণির নিকট লইয়া গেল। কিন্তু মণির এবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। যে হস্ত সর্বদা বিজয়ী, আজ তাহার হার হইল। এই সর্পদম্ব মৃত ব্যক্তির একটি ফুটফুটে ফুলের মত মেয়ে ছিল। যখন তাহার পিতাকে সকলে কবর দিতে লইয়া গেল, তখন সেই মেয়েটি ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার নিকট আত্মীয় কেহ ছিল না। অপয়া বলিয়া দূর আত্মীয়েরা কেহ তাহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। মণির রোগীকে ভাল করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। মেয়েটির দুর্দশা দেখিয়া সহজেই তাহার প্রাণ বিগলিত হইল। সে শিশুটিকে কোলে লইয়া তাহার নিষ্ঠূর্ণন কুটিরে চলিয়া গেল এবং আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল ‘মাঞ্জুর মা’। বাড়ন্ত চাঁদের মত দিনে দিনে শিশুর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে অতি যত্নে গৃহকর্ম করিতে শিখিল। যে সেবাসুশ্রীষা মণির জীবনে একদিনও পায় নাই, এখন সে নিত্যই সেই অনাস্বাদিতপূর্ব সুখভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে যখন তাহার বয়স প্রৌঢ়ত্বের গম্ভী উত্তীর্ণ হইয়া বার্দ্ধক্যের কোঠায় পড়িয়াছে, চুলের অনেকগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে, তখন বালিকা পূর্ণ শতদলের শ্যায় যৌবনশ্রীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে ছিল, “এই রমণী একান্ত নিষ্কলঙ্ক, ইহাকে কোন দুরাচার হস্তে আমি সমর্পণ করিব না। যাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া সতর্কতার গূঢ় বন্ধনীর মধ্যে লালনপালন করিয়াছি, সেই আদরপালিত অনাত্মাত কন্যামটিকে কাহার

ক্রুর হস্তে প্রদান করিব!” এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া সে অবশেষে স্থির করিল যে সে নিজেই ইহাকে বিবাহ করিবে। তাহার এই সঙ্কল্পের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়জনিত লালসা ছিল না। সে বালিকার একান্ত হিত-কামনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। তাহার স্বার্থের মধ্যে এইটুকুমাত্র ছিল, বার্লুকো মানুষের একটু সেবাসুশ্রী। পাইবার একটা স্বাভাবিক কামনা থাকে, তাহার হাত সে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু এই বিষয়ের আর একটা দিক ছিল, তাহা তাহার আদৌ চোখে পড়ে নাই। সে যে বৃদ্ধ হইয়াছে এবং তজ্জন্ম একটি একান্ত তরুণীর স্বামী হওয়ার পক্ষে একেবারে অযোগ্য হইয়াছে, এ কথাটি সে ভুলিয়া গিয়াছিল। এ ভুল হওয়ারও একটা কারণ ছিল। তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু গলিত-দন্ত লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ এইরূপ বিবাহ করিত, সুতরাং বিষয়টার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও বিসদৃশতা ছিল তাহা তাহার মনে পড়ে নাই। যুবতী রমণীর নিকট প্রেমই সুবৃহৎ সাম্রাজ্য। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন জিনিষ তাহার আকর্ষিত হইতেই পারে না। বৃদ্ধ মণিরের মনে একথা একবারও উদ্ভিত হয় নাই। সুতরাং কোন এক শুভ জুন্মাবারে যখন মৌলবীরা তাহার হস্তের সঙ্গে তরুণীর হস্ত মিলাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন সে সেই উৎসবের মধ্যে কোন প্রকারের অসঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারিল না। কিন্তু কবি তাহাকে তাঁহার কঠোর বিচার হইতে অব্যাহতি দেন নাই। তিনি এই ব্যাপার উপলক্ষে লিখিয়াছেন, লাল পরীকে যেন পিশাচে অধিকার করিল, চন্দ্রকে যেন রাহুতে গ্রাস করিল। এইরূপ কঠোরভাবে তিনি মণিরকে ধিক্কার দিয়াছেন। এদিকে যখন মাঙ্গুর মা নীরবে তাহার অদৃষ্টকে গালিমন্দ দিয়া তাহার জীবনের প্রতি বিস্মৃহতা দেখাইত এবং তাহার প্রায় সমবয়স্ক যুবক হাসেনের প্রতি অশ্রুগী হইয়া ধাপে ধাপে অবনতির নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইল, তখন কবি তাহার প্রতি কোন বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। হাসেন ছিল তাহার বাল্যকালের খেলার সাথী। তাহার উভয়েই মনে করিয়াছিল যে ওঝা সাহেব তাহাদের পরস্পরের পরিণয়কামনা চরিতার্থ করিবেন। কিন্তু হঠাৎ মাথার উপর বজ্র পড়িলে লোকে যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া যায়, বৃদ্ধ

যখন স্বয়ং মাজুর মার পাণিপীড়ন করিল, তখন এই প্রণয়িমুগলের অবস্থা তদ্রূপই দাঁড়াইয়াছিল। মনের এই অবস্থায় জীবন-পথের পথিকের পথভ্রম হওয়া স্বাভাবিক বা খুব আশ্চর্যের বিষয় নহে। তাহাদের এই প্রেম অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ইহাতে যদি কাহারও কোনদিকে কিছু পাপ থাকে তবে মণিরই তত্ত্ব দায়ী। কিন্তু কবি কোন পক্ষ সমর্থন করেন নাই, তিনি স্বাভাবিক ভাবে ঘটনাগুলি এমনই সরলতার সহিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে বালিকার মনের অবস্থাটি যেন আমরা একটি স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। কবির লেখার গুণে এই স্বল্পায়তন পালার মধ্যে মাজুর মার সমস্ত যৌবনের কামনা এবং আশাভঞ্জে নিদারুণ মনের ব্যথা আমাদের চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে; এবং মাজুর মাকে অপরাধী বলিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না।

অপরদিকে মাজুর মার গৃহত্যাগের পরে মণিরের যে শোকাবহ চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা প্রেমের অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। এই বহুপ্রতারণাময়ী যুবতী তাহার একনিষ্ঠ বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি যে উৎকট ব্যবহার করিয়াছিল, মণির একদিনের জন্তও তাহা বিশ্বাস করে নাই। দিবসত্রয়ব্যাপী অমুপস্থিতির পরে মণির বাড়ী ফিরিয়া যখন মাজুর মাকে দেখিতে পাইল না, সেদিন সেই উত্তেজিত মুহূর্ত্তে সে নানা কথাই ভাবিয়াছিল,—কিন্তু মাজুর মা যে তাহাকে প্রতারণা করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, একথা একবারও তাহার মনে উদিত হয় নাই। সে ভাবিল তাহার ছোট্ট মাজুর মা-টি একটি ছোট্ট তুলসী মঞ্জরীর মত পবিত্র, গঙ্গাধারার স্নায় স্নানিস্মল, তাহার চরিত্র অনবদ্ব ও বিশুদ্ধ, তাহাতে কলঙ্কের রেখা থাকা অসম্ভব :—

মাজুর মা আছিল, আমার রে, আরে হুঃখ,—নয়নের মণি।

মাজুর মা আছিল, আমার রে, আরে ভালা,—নারীর শিরোমণি ॥

মাজুর মা আছিল, আমার রে, আরে ভালা,—কলিজার লোউ।

মাজুর মা আছিল, আমার রে, আরে ভালা,—সতীকুলের বোঁ ॥

আমার না মাজুর মারে, আরে ভালা,—নয়নের কাজল।

আমার না মাজুর মারে, আরে ভালা,—গঙ্গা নদীর জল ॥

আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—বুকের কলিজা ।
 আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—সাক্ষাৎ দশভুজা ॥
 আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—তীর্থ বারাণসী ।
 আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—দেবের তুলসী ॥
 আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—আসমানের চান ।
 আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভালা,—বেহস্তের নিশান ॥

পাগল হইয়া মণির বন-জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নদীগর্ভে প্রাণ উৎসর্গ করিল। তাহার এই অবিচলিত বিশ্বাস ও ইন্দ্রিয়বিজয়ী প্রেম তাহার চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় করিয়াছে। কবি দুই হস্তে তুলাদণ্ডের ভার সমান রাখিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বাহ্যিক। মাঞ্জুর মার যৌবনোচিত প্রেমের বাসনা হিন্দু শাস্ত্রকারের মত তিনি ‘কিছু নয়’ বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, এবং মণিরকেও তিনি শত বার দিষ্কার দিয়া তাহার প্রতি উদারভাবে সহানুভূতিপরায়ণ হইয়াছেন। হিন্দু কবি হইলে মাঞ্জুর মার কষ্ট বুঝিবার শক্তি তিনি হারাইয়া ফেলিতেন। কেবল সীতাসাবিত্রীর উদাহরণ আওড়াইতে আওড়াইতে মানুষের সুখদুঃখের মর্ম্মকথাগুলি তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন, এবং ভ্রষ্টা রমণীর প্রতি তৎস্বামীর এতটা প্রেমের অভিনয়ও তিনি পছন্দ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই দুটি চরিত্রের বিশ্লেষণাত্মক একান্ত সদয় ও নিরপেক্ষ যে আলোচ্যটি মুসলমান অশিক্ষিত কবি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

মণিরকে পাঠকগণ ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামীর প্রতি টেনিসন যে কটুক্তি করিয়াছেন, তাহার যোগ্য মনে করিবেন না। * নিজের স্ত্রীকে মণির কখনই ভ্রষ্টা বলিয়া জানিত না।

* I hold that man the worst of public foes
 Who either for his own or children's sake,
 To save his blood from scandal, lets the wife,
 Whom he knows false, abide and rule the house.—Guinvere.

এই পালায় রচনায় কোন কথার বাহুল্য নাই ; কোনও অতিরিক্ত কাহিনী বা বিষয়বহির্ভূত নিবন্ধের দ্বারা তিনি গানটি ভারাক্রান্ত করেন নাই। বাঙ্গলা দেশে যে সকল প্রেমের উক্তি বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইত এবং যাহা হইতে বৈষ্ণব কবিরাজ অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল কথা মাঞ্জুর মার পালাতেও বিশেষভাবে পাওয়া যাইতেছে। এই পালাটি ‘মল্লয়া’, ‘খোপার পাট’ কিংবা ‘শ্যামরায়ে’র মত ঘটনাবৈচিত্র্যের দ্বারা মনকে আকৃষ্ট করে না। ইহার ঘটনা অতি অল্প, কেবল মর্ম্মস্পর্শী প্রাণের ব্যথায় ভরপুর হইয়া ইহা কবিত্বস্বরূপ ছড়াইতেছে। ইহাতে গীতি কবিতারই বেশী উপাদান পাওয়া যায়।

এই পালাটি ৪৭০ ছত্রে পূর্ণ। আমি ইহাকে ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি। ইহা আইথর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দে, বি. এ., মহাশয়-কর্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

‘মাঞ্জুর মা’র পালা

কানির-বাড়ীর ১ মণির ওঝা রে
ওঝা আরে কিনা মন্ত্র জানে ।

(১)

কালনাগে ডংশিলে ২ বিষ রে
ঝাড়্যা ৩ ভালা উদ্বানালা ৪ আনে ॥

গাড়রী মস্তুর ৫ জানে রে
আরে ভালা কিবা মস্তুর ধারা ৬ ।

পল ৭ পাত্যা ৮ আত্মা ৯ পানি রে
ওরে ওঝা দেয় জল ঝাড়া ॥ ৬

এমন কাইরতের ১০ মন্ত্র রে
আরে ভালা আচানক ১১ তামাসা ।
মরা মানুষ উঠ্যা খাড়য় রে ১২
আরে ওঝা না নেয় পয়সা ॥ ১০

-
- ১ কানির-বাড়ী = গ্রামবিশেষের নাম । ২ ডংশিলে = দংশন করিলে ।
৩ ঝাড়্যা = ঝাড়িয়া । ৪ উদ্বানালা = উর্দ্ধ শিরার দিকে ।
৫ গাড়রী মস্তুর = গরুড়ের সাধনা-দ্বারা লক্ক মন্ত্র ।
৬ ধারা = রীতি ।
৭ পল = বাঁশের শলাকা-দ্বারা প্রস্তুত মৎস্ত ধরивার যন্ত্রবিশেষ ।
৮ পাত্যা = পাতিয়া, এখানে ভরিয়া । ৯ আত্মা = আনিয়া ।
১০ কাইরতের = শক্তির, কায়দার । ১১ আচানক = অপূর্ব ।
১২ খাড়য় = খাড়া হয় ।

ভাত না ছুঁয় পাণি না ছুঁয় রে
 আরে ভালা না ছুঁয় গুয়া পান ।
 বিনা পয়সায় করে করম রে
 আরে ভালা ওস্তাদের জবান ॥ ১৪

সাত মাসের সাপের ডৌকা রে ^১
 আরে ভালা সেই না মল্লগুণে ।
 পরাণে বাঁচিয়া উঠে রে
 আরে ভালা, খাড়া হয় জমীনে ॥ ১৮

যেই না মরা ভালা না হয় রে
 হায়দুন ^২ ভালা সেও কয় কথা ।
 দেবংশী * মন্ত্রের গুণ রে
 আরে ভালা না হয় অন্তথা ॥ ২২

আসমান জমীনের মধ্যে
 আরে ভালা চাইর কোণা পিরখিবী ।
 এমন কাইরতের ওঝা রে
 আরে ভালা আর নাই সে দেখি ॥ ২৬

দেশ দেশে রাজ্যে রাজ্যে রে
 আরে ভালা বদনাম ^৩ হইল তার ।
 ওঝারে তালান্তা * মানুষ রে
 হায়দুন ভালা যায় সাত সমুদ্রের পার ॥ ৩০

^১ ডৌকা=সর্পদষ্ট শব্দ ।

^২ হায়দুন="হায় রে হায়" প্রভৃতির জার একটা আক্ষেপ-হৃৎক উক্তি ।

^৩ দেবংশী=স্বর্গীয় ।

* বদনাম=বশ, খ্যাতি, খোসনাম ।

* তালান্তা=তালাস করিয়া । ওঝাকৈ খুঁজিতে লোকে সাত সমুদ্র পার হইয়া যাইত ।

বিয়া সাদি না করিল রে
 আরে ওখা থাকয়ে একেলা ।
 স্তারি জাতি নলী জাতি রে
 আরে ভালা নারীর মুখ না দেখিলা ॥ ৩৫

(২)

ইটা নাই ভিটা নাই রে
 আরে ভালা গাজের পার ঘর ।
 তার মধ্যে বিরাজ করে রে
 হায়ছন ভালা জামালদি ফকির ॥ ৪

দুখের ছাওয়াল কত্না রে
 হায়ছন ভালা দুখের কাহিনী ।
 মর্যা গেল মা জননী রে
 কত্না আরে জনম দুঃখিনী ॥ ৮

দুঃখিতা জামালদি ফকির রে
 আরে ফকির কত্না কোলে লইয়া ।
 দিবানিশি কান্দে ফকির রে
 আরে দুঃখু ১ বিরলে বসিয়া ॥ ১২

একদিন তনা চলল ফকির রে
 আরে ফকির গাজের পার দিয়া ।
 আজলে ২ আছিল দুঃখু রে
 আরে দুঃখু গেল কালুনী ৩ ডংশিয়া ॥ ১৬

১ আরে দুঃখু = 'হায়ছনের' মতই একরূপ আক্ষেপোক্তি-বিশেষ ।

২ আজলে = অদৃষ্টে ।

৩ কালুনী = সর্প, কালসর্প ।

কালুনীর গরল বিষ রে
 আরে বিষ উদ্বানালে ধায় ।
 পলকে পায়ের বিষ রে
 আরে দুঃখু উঠিল মাথায় ॥ ২০

ভালা আতা ¹ ফকির রে
 আরে ফকির পড়িল জমীনে ।
 দম ছুরুদ নাই রে ²
 আরে দুঃখু কইবাম কোনখানে ॥ ২৪

সাতে পাঁচে ধরাধরি রে
 আরে ভালা আনিল বাড়িতে ।
 শতে বিশতে ³ ওঝা রে
 আরে ভালা আসিল ঝাড়িতে ॥ ২৮

ঝাড়িতে ঝাড়িতে সব রে
 হায়ছুন ভালা পাইল পরাব ⁴ ।
 মণির ওঝার তখন রে
 আরে ভালা হইল বড় খিতাব ⁵ ॥ ৩২

পাঁচ জন চলিল রে
 আরে ভালা ওঝারে আনিতে ।
 ওঝারে লইয়া আইল রে
 আরে ভালা চউখের পলকে ॥ ৩৬

¹ ভালা আতা=স্বাস্থ্যবান ।

² দম ছুরুদ নাই রে=খাসপ্রখাস বন্ধ হইয়া গেল ।

³ শতে বিশতে=বহুসংখ্যক ।

⁴ পরাব=ক্রান্ত, এখানে অকৃতকার্য ।

⁵ খিতাব=পদ, প্রতিষ্ঠা, মণির ওঝার তখন খুব যশ হইয়াছিল ।

চালুন ঝাড়া পলা ঝাড়া রে

আরে ভালা যত ঝাড়া জানে ।

গাড়রী মস্তুর যন্ত রে

ওঝা আরে ঝাড়ল একমনে ॥ ৪০

আজলে যে লেখা আছিল রে

আরে ভাইরে কে ফিরাইতে পারে ।

পরাণী ত্যজিল ফকির রে

আরে দুঃখ, কালুনীর জহরে ॥ ৪৪

মর্যা ¹ ত গেছে না ফকির রে

আরে দুঃখ মার্যা ² গেছে যে কন্ঠারে ।

এমন দুধের ছাওয়াল রে

আরে দুঃখ কে বাঁচায় তাহারে ॥ ৪৮

এমন দরদী বান্ধব রে

আরে দুঃখ আর ত কেহ নাই ।

কেমনে দুধের ছাওয়াল রে

আরে দুঃখ পরাণে বাঁচাই ॥ ৫২

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রে

আরে ভাইরে পুন্নু মাসীর চান ³ ।

পাড়া-পড়ঙ্গী দেখ্যা যায় রে

আরে দুঃখ ধইরা না দেয় টান ॥ ৫৬

¹ মর্যা=মরিয়া ।

² মার্যা=মারিয়া ।

³ পুন্নু মাসীর চান=পোর্ণমাসীর চক্স ।

পরের দরদী বান্ধব রে
 আরে ভাই রে আছে কয় জনা ।
 স্বার্থের সংসারী ভাই রে
 আরে ভাইরে কেহ নয় আপনা ॥ ৬০

পাড়া-পড়শী যত রে
 আরে দুঃখু সবে আইল ¹ ফালাইয়া ।
 কান্‌তে আছে ² সোণার ছাওয়াল রে
 আরে দুঃখু কেউ না দেখে চাইয়া ॥ ৬৪

মণির ওঝা রে
 আরে ভালা দরদী মুজ্জন ।
 দুখের ছাওয়ালের দুঃখু রে
 আরে ওঝা না যায় পাশুরণ ³ ॥ ৬৮

ভাবিয়া চিন্তিয়া ওঝা রে
 আরে ওঝা কোন্‌ কাম করিল ।
 কাকালে ⁴ লইয়া শিশু রে
 আরে বাড়ী ত'চল্যা আইল ॥ ৭২

যতন করিয়া ওঝা রে
 আরে ভালা সেই না শিশুরে ।
 এমন দরদী বান্ধব রে
 আরে ভালা নাই ত্রিসংসারে ॥ ৭৬

¹ আইল = আসিল ।

² কান্‌তে আছে = কাঁদিতেছে ।

³ পাশুরণ = ভুলিয়া যাওয়া ।

⁴ কাকালে = কক্ষে, কটিতে ।

একেলা মণির ওঝা রে

আরে ভালা স্ত্রীর পুত্র নাই ।

কন্য়ারে লইয়া বসে রে

আরে ভালা থাকে এক ঠাই ॥ ৮০

বিয়া সাঙ্গি না করিল রে

আরে ভাইরে নারী অবিশ্বাসী ।

এমন কর জাতের জাতে রে

আরে ওঝা না হইল অভিনাষী ॥ ৮৪

দরবেশের আচার ওঝা রে

আরে ভালা ফকিরের বেশ ।

ঝাড়া ফুকা দিয়া ওঝা রে

আরে ওঝা ঘুরে নানান দেশ ॥ ৮৮

নারী ত না নষ্টা জাতি রে

আরে ভালা ফুলের মধ্যে কিড়া ¹ ।

এর ফান্দে যে জন মজে রে

সেই জনা যায় মারা ॥ ৯২

বীতরাগ হইয়া ওঝা রে

আরে ওঝা নারীর মুখ না দেখে ।

তার দরগায় নারীর মানা রে

না দেয় মেলা ² যুদি পন্থে নারী দেখে ॥ ৯৬

¹ কিড়া = কৌট ।

² মেলা = রঙনা ।

(৩)

শিশু কন্যা পাইয়া ওঝা রে

আরে ওঝা পালে যতন করিয়া ।

পুন্নু মাসীর চান্দ যেমন রে

আরে ভালা উঠে গজাইয়া ॥ ৪

আদর করিয়া ওঝা রে

আরে ওঝা ডাকে মাজুর মা ।

এমন ছলিকার ^১ কন্যা রে

হায়তুন ভালা আর দেখি না ॥ ৮

দেখিতে দেখিতে কন্যার রে

আরে ভালা পরথম যৈবন ।

ডাগর ^২ নাগর পথে রে

আরে ভালা করে বিলোকন ॥ ১২

রাঙ্কিয়া বাড়িয়া খাওয়ায় রে

আরে ভালা মাজুর মা ওঝারে ।

ঘরের যত কাম কাজ রে

আরে ওঝা কিছু নাই সে করে ॥ ১৬

কন্যারে দেখিয়া ওঝা রে

আরে ভালা ভাবে মনে মনে ।

তিন কাল গেল আমার রে

আরে ভালা যোয়ানকির ^৩ গরমে ॥ ২০^১ ছলিকার = সুল্লর ।^২ ডাগর = প্রাপ্তবয়স্ক^৩ যোয়ানকি = গায়ের জোর ।

বিয়াসাদি না করিলাম রে

আরে ভালা নাই পুত্র কন্যা ।

বিক্রি বয়সে আমায় রে

আরে দুঃখু কে দিব দানা পানি ॥ ২৪

নারীজাতি নফী জাতি রে

আরে ভালা এই ভাব মনে ।

মাঞ্জুর মারে পাল্লাম আমি রে

আরে ভালা পরম যতনে ॥ ২৮

দিন রাইত চউখে চউখে রে

আরে ভালা রাখলাম এত দিন ।

সতী ফণা মাঞ্জুর মাও রে

আরে ভালা জানি চিরদিন ॥ ৩২

মাঞ্জুর মার হইল অখন রে

আরে ভালা সাদির বয়েস ।

সাদি দিয়া কেমনে থাকবাম রে

হায়দুন ভালা এই হইল থিয়াস ১ ॥ ৩৬

পরের বিরে পাল্যা কেনে রে

আরে ভালা বাড়ল অত মায়া ।

নিজ হস্তে গড়িয়া কাঠাম রে

কেমনে দিবাম ফালাইয়া ॥ ৪০

নষ্ট নষ্ট সবই নষ্ট রে *

কেবল নষ্ট নয় মাঞ্জুর মা ।

যতন করলাম ফলস্তু গাছ রে

কেবল পরের লাগিয়া । ৪৪

মাঞ্জুর মায় না দিবাম বিয়া রে

আরে ভালা মন কর্যাছি দড় ।

ভূইপুরা ' ঘরের বাশ রে

আরে ভালা লাগাইবাম ঘর ॥ ৪৮

ছোট হইতে পাল্যা লাল্যা রে

আরে ভালা করলাম অত বড় ।

সাদি করিবাম নিজে রে

আরে ভালা না দিবাম অশ্রু ঘর ॥ ৫২

* একটা প্রচলিত গল্পে এই কয়টি পঙ্ক্তি আছে :—

“সব নষ্ট, সব নষ্ট,

নষ্ট নাহি এক”

“ওবি নষ্ট ওবি নষ্ট

ঘরমে যা'কে দেখ্ ।”

“কব্রে বাবা' কব্ ?”

“আঁথি বাঁধ্ কব্

শিঙ্গা ফুকাতা

তব্ রে বাবা, তব্ !”

“হদ্রে বাবা হদ্ ।”

বর্তমান পালার রচয়িতা স্পষ্টতঃই এই কবিতাটি হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন ।

১. ভূইপুরা = ভূ'ইফোড়, ভূমি হইতে উদ্ভূত ।

জেতা চান্দের ¹ জুম্মাবার ² রে

আরে ভালা বাছিয়া গুছিয়া ।

মণির ওঝা মাঞ্জুর মায় রে

আরে ভালা রাখল সাদি করিয়া ॥ ৫৬

শেষ বয়সের বিদ্ধ ওঝা রে

আরে ভালা কাঁপে থরথরি !

পরথম যৈবন কণ্ঠা রে

হায়দুন ভালা মাঞ্জুর মা সুন্দরী ॥ ৬০

লাল পরী মিলল যেমন রে

আরে ভালা পিশাচের সনে ।

পউদের ³ কলি উজল করল রে

আরে ভালা গোবরের ডুবনে ॥ ৬৪

এই কি করমে আছিল রে

আরে ভালা সহন না যায় ।

ভরাডুবি হইলাম আমি রে

আরে দুঃখু মধ্য দরিয়ায় ॥ ৬৮

আঞ্চলে ⁴ লুকাইয়া আছিল রে

আরে দুঃখু বাও ঠেঙ্গের ⁵ জুরী ।

অঝরে বসিয়া কান্দে রে

আরে দুঃখু মাঞ্জুর মা সুন্দরী ॥ ৭২

৫৬

¹ জেতা চান্দ = গুরু পক্ষীয় চান্দ ।

² জুম্মাবার = শুক্রবার ।

³ পউদের = পায়ের ।

⁴ আঞ্চল = আঁচল । এই দুইটি ছত্রের অর্থ ভাল বুঝা গেল না ॥

⁵ বাও ঠেঙ্গের = বা পায়ের ।

হাছেন সুন্দর যুবা রে

আরে ভালা নাগরালির বেশ ।

ছোটবেলা হইতে তারার রে

আরে ভালা প্রণয় আবেশ ॥ ৪

মাঞ্জুর মা না থাকত পারে রে

আরে ভালা হাছেন ছাড়িয়া ।

হাছেন না বাঁচে পরাণে রে

হায়দুন ভালা তিলেক ছাড়া হইয়া ॥ ৮

ছোটবেলা হইতে তারা রে

আরে ভালা এক চিন্তে মনে ।

একসঙ্গে থাকে তারা রে

হায়দুন ভালা উঠনে বৈসনে ॥ ১২

এইমতে দুইজন্যার রে

আরে ভালা যৈবন আবেশ ।

পীরিতি ঘনাইল ভালা রে

হায়দুন ভালা গোপন আন্দেস ১ ॥ ১৬

মাঞ্জুর মার মনের আলকাপ ২ রে

আরে ভালা হাছেন করত বিয়া ।

হাছেনর মনের আলকাপ রে

হায়দুন ভালা মাঞ্জুর মার লাগিয়া ॥ ২০

আন্দেস = আনোগোনা । ১

আলকাপ = অভিলাষ ।

গোপন পীরিতি তারার রে

আরে ভাল কেউ না জানে শুনে ।

গোপনে মিলন হয় রে

আরে ভাল নিরলে বিজনে ॥ ২৪

এইনা মতে সুখে দুইজন রে

আরে ভাল যৈবনের পথে ।

মনের হরিষে গুয়ায় রে

আরে ভাল কাটা নাই সে তাতে ॥ ২৮

অচরিত ১ এই কি হইল রে

আরে ভাল ওঝায় করল বিয়া ।

তিনকাল চল্যা গেছে রে

হায়চুন ভাল এককাল ঠেকিয়া ॥ ৩২

এমন দারুণ বিধি রে

আরে দুঃখু লেখছিল কপালে ।

নিরালা বসিয়া কান্দে রে

আরে দুঃখু শয়নে স্বপনে ॥ ৩৬

কেউ ত না সুজন বন্ধু রে

আরে দুঃখু পরাগে ধরিব ।

মনের আগুন মনে জ্বলে রে

আরে দুঃখু কে তারে নিবাইব ॥ ৪০

তুষের আগুন জ্বলে রে

আরে দুঃখু ঘুসাইয়া ঘুসাইয়া ।

পুড়িয়া আগ্রা হইলাম রে

আরে দুঃখু চিত্ত যায় জলিয়া ॥ ৪৪

পূর্ববদ্ব গীতিকা

দুর্লভ মানুষ জন্ম রে

আরে দুঃখু বিধি হইল বাম ।

কিসের লাগিয়া তবে রে

আরে দুঃখু রথের ^১ গুরজান ॥ ৪৮

মনের আশা মনে রইল রে

আরে দুঃখু না হইল পূরণ ।

কি কাম হইব ধইরা রে

আরে দুঃখু বিফল জীবন ॥ ৫২

মনে লয় কলসী বাঁধিয়া রে

আরে দুঃখু জলে ডুব্যা মরি ।

মনে লয় জর ^২ থাইয়া রে

আরে দুঃখু এই জ্বালা পাশরি ॥ ৫৬

মনে লয় বন জঙ্গলায় রে

আরে দুঃখু থাকি বাঘভালুকের সনে ।

মনে লয় পংখী হইয়া রে

আরে দুঃখু উড়্যা যাই গগনে ॥ ৬০

মনের দুঃখু মনে রইল রে

আরে দুঃখু জনম দুঃখিনী ।

বন্ধুর লাগিয়া আমি রে

আরে দুঃখু হইলাম পাগলিনী ॥ ৬৪

^১ রথের=রথ চালাইয়া আর লাভ কি? জীবনযাত্রার কোন ফল নাই।

জান=কাটান, চালান, (গুজরাণ) ।

^২ জর—জ্বর, বিষ ।

বন্ধুর লাগিয়া আমার রে
 আরে দুঃখু অঙ্গ যায় জুলিয়া ।
 মনে লয় ত্যজিতাম পরাণ রে
 আরে দুঃখু আগুনে পুড়িয়া ॥ ৬৮

আমার উদ্দেশে বন্ধু রে
 আরে দুঃখু বাজায় মোহন বাঁশী ।
 আমার আসার আশে রে
 আরে দুঃখু থাকে জলের ঘাটে বসি ॥ ৭২

কান্দিয়া বাঁশীর সুরে রে
 হায় রে বন্ধু কয় মনের কথা ।
 তাহার কান্দন শুভ্রা রে
 আরে দুঃখু আমার চিত্তে হইল ব্যথা ॥ ৭৬

বন্ধু আমার চিকণ কালা রে
 আরে ভাল কাণের কাঞ্চণ সোণা ।
 কোন বিধাতা বাদী হইয়া রে
 আরে দুঃখু ঘটাইল বিড়ম্বনা ॥ ৮০

নিশির মতে নিশি গুয়ায় রে
 আরে দুঃখু কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 দিনের মত দিন যায় রে
 আরে দুঃখু হায় হতাশ করিয়া ॥ ৮৪

কাম কাজ না সৃজে ' অঙ্গে রে
 আরে দুঃখু বন্ধুর মুখ চাইয়া ।
 কোথায় পাইবাম বন্ধুর দেখা রে
 আরে ভাল দেখতাম নয়ন ভরিয়া ॥ ৮৮

‘ সৃজে—সাজে, ভাল লাগে ।

শয়নে স্বপনে আমি রে
 আরে দুঃখু না পাই বন্ধুর দেখা ।
 কাল কলঙ্কের ভয় রে
 আরে দুঃখু আমার সুখের কাঁটা ॥ ৯২

বন্ধু আমার ঘাটে বস্তু রে
 আরে দুঃখু অর্জুনের ফালায় পানি ।
 কঠিন হৃদয় আমার রে
 আরে দুঃখু কেমনে দেখি শুনি ॥ ৯৬

মনে লয় বন্ধুরে লইয়া রে
 আরে ভালা যাই দেশান্তরী হইয়া ।
 ঝাড় জঙ্গলায় থাকি রে
 আরে ভালা কুলমান ত্যজিয়া ॥ ১০০

(৫)

একদিন মণির ওঝা রে
 আরে ভালা ভৌক ঝাড়িবারে ।
 পশ্বে মেলা দিল ওঝা রে
 হায়চুন ভালা তিন দিনের পথ দূরে ॥ ৪

ফাক পাইয়া মাঞ্জুর মা না রে
 আরে ভালা কোন কাম কুরিল ।
 জলের ঘাটে গিয়া বন্ধু রে
 আরে ভালা সঙ্কেত জানাইল ॥ ৮



মাংসুর মা কর্তৃক ভরুণ হাসেনকে জল হইতে উদ্ধার—২৭ পৃঃ

সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে রে
হাছেন আরে কান্দিয়া কান্দিয়া ।
প্রিয়য়ার ১ দেখা না পাইল রে
ছার পরাণ দিবাম ভাসাইয়া ॥ ১২

ঘাটের কুলেতে আত্মা রে
আরে বন্ধু চারিদিকে চায় ।
নিউলিয়া ২ দেখল কত রে
আরে দুঃখু প্রিয়য়ার মুখ নাহি দেখতে পায় ॥ ১৬

নিরাশা হইয়া বন্ধু রে
আরে দুঃখু পিয়রে না পাইয়া ।
বিবেকী ৩ হইয়া বন্ধু রে
আরে দুঃখু জলে পড়লা বম্প দিয়া ॥ ২০

এমন সময় কিবা হইল রে
আরে ভালা হইল কোন কাম ।
দরদী প্রিয়্যা আত্মা রে
আরে ভালা বাচায় বন্ধুর প্রাণ ॥ ২৪

হস্তেতে ধরিয়া বন্ধু রে
আরে ভালা মাঞ্জুর মা সুল্লরী ।
গলাগলি দুইজনে রে
আরে ভালা ফির্যা আইল নাগর নাগরী ॥ ২৮

১ প্রিয়্যা—প্রিয়জন ।

২ নিউলিয়া—ফিরিয়া ফিরিয়া ।

৩ বিবেকী—বিরাগী ।

সন্ধ্যা গুজুরিলে বন্ধু রে
 আরে ভালা আইলা ওঝার বাড়ী ।
 আদর যতন করিয়া রে
 বসাইল মাঞ্জুর মা সুন্দরী ॥ ৩২

চিড়া দিল পিঠা দিল রে
 আরে ভালা দুধের কাড়িয়া ।
 নানা ইতি ' বেহুন দিল রে
 আরে ভালা রাফিয়া বাড়িয়া ॥ ৩৬

বুকের না রক্ত দিয়া রে
 আরে ভালা বন্ধেরে খাওয়াইল ।
 আদর যতন কইরা রে
 আরে ভালা বন্ধুর মন মজাইল ॥ ৪০

সুখের নিশি প্রভাত হইল রে
 আরে ভালা মধুর আলাপনে ।
 বেহেন্তের সুখের নিশি রে
 আরে ভালা পোষাইল দুইজনে ॥ ৪৪

একদিন দুইদিন রে
 আরে ভালা তিনদিন গেল ।
 মনের সুখে দুই জনে রে
 আরে ভালা হরিষে গুয়াইল ॥ ৪৮

নিরালা বসিয়া দুইজন রে
 আরে ভালা কিনা যুক্তি করে ।
 এই না দেশে ছাড়া যাইবাম রে
 আরে ভালা দূর দেশান্তরে ॥ ৫২

রাত্রি নিশাকালে নাগর রে
 আরে ভালা নাগরী দুইজনে ।
 পশ্বে মেলা দিয়া গেল রে
 আরে ভালা গহন কাননে ॥ ৫৬

মনের সুখে দুইজনে রে
 আরে ভালা পংখী উড়া করল ।
 পিঞ্জিরার টিয়া পংখী রে
 আরে ভালা শিকলি কাট্যা গেল ॥ ৬০

নদী নাই নালা নাই রে
 আরে ভালা বন জঙ্গলা ভাঙ্গিয়া ।
 দুইজনে চলে যেমন রে
 আরে ভালা তীরনালে ১ খাইয়া ॥ ৬৪

সাত সমুদ্র তের নদী রে
 আরে ভালা গেল পারি দিয়া ।
 দেশের মায়া ছাড়্যা গেল রে
 আরে ভালা বন্ধুর মুখ চাইয়া ॥ ৬৮

পীরিত যতন পীরিত রতন রে
 আরে ভালা পীরিত গলার হার ।
 পীরিত কর্যা যে জন মরে রে
 আরে ভালা সফল জীবন তার ॥ ৭২

(৬)

বাড়ীতে আশ্রা মণির ওঝা রে
 আরে ভালা ডাকে মাঞ্জুর মায় ।
 কার বা ডাকে কেবা শুনে রে
 আরে ভালা কেবা জুয়াপ ২ দেয় ॥ ৮

১ তীরনালে = তীরবেগে ।

২ জুয়াপ = জবাব ।

খাটা ' দুয়ার ধর্যা রে
 আরে ওঝা করে টানাটানি ।
 কোথায় গেল মাজুর মাও রে
 হায়দুন ভালা তারে না দেখি শুনি ॥ ৮

বেড়ার না ছিদ্দি দিয়া রে
 আরে ওঝা নিউলিয়া দেখে ।
 শূন্য ময়দান পড়্যা ঘর রে
 আরে ভালা পড়িলা বিপাকে ॥ ১২

দুয়ার না যুটাইয়া ওঝা রে
 আরে ভালা ডাকে হিক* পারিয়া ।
 কেউ ত না জুয়াপ দিল রে
 আরে ওঝা কান্দে যে বসিয়া ॥ ১৬

কোন বা শত্রু বাদী হইয়া রে
 আরে ভালা নিছে ভাণ্ডাইয়া ।
 পরথম যৈবনের কন্ডা রে
 আরে ভালা মাজুর মারে পাইয়া ॥ ২০

খালি বাড়ীতে থুইয়া গেলাম রে
 আরে ভালা কেউ না নিকামান ২ ।
 দুমমনে স্বেযোগ পাইয়া রে
 আরে দুঃখু ঘটাইছে নিদান ॥ ২৪

সতী কন্ডা মাজুর মাও রে
 আরে ভালা পালছিলাম যতন করে ।
 না দিলাম পথ ঘাট রে
 হায়দুন ভালা পাড়াপড়শীর ঘরে ॥ ২৮

১. খাটা = বন্ধ ।

২. নিকামান—রক্ষক ।

চউথের আগে আগে রাখা রে
 আরে ভালা করলাম অতবড় ।
 দারুণ দুর্জ্ঞান বাঘে রে
 আরে ভালা কেমনে খাইল ঘর ॥ ৩২

সতী কন্যা মাজুর মাও রে
 আরে ভালা অতি সরল মন ।
 জোর করিয়া লইয়া গেছে রে
 আরে কোন পাপিষ্ঠ দুর্জ্ঞান ॥ ৩৬

মাজুর মা যে আছিল আমার রে
 আরে দুঃখু নয়নের মণি ।
 মাজুর মা যে আছিল আমার রে
 আরে ভালা নারীর শিরোমণি ॥ ৪০

মাজুর মা আছিল আমার রে
 আরে ভালা কলিজার লউ^১ ।
 মাজুর মা যে আছিল আমার রে
 আরে ভালা সতী কুলের বউ ॥ ৪৪

মাজুর মারে না দেখিয়া রে
 আরে দুঃখু আমার প্রাণ যায় ।
 ঝাড় জঙ্গলার মাঝে রে
 আরে দুঃখু কোনখানে বিছরাই^২ ॥ ৪৮

পাগল হইয়া ওঝা রে
 আরে ওঝা দেশে দেশে ফিরে ।
 মাঞ্জুর মায় নি দেখছ তোমরা রে
 জিগায় আরে পশ্চের পথিরে ॥ ৫২

বনে জিগায় বন পশুরে
 আরে ছুঃখু বৃক্ষেতে পংখীরে ।
 এইনি পথে যাইতে দেখছ রে
 আরে ভালা আমার মাঞ্জুর মারে ॥ ৫৬

চান সূর্যযে ডাক্যা কয় রে
 আরে ভালা দেখছনি যাইতে ।
 দিন রাইতের পরী তোমরা রে
 মাঞ্জুর মারে নি দেখেছ কোন পথে ॥ ৬০

আমার না মাঞ্জুর মাও রে
 আরে ভালা নয়নের কাজল ।
 আমার না মাঞ্জুর মাও রে
 আরে ভালা গঙ্গানদীর জল ॥ ৬৪

আমার না মাঞ্জুর মাও রে
 আরে ভালা বৃকের কলিজা ।
 আমার না মাঞ্জুর মাও রে
 আরে ভালা সাক্ষাৎ দশভুজা ॥ ৬৮

আমার না মাকুর মাও রে

আরে ভালা তীর্থ বারানসী ।

আমার না মাকুর মাও রে

আরে ভালা দেবের ডুঙ্গী ॥ ৭২

আমার না মাকুর মাও রে

আরে ভালা আসমানের চান ।

আমার না মাকুর মাও রে

আরে ভালা বেহেন্তের নিশান ॥ ৭৬

স্বর্গ মঞ্চ ১ পাতাল না রে

আরে ভালা দেও দানবের পুরী ।

পরাণের মাকুর মাও রে

আরে ভালা দেখিবাম বিচারি ॥ ৮০

বন জঙ্গলায় ঘুরিলাম রে

আরে ভালা ঘুরিলাম পাহাড়ে ।

ভাল করা খুজ্যা দেখবাম রে

আরে ভালা দরিয়ার মাঝারে ॥ ৮৪

সামান যায় খর নদী রে

আরে ভালা ঐ না দূরে বইয়া ।

মাকুর মারে দেখবাম আমি রে

আরে ভালা এইখানে বিচরাইয়া ॥ ৮৮

এই কথা বলিয়া ওঝা রে

আরে ভালা কোন কাম করিল ।

দৌড়িয়া গেল দরিয়ার পারে রে

ঝাম্প দিয়া মাঝারে পড়িল ॥ ৯২

আইজ পড়ল কাইল পড়ল রে

আরে ওঝা আর না উঠিলা ।

মাছুর মারে তালাসিয়া রে

আরে ভালা বেহেস্তে চল্যা গেলা ॥ ৯৬



କାଝେନ ଡୋରା

ভূমিকা

চট্টগ্রামের পূর্বসীমান্তের নিবিড় জঙ্গলে কুকী, মুরঙ্গ প্রভৃতি পার্বত্য জাতির বাস। ইহারা হিংস্র পশুমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিয়া হিংস্র-পশুপ্রকৃতির পরিচয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। বন্যভল্লুক, গবয়, নরমাংস-ভোজী শার্দূল, বৃহদাকার বন্যহস্তী এবং ভীষণ অজগর ইহাদের প্রতিবাসী। নিম্ন ভূমির লোকেরা সেই সকল পাহাড়িয়া লোকদিগকে বন্যপশু হইতেও অধিক ভয় করিত। হিন্দুরাজত্বকালে এই সমস্ত পার্বত্য লোকদিগের উপদ্রব হইতে নিরীহ প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্ত একসময়ে গোঁড়েশ্বরগণ পাঞ্জাব ও এলাহাবাদবাসী—‘হাজারী’ নামক বিক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগকে চট্টগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশের লোকেরা প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চট্টগ্রামে বাস করিতেছেন। সহস্র সেনার অধিনায়কেরা হাজারী উপাধি পাইতেন। এই হাজারীরা আসিয়া দুর্দান্ত পাহাড়িয়া লোকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে হাজারী-দিগের বংশধরেরা এক্রপ পরাক্রান্ত হইলেন যে তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বাধীনতার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে বাংলার তৎকালীন নবাববাহাদুর মহাসিংহ নামক কোনও দেওয়ানকে ইহাদের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। তিনি আটজন হাজারীকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। ইহাদিগকে লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়া গঙ্গাসাগরের মুখে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের এই অরাজকতার সময়ে যখন একদিকে কুকী, মুরঙ্গ এবং চাক্‌মাজাতির নিম্ন উপত্যাকাবাসী নিরীহ প্রজাদিগকে দলন করিতেছিল, অপর দিকে হাজারীরা তদ্দেশ অধিকারের স্পর্ধা করিয়া দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যখন পর্ন্তুগীজ জলদস্যুদিগের নামে ভীত হইয়া শিশুগণ মাতৃঅঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িত,—সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের সেই দুর্দিনে কর্ণফুলির অন্ততম শাখা কুর্ম্মাই নদীর তীরে গজালি গ্রামে মন্সুরের জন্ম হয়। ১৬শতাব্দীর মধ্যভাগে মন্সুর দস্যুবৃত্তি দ্বারা সমস্ত চট্টগ্রামে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। এই পালাগানের সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন অরণ্যসঙ্কুল চট্টলে, বন্য গয়ালের

(বন্ধ মহিষের মত জন্তুবিশেষ) দ্বারা কখনও কখনও গৃহস্থের গাভী গর্ভবতী হইয়া থাকে । এইভাবে উৎপন্ন মিশ্র জন্তুগুলি প্রায়ই গৃহস্থ গৃহে বাঁড় কিংবা গরুর মতই ব্যবহৃত হয় । কিন্তু এই পশুর প্রকৃতি এরূপ দুর্দান্ত যে সে মাঝে মাঝে ক্ষেত্রস্বামীকে শৃঙ্গাঘাতে বধ করিয়া থাকে । নিম্ন উপত্যকা-বাসিনী নিরীহ চেউয়া পরীকে লুধাগাজি নামক এক দুর্দান্ত ব্যক্তি বলপূর্বক স্বগৃহে লইয়া আসে । তাহার উৎপীড়নে চেউয়া পরী শুধু গর্ভবতী হন না, শেষে মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছিলেন । এই দুইটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন মন্থুর, বন্ধগয়াল ও গাভীর মিলনোৎপন্ন দুর্দান্ত জন্তুর ম্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল । হয়ত তাহার সর্বসংসহা ধর্ম্মশীলা মাতার পুণ্যরাশি ঘোবনে তাহার প্রকৃতিতে লুক্কায়িত ছিল এবং সেই জননীর পুণ্যফলে মন্থুর ঘোবনের সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মবীরে পরিণত হইতে পারিয়াছিল । পাঠক এই গীতিকা পাঠ করিয়া মন্থুর দস্যুর ইতিহাস অবগত হইবেন ।

আশুবাবু হাইদারগাঁও (থানা পটীয়া) নিবাসী সেকেন্দার গাইন, বোয়াল-খালি থানার অন্তর্গত খোলরা গ্রামবাসী অলিয়র রহমান (অইল্যা আঁধা) এবং কোতায়ালা থানার অন্তর্গত চরচাকতাই নিবাসী ওজু পাগলা—এই তিন গায়কের নিকট হইতে পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন । সেকেন্দার গাইন সম্বন্ধে আশুবাবু লিখিয়াছেন, “সে ব্যবসায়ী গায়ক । চুরির অপরাধে তাহার একবার জেল হইয়াছিল ; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের তত্ত্বকথাগুলি সে এমনি ভাবে গাহিতে পারে যে, নিরক্ষর চাষী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাহাকে একজন ছোটখাটো দরবেশ বলিয়া মনে করে । সেকেন্দার প্রথমে আমাকে আব্‌গারীর গোয়েন্দা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল । তাহার পুলিশ-ভীতি এতই প্রবল যে, আমাকে পুলিশের লোক মনে করিয়া সে কোনও রূপেই ধরা দিতে চাহে নাই । অনেক কৌশলে যখন তাহার সহিত আমার হস্ততা সংস্থাপিত হয়, তখন সে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আমাকে দেখাইয়াছিল । জেলখানার দুঃখের কাহিনী-সংক্রান্ত স্বরচিত একটি গীত গাহিতে গাহিতে সেকেন্দারের চোখে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল—

‘বিধি মোরে হইল বিমুখ ।

সরীলে না সহন যায় রে জেহেলখানার দুখ ॥

ইস্মত আলী গোলাম নবি কাল পরাণর বৈরী।

দুস্মনি করিয়া আমার হাত্ত দিল বেড়ি।”

আশুবাবু মনে করেন কাফেন চোরা পালার সহিত সেকেন্দারের যেন একটি প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে। নমাজ পড়িতে যাইয়া এই পালার গায়ক মন্থরের পরিবর্তন হইয়াছিল। গায়ক সেকেন্দারও তেমনই নমাজভক্ত। তাহার কপালে একটা কালো জট আছে। আশুবাবু শুনিয়াছেন, নমাজ পড়িতে পড়িতে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়াই তাহার এই জট বাঁধিয়া গিয়াছে।

পটীয়া খানার পারিগ্রামে নিবারণচন্দ্র সূত্রধরের বাড়ীতে আশুবাবু সেকেন্দারের গান শোনে। পালাটি শেষ করিতে তাহার প্রায় আট ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। তাহার কণ্ঠস্বর এমনই মধুর এবং ভক্তিপ্লুত যে প্রায় চারিশত লোক তাহাকে যেমন করিয়া বসিয়া যেন তাহার গান অমৃতের মত পান করিতেছিল। আসরের চারি কোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি পোঁতা, এবং তাহার উপরে চারিটি প্রকাণ্ড কেরোসিনের ল্যাম্প, মশালের মত জ্বলিতেছিল। সেই ল্যাম্পগুলির উদগীরিত ধূমরাশিতে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়াছিল; তন্মধ্যে ল্যাম্পের আলোকে এবং ধূমগুলীর মধ্যে সেকেন্দারকে ধূমাবতীর আয়ই দেখা যাইতেছিল। আপাদ-বিলম্বিত একটি সুদীর্ঘ চোগায় তাহার দেহ আবৃত, এবং সেই চোগার উপরিভাগে একদিকে একটি অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্ন। তাহার এক হস্তে একটি চামর, অপর হস্তে একটি বুমবুমি রিমঝিমি করিয়া বাজিতেছিল। দলের মধ্যে একজন বাদক, ও অপর কয়েকজন দোহার। সেকেন্দারের উচ্চস্বর অপরাপরের কণ্ঠধ্বনিকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া উদ্ধে উঠিতেছিল, এবং আসরের যাবতীয় লোকের লক্ষ্য সেইদিকেই ছিল। উত্তরাদিকের মাঝামাঝি একটি লোহার খুঁটি, মাথায় একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহবলয় ধারণ করিয়া ভূপ্রোথিত ছিল, সেই বলয়ের নিম্নে ফুল ও পল্লবের মালা ঝুলিতেছিল। নীচে একখানি কুলায় চাউল ও অগ্ন্যান্ন দ্রব্য সাজান ছিল। সেগুলি গাজীর সিন্ধি। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির চাষী সম্প্রদায়ই এই সিন্ধি মানত করিয়া বাড়ীতে গাজীর গীত দিয়া থাকে; কিন্তু আশুবাবু দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন, “এখন দিন ফিরিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য মোল্লাজীরা ফতোয়া

বাহির করিতেছেন—‘গীত হারাম’। কোরাণ হাদিসের দোহাই সুরু হইয়াছে, সুতরাং অনতিবিলম্বেই গাজীর পালা বিলুপ্ত হইবে।”

অশু দুইজন গায়কের মধ্যে অলিয়র রহমান এই পালার কতকাংশ গাহিতে পারে, কিন্তু সে পালাটি ভুলিয়া গিয়া প্রায়ই নিজে জোড়াতালি দিয়া সমস্ত পূরণ করে। যেখানে তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত, সেখানে সে গান থামাইয়া তাহার সারাংশ গল্প ভাষায় কহিয়া যায়। আশুবাবু লিখিয়াছেন যে তৎকর্তৃক গীত পালা অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন। তৃতীয় ব্যক্তি ওজু পাগলার মাথা খারাপ। সে মাঝে মাঝে, অর্থাৎ যখন ভাল থাকে, পালাটি বেশ জমাইয়া তোলে, কিন্তু “হঠাৎ খেয়াল চাপিলে তাহার গান প্রলাপে পরিণত হয়।”

নিজাম ডাকাইত, কেনারাম এবং মনসুর এই তিন পালার মধ্যে অনেকটা ঘটনার ঐক্য আছে। তিনজনই দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া জীবনের শেষাধ্যায়ে ধর্ম্মবীরে পরিণত হইয়াছিল। নিজাম ডাকাইতের পালা গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। নিজামের নাম চট্টগ্রামে বহুল প্রচলিত, এবং মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখিত দুই একখানি ‘নিজাম ডাকাইতের পালা’ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই পালার উপাখ্যান ভাগ অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক ঘটনাসঙ্কুল। কিন্তু কেনারাম ও মনসুরের জীবনে অলৌকিক কিছুই নাই। যে উদ্দাম ভক্তি ও অনুশোচনার ফলে তাহাদের জীবনে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটয়াছিল তাহা অপূর্ব্ব হইতেও অপূর্ব্ব, কিন্তু তাহা এত স্বাভাবিক যে আমরা উহা পড়িয়া বিস্মিত হইয়াও কোনও অলৌকিকী দেবলীলা বা অস্বাভাবিক দৈবঘটনা মনে করিয়া বিহ্বল হই না। কেনারাম ও মনসুর উভয়ের জীবনেই যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটয়াছিল তাহা সরল পালাগানে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এই পালাগানটিতে এত প্রাদেশিক এবং প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য আছে যে সেগুলির অর্থ উদ্ধার করিতে পাঠকবর্গকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে, তবে আমরা ইহাতে প্রচুর পাদটীকা প্রদান করিয়াছি; কিন্তু যেরূপ দুর্গম বস্তু বাধিতে বিচিত্র কুসুমরাশি দর্শন দিয়া মাঝে মাঝে পথিকের ক্লান্তি অপনোদন করে, এই ভাষাসঙ্কটের পথে পাঠকও তেমনই মাঝে মাঝে চিন্তবিনোদনকারী কবিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইবেন। নিরক্ষর চাষা তাগার বন্ধুর ও কর্কশ ভাষায়

কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই ভাষা খুঁড়িয়া দেখিলে অন্তঃপল্লি! ফল্গুনদীর গায় স্বচ্ছ রসের ধারা তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে দেখা যাইবে। মাঝে মাঝে গ্রাম্য কথায় খুব আশ্চর্য্য কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বনপথে জ্যোৎস্না-রাত্রি বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন, যেন কেহ দুহাতে মুঠি মুঠি বেলফুলের কলি আকাশে ও ভূতলে ছড়াইতেছে। যেখানে সত্ত্ব: নিবাহিতা কল্যা দোলায় চাপিয়া শশুরবাড়ী যাইতেছেন, সে বর্ণনাটি কোথাও ক্ষুণ্ণ ও কোথাও বিলম্বিত ছন্দে রচিত হইয়াছে, যেন মনে হয় আমরা দোলাবাহকদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি :—

দোলা যায় যায় রে দোলা আঁঠুবেরার কাঁধে

দোলার ভিতর নয় বোঁয়ে গুরি গুরি কাঁদে।

মা বাপের মনেতে পড়ে রে আরও ছোট ভাইয়ের মুখ

ঝাঁঝি পোকের ডাক শুনি কাপি উঠে রে বুক।

আগে পাছে বৈরাতি যায় যায় রে ধীরে ধীরে

দক্ষিণা হাওয়া পাইয়া দোলার কাপড় উড়ে।

ধব্ধবা জ্যোৎস্নাপহর দিনের মতন রাইত্

ঝাড়ের কাছে খাপুদি রৈয়ে মন্থুর ডাকাইত্। *

মন্থুর ডাকাইত যে আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, স্বপ্ন-দন্ত সেই আদেশ এই,—সে ডাকাতি বা চুরি করা যদি না ছাড়িতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যবসায় সে চালাইতে পারিবে, কিন্তু প্রতিদিন তাহাকে অন্ততঃ পাঁচ বার নমাজ পড়িতেই হইবে। এই আদেশ সে কতকদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। একদিন সে এক বড় ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গিয়াছে। সিঁধ কাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। পার্শ্বের লোহার সিন্দুক সে লৌহযন্ত্রের সাহায্যে খুলিয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখে তোড়া তোড়া টাকা, বিচিত্র অলঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি। তাহার অতি নিকটে গৃহস্বামী ও তদীয় স্ত্রী নিদ্রিত। দলের লোকেরা গৃহের চারিদিকে প্রতীক্ষা করিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে এই বিপুল অর্থ তাহার অধিগত হইবে। এমন সময়ে অদূরে বৃষ্ণ হইতে কুড়া পাখী ডাকিয়া জানাইল, ভোর হওয়ার

* মূল হইতে ভাষা আমরা একটু সহজ করিয়া দিয়াছি।

আর বিলম্ব নাই। জানালা-পথে সে দেখিল পূর্বাকাশে সিন্দুরের রাগ পড়িয়াছে। হঠাৎ গ্রাম্য মসজিদ হইতে মোল্লাদের সমবেত কণ্ঠের ‘আল্লাহো আকবর’ শ্রুত হইল। মনসুর তখন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত; ধনরত্নের কথা তাহার স্মরণ নাই। আসন্ন বিপদকে সে যে আরও ডাকিয়া আনিতেছে সে তাহা ভুলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার দুর্লভ্য প্রতিশ্রুতি তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। চীৎকার করিয়া সে বলিল, “লা ইলাহা ইল্লালাহ।” তাহার চীৎকারে গৃহস্থামী জাগিয়া উঠিলেন,—দলের দস্যুরা পলাইল। সেই দিন সেই দস্যু পীর হইলেন। গ্রাম্য কৃষককবির বর্ণনায় এই ঘটনাটি একরূপ নাট্যকলা-সমন্বিত হইয়াছে যে, ইহার শেষভাগ পাঠকের চিত্তকে আঘাত করে এবং করুণায় জ্বীভূত করিয়া ফেলে।

এই পালাগানটিতে বশু জম্বুদের কথা, পল্লীর কৃষির কথা, ব্যাপার-বাণিজ্যের কথা, ভীষণ দস্যুগণ দ্বারা উপদ্রুত পল্লীর দুঃস্থের কথা, ও গ্রাম্য জীবনের নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয়, চাষার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নাই; বর্ণনাগুলি সজীব এবং প্রত্যক্ষবৎ উজ্জ্বল। ভাষায় কিছুমাত্র বাহুল্য নাই। ঘটনাগুলি পর পর এমন ভাবে সাজান যে, পড়িলে মনে হইবে যেন নাট্যমঞ্চের দৃশ্যগুলি পর পর প্রদর্শিত হইতেছে।

এই পালায় যে সমস্ত স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে গজালি গ্রামের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রামের আধুনিক নাম গজালিয়া। চিন্তাপুর কুশ্মাই নদীর তীরে অবস্থিত। চিন্তাপুর এবং কুশ্মাই, রাজুনিয়া থানার অন্তর্গত। চিন্তাপুর এখন দক্ষিণ নিচিন্তাপুর নামে অভিহিত। আশুবাবু এই সমস্ত স্থানই স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছেন। পালায় বর্ণিত ঠেগা নদী কর্ণকুলির আর একটি শাখা। এই পালায় উল্লিখিত ঠেগার তীরে “চুম্‌চুম্‌ পাড়ায়” এখনও বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র আছে। ঠেগার Reserved forest পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

এই ভূমিকা লিখিতে আমি আশুবাবুর বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

কাফেন-চোরা

প্রণতি

সভাজনে পন্নাম^১ করি ঠাইয়াজির^২ মোকাম ।
ছোডরে^৩ মান্দতা জানাই বড়রে ছালাম ॥
তোমরা সকলর কাছে মাগি অপরাধ ।
শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হৈলে ন কৈবা সভাত ॥
তোমরা সবে গুণবন্ত আমি অধমজন ।
বুড়াবুড়ীর কাছেরে মুই ছাওয়ালের মতন ॥
ভালামন্দ দুই আছে দুনিয়ার মাঝারে ।
ভাঙাচোরা^৪ কথা আইলে ক্ষেমিবা আমারে ॥
আমি হীন মুখমতি নাহি ভাল মান ।
বিছমিল্লা বলিয়া এখন শুরু করি গান ॥ (১-১০)

(১)

পাবর্ত্য অঞ্চল ও চৈউয়া পরী

চাঁটিগার পূগে^৫ আছে ওঁচল^৬ পাহাড় ।
দিনে রাইতে ঘুরে সেখায় কতই জানোয়ার ॥

১ পন্নাম = প্রণাম ।

২ ঠাইয়াজির = গৃহস্থের ।

৩ ছোডরে = ছোটকে ।

৪ ভাঙাচোরা = সঙ্গতিহীন, বিশৃঙ্খল ।

৫ পূগে = পূর্বে ।

৬ ওঁচল = উচ্চ । *উচল বলিয়া অচলে চড়িল ।

গহিন জঙ্গলে চরে ¹ মির্ক ² নানান জাতি ।
 বাঘ ভাল্লুক গয়াল ³ আর বাঁকে বাঁকে হাতী ॥
 যত পুঁগে যাইবারে তত বড় বড় মুড়া ।
 আছমান লাগত্‌ পায়রে যেন পাহাড়ের চূড়া ॥
 সেখানে বসতি করে রোসাইঙ্গা ⁴ বনজুগী ⁵ ।
 পাছোয়া ⁶ মুকুং ⁷ আর লেণ্ডা ভেণ্ডা ⁸ কুকী ॥
 বাঘ ভাল্লুকের মত বনে বনে ফিরে ।
 আনকারে ⁹ পাইলে তারা বুগত ছুরি মারে ॥
 জুম্মা ¹⁰ চান্দোয়া ¹¹ আছে যারা জোমকুচি ¹² খায় ।
 মুড়ার ¹³ গুড়িত ¹⁴ মাচাং ¹⁵ বাঁধি সুখ্‌থে দিন কাডায় ¹⁶ ॥
 জোমর ক্ষেতে সোনা ফলে মাড়ির এমন বল ।
 হৈর ¹⁷ হতা ¹⁸ মারুফা ¹⁹ চিনার ²⁰ নানান রকম ফল ॥

¹ চরে=চড়ে ² মির্ক=মৃগ । সংস্কৃতে ‘মৃগ’ শব্দের অর্থ পশু, কেবল
 হরিণ নহে ; এখানে বোধ হয় সেই আদিত সংস্কৃতির অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ।

³ গয়াল=বঙ্গ মহিষের মত এক প্রকার জন্তু ।

⁴ রোসাইঙ্গা=আরাকানী । মগ, বান্দর বনের মণ্ডীফ্‌ আরাকান জাতীয় ।
 এই শ্রেণীর লোকদিগকে রোসাইঙ্গা বলে । ⁵ বনজুগী—পার্বত্য জাতি

⁶ পাছোয়া=বঙ্গ জাতি । ⁷ মুকুং=ত্রিপুরাজাতীয় ।

⁸ লেণ্ডা ভেণ্ডা=লেংটা ।

⁹ আনকা=চাটুগাইয়া, আরাকানীরা চট্টগ্রামকে আনক বলে । (চট্টগ্রামের
 টীকাকার এই অর্থ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের বক্তব্য নাই । কিন্তু “আনকারে”
 শব্দটি কি “অন্ধকারে” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া ধরা যায় না ? সঃ)

¹⁰ জুম্মা=জুম্মা ।

¹¹ চান্দোয়া=চাক্‌মা ।

¹² জোমকুচি=শস্যবিশেষ ।

¹³ মুড়ার=পর্বতের ।

¹⁴ গুড়িত=সান্নদেপে ।

¹⁵ মাচাং=দ্বিতল বাঁশের ঝর ।

¹⁶ কাডায়=কাটায় ।

¹⁷ হৈর=শস্ত্র ।

¹⁸ হতা=হতা ।

¹⁹ মারুফা=শশর মত একরকম ফল ।

²⁰ চিনার=ফুটির মত একরকম ফল ।

জঙ্গলীরা বেচে রে মাল হাড়ে হাড়ে বাই ।

ভূঁইয়র ১ মানুষ আসে জিনিষ কিনিবার লাই ॥ (১-১৬)

(২)

লুখাগাজি নামে ছিল ওঝা ২ একজন ;

পাহাড় হইতে আনি বেচে বাঁশ ছন ৩ ॥

হুদিন ৪ মাসে বাঁশ বেয়ার ৫ করে লুখাগাজি ।

তাহার সঙ্গেতে যায় দুইজন মাঝি ॥

কাঁইচার ৬ উজান বাঁকে করিয়া ভরমণ ।

চালি ৭ লৈয়া ঠেগার কুলত করিল গমন ॥

দুম্‌দুম্যার ৮ পাড়ায় গেল চাঁটিগাইয়া কালা ।

হৈর কিনে হতা কিনে চাহি ভালা ভালা ॥

বাঁশের চালিতে তারা রাঁধি বাড়ি খায় ।

সারাদিন ঘুরে লুখা পাড়ায় পাড়ায় ॥

ঠেগার কুলে বলা ৯ জাগাত ১০ আছে জুশ্মাপাড়া ।

কিছুদিন সেই ঘাটে রহিলেক তারা ॥

একদিন লুখাগাজি দেখিবারে পায় ।

অপরূপ সৌন্দর্য কৈন্তা জোমর ক্ষেতত যায় ॥

এমন ছুরত রে তার কি করি বয়ান ।

পিন্ধনেতে কালা খামি বাঁকা দুন্নয়ান ॥

১ ভূঁইয়র = ভূমির ?

২ ওঝা = বাঁশ-বেপারী ।

৩ ছন = শণ ।

৪ হুদিন = হুদিন ।

৫ বেয়ার = ব্যাপার ।

৬ কাঁইচার = কর্ণহুলির ।

৭ চালি = বাঁশের ভেলা ।

৮ দুম্‌দুম্যার পাড়া = পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের একটি গ্রামবিশেষ ।

৯ বলা = উর্কর ।

১০ জাগাত = জমিতে

কানর মাঝে সোনার নাথং^১ চান্দর মতন মুখ ।
 সিনাতে^২ আনারের^৩ কলি ফাডি পড়ের বুক ॥
 গলার মাঝে সোনার দানা কণ্ঠমণির হার ।
 মাথার উয়র^৪ ফুলর ছাড়া বয়্যারে উড়ার^৫ ॥
 মুচ্‌কি হাসি যায় রে নারী আর চাবায় পান ।
 নবযৌবন ষোলকলা ঠারে লইযায় প্রাণ ॥
 আরে, শুড়াধন কারবারীর নাতিন চৈঁউয়া পরী নাম ।
 ঠেঁগার কুলত ঘুরি সেই করে জোমত কাম ॥
 বাঁশর চালিত বসি দেখে লুধাগাজি ভাই ।
 ধড়ফড় করে পরাণ চৈঁউয়া পরীর লাই^৬ ॥ (১-২৬)

(৩)

তারপরে কি হইল শুন গুণিগণ ।
 ঠেঁগার খালে আইল রে কৈন্ডা গোছলের^৭ কারণ ॥
 গাছর আগাত থোরা থোরা^৮ রৈদর ছড়া^৯ আছে ।
 চালি হৈতে লামি লুধা আইল কৈন্ডার কাছে ॥
 ধীরে ধীরে আসে লুধা কথা বার্তা নাই ।
 পিছের দিকে যাইয়া তারে ধরিল বেড়াই ॥
 ফিরি চাহি চৈঁউয়া পরী উডিল রে কাঁদি ।
 লুধাগাজি গামছা দিয়া মুখ্থান লৈল বাঁধি ॥
 তারপরে দুয়্মন লুধা কিনা কাম করে ।
 কৈন্ডারে তুলিয়া লৈল কাঁধের উপরে ॥

^১ নাথং = পার্শ্বতীয় রমণীরা কাণ ফুড়িয়া এই অলঙ্কার ব্যবহার করে ।

^২ সিনাতে = বক্ষ ।

^৩ আনারের = ডালিমের ।

^৪ উয়র = উপর ।

^৫ বয়্যারে উড়ার = বাতাসে উড়ে ।

^৬ লাই = জুতা ।

^৭ গোছলের = স্নানের ।

^৮ থোরা থোরা = অন্ন অন্ন ।

^৯ ছড়া = ছটা ।

বাঘের মুখেতে পড়ি বনের হরিণী ।

ছাড়ি দিয়ে হোতর^১ মতন দোন^২ চোগর পানি ॥ (১-১২)

(৪)

ঠেগার ছড়া^৩ এরি^৪ চালি^৫ কাইচা খালে পৈল ।

কাঁদিতে কাঁদিতে চেঁউয়া বেহৌস হইল ॥

ভাডি-গাঙে^৬ যায় রে চালি কৈন্তারে লইয়া ।

লুখাগাজি পর্বোধ দে'রে নানান কথা কৈয়া ॥

নাহি বুঝে কথা কৈন্তা নাহি বুঝে বাণী ।

কাঁইচার হোত^৭ বাড়াই দিল তার চোগর পানি ॥

চলিতে চলিতে চালি চাইর দিনের পরে ।

গজালি গেরামে লুখা আইল আপন ঘরে ॥

অনাহারে মরে কৈন্তা নাহি সহে দুঃখ ।

দিনে দিনে শুকাইল তার সোনা মুখ ॥

নাহি ছোঁয় ভাত কৈন্তা নাহি ছোঁয় পানি ।

লোহার পিঞ্জারায় বাঁধা পড়িল হরিণী ॥ (১-১২)

(৫)

তার পরে সভাজন শুন দিয়া মন ।

কিছুকাল পরে হৈল গর্ভের লৈক্ষণ ॥

মাথায় উডিল বিষ সর্ব্ব অঙ্গে জ্বালা ।

চাম্পার বরনী কৈন্তার দেহ হৈল কালা ॥

^১ হোতর = স্রোতর ।

^২ দোন = ছই ।

^৩ ঠেগার ছড়া = নির্ঝর-বিশেষের নাম ।

^৪ এরি = ছাড়িয়া ।

^৫ চালি = বাঁশের চালি বা ভেলা ।

^৬ ভাডি-গাঙে = ভাটার দিকে অর্থাৎ নিম্নদিকে ।

^৭ হোত = স্রোত ।

বীপরীত হৈল সব আচানক কাম ।
 গৰ্ভ যাতনায় কৈষ্ঠ্যার নিকলি যায় জ্ঞান ॥
 হাঁটিতে ন পারে চেষ্টয়া ঝিমি ঝিমি পড়ে ।
 এত দুঃখ তার হয় ন সৈল * শরীলে ॥
 নিকট হইল যখন পরসবের ২ দিন ।
 ক্রমে ক্রমে চেষ্টয়া পরীর তনু হৈল ক্ষীণ ।
 দিন মাস পুন্ন হৈলে দরদ উডিল ।
 মাড়িতে পড়িয়া কৈষ্ঠ্য বেহৌস হইল ॥
 বহুত পাইল দুঃখ নছিবতে লেখা ।
 মা বাপের সঙ্গে আর ন হইল দেখা ॥
 গৰ্ভপাত হৈতে কৈষ্ঠ্যার দম * হৈল বন * ।
 জন্মিল ছাওয়াল এক বড় অলৈক্ষণ ॥
 মায়েরে খাইল পুতে পরসবের কালে ।
 লুখাগাজি তারে লৈয়া পড়িল বেনালে ॥ (১-১৮)

(৬)

কাফন-চোরা মন্সুর

দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়াল বাঘের বাচ্চার মত ।
 পুগের * জন্মলের মাঝে ঘুরে অবিরত ॥
 মন্সুর বলিয়া তার রাখা গেল নাম ।
 শিথিতে লাগিল বেটা দাগাবাজি কাম ॥
 কালা বরণ দেহরে তার চোগর * বরণ লাল ।
 চলিতে ফিরিতে সদাই করে উথাল্ তাল * ॥

* সৈল = সহিল ।

২ পরসবের = প্রসবের ।

* দম = নিখাস প্রখাস ।

* বন = বন্ধ ।

* পুগের = পুর্কের ।

* চোগর = চোখের ।

* উথাল্ তাল = হালামা ।

কোন দিন জঙ্গলে থাকে কোন দিন ঘরে ।
 মা মরা ছেমরের ১ বখা কনে ২ পুছার ৩ গড়ে ৪ ॥
 পিঁধনেতে ছিড়া লেঙি ৫ মৈবা গন্ধ গায় ।
 আটপর ৬ মুখ লাড়ে যাহা পায় খায় ॥
 গাছে গাছে থাকে বেটা গাছের বাদর ।
 পৌঁছেনা ৭ তাহারে বাপে ন করে আদর ॥
 একদিন কি হইল কহিয়া জানাই ।
 রাত্র নিশা কালে লুখা বাথানেতে যাই ॥
 দেখিল বিরিস ৮ গরু বাঘে ধরি টানে ।
 লাডি ৯ লৈয়া তড়াতি গেল সেইখানে ॥
 গরুরে ছাড়িয়া বাঘ ধরিল লুখারে ।
 খাইয়া বুকের লৌ পলাইল পাহাড়ে ॥
 এইরূপে হৈল হায় রে লুখার মরণ ।
 জাহিল ১০ হইয়া মন্থর ফিরে বনে বন ॥
 ধন দৌলত নাই রে তার নাই রে ঘর বাড়ী ।
 কুসঙ্গে মজিয়া হৈল দুষ্মন দুরাচারী ॥
 সেই গেরামের পূগ কিনারে মস্ত মস্ত মুড়া ।
 পাইয়া ১১ বাঁশে গল্লাক বেতে ১২ আর উলু ছনে ভরা ॥
 সেইত জঙ্গলে মন্থর ঘুরে অবিরত ।
 ভুঁইয়র ১৩ মানুষ ভাবে তারে বাঘ ভাল্লুকর মত ॥

-
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ১ ছেমরের = ছেলের । | ২ কনে = কে । |
| ৩ পুছার = জিজ্ঞাসা । | ৪ গড়ে = করে । |
| ৫ লেঙি = লেংটি । | ৬ আটপর = অষ্ট প্রহর । |
| ৭ পৌছেনা = খবর লয় না । | ৮ বিরিস = বৃষ । |
| ৯ লাডি = লাটি । | ১০ জাহিল = দুর্য্যভ । |
| ১১ পাইয়া = এক প্রকার বাঁশ । | ১২ গল্লাক বেত = একজাতীয় |
| বড় বেত । | ১৩ ভুঁইয়র = নিরকুমির । |

মাও নাই বাপ নাই নাই রে বাড়ী ঘর ।
 ডাকাতি করিয়া ঘুরে জঙ্গলর ভূতর^১ ॥
 খুন করে ডাকাইতি করে মনে নাই তার দুঃখ ।
 সিংকাডি^২ বাহির করে ঘরের ছদ্মক^৩ ॥
 এমনি ডাকাইত হৈল কি বলিব হয় ।
 মরার কাফেন চুরি করি বাজারে বিকায় ॥
 দপনের^৪ সান্দাদ যখন পায় রে মনসুর চোরা ।
 রাইত নিশিতে সুরু করে মরার কয়বর খোড়া ॥
 আখেরের সম্বল চুরি করি নিশি রাইত ।
 দোজকের^৫ রাস্তা কাড়ি লৈয়াছে ডাকাইত ॥
 দুই চক্ষু দেখে তে লাল সুরুজ বরণ ।
 মুখের আবাজ যেন দেবার^৬ গর্জজন ॥
 মানুষ মারিতে বেটার দিলে দুঃখ নাই ।
 খুসী হয় ধন দৌলত সঙ্গীরে বিলাই ॥
 কেহ বলে—‘মরা খায় ডাকাইত্যা মনসুর’ ।
 কেহ বলে—‘দেয়র^৭ মতন তার গায়ের জোর’ ॥
 দল বল হৈল রে তার নানান মোকামে ।
 কোলর পোয়া^৮ হাতি^৯ হয় কাফন চোরার নামে ॥ (১-৪৪)

(১)

কণ্ঠাযাত্রা

জোন পহরগ্যা^{১০} রাইত্রে ওরে দোলা যায় চলি ।

মুট করি মারের মেলা বৈল ফুলর কলি^{১১} ॥

^১ ভূতর=ভিতর । ^২ সিংকাডি=সিঁধ কাটিয়া । ^৩ ছদ্মক=সিন্দুক ।

^৪ দপন=কবর দেওয়া । ^৫ দোজকের=নরকের ^৬ দেবা=দেয়া, মেঘ ।

^৭ দেয়র=অপদেবতা । এখনও পূর্ববঙ্গে ‘দেও দৈত্য’ কথা এই অর্থে প্রচলিত আছে । ^৮ কোলর পোয়া=কোলের ছেলে । ^৯ হাতি=কাস্ত ।

^{১০} জোন পহরগ্যা=জ্যোৎস্না গ্রহর । ^{১১} মুট করি মারের মেলা বৈল

ফুলর কলি=বেন মুঠো করিয়া (মেলা) অনেক বেল ফুলের কলি কেহ ছড়িতেছে ।

দোলা যায় যায় রে দোলা মুড়ার কিনার দিয়া ।
 মনস্করগ্যা ডাকাইত্যা ভাবের আছুয়া ১ কার বিয়া ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাইত কুন্সাই খালর বাঁকত ২ ।
 চুপ্পে চুপ্পে লুকাই রহিল কেঁয়া কেঁডার ঢাকত ৩ ॥
 দোলা যায় যায় রে দোলা অষ্ট বেড়ার ৪ কাঁধে ।
 দোলার ভুতর ৫ নয়া বউয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি কাঁদে ॥
 মা বাপের মনত পড়ে আর ছোড ৬ ভাইয়ের মুখ ।
 ঝাঁঝ পোগর ৭ ডাগ ৮ শুনি কাঁপি উডের ৯ বুক ॥
 আগে পিছে বৈরাতি ১০ যায় যায় রে ধীরে ধীরে ।
 দহিনালী ১১ হাবা পাইয়া দোলার উলাস ১২ উড়ে ॥
 ধবধব্যা ১৩ জোন পহর দিনর মতন রাইত ।
 ঝাড়ত ১৪ বহি খাপ্দি রৈয়ে মনস্করগ্যা ডাকাইত ॥
 এক ছোতি ১৫ কুন্সাই খাল হাঁডি ১৬ হৈয়া পার ।
 আন্তে আন্তে আইল দোলা ঝাড়ের কিনার ॥
 বাঘে যেমন ঝাঁপ দিয়া রে গরু বাঁকত ১৭ পড়ে ।
 মনস্কর ডাকাইত পৈল ১৮ তেমনি দোলার উপরে ॥
 দোলার উপরে পড়ি মাইল ১৯ এক ডাগ ২০ ।
 কেহ বলে ভাল্লুক আইল কেহ বলে বাঘ ॥

-
- ১ আছুয়া = আজ । ২ বাঁকত = বাঁকে ।
 ৩ কেঁয়া কেঁডার ঢাকত = কেয়া কাঁটা বনের আড়ালে । ৪ বেড়ার = বেহায়াগ ।
 ৫ ভুতর = ভিতরে । ৬ ছোড = ছোট । ৭ পোগর = পোকার ।
 ৮ ডাগ = ডাক । ৯ উডের = উঠিতেছে ।
 ১০ বৈরাতি = বরষাত্রী । ১১ দহিনালী = দক্ষিণ দিকের ।
 ১২ উলাস = দোলার উপর যে রত্নিন কাপড় দেওয়া হয় তাহাকে 'উলাস' বলে ।
 ১৩ ধবধব্যা = ধপ্ধপে । ১৪ ঝাড়ত = ঝাঁড়ে । ১৫ ছোতি = শ্রোতোযুক্ত ।
 ১৬ হাঁডি = হাঁটিয়া । ১৭ বাঁকত = বাঁকে । ১৮ পৈল = পড়িল ।
 ১৯ মাইল = মারিল । ২০ ডাগ = ডাক ।

সোয়ারী ' ফেলিয়া বেড়া পরাণ লৈয়া ধায় ।
 পাক্কীর ছয়ার খুলিয়া রে মন্থর আলী চায় ॥
 নয় ২ বউ এ কাঁদি উডিল * আল্লাতাল্লা বুলি ।
 টান মারি লইল ডাকাইত গলার হাঁছুলি ।
 কানর করম ফুল লৈল আর নাগর নথ ।
 তড়াতিড়ি মন্থর আলী ফাল্দি * পৈল 'ঝাড়ত * ॥
 বৈরাভীরা ' ধাইয়ারে আইল দোলায় কিনারে ।
 আচানক উয়সা ' দেখি 'হায়রে হায়' করে ॥
 দেখিল সকলে তখন দোলায় ভূতর ২ ।
 নাগর '০ লোয়ে বুগর '১ চুলি '২ ভাসি যায় বোয়র ॥
 জোন পহরগ্যা রাইতলে ওরে দোলা আইল চলি ।
 বিয়া বাড়ীতে কাঁদা কাডি পাক্কীর ছয়ার খুলি ॥ * (১-৩২)

- ১ সোয়ারী=আরোহণকারী । ২ নয় = নূতন ।
 ৩ উডিল=উঠিল । ৪ ফাল্দি=লাফ দিয়া ।
 ৫ পৈল=পড়িল । ৬ ঝাড়ত=ঝাড়ে । ৭ বৈরাভীরা=বরষাভীরা ।
 ৮ উয়সা=তামসা, বিপদ । ৯ ভূতর=ভিতর । ১০ নাগর=নাকের ।
 ১১ বুগর=বুকের । ১২ চুলি=মেয়েদের 'বডি'র মত অঙ্গরক্ষা ।

* এই স্থানর পদগুলিকে শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে প্রচলিত
 স্বর-বৃত্ত ছন্দে পরিবর্তিত করিয়াছেন ; পাঠক দেখিবেন, ইহাতে মূলের সঙ্গে যথাসম্ভব
 সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে । সঃ ।

(৭)

কণ্ঠাযাত্রা

জ্যো'রা প্রহর রাতে ওরে, বাহরে দোলা চলি'—

মুঠা মুঠা কে ছড়ালো বেল ফুলের কলি ?

দোলা যায় যাররে—

দোলা পাহাড়-তলী দিয়ে,

(৮)

আয়রা ও আজিম

চিন্তাপুর গেরাম সেই যে দেখিতে সোন্দর ।

দোচালা চোঁচালা তাতে কত বাড়ী ঘর ॥

কুর্নাই খালর পারে পারে আছে সোনার ভূঁই

দুই খোন্দ ¹ পায় চাষা দুই বার রুই ² ॥

মন্সুর ডাকাত ভাবে ওরে আজি বা কা'র বিয়ে !

ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাত কুর্নাই খালের বঁকে

চুপি চুপি লুকায়ে রয় কেয়া কাঁটার বঁকে ।

দোলা যায় যায়রে—

দোলা আট বেহারার কাঁধে,

দোলার ভিতর নতন বৌ শুঁড়ি শুঁড়ি কাঁদে !

মা বাপে তার মনে পড়ে, ছোট ভাইয়ের মুখ,

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনে কেঁপে ওঠে বুক !

আগে পিছে বর-বাতী যায়রে ধীরে দূরে,

দক্ষিণা বাতাসে দোলার রঙ্গিন কাপড় উড়ে !

ধবধবে জো'না প্রহর, দিনের মতন রাত !

কেয়া ঝাড়ে গুঁৎ পেতে রয় মন্সুর ডাকাত ।

এক-শ্রোতা কুর্নাই খাল হেঁটে হয়ে পার

আন্তে আন্তে এল দোলা ঝাড়ের কিনার ।

বাঘে যেমন ঝাঁপ দিয়া গরুর বঁকে পড়ে

মন্সুর ডাকাত পড়ল তেমনি দোলার উপরে !

দোলার উপর পড়ে' মন্সুর ছাড়িল এক ডাক,

কেহ বলে ভালুক এল, কেহ বা বাঘ ।

সোনারীকে ফেলে বেহারা প্রাণ নিয়ে ধায় !

পাকীর দয়ার খুলে মন্সুর আলি চায় !

¹ খোন্দ=চাষের সময়কে খোন্দ বলে ।

² রুই=রোপণ করিয়া ।

মাঝে মাঝে আছে রে ভাই মিডা * পানর বর ।
 কুস্মাইর কুলত শোভা ধরে আজিমের ঘর ।
 পাঁচখানি সরেঙা ২ নাও ঘাটে থাকে তার ।
 সকলে মাগ্গতা করে পাড়ার ছরদার * ॥
 কাছালং আর মাইয়নীতে জোম বেয়ার * করে ।
 বছর বছর তোড়া তোড়া টাকা আনে ঘরে ।
 ছুনিয়াদারীতে আজিম বড় ছসিয়ারী ।
 জুস্মা চান্স্যোয়া কহে তারে সালখারা * বেয়ারী * ॥
 প্রথম আগুরাত তার গিয়াছে মরিয়া ।
 চাল্লিশ বছর উমরেতে * আবার কৈল বিয়া ॥
 দোতীয় ৮ বিবির নাম আয়রা সোন্দরী ।
 শুন সভাজন থোরা * রূপর বয়ান করি ॥

নতুন বো কাঁদে, মুখে 'আল্লা তালা' বুলি ।
 টান মেয়ে নিল ডাকাত গলার হাঁসুলী !
 কাণের করম-ফুল আর নাকের নথ নিয়া
 কোঁপের ভিতর মন্থর আলি পড়িল লাক দিয়া !
 বরষাত্রী ধেরে এল দোবার কিনারায়
 হঠাৎ বিপদ দেখি' সবাই করে 'হায়, হায় !'
 সবাই তখন দেখতে থাকে দোবার কাপড় তুলি'
 নাকের রক্তে ভাসে বোয়ের বুকুর কাঁচুলী ।
 জ্যো'দ্দা-প্রহর রাতে ওরে দোলা এল চলে'—
 বিয়ে-বাড়ীতে কাঁদা-কাটা, পাকীর হুমার খুলে' !

* মিডা = মিঠা ।

* ছরদার = সর্দার ।

* সালখারা = খাটি ।

* উমরেতে = বয়সেতে ।

* থোরা = সামান্য ।

২ সরেঙা = বেপারীর নোকা

* বেয়ার = বেপার ।

* বেয়ারী = বেপারী ।

* দোতীয় = দ্বিতীয় ।

নতুন যৌবন কণ্ঠার সৌন্দর্য বদন ।
 থাকুক মরদের কথা নারীর ভুলে মন ॥
 হাসিতে ঝলকে যেন বিজলির রেখা ।
 মুখেতে মুক্তার ছড়া জুড় যায় দেখা ॥
 কি করিব আয়রার চুলের বয়ন ।
 লেমন কালা তেমন লাম্বা পায়ের সমান ॥
 বড়ই ছুরত তার দুনয়ান বাঁকা ।
ধনুর মতন ভুরু আছমানেন্তে ঝাঁকা ॥
 হস্তপদ গোলগাল চাম্বা ফুলর কলি ।
 হাঁটিতে লাগেরে যেন খঞ্জন যায় চলি ॥
 উন্মত্ত যৌবন হৈয়ে ভাল লাগের অতি ।
 উনাই উনাই ১ পড়ি যারগৈ ২ শরীলের জ্যোতিঃ ॥
 ভাডি বসের ৩ কালে পাইয়া নতুন যৌবন ।
 বড় সুখে আছে আজিম খোসালিত মন ॥
 বিয়ার দিনে ডাকাইত্যার হাতেতে পড়িয়া ।
 লাগর বঁভু ৪ কানর লতি ৫ গিয়াছে ছিঁড়িয়া ॥
 নাগে কানে হাত বুলাইয়া আজিম যখন চায় ।
 সরমেন্দা ৬ হইয়া আয়রা বৃকে মুখ লুকায় ॥
 আজিম বলে—“আমার কথা শুন আওরত ।
 কঁড়ে ৭ সোনার করম ফুল আর নাগর নথ ॥”
 আয়রা বলিল—“আমার সাদি হৈবার আগে ।
 ধৈরেছিল আমারে যে কালা এক বাঘে ॥

-
- ১ উনাই উনাই = গলিয়া গলিয়া । ২ যারগৈ = বাইতেছে ।
 ৩ ভাডি বসের = ভাটি বসের । ৪ লাগর বঁভু = নাকের অলঙ্কার-বিশেষ ।
 ৫ লতি = কাণের নীচের অংশ । ৬ সরমেন্দা = সরমযুক্ত । লজ্জিতা বধু
 দ্বারীর বৃকে মুখ লুকায় । ৭ কঁড়ে = কোথায় ।

- কানর করমফল লৈয়া আর নাগর নথ ।
 কালা বাইঘা ¹ পোলাইয়াছে ² পুগর ³ জঙ্গলত ⁴ ॥
 এইরূপে দুইজনে রঙ্গ রস করে ।
 বড়ই আসক আজিম আয়রার উপরে ॥ (১-৪৪)

(৯)

জোম বেপারে যাত্রা

আহন ⁵ মাসে শীত পৈল ক্ষেতে পাকে ধান ।
 জোম বেয়ারে ⁶ যায় রে আজিম মাইয়নী উজান ॥
 মায় আসি কাঁদন করে ধরি পুতর হাত ।
 “কতদিন পরে আবার পাইমু সাইক্ষাৎ ॥
 তুমি আমার এক পুত্র অন্ধজনের লাডি ⁷ ।
 তিলেকমাত্র ন দেখিলে বৈক্ষ ⁸ যাইব ফাডি ⁹ ॥”
 ঘাটেতে সরেঙা নৌকা হৈয়াছে তৈয়ার ।
 আয়রার মুখ আজিম চাহে বারে বার ॥
 “পরানের পরাণ তুমি বিদায় দাও মোরে ।
 ঘাটেতে ফিরিব আর তিন মাস পরে ॥
 কাঁদিতে লাগিল আয়রা মাড়ির ¹⁰ মাঝে পড়ি ।
 ধড়ফড় করে যেমন পাগভাড়া ¹¹ কৈতরী ॥
 “ন দিব পরানের খসম ন দিব ছাড়িয়া ।
 তুমি ছাড়ি গেলে আমি যাইব মরিয়া ॥

¹ বাইঘা = বাঘ ।

² পোলাইয়াছে = পলাইয়াছে ।

³ পুগর = পূর্বাধিকার ।

⁴ জঙ্গলত = জঙ্গলে ।

⁵ আহন = অগ্রহায়ণ ।

⁶ জোম বেয়ারে = জোম বেপাও করিতে ।

⁷ লাডি = লাঠি ।

⁸ বৈক্ষ = বক্ষ । ⁹ ফাডি = ফাটান ।

¹⁰ মাড়ির = মাটির ।

¹¹ পাগভাড়া = ভগ্নপক্ষ ।

ধন দৌলত নাই চাই মালমাস্তা ¹ আর ।
 দিন রাইত চাহি থাইকাম ² সোনা মুখ তোমার ॥
 মায়েরে বুঝাইয়া আজিম বুঝায় আওরতে ।
 তারারে করিয়া হান্স ³ যাত্রা কৈল পথে ॥
 উড়িয়া যাইতে তার চৈক্ষে ⁴ হানিল মাছি ।
 ঘরের খুন বাহির হৈতে মুখে পৈল হাঁছি ॥
 ডানর খুন আসি সর্প বামে গেল খাই ।
 পন্থের মাঝে দেখে আজিম ডুমা ⁵ একটা গাই ॥
 দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে গোয়াল্যার ⁶ ছাওয়াল ।
 জাইল্যার ⁷ পুতে কাঁদন করে ঘুটাত ⁸ বাজাই জাল ॥
 তিন বিবি বসিয়া রে মাথা ত উকুন চায় ।
 খাইল্যা ⁹ কলসী লৈয়া নারী জল আনিতে যায় ॥
 এই সব অলৈক্ষণ ¹⁰ দেখিল আজিম ।
 খোদাব মরজি বুঝা বড়ই কঠিন ॥
 উজান গাঙে নৌকা লৈয়া জোম বেয়ারে যায় ।
 দূরে থাকি বাড়ীর মিক্যা ¹¹ ফিরি ফিরি চায় ॥
 মায়ে দিছে ভাতর মোচা ¹² বউয়ে দিছে পান ।
 সারি গাইয়া যায়রে আজিম মাইয়নী উজান ॥ (১-৫২)

¹ মালমাস্তা = জিনিষপত্র ।

² থাইকাম = থাকিব ।

³ হান্স = শাস্ত ।

⁴ চৈক্ষে = চক্ষে ।

⁵ ডুমা = শৃঙ্গীন ।

⁶ গোয়াল্যার = গোয়ালার ।

⁷ জাইল্যার = জেলের ।

⁸ ঘুটাত = নদীতে যে গাছ ডুবিয়া থাকে তাহাকে ঘুটা কহে ।

⁹ খাইল্যা = খালি । ডাকের গানে “ছু ছু কলসী” (শৃঙ্গকলসী) যাত্রার পক্ষে কুলক্ষণ বলিয়া বণিত হইয়াছে ।

¹⁰ অলৈক্ষণ = অলক্ষণ ।

¹¹ মিক্যা = দিকে ।

¹² মোচা = কলাপাতায় ভাত তরকারী বাঁধিয়া লইলে তাহাকে মোচা কহে ।

(১০)

পাপাসক্তি

উদিস^১ করিয়া সেই ডাকাইত্যা মনসুর ।
 গোপ্তভাবে^২ চলি আইল গেরাম চিন্তাপুর ॥
 এক বুড়ীর বাড়ীত আসি হইল হাজির ।
 খালা^৩ বুলি^৪ ডাকি কৈল—‘আইলাম মোছাফির’ ॥
 মিডা^৫ কথা কহি বুড়ীর মন হরি নিল ।
 খাওনের মালমাত্তা^৬ ভেট বেগার দিল ॥
 মনসুর ডাকাইত বলে—“শুন ওরে খালা ।
 আখেরের লাগি আমার মন হৈছে উতালা ॥
 সে কারণে হামিঞ্চ^৭ কুন্সুয়াইর পারত যাই ।
 আছমানের মিক্যা^৮ চাইয়া ফকিরী কামাই ॥
 হাছামিছা^৯ নানান কথা কহি বুড়ীর কাছে ।
 আয়রার লাগি ডাকাইত খাপ্দি বসি আছে ॥
 এই না মতে কিছুকাল গোজারিয়া^{১০} যায় ।
 মোরগের ছালন^{১১} বুড়ী পত্তিদিন^{১২} খায় ॥
 এক দিন কি হইল শুনরে খবর ।
 জোহরের আন্ত সুরুজ মাথার উপর ।
 রাঁধা বাড়ি সাজ করি অপস্বর^{১৩} হই ।
 গাঙ-সেয়ানে^{১৪} আইল আয়রা কলসী কাঁকে লই ॥

১ উদিস=সন্ধান ।

৩ খালা=মাসী ।

৫ মিডা=মিঠা ।

৭ হামিঞ্চ=সুন্দা ।

৯ হাছামিছা=সত্যমিথ্যা ।

১১ ছালন=তরকারী ।

১৩ অপস্বর=অবসর ।

২ গোপ্তভাবে=গুপ্তভাবে ।

৪ বুলি=বলিয়া ।

৬ মালমাত্তা=‘জনন্যপত্র’ ।

৮ মিক্যা=দিকে ।

১০ গোজারিয়া=গত হইয়া ।

১২ পত্তিদিন=প্রত্যহ্ন ।

১৪ গাঙ-সেয়ানে=নদীস্নানে

রঙিনা সাটিনের চুলি ¹ পড়িয়াছে গায় ।
নতুন ডালশের কলি আল্গে দেখা যায় ॥
কাল ভমরা দেখিণা রে করে আনচান ।
নিকলি যাইতে চায়রে দুরগত্যা ² পরাণ ॥

হাত পা মাঞ্জিয়া কৈণ্ডা ডুশ্ব দিল জলে ।
ডাকাইতা দেখিল বসি হিজল গাছের তলে ॥
“কি দেখিলাম কি হইল অপরূপ ধাঁধা ।
কাল তমু ঘাটে রাখি পরাণ দিলাম বাঁধা ॥
সোন্দরী আয়রার সঙ্গে হইলে মিলন ।
দুনিয়ার মাঝে হৈব সাফল্য জীবন ॥
কলসী লইয়া আয়রা ঘরে চলি গেল ।
মনসুর ডাকাইত নানান কথা ভাবিতে লাগিল ॥

হাঁজর ³ ঘরে বাস্তি ⁴ দিয়া সোন্দরী আয়রা ।
ঘরের যত কাজকর্ম করি লৈল সারা ॥
আইসাছে চৈত্রল মাস গশ্মি লাগের অতি ।
খসমের কথা ভাবি থির ⁵ নহে মতি ॥
তিন মাস চলি গেল ন আসিল ঘরে ।
বিরহ আগুনে কৈণ্ডা জ্বলি পুড়ি মরে ॥
জোমে আছে বাঘ ভাল্লুক নানান জানোয়ার ।
অমঙ্গল কথা মনে উডের ⁶ আয়রার ॥
নানান কথা ভাবি কৈণ্ডার বুক ফাডি যায় ।
মনের সন্তাণে তখন বারমাসী গায় ॥

¹ চুলি=মেয়েদের অঙ্গরক্ষা ।

² দুরগত্যা=হুংখভোগী ।

³ হাঁজর=সাঁজের ।

⁴ বাস্তি=বাতি ।

⁵ থির=স্থির ।

⁶ উডের=উঠিতেছে ।

“যৌবনকালে এমন জ্বালা কেমন কৈরে সহি ।

ন বুঝি সোয়ামী আমার বিদেশ গেইয়েগই ১ ॥

নানান ফুল ফুড়িয়াছে উড়ে ফুলর বাস ।

নিস্তি পত্তি ২ কাঁদি আমি খসম পরবাস ॥ ৩

নিমায়া ৩ হইয়া তুমি গেলা প্রাণের ধন ।

প্রেমানলে দিল মোর জ্বলে হামিষ্ণ ॥

তোমার লাগিয়া আমি উদাসিনা থাকি ।

তিন মাসর কথা কহি এখন দিলা ফাঁকি ॥

নানান ফুলে উড়ি উড়ি ভমরা মধু খায় ।

কাল পাখীর বুলি শুনি বুগ ফাডি যায় ৪

পূগ ছয়ারগ্যা ৫ ঘরের মঝে দক্ষিণালী বাও ৬ ।

এ সময় প্রাণবন্ধু মুখ্থান দেখাই যাও ॥

আমি হৈব ফুল বন্ধু তুমি হৈবা অলি ।

* * * *

ঘরেতে থাকিলে বন্ধু মুখে দিতাম পান ।

কায়া অঙ্গ সঁপি দিতাম কৈন্তাম যৌবন দান ॥

এইবার আসিলে তোমার ছায়ে ৭ মৈর্গ্যাম ৮ কাঁদি ।

মাথার চুলর রশি পাগাই পা রাখিব বাঁধি ৯”

এইনা ভাবিয়া আয়রা পালকে শুতিল ।

যুন্মের ঘোরে আজিমের মুখ স্বপ্ননে দেখিল ॥

জোড় পালকে শুতি কৈন্টা ঘোরে নিন্দ্ৰা যায় ।

কামারের ভাতির মতন নিয়াস ফেলায় ॥

১ গেইয়েগই = গিয়াছে ।

২ নিস্তি পত্তি = সর্বদা ।

৩ নিমায়া = মায়াহীন ।

৪ পূগ ছয়ারগ্যা = পূর্ব ছয়ারী

৫ দক্ষিণালী বাও = দক্ষিণদিকে বাতাস ।

৬ ছায়ে = সামনে ।

৭ মৈর্গ্যাম = মরিব ।

বাহিরে গুটগুট্যা ^১ আঁধার গহিন হৈল রাইত ।
 সিং কাড়ি ^২ ঘরেতে ঢুকিল মনসুরগ্যা ডাকাইত ॥
 জ্বালাইয়া মোমের বাস্তি চারিদিকে চায় ।
 পালকেতে হ্রপরী দেখিবারে পায় ॥
 অউলা ঝাউলা চুল, গায়ে কাড়ি নাই ।
 মনসুর আলী চাহি রৈল দুই চোগ পাগাই ॥
 তার পরেতে লুচ্চা ^৩ মনসুর কি কাম করিল ।
 আয়রার মুখের কাছে মোমের বাস্তি নিল ॥
 চমকি জাগিয়া কৈন্দ্ৰা কাঁপে ঘন ঘন ।
 বাকুদের ঘরে আগুন লাগিল যেমন ॥
 মনসুর বলিল তখন—“শুন আওরাত ।
 তোমার লাগি মহববত প্রেম হইয়াছে কৈলজাত ^৪ ॥
 আমার আছমানে তুমি পুন্নিমার চান ।
 যৌবন দিয়া ঠাণ্ডা কর আসকের ^৫ পরাণ ॥”
 গোল্লার আবাজের ^৬ মতন মারিয়া জিঙ্কার ^৭ ।
 পাড়াপরশীগণে আয়রা ডাকে বারে বার ॥
 আসকে মস্‌গুল চোরা হেঁস গোঁস নাই ।
 এক দিষ্টে চাহি রৈয়ে দোন ^৮ চোগ পাগাই ॥
 ছুডি আইল চাইর মিক্যাথুন ^৯ লোক লস্করগণ ।
 মনসুরগ্যারে ধরি তারা করিল বন্ধন ॥
 কেহ মারে কিল লাখি মাইরর ^{১০} পড়িল ধুম ।
 ভাদ মাইস্তা তালর মতন পড়ের ঘুমাঘুম ॥

^১ গুটগুট্যা = নিবিড় । ^২ সিং কাড়ি = সিংহ কাটিয়া । ^৩ লুচ্চা = বদমাইস্ ।

^৪ তোমার.....কৈলজাত = তোমার জন্য আমার কলিজার অত্যন্ত প্রেম হইয়াছে ।

^৫ আসকের = প্রেমপূর্ণ । ^৬ গোল্লার অবাজ = গুলির আওয়াজ

^৭ জিঙ্কার = চীংকার । ^৮ দোন = দুই ।

^৯ চাইর 'মিক্যাথুন' = চারিদিক হতে । ^{১০} মাইরর = মারামারির ।

কেহ চুল টানে কেহ নাগত মারে ঘৃষি ।
 হাতর সূখ করি লৈল যার যেমন খুসী ॥
 তারপর গলার মাঝে টোয়াল ¹ বাঁধিয়া ।
 হেছেরাই হেছেরাই ² নিল মুড়ার পন্থ দিয়া ॥
 অঘোর জঙ্গলে তারা হইল হাজির ।
 ছুতা ³ ধরি রৈল ডাকাইত ন লাড়ি ⁴ শরীর ॥
 বেদম ⁵ হইল মনস্তুর নাগত ⁶ শোয়াস ⁷ নাই ।
 গলার মাঝে কাঁসি দিয়া রাখিল লট্কাই ॥
 আচানক কথা সেই কি বলিব হায় ।
 ক্ষণিক পরে মনস্তুর আলী চোগ মেলিয়া চায় ॥
 সন্ধলে চলিয়া গেছে নাই কোন জন ।
 ধীরে ধীরে খোলে ডাকাইত ফাঁসির বন্ধন ॥
 গাছ হৈতে লামিয়ারে চলে হেলিটেলি ।
 পানির তিরাসে ⁸ তার জান যায় নিকলি ॥
 কতক্ষণ বসি সেই গাছের তলায় ।
 পাহাড়ী ছড়ায় ⁹ ডাকাইত পানি খাইত যায় ॥ (১-১০০)

(১১)

আয়রার শেষ দৃশ্য

এইরূপে কিছু দিন গত হইয়া গেল ।
 মনের আঙনে আয়রা বিমারে ¹⁰ পড়িল ॥

¹ টোয়াল=দড়ি ।

² হেছেরাই=টানিয়া টানিয়া ।

³ ছুতা=ছল, ছল করিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকা ।

⁴ লাড়ি=নাড়িয়া ।

⁵ বেদম=দম্ (নিশ্বাস) শূন্য ।

⁶ নাগত=নাকে ।

⁷ শোয়াস=খাদ ।

⁸ তিরাসে=তৃষ্ণায় ।

⁹ ছড়া=নিখর ।

¹⁰ বিমারে=ব্যারামে ।

শুকাইয়া গেলরে তার সোনার ঘোঁবন ।
 শুকাইয়া গেলরে তার ও চান বদন ॥
 ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ভাবনা বিস্তর ।
 একমাসে ন থামিল সান্নিবাতিক জ্বর ॥
 মনের যাতনা কৈশা কৈব কার ঠাঁই ।
 বিছানাতে পড়ি কঁাদের গড়াই গড়াই ॥
 চোগর জলে বালুশ ভিজ়ে, ভিজ়ে বিছান কাথা ।
 জ্বরের গরমে যেন ফাডি যারগৈ মাথা ॥
 সকলে চাহিয়া কৈল বাঁচিব না আর ।
 আখেবের সম্বল এখন কররে তৈয়ার ॥
 সেই দিন না সৈন্ধাকালে সরেঙা না ¹ নিয়া ।
 গেরামের ঘাটে আজিম আইল চলিয়া ॥
 ঘরেতে যাইয়া আজিম দেখিলরে হয় ।
 শোয়াসে শোয়াসে আয়রার জান নিকলি যায় ॥
 কলেমা শাদত ² পড়ে মোল্লা খেন্দকার ।
 দেখিয়া আজিম তখন করে হাহাকার ॥
 “পরানের বিবি আমার উডি কও কথা ।
 বলত দিন দিয়াছি যে তোমার দিলত বেথা ॥
 আয়রা বেগরে আমার কেমনে যাইব কাল ।
 টাকা কড়ি ঘর গিরস্থি হইল বেনাল ॥
 কুছাহাতে ³ গেলাম আমি মাইয়নী উজানে ।
 সাইগরে ডুপিয়া ⁴ মৈলাম জান আর পরাণে ॥
 তোমারে ছাড়িয়া আমি থাইকাম ⁵ কোন স্থখে ।
 কে মুছাইব চৈক্ষের জল আর কে লইব বুকে ॥

¹ না=নোকা ।

² কলেমা শাদত=মৃত্যুর পূর্ব-কাগুন নমাজ ।

³ কুছাহাতে=কুক্ষেণে ।

⁴ ডুপিয়া=ডুবিয়া ।

⁵ থাইকাম=থাকিব ।

কনে খাইব ধন দৌলত কনে খাইব রে ।
 তোমারে ছাড়িয়া আমি কন পশ্ছে যাইব রে ॥
 জোম বেয়ারের কামাই ১ আমার কনে খাইব রে ।
 আসকের ধন আমার কঁড়ে পাইব রে ॥
 কুর্শ্মাইর কুলর মিডা ২ পান আর কনে খাইব রে ।
 হাসি মুখে আমার মিক্যা ৩ কনে চাইব রে ॥
 জোড় পালকের খাট আমার খাইল্লা ৪ রৈল রে ।
 বুগর ভিতর কৈল্লা ৫ আমার ফাডি ৬ পৈল রে ॥”
 এইরূপে কাঁদি আজিম দোন ৭ চোগ ফুলায় ।
 পাড়া পরশী পরবোধ দিয়া পিড়ে হাত বুলায় ॥
 “হয়াত ৮ ময়ত ৯ রৈয়ে আল্লাজির হাতে ।
 সুখ দুখ দুই আছে দুনিয়াদারীতে ॥”
 দেখিতে দেখিতে আয়রার শোয়াস ১০ হৈল বন ১১
 কেবলামুখী ১২ কৈরে মরা করাইল শয়ন ॥
 খাটের উয়র চিৎভাবে শয়ন করাইয়া ।
 জলদি করি অজু বানায় মুখত পানি দিয়া ॥
 গরম পানি দিয়া পরে করাইল গোছল ১৩ ।
 গায়েতে মাখিয়া দিল আতর গোলাপ জল ॥
 কাপুরের গুড়া মাখি কাপড়ে তখন ।
 সিনাবন্ধ ১৪ ঘোমটা দিয়া পরাইল কাফন ॥

১ কামাই = রোজগার ।

২ মিডা = মিঠা ।

৩ মিক্যা = দিকে ।

৪ খাইল্লা = খালি ।

৫ কৈল্লা = কলিজা ।

৬ ফাডি = ফাটি ।

৭ দোন = দুই ।

৮ হয়াত = জীবন ।

৯ ময়ত = মরণ ।

১০ শোয়াস = শ্বাস ।

১১ বন = বন্ধ ।

১২ কেবলামুখী = পশ্চিমমুখী ।

১৩ গোছল = স্নান ।

১৪ সিনাবন্ধ = বুকবন্ধ ।

তারপর জানাজার ১ নমাজ পড়িয়া ।
 আওরাতে লৈয়া গেল খাটোতে তুলিয়া ॥
 মিলিমিশি পাড়াপরশী ভাই বেরাদর ২ ।
 ময়দানের মাঝে দিল আয়রার কয়বর ॥ (১-৫০)

(১২)

কাফেন চুরী

গহিন রাইতে ঝাঁজি ডাকে অন্ধকার ঘোর ।
 ময়দানে চলিয়া আইল সেইরে কাফেন-চোর ॥
 সঙ্গে কেহ নাই রে তার সঙ্গে কেহ নাই ।
 খন্দা কোদাল লইয়া রে আইস্বে ৩ গোর কুঁড়িবার লাই ৪ ॥
 সেই দিনের মাইরে ৫ হৈয়ে বুগে ৬ পিড়ে ৭ ধরা ।
 তবু ও আসকের টানে আইস্বে কাফেন চোরা ॥
 কয়বর কুঁড়িয়া মনসুর দেখিবারে পায় ।
 বেহেস্তের পরী আয়রা সুখে নিজা যায় ॥
 খানিকক্ষণ ভাবি ডাকাইত কি কাম করিল ।
 সিনাবন্ধ কাফন ধরি একটান দিল ॥
 খোদার মরজি কেহ বুঝিতে না পারে ।
 মরা কৈশা লড়ি উড়িল ৮ কয়বরের ভিতরে ॥
 টানাটানি করে মনসুর ধরিয়া কাফন ।
 আতাইক্যা ৯ চোয়াড় পৈল ঠাড়ারের ১০ মতন ॥
 হঠাৎ ঠাড়ারের মত শব্দ হইয়া লাগিয়া গেল ।

১ জানাজার = মৃত্যুর পরের নমাজ । ২ বেরাদর = এখানে আত্মীয়-স্বজন ।

৩ আইস্বে = আসিয়াছে ।

৪ লাই = জন্তু ।

৫ মাইরে = মারামারিতে ।

৬ বুগে = বুকে ।

৭ পিড়ে = পীঠে ।

৮ লড়ি উড়িল = নড়িয়া উঠিল ।

৯ আতাইক্যা = হঠাৎ ।

১০ ঠাড়ারের = বজ্রের, চোয়াড় = মাড়ি

(দাঁত লাগিল) । (দুইটা মাড়ি হঠাৎ বজ্রের মত শব্দ হইয়া লাগিয়া গেল)

ভোমরা পাক খাইয়া ডাকু জ্বিনে ^১ গড়ায় ।
 দর দর লো তার মুখে বৈয়া যায় ॥
 তার পরে কি হইল শুন বিবরণ ।
 ভূঁইয়র মাঝে পড়ি মনসুর হইল অচেতন ॥
 হোস গোস নাই রে তার চোখে কাল ঘুম ।
 দুনিয়ার দুখ^২ ধাক্কা ^৩ ন রৈল মালুম ॥
 ঘুমের ঘোরে খোয়াবেতে ^৪ দেখে মনসুর চোরা
 কয়বর ছাড়ি আসি আয়রা ছান্নে হৈল খাড়া ॥
 হাত লাড়ি বলে কৈল্যা “শুনরে মনসুর ।
 আখেরের কথা ভাব দুখ^২ হৈব দূর ॥
 ছাড়ি দাও আজি হৈতে দাগা বাজি কাম ।
 নমাজ পড় রোজা থাক রাখবে ইমান ॥”
 খোয়াবেতে বলে মনসুর জোড় করি হাত ।
 “ডাকাতি ন কৈল্যে আমার ন জুটিব ভাত ॥
 ন খাই মরিলে কনে ^৫ পড়িবে নমাজ ।
 কেমন করি চুরি ছাড়ি নিজর পেশা কাজ ॥”
 আয়রা বলিল তখন “বুঝিবে মরদ ।
 একদিন তোমার দিলে আসিবে দরদ ॥
 চুরি কর ক্ষেতি নাই শুন আমার কথা ।
 পাঁচ আক্কে নমাজ পড় না কর অগুথা ॥
 কন কেহ নহে আপন মিছা দুনিয়াই ।
 তক ছাড়ি কাড়াকাড়ি নাহকের লাই (জন্ম) ॥
 ভাবিয়া দেখরে তুমি গেহেন্তের পথে ।
 মাথাত লই গুনর ^৬ গাটি ^৭ যাইবা কি মতে ॥

^১ জ্বিনে = জ্বামনে ।

^২ দুখ ধাক্কা = দুখ কষ্ট ইত্যাদি ।

^৩ খোয়াবেতে = স্বপনেতে ।

^৪ কনে = কে ।

^৫ গুনর = গাপের ।

^৬ গাটি = বস্তা [অপরাধের (গুণার) বস্তা মাথায় করিয়া স্বর্গে ক্রীড়ে যাইবে?]

ছাড়িতে না পার যদি চুরি পেশা কাম ।
 পাঁচ আক্কে নমাজ তবু পড়িবা তামাম ॥”
 খোয়াবেতে কাফেন চোরা মাথা লাড়ি কয় ।
 “পাঁচ আক্কে নমাজ আমি পড়িব নিরচয় ॥”
 এই কথা শুনি আয়রা হৈল অদর্শন ।
 জমিনে রহিল চোরা ঘুমে অচেতন ॥ (১-৪৬)

(১৩)

পরিবর্তন

গোজারিয়া ^১ গেল রাইত হইল বেয়ান ।
 কুড়ার ডাকেতে মনসুর পাইল রে থান ^২ ॥
 খোয়াবের কথা মনে হইল উদয় ।
 কয়বরেতে মরা কৈন্তা দেখে সে সময় ॥
 তড়াতিড়ি উড়ি ডাকাইত কি কাম করিল ।
 ফজরের নমাজ আগে পড়িয়া লইল ॥
 তারপর আয়রার কয়বরের উপরে ।
 মাটিচাপা দিয়া গেল আপনার ঘরে ॥
 গোমর ^৩ মতন থাকে মনসুর আগের মতন নাই ।
 পাঁচ আক্কে নমাজ পড়ে মোছইদেতে ^৪ যাই ॥
 দলবল আসে যায় চুরির কারণ ।
 ভাল করি নাহি বুঝে ছরদারের মন ॥
 কেহ বলে—“বিমার হৈয়ে দিলে নাই খোস” ।
 কেহ বলে—“নাইর খাইয়া হারাইয়াছে হোঁস” ॥
 এইরূপে নানান কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
 এক দিন কহে তারা সামনে খাড়া হৈয়া ॥

^১ গোজারিয়া = গত হইয়া ।

^২ থান = চেতনা ।

^৩ গোমর = গম্বীরের ।

^৪ মোছইদেতে = মসজিদে ।

“শুন শুন ওস্তাদজি আজ তোমার কাছে কহি ।
 খাওন বেগরে ¹ মোরা মরিয়া যাইব্গই ² ॥
 এতদিন পালাইলা রাপের সম্মান ।
 ভোনের ³ জ্বালায় এখন নিকলি যায় জান ॥”
 মনসুর তখন কহে “শুন দোস্ত জন ।
 ডাকাইতি করিব আজি কর আয়োজন” ॥
 কাঁইচা পার হৈল তারা শিলকের মুখে ।
 গুদাম কোটা দেখিবারে সেই বাড়ীতে ঢুকে ॥
 অমাবস্থা রাইতের নিশি গুটগুটা ⁴ অঁধার ।
 বাড়ীর পিছর পশ্চু দিয়া চোরর দল যার ॥
 ধীরে ধীরে গেল তারা পিছের ডেইয়ার ⁵ কোণে
 যদি কেহ চেতন থাকে,—কান পাতিয়া শুনে ॥
 সাড়া শব্দ নাই কারো নিঝাপ ⁶ সকল ।
 পরামশু করে তখন মনসুর চোরর দল ॥
 বাইং দুয়ার ⁷ দি রৈল কেহ, কেহ সিং কোড়ে ।
 ছরদার মনসুর একা পরবেশিল ঘরে ॥
 জোড় পালঙ্কের খাটের মাঝে রঙিলা মশারী ।
 দৌলতদার শুইয়া আছে লৈয়া মোন্দর নারী ॥
 বড় এক ছন্দুক ⁸ আছে হিথানে তারার ।
 থাবা দিয়া তাল বাজায় চোরা বারেবার ॥
 অঘোরে ঘুমায় তারা থান ⁹ না পাইল ।
 কলর চাবি দিয়া চোরা ছন্দুক খুলিল ॥

¹ বেগরে=ব্যতীত । ² যাইব্গই=যাইতেছি । ³ ভোনের=কুখার ।

⁴ গুটগুটা=নিবিড় ।

⁵ ডেইয়ার=দুয়ার ।

⁶ নিঝাপ=শব্দহীন ।

⁷ বাইং দুয়ার=পিছের দরজা ।

⁸ ছন্দুক=সিন্দুক ।

⁹ থান=চেতন ।

ছন্দুক খুলিয়া পাইল টাকা তোড়া তোড়া ।
 আফ্ট অলঙ্কার আর সাল জোড়া জোড়া ॥
 দামী মালমাত্তা ^১ সব করিয়া বাহির ।
 ভাবিতে লাগিল মনস্কর মংগা করি থির ॥
 এম্বিকালে কুড়ায় ডাকি জানাইল ফজর ।
 খপ্দি চাহি দেখে ডাকাইত হৈতেছে পহর ॥
 আছ্‌নানেতে তারা নাহি পূগর ^২ দিক লাল ।
 দূরর তুলাগাছত বসি ডাকিছে কুড়গাল ॥
 মোছইদেতে ^৩ আজাহাত দিল মোল্লাগণ ।
 “লা-এলাহা-ইল-আল্লাহ” ডাকে মনস্কর তখন ।
 ফজরের নমাজ পড়ে হোস গোস নাই ।
 দলর মানুষ পাড়ি দিল নিজর জান বাঁচাই ॥
 তকবীর ^৪ করিয়া ডাকাইত দিল এক ডাক ।
 গিরছ ^৫ উড়িয়া দেখি হইল অবাক ॥
 নমাজ হইলে শেষ গিরছ আসিয়া ।
 মনস্করের পয়র ^৬ উয়র রহিল পড়িয়া ॥
 কোন আউলিয়া তুমি আইলা কোন পৌর ।
 পরিচয় দিয়া আমার মন কর থির ॥
 মনস্কর বলিল “আমার কাফন চোরা নাম ।
 দুনিয়াতে করি আমি দাগা বাজি কাম ॥
 নাহি অন্য পেশা আমার চুরি করি খাই ।
 তোমার ঘরে সিং দিয়াছি মালমাত্তার লাই ॥”
 গিরছ বলিল তখন—“ঝুটা কেন কহ ।
 তোমার পায়ের তলায় মোরে আজি লহ ॥

^১ মালমাত্তা = জিনিষপত্র ।

^২ পূগর = পূর্বের ।

^৩ মোছইদেতে = মসজিদে ।

^৪ তকবীর = “আল্লাহো আকবর” বলা

^৫ গিরছ = গৃহস্থ ।

^৬ পয়র = পায়ের ।

এই বলি সেই গিরছ কি কাম করিল ।
 বেশুমার খন দৌলত মনসুরের দিল ॥
 দৌলত আনিয়া মনসুর আপনার ঘরে ।
 ভাগবাটরা ¹ করি দিল দলের লোকেয়ে ॥
 তারপর ঝোলা একটা পিড়েতে ² লইয়া ।
 জঙ্গলের পশ্বে ডাকাইত গেল যে চলিয়া ॥
 কতকাল গতরে হৈয়া গেলরে তারপর ।
 কাফনে চোরার কেহ আর না পাইল খবর ॥
 মাঝে মাঝে জঙ্গল হৈতে আসে এক পীর ।
 কদমে কদমে ³ জপে আল্লার জিকির ⁴ ॥
 মাঝে মাঝে দেখা যায় ময়দানের উপরে ।
 আয়রার কয়বর পীর জেয়ারত ⁵ করে ॥ (১-৭৪)

সমাপ্ত

বাটরা = বন্টন ।

² পিড়েতে = পুটে ।

কদমে কদমে = মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, প্রহরে প্রহরে ।

⁴ জিকির = মন্ত্র ।

⁵ জেয়ারত = সন্ধান, খাতির

ଭେଲୁଆ

ভূমিকা

পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ভেলুয়ার একটি পালা প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক ভুল করিবেন না যে আমি সেই ভেলুয়া-পালার আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি। বিষয় ও কাব্য-কথায় এই পালাটি তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে ভেলুয়ার দুইটি পালাগান গীত হইয়া থাকে। ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র বিষয় লইয়া রচিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আমার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” পুস্তকে আমি হামিদুল্লা প্রণীত ভেলুয়া কাব্যের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই কাব্যের প্রকাশক হামিদুল্লা পল্লীগীতির মাধুর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অকিঞ্চিৎকর বিজ্ঞাবস্তার পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়া নানা অবাস্তব কথা ও আবর্জনা পল্লীগীতিটির মধ্যে জুড়িয়া দিয়াছেন। এই গুরুতর বোঝার চাপে পড়িয়া পল্লীগীতির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত ভেলুয়ার পালাটি এবং হামিদুল্লা-সম্পাদিত পালা এই উভয়ের আখ্যান-বস্তু কতকটা এক।

কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যার ভেলুয়ার পালা কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমার মনে হয় না। কতকগুলি অলৌকিক এবং অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় লইয়া গ্রাম্য কৃষক-পণ্ডিত তাঁহার কল্পনার লালাখেলার দৌড়টা দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্তমান পালাটি সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার চার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ আমরা পাইয়াছি। হামিদুল্লা-প্রকাশিত পালাটির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ইহা একটি বৃহৎ গ্রন্থ। ১৯২০ খৃঃ অব্দে ঢাকা চুরিহাটা হামিদিয়া প্রেসে মুন্সী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক এই পালার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ আলী শাহেব এই কবিতায় পল্লীপালাটিকে কতকটা অবিকৃত রাখিয়াছেন। তথাপি এই পল্লীসাহিত্যের প্রকাশকগণের একটা সাধারণ দোষ আছে অর্থাৎ বাহার উপর হাত দিবেন তাহা লইয়া নিজের কিছু কারিকুরি দেখাইয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত হইবেন,—সেই দোষটি মোহাম্মদ আলীর

একেবারে যায় নাই। মাঝে মাঝে কতকটা বিকৃত রুচি এবং অশিক্ষিত পরিহাসরসিকতার বর্বরতা তাঁহার কাব্যে ঢুকিয়াছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। যখন তরুণ সওদাগর তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিদায় চাহিতে যাইয়া বিদায় পাইলেন না, অথচ বাণিজ্যে যাইতেই হইবে, তখন তিনি কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি তামাক খাইবার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে আগুন আনিতে বলিলেন। মহিলাটি স্বামীর বিদেশগমন-প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া-ছিলেন। তিনি এই আদ্যারে চূপ করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার বীরবর স্বামী তাঁহাকে একটা ঘুঁষি মারিলেন। সেই ঘুঁষি খাইয়া রমণী অজ্ঞান হইলে পর সওদাগর বিদেশ-যাত্রার সুবিধা পাইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই নিরক্ষর পল্লী-কবিদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা অর্ধ-বর্বর শিক্ষিতাভিমानी প্রকাশকদের অপেক্ষা অধিকতর রসগ্রাহী এবং তাহাদের রসিকতাও এরূপ উদ্ভট রকমের নহে।

চট্টগ্রামের গুজরা পোষ্ট অফিসের অধীন নয়াপাড়া গ্রামের মকবুল আহাম্মদ এই পালাগানের আর একটা সংস্করণ নোয়াখালি-যন্ত্রে প্রকাশ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইহার ৬ষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছিল। পল্লীগীতি-প্রকাশকদের যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই সংস্করণটিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তাহার সকলগুলিই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সূত্রের বিষয়, এই সংস্করণটি খুব বৃহৎ নহে।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ভেলুয়ার গান পল্লীবাসীদের প্রাণের কথা। এই গান শুনিয়া এখনও শত শত নর-নারার হৃদয় বেদনাভুর হইয়া উঠে, কত শত অশ্রুবিন্দু যে কৃষক রমণীদের নয়ন-পল্লব হইতে এই কাবোর উপর নিরন্তর বর্ষিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় পল্লী-সাহিত্য-প্রকাশকেরা আদত পালাটি বিকৃত করিয়া প্রকাশিত করাতে এই গান এখন আর তেমন নিবিড় রসধারায় পরিণত হইয়া উপভোগ্য হয় না। বাজারে প্রকাশিত পুঁগি সহজে পাওয়া যায়; সূত্রাং কে আর যত্ন করিয়া আদত পালা মুগ্ধ করবে? বিশেষতঃ, নিরক্ষর কৃষকেরা নিজেরা লিখিতে জানে না যে, তাহারা কোন বৃদ্ধ পল্লীগায়নের নিকট হইতে উহা শিখিয়া লইবে। সূত্রাং এই প্রকাশিত সংস্করণগুলিই এখন পল্লীগায়নদের

অনন্তগতি। মুদ্রাযন্ত্র কর্তৃক এই গানটির বিশেষরূপ প্রচার হওয়াতে আদত গানটি সুদূরপ্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমাদের অসীম অধ্যবসায়শীল শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই ইটিয়া পড়িবার লোক নহেন। তিনি যে রূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গানটির উদ্ধার করিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। চাটগাঁয়ের এ. বি. রেলওয়ের পাহাড়তলী স্টেশনের নিকট ভেলুয়ার দৌঘির ধারে বসিয়া সমস্ত নিকটবর্তী পল্লীগুলির মধ্যে ভেলুয়ার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিরসে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। কত নরনারী তাঁহাকে ভেলুয়ার কাহিনী-সম্বন্ধে অদ্বুত ও অপূর্ব গল্প শুনাইয়াছে। তিনি তাহাদের নানা কুসংস্কার ও আজগুবি গল্পের উপর আস্থা দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছেন, যেহেতু সেই সরল বিশ্বাসের অভ্যস্তরে তাহাদের ভেলুয়ার প্রতি ফল্গুনদীর মত চিরপ্রসন্নমান অকৃত্রিম ভক্তির ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে। কোন কোন বৃদ্ধ তাঁহার নিকট শপথ করিয়া বলিতেন, “হাঁ, মহাশয়, সত্য সত্যই ভেলুয়া ও আমির কোন কোন পূর্ণিমা-রাত্রিতে পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া এই দৌঘির জলে সোনা-ডিম্বিতে ভাসিয়া বেড়ান, অনেকে তাহা দেখিয়াছে।” আশুবাবু সরল কৃষকদের মুখে এইরূপ নানা উপাখ্যান শুনিয়া পরম প্রীতলাভ করিতেন। কিন্তু কোথায় আদত পালাটি পাইবেন সেই ভাবনায় তাঁহার দিবারাত্র চোখে ঘুম ছিল না। এক পত্রে তিনি আমায় লিখিয়াছেন, “এমনও দিন গিয়াছে যে আমি সারাদিন পল্লীতে পল্লীতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।” কিন্তু কোন সন্ধান মিলে নাই। অবশেষে পুলিশস্টেশন রাউজানের অধীন বাগোয়ান গ্রামের জেব্লু হোসেন নামক একটি লোকের নিকট তিনি পালাগানটির কতকটা অংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পরে চট্টগ্রাম জেলার লামুর ঘাটের ইস্‌মাইল নামক জনৈক সাম্পানের মাঝির নিকট হইতে আরও কিছু সংগৃহীত হইল। এই আদত গানের অংশগুলি কবিত্ব ও করুণ রসের উৎস। কিন্তু এগুলি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়াও তাঁহার তৃষ্ণা মিটিল না। এই সব ছোট ছোট খাল-বিল তাঁহাকে যে মোহনার আভাস প্রকাশ করিল, তিনি যে পর্য্যন্ত না তথায় পৌঁছিলেন সে পর্য্যন্ত তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যিনি সমস্ত অন্তরের ব্যগ্রতার সহিত কিছু

চাহেন, ভগবান তাঁহার কামনা অতৃপ্ত রাখেন না। এই সময় তিনি শুনিতে পাইলেন রাঙ্গুনিয়া থানার অধীন পোমরা গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান গায়ক পালাগানটির সন্ধান জানে। শ্রবণমাত্র লাঠি হাঁকাইয়া পালাসংগ্রাহক পোমরা গ্রামাভিমুখে ছুটিলেন। এই গায়কের নাম ওমর বৈছ। তাহার বয়স সত্তরের উপরে। এই লোকটি একটি অদ্ভুত ব্যক্তি। দন্তচিকিৎসাই তাহার ব্যবসায়। যদিও সে সম্পূর্ণ নিরক্ষর, তাহার মস্তিষ্ক পালাগানের একটি বৃহৎ আড়ৎ। সে এত পালাগান মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারে যে এই অদ্ভুত লোকটির ক্ষমতা দেখিয়া আশুবাবুর বিস্ময়ের শেষ রহিল না। দন্তচিকিৎসা সে একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহার একমাত্র বন্ধু, মনের কথা বলিবার সামগ্রী এবং সহায় ও সম্পত্তি তাহার সারেঙ্গটি। সে অতি দরিদ্র, জীর্ণ শীর্ণ লতাবেষ্টিত একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করে। তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর গলায় কতকগুলি কাচের মালা ও হাতে কাচের চুড়ী, কিন্তু সে তাহার সারেঙ্গটির কানগুলি রূপায় বাঁধাইয়া দিয়াছে। যখন সে গান করিতে থাকে তখন তাহার কণ্ঠস্বর অথবা সারেঙ্গের সুর ইহাদের মধ্যে কোনটি বেশী মিষ্ট তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ভেলুয়ার কন্ঠ সে যখন গানে বর্ণনা করে তখন শ্রোতাদের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যায়। সারেঙ্গ যেন করুণ কণ্ঠে এই দেবীর দুঃখে বারংবার আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠে। কাবা-নায়ক আমির সওদাগর যখন সারেঙ্গ হস্তে লইয়া কুটির কুটির সেই যন্ত্রটি বাজাইয়া বেড়াইত এবং তাহা হইতে ক্রমাগত সারেঙ্গ-সাধা ভেলুয়া নামটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিত, সেই শোকারহ চিত্র ওমর বৈছ স্বীয় সারেঙ্গ বাজাইয়া যখন গাহিতে থাকে, তখন বোধ হয় এই গায়কই সেই যৌবনে যোগী আমির সওদাগর! ওমর বৈছ আশুবাবুকে তাহার বাল্য ও যৌবনের ইতিহাস বলিয়াছিল। সে কাহিনী অতি অপূর্ব ও করুণ। শৈশবে তাহার কোকড়ান কোকড়ান দীর্ঘ চুল গ্রীবা বাহিয়া স্বন্ধের উপর পড়িত এবং তাহার মুখখানিতে বালিকার ন্যায় কমনীয়তা ছিল। সে সেই সময় তাহার গুরু ইয়াশিন আলির নিকট পালাগান গাহিতে শিখিয়াছিল। সে নাচিয়া গাহিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিত। ইয়াশিন আলি তাকে লইয়া পাহাড়ের চাকমা ও কুকীদিগের নিকট যাইত।

এই বালক তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। আশুবাবু লিখিয়াছেন,
 “১৯২৬ সনের ১৮ই অক্টোবর আমি সন্ধ্যা ৬টা হইতে পরদিন বেলা ১২টা
 পর্যন্ত এই আঠার ঘণ্টা কাল, তাহার মুখে ভেলুয়ার গান শুনিয়াছিলাম।
 • যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা নিদ্রার বোধ ছিল না। মাঝে
 মাঝে যখন স্ত্রী-বিরহে অর্দোন্নত অমির সওদাগরের দুঃখ সে গাহিয়া নিজে
 চোখের জল ফেলিত তখন কাহারও চক্ষু অনাদ্র থাকিত না। সেই দীর্ঘ
 রজনীটি একটি স্বর্গীয় সঙ্গীতের কুহকে আমাদের নিকট কয়েক মুহূর্তের
 ন্যায় স্নগ্ধস্বায়ী বোধ হইয়াছিল।”

এই গানটিতে শাফ্‌লাপুর এবং তন্নিকটবর্তী পার্বত্য প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্র-
 পটের ন্যায় স্পষ্ট হইয়াছে। মহিষখালি দ্বীপের অন্তর্গত শাফ্‌লাপুর এখনও
 বিজ্ঞান। এক সময়ে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং পুর্নগাঁজ জলদস্যুগণ
 এই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে
মুসলমানদিগের প্রভাবে এই জলদস্যুদিগের ক্ষমতা খর্ব হইয়া পড়ে।
ভেলুয়ার পিত্রালয় তেলুগাপুর এখন তেলাদ্বীপ নামে পরিচিত। উহা শঙ্খনদী
 এবং সাগরের মোহনার উপকূলবর্তী আনোয়ারা থানার অধীন। ভোলা
 সওদাগরের বাড়ী কাটুলী গ্রাম, চট্টগ্রাম হইতে বহু দূরবর্তী নহে। এখানে
 পাহাড়তলী স্টেশনের অনতিদূরে ভেলুয়ার দীঘি অবস্থিত। আমরা তাহার
 একটি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছি। সারেন্স-বাদক টোনারাকুইএর বাড়ী
 চট্টগ্রাম রাঙ্গুনিয়া থানার অধীন সৈয়দ নগরে। সেইখানে একটা ভিটা
 পড়িয়া আছে, লোকেরা তাহাই টোনারাকুইএর বাড়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়া
 থাকে, এবং ঐ গ্রামের উজির আলি নামক একব্যক্তি টোনারাকুইএর
 বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। চট্টগ্রামে ডবলমুরিং থানার অন্তর্গত সরইপাড়া
 নামক গ্রামে কাব্য-বর্ণিত মুনাপ-কাজির কাছারী ছিল। তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী
 স্থান এখনও কাজির পাড়া নামে অভিহিত। মুনাপ-কাজির নামে এখনও
 সেখানে একটি দীঘি বিদ্যমান। আমরা সেই দীঘিরও একটি আলোকচিত্র
 প্রদান করিতেছি।

চট্টগ্রাম হইতে বিশ মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর নিকটবর্তী কুড়াল্যামুড়া
 নামক পাহাড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটি নিভৃত নিকেতন। কুড়াল্যামুড়া

হইতে কিছু উত্তরপূর্বের ভয়াবহ কাউখালির পাক নামক যে ঘূর্ণাবর্তশীলা স্রোতস্বিনী বিদ্যমান, ইহাতেই আমির সওদাগর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। কাব্য-বর্ণিত শ্রীমাই, শঙ্খ ও কাইচা প্রভৃতি নদী চট্টগ্রামের সর্বত্র সুপরিচিত।

আমির সওদাগর প্রেমের পথে ফকির হইয়া ধনরত্ন, জরীর টুপি, রেশমী লুঙ্গী, বাড়ীঘর প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামের এই বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভিত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানা এঠো ধুতি এবং মাথায় ছেঁড়া টুপি। এই অবস্থায় তিনি কাউখালি, কাইচা ও শ্রীমাই প্রভৃতি নদী-নালা উত্তীর্ণ হইয়া টোনাবারুইএর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। টোনাবারুই যখন সারেজ বাজাইত তখন

“বনের বাঘ বশ হয়, কাঁদয় হরিণী।

সাপে মাথা নোয়াই থাকে এমনি সে গুণী ॥” (১৪, :৭-২৮)

এই পালাগানের সর্বত্র সরলতা বিদ্যমান। পালারচক যে পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও বর্বরতা নহে। যখন ভেলুয়া তাঁহার দাসীকে আদেশ করিলেন, “যে সওদাগর আমার কবুতরের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে তাহার আঙ্গুলগুলি কাটিয়া লইয়া আইস,” তখন দাসী ঘরে উঁকি মারিয়া শুনিল যে সেই কবুতর-ঘাতক তরুণ সওদাগরের সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। তখন সে ভেলুয়াকে জানাইল যে সে খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, ভগবান সওদাগরের হাতে আঙ্গুল দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। (৬ষ্ঠ সর্গ, ছত্র ১-৩২)। কাজি মুনাফ ও টোনাবারুইএর বর্ণনায় কবি বেশ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ভেলুয়া তাঁহার স্বামীকে নিজের বাজু, সপ্তেশ্বরী হার, হাঙ্গুলি, কঙ্কণ, সোনার দানা ও কানের ফুল বিক্রয় করিয়া খাওয়াইবেন, তথাপি প্রবাসে যাইতে দিবেন না এই কাতরোক্তি কারুণ্যপূর্ণ। আমরা “মলুয়া”তে এইরূপ একটি করুণসাম্প্রদায়িক চিত্র পাইয়াছি। (১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৭৫ পৃঃ) আর একটি বর্ণনায় উল্লিখিত আছে যে ভেলুয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-সম্বন্ধে ভোলা সওদাগর কর্তৃক মিথ্যা রটনা শুনিয়া দৃঢ় স্বরে বলিতেছেন, “আমার স্বামী কখনও মরেন নি। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে আমার কপালের সিন্দূর ঘ্লান হইত এবং আমার হৃদয় অব্যক্ত বাথায় স্পন্দিত হইত।” এই উক্তিগুলি আমরা দ্বিতীয়

খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ‘শান্তি’ নামক পালাগানে প্রায় এক ভাবেই পাইয়াছি। এই সমস্ত পালাগানের মধ্যে একটি পারিবারিক ঐক্য ও সম্বন্ধ প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পালাগানটিতে আমির সওদাগরের চরিত্র-গৌরব বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরাপর পালাগানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ চরিত্রগুলি নারী চরিত্র-সমূহের সান্নিধ্যে কতকটা হীনপ্রভ হয়। কিন্তু এই গানটিতে আমির সওদাগরের চরিত্রবল এবং প্রেম-মহিমা বরং বেশী উজ্জ্বল। আমিরের চরিত্রে সুকুমারহ যেরূপ স্পষ্ট, তাঁহার পুরুষোচিত বলও তদ্রূপ স্পষ্ট। যখন ভেলুয়া তাঁহাকে প্রবাসে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “বাসিয়া বাসিয়া পিতার অন্ত নষ্ট করা আমি একবারেই পছন্দ করি না। এই আলস্যের ভাত আমার মুখে উঠে না।” পুনরায় যখন ভেলুয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সওদাগরের বাড়ী হইতে লুকাইয়া উদ্ধার করা হউক, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি চোরের ছেলে নহেন যে চোরের মত তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। (ষোড়শ সর্গ, ২য় অধ্যায়, ছত্র ৪৫-৪৬) এই পালাগানটি নানা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। সেকালের যুদ্ধবিগ্রহাদি কিরূপে সম্পাদিত হইত, চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কোন্ কোন্ স্থানের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইত এবং কি কি অস্ত্রশস্ত্র তখন ব্যবহৃত হইত, এই সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমরা এই গানটিতে পাইতেছি। যুদ্ধের জাহাজ সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় সংবাদও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। নৌযুদ্ধে অগ্রবর্তী জাহাজে কোরাণ ও তৎসম্পর্কীয় ভাষ্য ও ধর্মগ্রন্থাদি থাকিত। মুসলমানেরা তাহাদের বিজয়-অভিযানে কোরাণটিকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, এই বর্ণনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়।

ভেলুয়ার কথা গল্প বা উপকথা নয়, ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। হামিদুল্লা নামক কোন লেখক ‘তারিখী হামিদ’ নামক ফার্সী ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই গীতিবর্ণিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যোক্ত ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেনশাহের পুত্র নসরত শাহের সময় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। আমিরের পত্নী ভেলুয়াকে ভোলা সওদাগর

চুরি করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং এই ঐতিহাসিক পুস্তকে ভোলা 'চোর সওদাগর' নামে অভিহিত হইয়াছে। চোর সওদাগরের সঙ্গে আমিরের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ তারিখী-হামিদিতে পাওয়া যায়। পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী নামক এক লেখক এই গানটির ঐতিহাসিক ব্যাপার-সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানাইয়াছেন। তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন যে ঘটনাটি নসরত শাহের আমলে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ভোলা সওদাগরের পরাজয়-চিরস্বরূপ ভেলুয়ার দাঘি খাত হইয়াছিল। তিনি মাণিক সওদাগরকে 'আড়াইচাঁদ' নামে পরিচিত করিয়াছেন এবং যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাটির কথা যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কয়েকটি অদ্ভুত মত আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। তাঁহার অনুমান এই 'আড়াইচাঁদ' এবং প্রখ্যাতনামা চাঁদ সওদাগর এক ব্যক্তি এবং ভাসানগানের বেহলা ও এই কাব্যোক্ত ভেলুয়া অভিন্ন চরিত্র। অতিপ্রাচীন যুগের অলৌকিক উপাখ্যানটিকে তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে টানিয়া আনিয়াছেন। পূর্ণবাবুর এই সব ঐতিহাসিক মন্তব্যের কোনও মূল্য নাই। তবে তল্লিখিত ঘটনা এবং হামিদুল্লাগাঁর তারিখী হামিদির আখ্যানবস্তু মূলতঃ এক। সুতরাং এই বহুজনকথিত ভেলুয়ার পালাটি যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি যে গ্রন্থবর্ণিত সমস্ত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যে ভৌগোলিক তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও এই পল্লীগীতিকার ঐতিহাসিকত্ব প্রতীয়মান হইতেছে।

✓ এই পালাটি মুসলমান রমণীরা বিবাহবাসরে গাহিয়া থাকেন। এই ধরনের গানগুলি পল্লীর মুসলমান-মহিলা-সমাজে "হাঁহলা" গান নামে পরিচিত। এই শব্দটি বোধ হয় 'সহালা' শব্দ হইতে আসিয়াছে। স্বাধীরা রমণীগণের কথা বিবাহবাসরে চট্টগ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের রমণীরা এখনও গাহিয়া থাকেন এবং এই গীতোক্ত বিষয়টির সঙ্গে বিবাহবাসরের সঙ্গীত-সম্বন্ধ কাহারও দ্বিধা থাকিতে পারে না।

✓ এই গান চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যে-কত বিচিত্র অবয়বে পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত আছে তাহার অবধি নাই। গ্রিয়াসর্ন সাহেব নোয়াখালী জেলার কথিত ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ এই পালাগানটির কোন একটি সংস্করণ

হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার ভাষা সম্পূর্ণরূপে

৭ পাঁচাগেয়ে এবং দুর্বেবাধ্য :—

সেনকালে সাধু আমিরের সাধু দক্ষিণ ফাড়ে চায়।

দক্ষিণ ফাড়ে যাইয়ারে আমির সাধু ডাইন বামে চায় ॥ ২

সেনখানে ভেলবা দেবীর ফুলের বাগানরে ফায়।

ফুলের বাগানে যাইয়ারে সাধু চারিদিগেরে চায় ॥ ৪

ফুলবাগানেরে যাইয়ারে সাধু ভরমণ্য করিল।

সেইখানে এক ঘররে সাধু দেখিবারে ফাইল ॥ ৬

সেই ঘরে দেখিারে সাধু অতি খুসী হইল।

সেই ঘরের মধ্যেরে আমির তখ্‌খন সাম্মাইল ॥ ৮

ঘরেতে সাম্মাইরে আমির কোন কাম করিল।

সোণার ফালজেরে আমির উডিয়া বসিল ॥ ১০

বিচ্চানার বালিসা ধরিরে আমির লাড়ি চাড়ি চায়।

মাণিক্যের হাররে ভেলবার দেখিবারে ফায় ॥ ১২

সেই হার লইয়ারে সাধু হাতে তুলি চায়।

হাতেতে লইয়ারে সাধু বুগেতে লাগায় ॥ ১৪

পূর্ববঙ্গে ‘স’ অক্ষরটি প্রায়ই ‘হ’কারে পরিণত হইতে দেখা যায়, কিন্তু চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জিলাতে কোন কোন স্থানে ‘হ’, ‘স’কারে পরিণত হইয়া থাকে যথা ‘সেন কালে’। এইরূপ প্রয়োগ একটু বিচিত্র।

এই পালাটিতে ১১৮৭ ছত্র আছে এবং আমি তাহা ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ভেলুয়া

(১)

শাফলাপুর

আচানক ১ মুল্লুক সেইরে শাফলা বন্দর ।
ভারৈ ২ পরছিমে ৩ সদাই গরজে সাইগর ৪ ॥ ২
ঘাটের মাঝে বাঁধা থাকে হারেক ৫ রকম ডিঙা ।
মাঝি মাল্লা গহিন রাইতে ফুকারে যে শিঙা ॥ ৪
দোকানী পাসারী কত কারে কনে চিনে ।
কেহ বেচে নানান জিনিষ কেহ আবার কিনে ॥ ৬
পন্থে ঘাটে চলে মানুষ হাজারে হাজার ।
নুকা ৬ নারা ৭ কত আছে নাইকো স্ফার ৮ ॥ ৮
বৈদেশী বন্দর হৈতে লৈয়া মালা ৯ মাল ।
হাক্কারি ১০ জাহাজ আসে তুলি জুইতর পাল ॥ ১০
শাফলা বন্দরের মালিক মাণিক সদাইগর ১১ ।
ধন দৌলতে পুন্ন ১২ যে তান গুদাম ১৩ কোটাগর ॥ ১২

১ আচানক = আশ্চর্য্য ।

২ ভারৈ = ভারই ।

৩ পরছিমে = পশ্চিমে ।

৪ সাইগর = সাগর ।

৫ হারেক = নানা ।

৬ নুকা = নৌকা ।

৭ নারা = অনেকগুলি নৌকা ।

৮ স্ফার = অন্ত ।

৯ মালা = মেলা, অনেক ।

১০ হাক্কারি = হাঁকারি ।

১১ সদাইগর = সদাগর ।

১২ পুন্ন = পূর্ণ ।

১৩ গুদাম = দালান ।



নন্দীর ¹ কূলে হাবাখানা ² সোন্দর ³ ভোবন ⁴ ।
 রাত্রি কালে জ্বলে বাস্তি ⁵ ফান্নুস ⁶ লণ্ঠন ॥ ১৪
 লাখর সদাইগরীরে তান ⁷ লাখর জমিদারী ।
 সেনা সৈন্য আছে কত পাইক পটোয়ারী ॥ ১৬
 গবীব দুইখ্যা ⁸ মোছাফের ⁹ নিতি ¹⁰ ঘরে খায় ।
 ছোড ¹¹ বড় সকলোতে ¹² ছালাম জানায় ॥ ১৮
 ✓মাণিক সদাইগরের বেটা ¹³ আমির সাধু নাম ।
 দেখিতে সোন্দর যেন পুন্নিমার ¹⁴ চান ॥ ২০
 ভালা লেয়াকত ¹⁵ বেটার ভালা দিল মন ।
 ষোল বছর বয়স হৈয়ে নতুন যোবন ॥ ২২
 চৈদ এলেম ¹⁶ শিখিয়াছে তার নানান কাম ।
 কোরাণ কিতাব সকল কৈরাছে তামাম ¹⁷ ॥ ২৪
 ভালা বেটা পাইয়ারে খুসী মাণিক সদাইগর ।
 খোসনামীতে ¹⁸ পুন্ন ¹⁹ হৈল দেশ দেশান্তর ॥ ২৬
 স্তীরি ²⁰ পুত্র খেসী ²¹ কুডুম ²² সকলার লই ।
 বড় স্নেহে সদাইগরর দিন কাডি ²³ যারগৈ ²⁴ ॥ ২৮

¹ নন্দীর = নদীর ।	² হাবাখানা = হাওয়াখানা ।
³ সোন্দর = সুন্দর ।	⁴ ভোবন = ভবন ।
⁵ বাস্তি = বাতি ।	⁶ ফান্নুস = ফাণ্ডস ।
⁷ তান = তাঁহার ।	⁸ দুইখ্যা = দুঃখী ।
⁹ মোছাফের = অতিথি ।	¹⁰ নিতি = নিত্য ।
¹¹ ছোড = ছোট ।	¹² সকলোতে = সকলে ।
¹³ বেটা = পুত্র ।	¹⁴ পুন্নিমার = পূর্ণিমার ।
¹⁵ লেয়াকত = ব্যবহার ।	¹⁶ চৈদ এলেম = চতুর্দশ বিজ্ঞা ।
¹⁷ তামাম = শেষ ।	¹⁸ খোসনামীতে = প্রাশংসায় ।
¹⁹ পুন্ন = পূর্ণ ।	²⁰ স্তীরি = স্ত্রী ।
²¹ খেসী = আত্মীয় ।	²² কুডুম = কুটুম্ব ।
²³ কাডি = কাটিয়া ।	²⁴ যারগৈ = বাইতেছে ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

(২)

শিকার যাত্রা

দহিনালী ¹ হা² ফিরিল ফাউন ³ মাইস্তা ⁴ দিন ।

শীয়ারে ⁵ যাইতে আমির করিল একিন ⁶ ॥ ২

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির কি কাম করিল ।

মা জননীর কাছে যাইয়া কহিতে লাগিল ॥ ৪

“শুন শুন মা জননী বলি যে তোমারে ।

শীয়ারে যাইয়ম আমি কালুকা ⁷ ফজরে ⁸ ॥ ৬

কালোধর ডিঙ্গা চাই আর গৌরলধর মাঝি ।

কইবুলি বাবজানেরে করাইবা রাজি ॥” ৮

শুনিয়া পুত্রের কথা মা জননী কয় ।

ফাউন মাসে দইরজা ⁹ আউন ¹⁰ যাইতাম দিতাম নয় ॥ ১০

দশ নয় পাঁচ নয় আমার এক কালা চান ।

নয়ানের কাজলরে মোর পরাণের পরাণ ॥ ১২

আমির সাধু উডি বলে, “আমার মাথা খাও ।

শীয়ারে যাইতে মোরে জলদি বিদায় দাও ॥ ১৪

নরম পরাণ তোমার লওরে দড় করি ।

মুল্লুকে মুল্লুকে যাইব কৈন্তে ¹¹ সদাইগরী ॥ ১৬

হাইল্যার ¹² পোলা ¹³ নহি যে মা হাল চষি খাইব ।

জাইল্যার ¹⁴ পোলা নহি যে মা খালত জাল বোসাইব ¹⁵ ॥ ১৮

¹ দহিনালী = দক্ষিণের ।

² হা = বাতাস, হাওয়া ।

³ ফাউন = ফাস্তুন ।

⁴ মাইস্তা = মাসের ।

⁵ শীয়ারে = শিকারে ।

⁶ একিন = ইচ্ছা ।

⁷ কালুকা = কাল ।

⁸ ফজরে = সকালে ।

⁹ দইরজা = দরিয়া, সমুদ্র ।

¹⁰ আউন = আগুন ।

¹¹ কৈন্তে = করিতে ।

¹² হাইল্যা = চাষা ।

¹³ পোলা = পুত্র ।

¹⁴ জাইল্যা = জেলে ।

¹⁵ বোসাইব = বসাইব ।

সদাইগরর পোলা হৈলে কিসের ঘর বাড়ী ।
 শীয়ারে ' যাইতে বিদায় দাওরে তড়াতিড়ি ॥ ২০
 এই না মতে মায়ে পুতে নানান কথা কয় ।
 মাণিক সদাইগর তথায় আইল সে সময় ॥ ২১
 শুনিয়া সকল কথা মাণিক সদাইগর ।
 ডিঙা সাজাইতে ঘাটে দিলরে খবর ॥ ২৪
 খালাসী টেগুল ২ সব লইলরে সাজি ।
 দড়মড় ছুয়ান ৩ লৈল গৌরলধর মাঝি ॥ ২৬
 রঙ বেরঙের পাল লৈল দড়ি আর কাঁছি ।
 লঙ্গর ৪ লগি লৈল যত ভালা ভালা বাছি ॥ ২৮
 ছ মাসের খানা লৈল ডিঙার মাঝে তুলি ।
 তীর কামটা ধনু লৈল বন্দুক আর গুলি ॥ ৩০
 * * * * *
 কালাধর ডিঙা সাজিল দেখিতে সোন্দর ।
 ছুয়ান ধরিল গিয়া মাঝি গৌরলধর ॥ ৩২
 মাণিক সদাইগর আসি কহিল তখন ।
 কোরে কোরে ৫ নিঙ ডিঙা করিয়া যতন ৬ ॥ ৩৪
 বয়্যার ৭ আসিলে মাঝি হৈয়ে সাবধান ।
 তোমার হাতে সপি দিলাম আমার জান পরাণ ॥ ৩৬
 আমির সাধুর মাথা হাত দিয়ারে তারপর ।
 বহুত দোয়া ৮ কৈল তারে মাণিক সদাইগর ॥ ৩৮
 বাপের চরণে আমির ছালাম জানাইয়া ।
 “কালাধর” ডিঙার মাঝে পেয়ার হৈল গিয়া ॥ ৪০

শীয়ারে = শিকারে ।

১২ টেগুল = খালাসীগণের সর্দার ।

ছুয়ান = কর্ণ, হাল ।

৩ লঙ্গর = নঙ্গর ।

কোরে কোরে = তীর সমীপে ।

৫ যতন = যতন ।

বয়্যার = বাতাস ।

৮ দোয়া = আশীর্বাদ ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

“বাও বাও” ১ বলি দিল নাগেরায় বাড়ি ।

লক্ষর তুলিয়া পরে ডিঙা দিল ছাড়ি ॥ ৪২

বদরের ২ নাম লৈল মাঝি মালাগণ ।

ছুটিয়া চলিল ডিঙা তুরিত ৩ গমন ॥ ৪৪

দহিনালী ৪ বাতাসেতে পাল দিল তুলি ।

ছুটিয়া চলিল ডিঙা হেলি আর তুলি ॥ ৪৬

কোরে কোরে বায় রে ডিঙা মাঝি গোরলধর ।

ডাক দিয়া কৈল তারে আমি়র সদাইগর ॥ ৪৮

শুন শুন মাঝি ওরে শুন আমার বাণী ।

দেখিতে একিন ৫ হৈল মাঝ দরিয়্যার ৬ পানি ॥ ৫০

ফিরাও ফিরাও ছুয়ান কন ৭ ভয় রে নাই ।

মাঝ দরিয়্যার মিক্যা ৮ ডিঙা দাও রে চালাই । ৫২

গোরলধর মাঝি বলে সদাইগরর মানা ।

কন পশ্চ দি কঁড়ে ৯ যাইয়ম ১০ আমার আছে জানা ॥ ৫৪

অল্ল বইস্তা ১১ অমীর সাধুর রাগ হৈল ভারি ।

ছুয়ান ধরিয়া তখন নিজে দিল পাড়ি ॥ ৫৬

ছুটিতে ছুটিতে ডিঙা মাজ দরিয়্যায় পৈল ।

চেউয়ের উপরে ডিঙা নাচিতে লাগিল ॥ ৫৮

১ বাও বাও=বাহ, বাহ ।

২ বদর=পীরবদর । এই ‘পীরবদর’

সম্ভবত বুদ্ধদেব । বুদ্ধদেব বজ্রাসনে বসিতেন এই জন্ত ‘বজ্র’ বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত । বদর শব্দ বজ্রের অপভ্রংশ । বিক্রমপুরের “বদরযোগিনী” শব্দটি “বজ্র-যোগিনী”র অপভ্রংশ । জাতার স্মৃতিগিদ্ধ ‘বড় বদর মন্দির’, ‘বড় বজ্র মন্দির’ কথা হইতে উদ্ভূত ।

৩ তুরিত=দ্রুত, তুরিত গমন=পীত-গতি ।

৪ দহিনালী=দক্ষিণদিকের ।

৫ একিন=ইচ্ছা ।

৬ মাঝদরিয়্যার=মধ্যসমুদ্রের ।

৭ কন=কোন ।

৮ মিক্যা=মিকে ।

৯ কঁড়ে=কোনখানে ।

১০ যাইয়ম=যাইব ।

১১ অল্ল বইস্তা=অল্লবরষ ।

মানুষে কি বুঝে ভাইরে আল্লার কেরামত ১ ।
 মাঝ দরিয়ার মাঝে ডিঙা হারাইল পথ ॥ ৬০
 ছ ছ করি ছুডিল ২ বাতাস পালত ৩ পৈল ৪ টান ।
 পরিচয় ন রইল ভাড়া ৫ কি উজান ॥ ৬২
 এক ঢেউয়ে উডেরে ডিঙা আকাশ বরাবর ।
 আর ঢেউয়ে যায়রে ডিঙা পাতালর ভিতর ॥ ৬৪
 উত্তর দহিন পূর্ব পশ্চিম হইল ভিনাভিন ।
 কন দিকর খুন কন দিকে ৬ যায় কিছু ন বৈল চিন ॥ ৬৬
 ঘুরিতে লাগিল ডিঙা কি কহিব আর ।
 গৌরলধরর মাথাত যেন পড়িল ঠাড়ার ৭ ॥ ৬৮
 কেহ ডাকে ফিরিস্তারে আল্লাতালায় কেউ ।
 বেবাম দরিয়ার মাঝে উডিল বিষম ঢেউ ॥ ৭০
 কেহ পড়ি রৈয়ে আর কেহ বমি করে ।
 উইঠ ৮ চাই কেহ আবার কাইত হই চিৎ হই পড়ে ॥ ৭২
 থর থর কাঁপে আমির সাইগরের ডাকে ।
 ডিঙা যে ঘুরেরে হায় রে কুমারের চাকে ॥ ৭৪
 আমির সাধু বলে “এইবার পৌঁছিলে মোকামে ৯ ।
 হাজার টাকার ছিন্নি দিয়ম গাজি কালুর নামে” ॥ ৭৬
 খালাসী ধৈল্ল ডাকে “বদর” “বদর” ।
 দড়মতে ১০ ছুয়ান ধৈল্ল মাঝি গৌরলধর ॥ ৭৮
 আল্লারে ভাবিয়া দিল উত্তর মিক্যা ১১ পাড়ি ।
 কড়মড় শব্দ করেরে পালর বাঁশবাড়ি ১২ ॥ ৮০

১ কেরামত=মহিমা । ২ ছুডিল=ছুটিল । ৩ পালত=পালে ।
 ৪ পৈল=পড়িল । ৫ ভাড়া=ভাটা ।
 ৬ কন দিকর খুন কন দিকে=কোন দিক হইতে কোন দিকে । ৭ ঠাড়ার=বজ্র ।
 ৮ উইঠ=উঠিতে । ৯ মোকামে=ঘরে । ১০ দড়মতে=দুড় করিয়া ।
 ১১ উত্তর মিক্যা=উত্তর দিকে । ১২ বাঁশবাড়ি=যে বাঁশে পালখাটান যায় ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

পক্ষীর মতন ডিঙা উড়িয়া চলিল ।

একদিন পরে তারা কুলর দেখা পাইল ॥ ৮২

আমির সাধু উডি বলে, ভাইরে গৌরলধর ।

বড় গোস্বা ' হৈলা তুমি আমার উপর ॥ ৮৪

এবার ভিড়াও ডিঙা পূবের কিনারে ।

কুলেতে উড়িয়া মোরা যাইয়ম শিয়ারে ² ॥ ৮৬

খোয়া খোয়া ° দেখা যায়রে এ কোন পাহাড় ।

তার মাঝে আছে জানি কতই জানোয়ার ॥ ৮৮

গৌরলধর মাঝি বলে, আইজ ° করন ° ছবুর ।

দেবাজের পাহাড় সেইটা পশ্চ অনেক দূর ॥ ৯০

হাঁজের ° কালে রাঙা সূর্য ডুপিল সাইগরে ।

সোনালী ছডক ' পৈল ঢেউয়ের উপরে ॥ ৯২

(৫)

সেই না ঘাটের মাঝে তারা লঙ্গর করিল ।

পর দিন পরভাতে উডি শিয়ারে চলিল ॥ ২

আগে আগে যায়রে সাধু পিছে গৌরলধর ।

নন্দীর পারে ফুলর বাগান দেখিল সৌন্দর ॥ ৪

গাছের উপর বসিয়াছে কৈতরের ঝাঁক ।

তার মাঝে এক কৈতরের অচরিত ° ডাক ॥ ৬

অচরিত কথা সে যে মানুষের স্বরে ।

কলেমা তৈয়ব ° কৈতর মুখে মুখে পড়ে ॥ ৮

¹ গোস্বা = রুগ, গোসা ।

² শিয়ারে = শিকারে ।

° খোয়া খোয়া = কুয়াসাচ্ছন্ন ।

° আইজ = আজ ।

° করন = করুন ।

° হাঁজের = সাঁজের ।

° ছডক = ছটা, প্রভা ।

° অচরিত = বিস্ময়কর ।

° কলেমা তৈয়ব = ইহা আউরাল বা প্রথম কলেমা । “লা এলাহা ইল্ আলাহ্

মহাম্মদ রুছুলা” — এই প্রথম কলেমার নামই কলেমা তৈয়ব ।

শুনিয়া কৈতরের মুখে কোরাণের বাণী ।
 আমিরা সাধু ভাবে তারে কেমনে ধরি আনি ॥ ১০
 বড়ই সেয়ানা ¹ কৈতব বায়রে উড়ি উড়ি ।
 তাহারে ধরিতে সাধুর চিন্তা হৈল ভারি ॥ ১২
 গৌরলধর গাছে গাছে লাসা ² লাগাইল ।
 ডিঙা হইতে জাল আনি বস্তনে পাতিল ॥ ১৪
 গাছের আড়ালে সাধু রৈল লুকাইয়া ।
 হরাণ হৈয়ারে কৈতর চলিল উড়িয়া ॥ ১৬
 তড়াতিড়ি আমিরা সাধু কি কাম করিল ।
 কামটার ³ মাঝে গুলি খেচি ⁴ সেই কৈতর মারিল ॥ ১৮

টঙ্কীর মাঝে বসি ছিল ভেলুয়া সোন্দরী ।
 তেইর ⁵ বুক পৈল ⁶ কৈতর ধড়ফড় করি ॥ ২০
 কৈতর লৈয়া কইন্না কাঁদিতে লাগিল ।
 কন্ দুষমনে আমার এই কৈতর মারিল ॥ ২২
 মাথা কুড়িকুড়ি ⁷ কইন্না কাঁদিল বিস্তর ।
 কনে ⁸ মারি গেলগৈ আমার হিরণী কৈতর ॥ ২৪
 কৈন্নার কাঁদন শুনি দাসী বাঁদীগণ ।
 টঙ্কীর উপরে আসি দিল দরশন ॥ ২৬

(৪)

ভেলুয়ার পরিচয়

সাত ভাইয়ের ভৈন ভেলুয়া পরম সোন্দরী ।
 দূরে থাকি লাগেরে যেন ইন্দ্র কুলের পরী ॥ ২

- ¹ সেয়ানা=চতুর । ² লাসা=আঠা । ³ কামটা=ধনু ।
 ⁴ খেচি=জোরে নিক্ষেপ করিয়া । ⁵ তেইর=তাহার (সাধারণতঃ স্ত্রী=
 ⁶ পৈল=পড়িল । লিঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।)
 ⁷ কুড়িকুড়ি=কুটিয়া কুটিয়া । ⁸ কনে=কে ।

কাছে গেলে দেখা যায়রে সোনার পত্তিমা ¹ ।
 আর সোনার লাগে ভেলুয়ার চক্কের ভঙ্গিমা ॥ ৪
 আঁখির ² তারা যে কন্টার অতি মনোহর ।
 পর্দফুলের ³ মাঝে যেন রসিক ভোমর ॥ ৬
 ভাল পুষ্প পাই ভোমরা মধু করে পান ।
 সোন্দর লাগেরে কৈন্টার বাঁকা ছুনয়ন ॥ ৮
 হাসিতে বিজলী ঝরে অতি চমৎকার ।
 চাচর চিকণ কেশ পায়ে পড়ে তার ॥ ১০
 হস্ত সোন্দর পদ সোন্দর যেমন কুন্দের শলা ⁴ ।
 গায়ের রঙ যেন তার চিনি-চাম্চা কলা ⁵ ॥ ১২
 চাম্লির ⁶ মতন মুখ করে ঝলমল ।
 রাঙা ঠোট যেন তার তেলাকুচি ফল ॥ ১৪
 বারবচ্ছর হৈয়ে কন্টার তের নাহি পূরে ।
 একাধরী ⁷ থাকে কৈন্টা জোড় মন্দিরের ঘরে ॥ ১৬

বাপের নাম মনুহর ধনী সদাইগর ।
 সাত পুত্র রাখিয়ারে হৈলেন লোকান্তর ॥ ১৮
 তেলন্টা নগরর মাঝে তারার বসতি ।
 ভেলুয়ার মাতা মনাই বড় ভাগ্যবতী ॥ ২০
 সাত পুত্র সাত মানিক কন্টা যেন পরী ।
 মায়ের পরাণের পরাণ ভেলুয়া সোন্দরী ॥ ২২
 সাইগরে ঘিরিয়া আছে তেলন্টা নগর ।
 সাত ভাই বাইস্কে তাতে সোন্দর বাড়ী ঘর ॥ ২৪

¹ পত্তিমা = প্রত্তিমা ।

² আঁখির = আঁখির ।

³ পর্দফুলের = পদ্মফুলের ।

⁴ কুন্দের শলা = কুঁড়নের শলাকা ।

⁵ চিনিচাম্চা কলা = চিনিচাপা কলা ।

⁶ চাম্লির = চামের ।

⁷ একাধরী = একেশ্বরী ।

এক বৈদেশী সদাইগর কৈতর মারি গেল ॥ ৪৬

১০ আউন = আশুন ।

সাত ভাই ধাই আইল সাইগরের কিনারে ।
 সদাইগরর ডিঙা দেখি তারে পুছার করে ॥ ২
 “কি হেতু মারিলা কৈতর বল জলদি করি ।
 ঘাটে ঘাটে ডিঙা লৈয়া কর বুঝি চুরি ॥ ৪
 গৌরলধর মাঝি বলে, “শুনরে ভাইগণ ।
 কৈতরের মূল্য দিব লাগে যত ধন ॥” ৬
 গর্জিয়া কহিল তখন তারা সাত ভাই ।
 “কৈতরের মূল্য দিতে সেইধন নাই ॥” ৮
 আমির সাধু উড়ি বলে “না করিস বড়াই ।
 কৈতর মাইরাছি আমি কি করিবি চাই ॥” ১০
 সাত ভাই বলে—“এখন দেখিবি কি করি ।
 বন্দী খানায় লৈয়ারে যাইব গর্দনাতে ১ ধরি ॥” ১২

তার পরে সাত ভাই কি কাম করিল ।
 কালাধর ডিঙা টানি উপরে তুলিল ॥ ১৪

দিশা :—সাধু ভাইরে জান যারগৈ নিকলি ২ :

চাইর দিগর খুন ১ ধাইয়ারে আইল লোক লঙ্কর গণ ।
 সাত ভাই আমির সাধুরে করিল বন্ধন ॥ ১৬
 বাঁধিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে ।
 সাতমনি পাথর দিল তার বুগর উপরে ॥ ১৮
 ছুঃখ যে হইল কত আমির সাধুর ।
 পাষাণের ভারেরে তার সিনা ১ হস্ত চুর ॥ ২০

১ গর্দনাতে=ঘাড়ে ।

২ নিকলি=বাহির হইয়া ।

১ চাইর দিগর খুন=চারিদিক হইতে । ১ সিনা=বুক ।

অকান্দনা^১ কাঁদেরে সাধু চৈক্ষে বহে পানি ।
 কোথায় রৈল পিতারে তার ছল্লভ জননী ॥ ২২
 তার দুঃখ দেখিয়ারে পানিত কাঁদে মাছ ।
 বনের পশু পক্ষী কাঁদে আর বিক্ষ গাছ ॥ ২৪
 তাহার কাঁদনে বুগয় পাষণ গলি যায় ।
 রাও^২ ধরি কাঁদেরে সাধু করি হায়রে হায় ॥ ২৬
 কোথায় আমার মা জননী কোথায় আমার বাপ ।
 শুনিলে দুঃখের কথা জলে দিত বাঁপ ॥ ২৮
 এত দুঃখ যদি আমার মা বাপে দেখিত ।
 তেলতা নগর আজি সাইগরে ডুপাইত^৩ ॥ ৩০
 এইরূপে কাঁদে সাধু চোগর^৪ জলে ভাসি ।
 মনাই সোন্দরী শুনিল ভিতর বাড়ীত বসি ॥ ৩২
 কাঁদন শুনিয়া তখন ভেলুয়ার জননী ।
 লাডি^৫ হাতে লৈয়ারে বুড়ী চলিছে তখনি ॥ ৩৪
 ধীরে ধীরে আসে বুড়ী ধীরে বাড়ায় পা ।
 শুনিতে লাগিল সাধুর কাঁদনের রা^৬ ॥ ৩৬
 “কোথায় রৈলা বাপজান মাণিক সদাইগর ।
 এমন নিদানর কালে না লৈলা খবর ॥ ৩৮
 কোথায় আমার মা জননী মোনাই সোন্দরী ।
 এমন নিদানর কালে রহিলা পাশরি ॥” ৪০
 ধীরে ধীরে আসি বুড়ী দেখিবারে পায় ।
 সোনার বরণ যাছ ভূমিতে গড়ায় ॥ ৪২
 তার কাছে যাইয়ারে বুড়ী লইল খবর ।
 “কার বেটা যাছ তুমি কন্ দেশে ঘর ॥” ৪৪

১ অকান্দনা = যে কখনও কাঁদে নাই । ২ রাও = সুর ।
 ৩ ডুপাইত = ডুবাইত । ৪ চোগর = চোখের ।
 ৫ লাডি = লাঠি । ৬ রা = শব্দ ।

সাধু বলে, “শুন বুড়ী আমার পরিচয় ।
 শাকলা বন্দরের মাঝে আমার বাড়ী হয় ॥ ৪৬
 আমার বাপ মাণিকধন করে সদাইগরী ।
 আমার মায়ের নামরে জাইন্ত মোনাই সোন্দরী ॥ ৪৮
 শীয়ার ¹ করিতে আমি একিন ² করিয়া ।
 তেলিয়া নগরে আসি যাইতেছি মরিয়া ॥” ৫০

এই কথা শুনি বুড়ী কাঁদিয়া উঠিল ।
 সাত পুতরে ডাক দিয়া কহিতে লাগিল ॥ ৫২
 “ফেলাইয়া দাওরে যাতুর বুকের পাষণ ।
 তোমরা লইলা আমার ভৈনপুতর পরাণ ॥” ৫৪
 সাতমণি পাথর তারা দিলরে লামাই ³ ।
 বুড়ী যাইয়া ভৈনপুতরে ধরিল বেড়াই ॥ ৫৬
 সাত পুতরে কহে বুড়ী, “শুন দিয়া মন ।
 না চিনিয়া ভৈনপুতরে কইরাছ বন্ধন ॥ ৫৮
 আমার এক ভৈন আছেরে শুনরে খবর ।
 মায়ে বাপে দিছিল বিয়া শাকলা বন্দর ॥ ৬০
 ছোড কালের পরাণের ভৈন মোনাই সোন্দরী ।
 তার যাতুরে আমার ঘরে আইন্ত ⁴ বন্ধন করি ॥ ৬২
 সোনার বরণ কালি হৈল আমার যাতুর ।
 পাথরের চাপে তার সিনা ⁵ হৈছে চুর ॥ ৬৪
 শুন শুন বেটাগণ আমার কথা রাখ ।
 এখন আনি ভালা তেল যাতুর মুখে মাখ ॥” ৬৬
 বুড়ীর কথারে শুনি তারা সাত ভাই ।
 মাপ চাহিল করষোড়ে সাধুর কাছে যাই ॥ ৬৮

¹ শীয়ার=শিকার ।

² একিন=ইচ্ছা ।

³ লামাই=নামাইয়া ।

⁴ আইন্ত=আনিয়াছ ।

⁵ সিনা=বক্ষ ।

সাধুর সঙ্গে সাত ভাই কৈল কোলাকোলি ।
 আদাব ছালাম করে ভাই ভাই বুলি ॥ ৭১
 পালঙ্কে বসাইয়া তারে খানাপিনা ১ দিল ।
 নানান রকমে সাধুর যন্তন করিল ॥ ৭২

(৬)

বিবাহ

দিশা :—ওরে তোরা জয় জোয়ার ২ দেরে :

দাসী এক যাইয়া কৈল ভেলুয়ার গোচর ।
 সাত ভাইয়ে বাঁধি আইন্তে সেইনা সদাইগর ॥ ১
 খবর শুনিয়া কৈন্টার খুসী হৈল মন ।
 সোহাগ্যা ৩ দাসীরে ডাকি কহিল তখন ॥ ২
 “দেখিয়া আইসরে ভৈন কেমন সদাইগর ।
 কন ৪ হাতে মারিল আমার হিরণী কৈতর ॥ ৬
 সেই হাতের আঙ্গুল কাটি আনিবা এখন ।
 হিরণীর শোক তবে হৈব পাশরণ ॥” ৮
 ঐদিকে করিল কিবা ভেলুয়ার মাতা ।
 সাত পুতরে ডাকিয়ারে কৈত ৫ লাগিল কথা ॥ ১০
 “পরাণের পুত তোমরা শুন মন দিয়া ।
 সোন্দরী ভেলুয়া কৈন্টা তারে দিয়ম বিয়া ॥ ১২
 ভৈনের সঙ্গে সত্যে বাঁধা আছি ছোড কালে ।
 তেইর ৬ পুতরে বিয়া দিয়ম আমার বেটা ৭ হৈলে ॥ ১৪

- ১ খানাপিনা=খাওয়া ও পানীয় । ২ জোয়ার=উল্খনি ।
 ৩ সোহাগ্যা=আদরের । ৪ কন=কোন ।
 ৫ কৈত=কহিতে । ৬ তেইর=তাহার (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।)
 ৭ বেটা=কন্যা ।

পূর্ববক গীতিকা

কার কন কথা এখন ন শুনিব কানে ।

দোন ' ভৈনের সত্যর কথা আল্লাতলা জানে ।" ১৬

এই কথা বলি বুড়ী জবাধ চাহিল ।

পশ্বে যাইতে যাইতে দাসী সেই কথা শুনিল । ১৮

বাহিরে যাইয়া দাসী দেখে সদাইগরে ।

সুরুষ ঘেন উডিয়াছে আছমানর উপরে ॥ ২০

অপরূপ সোন্দর সাধু আচানক ২ সাজ ।

মাথার উপর আছরে তার হাজার টাকার তাজ ॥ ২২

কাশ্মীরী শালের কোট পিনুনে চিকণ ধুতি ।

পায়ের মাঝে দিয়ে লাগাই ভালা চীনার জুতি ॥ ২৪

সাধুরে দেখিয়া দাসীর মনরে ভিজি যায় ।

ভেলুয়ার যোগ্য ঢুলা * মিলাইল আল্লায় ॥ ২৬

ছনিয়ার মাঝে কেহ লৈল্য ৩ টাকা দিয়া ।

এমন ঢুলা ন পাইব ভেলুয়ার লাগিয়া ॥ ২৮

দেখিয়া শুনিয়া দাসী কি কাম করিল ।

ভেলুয়ার নিকটে যাইয়া উপনীত হৈল ॥ ৩০

দাসী কহে,—“শুন কৈন্তা খোদাতালার ভুল ।

সদাইগরর হাতর মাঝে নাইরে আঙ্গুল ॥” ৩২

খল খল হাসি দাসী যায়রে গড়াগড়ি ।

কথার মশ্ব ন বুঝিল ভেলুয়া সোন্দরী ॥ ৩৪

সাধুর নিকটে তারা গেলরে সাত ভাই ।

আদাব ছালাম করি খরিল বেড়াই ॥ ৩৬

“বড় দুঃখ দিয়াছি ভাই পাষণ চাপা দিয়া ।

ভেলুয়া ভৈনরে তুমি এখন কর বিয়া ॥ ৩৮

১ দোন=ছই ।

২ আচানক=আশ্চর্য ।

৩ ঢুলা=বর ।

৪ লৈল্য=লক্ষ ।

সত্যে বাঁধা আছে খালা^১ আমার মায়ের সনে ।

দোন ভৈনর ধর্মর কথা আল্লাতাল্লা জানে ॥^২ ৪০

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির রাজি যে হইল ।

দিন খেন^৩ বাছিয়ারে তারিখ করিল ॥ ৪২

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে বহুত ধুমধাম সনে

হৈলরে বিয়ার আয়োজন ।

ছুলা^৪ কৈন্না হৈল রাজি সরা^৫ পড়াইল কাজি

দেশবাসী করিল ভোজন ॥ ৪৪

খোত্বা^৬ পড়াইয়া পরে ছুলা কৈন্না নিল ঘরে

মিলিলেক যেন রবিশশী ।

চৈক্ষে চৈক্ষে দেখা হৈল প্রেম আলিঙ্গন দিল

স্বথখে তারা গুঞ্জরিল নিশি ॥ ৪৬

বিয়া সাদি গত রে হৈল শুন সভাজন ।

দেশে যাইতে আমির সাধু কৈল আয়োজন ॥ ৪৮

সাত ভাইয়ের বউ আসিয়া সাজায় ভেলুয়ারে ।

দাঁতে মিস্কি^৭ নাকে নথ পরাইল তারে ॥ ৫০

আঁচুরি বিচুরি চুল কৈল লড়া লড়া ।

তার উপরে তুলি দিল মণিমুক্তার ছড়া ॥ ৫২

হার পরাইয়া দিল গলায় আর দিল হাঁছুলি^৮ ।

নাকে দিল করম ফুল কাণে দিল বালি ॥ ৫৪

তোরল তাড়ন^৯ পিঙ্কে দোছরা বাজুবন^{১০} ।

দোন হাতে পরাই দিল সোনার কাঙ্কণ ॥ ৫৬

^১ খালা=মাসী। ^২ খেন=ক্ষণ। ^৩ ছুলা=বর।

^৪ সরা=বিধান-ব্যবস্থা-মন্ত্র। ^৫ খোত্বা=বিবাহের মন্ত্র।

^৬ মিস্কি=মিসি। ^৭ হাঁছুলি=হাঁহুলি।

^৮ তোরল তাড়ন=বাহুর অলঙ্কার।

^৯ দোছরা বাজুবন=বাহুর দ্বিতীয় অলঙ্কার বাজুবন্ধ।

চুলেতে মাখিয়া দিল আতরের পানি ।
 মাথার উপরে দিল সীতীর ঢাকনি ॥ ৫৮
 যুংঘুরু^১ পরাইয়া দিল দোন পায়র মাঝে ।
 সোন্দরী ভেলুয়া সাজিল অপরূপ সাজে ॥ ৬০
 সাজিয়া সাজিয়া কৈশা বীরে বাড়ায় পা ।
 “বুন্ বুন্” “বুন্ বুন্” শুনা যায় অলঙ্কারের রা^২ ॥ ৬২

তার পরেতে আমির সাধু কি কাম করিল ।
 ভেলুয়ারে লৈয়ারে সঙ্গে দেশেতে চলিল ॥ ৬৪
 কাঁদিয়া কহিল মনাই, “শুনরে বাবজান ।
 তোমার হাতে সঁপি দিলাম আমার জান পরাণ ॥ ৬৬
 সোহাগ্যা^৩ * যে কৈশা আমার ঘরের দুলালী ।
 বড় করিয়াছি আমি তারে পালি তুলি ॥ ৬৮
 আমার কৈশারে তুমি যন্তনে রাখিবা ।
 কন অপরাধ হৈলে তাহারে ক্ষেমিবা ॥ ৭০
 গোবর ফেলিতে নৈদ^৪ * গায়ে দাগ লাগিব ।
 উডান কুড়াইতে নৈদ ধূল যে লাগিব ॥ ৭২
 হাত যে জ্বলিব কৈশার মরিচ বাঁড়িতে ।
 কৈয়াইল^৫ * বেথা হৈব কৈশার পানি যে আনিতে ॥ ৭৪
 পরাণের পরাণ আমার দিলাম তোমার হাতে ।
 দুঃখ যেন না পায় কৈশা তাত আর পানিতে ॥” ৭৬
 মনাই শান্তরীর পদে ছালাম জানাইয়া ।
 সোয়ার হৈল ডিঙায় সাধু ভেলুয়ারে লৈয়া ॥ ৭৮

^১ যুংঘুরু = যুংঘুর ।

^২ রা = শব্দ ।

^৩ নৈদ = দিও না (ন + দিও) ।

^৪ সোহাগ্যা = আদরের ।

^৫ কৈয়াইল = কাঁকাল ।

(৭)

ননদিনীর কার্য্য

আমির সাধুর বড় ভৈন বিভলা তার নাম ।
 মাংস নাই সারা অঙ্গে অস্থি বেড়াই চাম ॥ ২
 পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায় ।
 পুরুষের মত কেশ হাত আর পায় ॥ ৪
 কুড়ি বছর বয়স হৈয়ে বৈলতে লজ্জা পাই ।
 যৌবন জোয়ার তবু গাঙে আসে নাই ॥ ৬
 ডালিম্বের গাছে হায়রে ধরে নাই ফল ।
 ডাঙ্গর ডাঙ্গর চোখ করে বল মল ॥ ৮
 নারীর ছুরত ১ নাই বিভলার অঙ্গে ।
 এই দুনিয়াতে বর্ক ২ নাহি কারো সঙ্গে ॥ ১০
 আষাড়ে মেউলার ৩ মত লাগে মুখখানি ।
 সে মুখের বাণী যেন চিরতার ৪ পানি ॥ ১২
 এক কথারে টানিটুনি দশ কথা করে ।
 দাসী বাঁদি কাঁপে সদাই বিভলার ডরে ॥ ১৪
 বিধে ভরা সারা পেট রিশে ৫ ভরা হিয়া ।
 কন কেহ ন করিল এ নারীরে বিয়া ॥ ১৬
 তবুও বাপের ঘরে বড়ই কদর ।
 শত দোষের মাঝে পায় মায়ের আদর ॥ ১৮
 সদাইগরের বাড়ীঘর পশর ৬ করিয়া ।
 ভেলুয়া আছ মানের পরী আইলরে উড়িয়া ॥ ২০

১ ছুরত=রূপ ।

২ বর্ক=বর্গ, মিল ।

৩ মেউলা=মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ।

৪ চিরতা=তিক্ত লতাবিশেষ, লোকে জর হইলে তিক্ত চিরতার জল খায় ।

৫ রিশে=ঈর্ষ্যায় ।

৬ পশর=উজল ।

শাকলা বন্দরের লোকে কহাকহি করে ।
 সোনার চান্নি ^১ উদয় হৈয়ে মাণিকখনর ঘরে ॥ ২২
 বৌ পাইয়া আমিরের মা বহুত খুসী হৈল ।
 মনাই ভৈনের কথা মনেতে উড়িল ॥ ২৪
 খুসী হইল সদাগরর পাড়াপড়শীগণ ।
 রিশেতে জ্বলিল হায়রে বিভলার মন ॥ ২৬
 আবিহতা ^২ ননদিনী আছে যার ঘরে ।
 সে বধূর মুখ কখ খন না হয় সংসারে ॥ ২৮

এক দুই তিন করি কমাস গেল ভালা ।
 আমিরের উপরে কুদিন ফেলাইল বিভলা ॥ ৩০
 মছগুল ^৩ হৈয়াছেরে সাধু ভেলুয়ারে পাই ।
 বিভলা বুঝাইত লাগিল মায়ের কাছে যাই ॥ ৩২
 “ঘাটে আছে ঘাটের ডিঙা নষ্ট হৈয়া যায়রে ।
 দাঁড়ি মাঝি যত আছে বৈসা মাহিনা খায়রে ॥ ৩৪
 বধূর কাতরগ্যা ^৪ ভাই মোর ভারুয়া ^৫ মরদ ।
 সোন্দর নারী বিয়ায়ে করি রৈয়াছে ঘরত ॥” ৩৬
 মাছির মতন ভনভনাইয়া যত কথা কৈল ।
 কিছু কিছু কথা মায়ের পরাণত বাজিল ॥ ৩৮
 সংসারের রীতর ^৬ কথা শুন সভাজন ।
 মা বাপের হস্তুর ^৭ হয় বোয়র বশ যে জন ॥ ৪০
 রঙ্গ রসে আমির সাধু আছে রাইত দিন ।
 বাপে মায়ে ভৈনে সদাই দিতে লাগিল ঘিন ^৮ ॥ ৪২

^১ চান্নি = চাঁদ ।

^৩ মছগুল = মস্ত ।

^৫ ভারুয়া = ত্রৈণ ।

^৭ হস্তুর = শক্র ।

^২ আবিহতা = অবিবাহিতা ।

^৪ বধূর কাতরগ্যা = স্ত্রীর জন্ত ব্যাকুল ।

^৬ রীতর = রীতির ।

^৮ ঘিন = ঘৃণা ।

আমিরের মা এক দিন সহিতে না পারি ।
 আমিরেরে ডাকি কৈল লাজ সরম ছাড়ি ॥ ৪৪
 “শুন শুন আমার কথা জানাইয়া যাই ।
 একিবারে ¹ তল পৈলা ² হোস গোস ³ নাই ॥ ৪৬
 ঘাটে আছে ঘাটের ডিঙা নষ্ট হইয়া যায় ।
 দাঁড়ি মাঝি যত আছে বৈসা মাইনা খায় ॥ ৪৮
 কণ্ডে ⁴ গেইয়ে ফুকা নারা ⁵ নাইরে সমাগার ।
 ঘাটে ঘাটে যত মাল হৈলরে ছারখার ॥ ৫০
 বাদশার ধন ফুরাই যায় বসি বসি খাইলে ।
 সংসার নষ্ট হয়রে জাইন্ত বোয়র বশ্চা ⁶ হৈলে ॥ ৫২
 ইজ্জত আবরু খাইলা, খাইলা সদাইগরি ।
 ঘরর মাঝে বসি রৈয় বোয়র আঁচল ধরি ॥” ৫৪
 মায়ের এতেক বাণী শুনিয়া আমির ।
 নীচের থিক্যা ⁷ চাহি রৈল নত করি শির ॥ ৫৬
 ভুষের আগুনে তার দহিল অন্তর ।
 ঝরিল চোক্ষের জল ঝর ঝর ঝর ॥ ৫৮
 আঠাইট্টা ⁸ ঠাড়ার ⁹ পড়িল মাথার উপরে ।
 কলিজার লো আমিরের টক্‌বগ্‌ করে ¹⁰ ॥ ৬০
 ভাবিতে লাগিল আমির হেঁট করি মাথা ।
 “মিছা ছুনিয়ার মাঝে মিছা মাতাপিতা ॥ ৬২

¹ একিবারে = একবারে । ² তল পৈলা = রসাতলে গেলা ।

³ হোস গোস = হুঁস । ⁴ কণ্ডে = কোনখানে ।

⁵ ফুকা নারা = নৌকা এবং (নারা) নৌকার বহর ।

⁶ বশ্চা = বশীভূত । ⁷ থিক্যা = দিকে ।

⁸ আঠাইট্টা = ভীষণ । ⁹ ঠাড়ার = বজ্র ।

¹⁰ কলিজার.....করে = আমিরের বুকের রক্ত টক্‌বগ্‌ করিতে লাগিল,

দুই দিন আগে হায়রে মা জননী মোরে ।

শীয়ারে বিদায় দিতে কত কাঁদিলরে ॥ ৬৪

অঙ্গ জ্বলি যায়রে আজি অঙ্গ জ্বলি যায় ।

বড় অকমান * হায়রে দিল মোরে মায় ॥” ৬৬

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার কি কাম করিল ।

গৌরলধরের বাড়ীত যাইয়া উপনীত হৈল ॥ ৬৮

“শুন শুন গৌরলধর শুনরে খবর ।

বাগিজ কামাইবারে * যাইয়ম উজানী নগর ॥ ৭০

কালুকা ফজরে * ডিঙা করিবা তৈয়ার ।

মাঝি মালা যত আছে দাওরে সমাচার ॥” ৭২

(৮)

বিদায়

দিশা :—স্বপনেতে রসের ঘুমে কে দিল দাগা :

সোন্দরী ভেলুয়া সেই দিন করিল কি কাম ।

খোরমা খাজুর লৈল কিস্মিস্ বাদাম ॥ ২

দুধকমল চৈল * লৈল আর লৈল চিনি ।

খিরসা * রাখিল ভালা দিয়া ডাবর * পানি ॥ ৪

বাসনে লইয়া খিরসা বসিল দুয়ারে ।

সন্ধ্যা বেলা আমার সাধু আসিলরে ঘরে ॥ ৬

চৌথ ছুটি ফুলা সাধুর মুখ যে বেজার ।

ভেলুয়া অবাক হৈয়া চাহে বারে বার ॥ ৮

* অকমান = অপমান ।

* ফজরে = সকালবেলায় ।

খিরসা = পরমান ।

* বাগিজ কামাইবারে = বাগিজ ব্যবসারে ।

* চৈল = চাউল ।

* ডাবর = ডাবের ।

আমির সাধু উড়ি বলে, “শুনরে রূপসী ।
 আর কত কাল থাইকম আমি ঘরর মাঝে বসি ॥ ১০
 রুজি ¹ নাই রোজগার নাই কোপালেতে পিছা ² ।
 ধনদৌলত ন থাকিলে দুনিয়াই মিছা ॥ ১২
 মাতা বল পিতা বল হাউসের ³ স্তিরী ⁴ ।
 গিরাত ⁵ পৈছা ⁶ ন থাকিলে কেহ ন চায় ফিরি ॥ ১৪
 মায়ে দিল কাঁড়া পিছা ভৈনে দিল তাপ ।
 ঘরত থাকা দায় হৈল নছিব ⁷ খরাপ ॥ ১৬
 ভাবিয়া চিস্তিয়া আমি মন কৈরাছি থির ।
 কালুকা ফজরে হৈয়ম ঘরর বাহির ॥ ১৮
 বাগিজ কামাইবারে যাইয়ম উজানী নগরে ।
 হাসিমুখে তুমি এখন বিদায় দাও মোরে ॥” ২০

বিদায়ের কথা কৈন্তা শুনিল যখন ।
 হাতর থুন ⁸ খসি পৈল খিরসার বাসন ॥ ২২
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৈন্তা কহিলা তখনি ।
 “তোমারে না দেইখ্লে আমি হৈব পাকলিনী ॥ ২৪
 পিঞ্জারাতে রাখি মোরে তুমি যাইবা উড়ি ।
 কেমনে বাঁচিব আমি আগুনতে পুড়ি ॥ ২৬
 কন্ দোষে দোষী হৈলাম তোমার গোচরে ।
 তোমারে ছাড়িয়া কেন্নে রহিব যে ঘরে ॥” ২৮
 আমিরের গলায় ধরি কহিলা সোন্দরী ।
 “তোমার সঙ্গেতে আমি হৈয়ম দেশান্তরী ॥ ৩০
 একা না যাইও তুমি আমার মাথা খাও ।
 যেথায় তুমি যাইবা চলি মোরে সঙ্গে নাও ॥” ৩২

¹ রুজি=উপার্জন । ² পিছা=কাঁটা । ³ হাউসের=সংখের ।
 ⁴ স্তিরী=স্ত্রী । ⁵ গিরাত=গিরাতে, গ্রহিতে, গাঁটে । ⁶ পৈছা=পয়সা ।
 ⁷ নছিব=কপাল । ⁸ হাতর থুন=হাত হইতে ।

আমির বলে, “কোথায় যাইবা তুমি ঘরর বউ ।
সাইগরের মাঝে আছে বড় বিষম ঢেউ ॥ ৩৪
কিছু দিন থাক তুমি মন থির করি ।
জল্দি ¹ ফিরিয়া আমি আসিব সোন্দরী ॥” ৩৬
কৈছারে লইয়া সাধু বুগ যে জুড়ায় ।
হাতে হাতে ভেলুয়ার পানর খিল খায় ॥ ৩৮
সারা নিশি দুইজনে নানান কথা কৈল ।
পরভাতে উড়িয়া আমির বাণিজ্যে চলিল ॥ ৪০

ঘাটেতে আসিয়া আমির ডাকে মাঝি মাল্লা ।
কেহ লয় বদরের নাম কেহ বলে আল্লা ॥ ৪২
মাঘ মাইন্তা ² শীতর দিনে ঠাণ্ডা যে সাইগর ।
ডিঙার মাঝে সোয়ার হৈল আমির সদাইগর ॥ ৪৪
ছুটিয়া চলিল ডিঙা পানি দোঁকাক ³ করি ।
ভেলুয়ার কাণে গেল দাঁড়র কড়মড়ি ॥ ৪৬
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায় ।
দিশাভুল ⁴ হৈল ডিঙার মাঘ মাইন্তা খোয়ায় ⁵ ॥ ৪৮
চারি দিনের পরেরে ভাই কি কাম হইল ।
হাঁজর ⁶ কালে ডিঙাখানি ঘাটে চলি আইল ॥ ৫০
ঘাটোয়ালে ⁷ দাঁড়ি মাঝি ডাক দিয়া পুছ ⁸ করে ।
কন্ মুল্লুকে আইলাম আমরা কন্ বা বন্দরে ॥ ৫২

¹ জল্দি = ত্বর।

² মাঘ মাইন্তা = মাঘ মাসের।

³ দিশাভুল = দিকভুল।

⁴ হাঁজর = সাঁজের।

⁵ পুছ = জিজ্ঞাসা।

⁶ দোঁকাক = ছুই ভাগ।

⁷ খোয়ায় = কুয়াশার।

⁸ ঘাটোয়ালে = ঘাট-বন্দককে।

ঘাটোয়াল শুনি কথা হাসে খল খল ।

“আমির সাধুর দাঁড়ি মাঝি হৈয়াছে পাকল ’ ॥” ৫৪

ঘাটোয়াল কহে,—“শুন মাঝি গৌরলধর ।

ঘাটর ডিঙা ঘাটে আইল শাকলা বন্দর ॥” ৫৬

এই কথা শুনি আমির নিরখিয়া চায় ।

ঘাটর ডিঙা ঘাটে দেখি বহুত লৈজ্জা পায় ॥ ৫৮

(৯)

সেই না নিশিতে আমির কিনা কাম করে ।

ঘাটে উঠি চলি আইল ভেলুয়ার ঘরে ॥ ২

কি বলিব ভেলুয়ার দুখ্খের কাহিনী ।

চারি দিন ছোঁয় নাই ভাত আর পানি ॥ ৪

সারাদিন কাঁদি কৈন্তা ঘুমায় অচেতনে ।

আমির সদাইগরর মুখ দেখিছে স্বপ্ননে ॥ ৬

এমনি কালে আমির সাধুর মনে বড় ডর ।

এক দুই তিন ডাকে ন পাইল উত্তর ॥ ৮

চারি ডাকর মাঝে কৈন্তা চেতনা পাইল ।

চোগ কছালিয়া ২ পরে উঠিয়া বসিল ॥ ১০

সাধুর আবাজ শুনি ভেলুয়া সোন্দরী ।

কোঠার কেবার ৩ খুলি দিল তড়াতিড়ি ॥ ১২

ভেলুয়ারে দেখি সাধু হইল পাকল ।

কুলর মাছ পাইল যেন পানির লাগল ৪ ॥ ১৪

১ পাকল = পাগল ।

২ চোগ কছালিয়া = চোখ রগড়াইয়া ।

৩ কেবার = দরজা ।

৪ লাগল = লাগাল ।

দোন জনে ' কোলা কুলি গলা গলি করে ।
 চারি চোগর জল তারার অবোরেতে ধরে ॥ ১৬
 ভেলুয়ার চোগের জল দরেয়ার ' পানি ।
 ভাসাইয়া দিল সাধুর ভাঙা বুক খানি ॥ ১৮

কাঁদিয়া কহিল কৈন্তা শুন সমাচার ।
 কলিজা মোর চারি দিনে হৈয়াছে আঙ্গার ' ॥ ২০
 নিন্দা নাই ছিল আমার চোগের পাতায় ।
 মাথার বিষেতে আমার পরাণ যায় যায় ॥ ২২

আমির বলে, “শুন কৈন্তা, শুন আমার বাণী ।
 মা বাপের রোষে কেমনে ঘরে থাকি আমি ॥ ২৪
 বাপের ধনে এখন আমার নাইরে অধিকার ।
 নিজে কামাই ' ন করিলে পরাণে ধিক্কার ॥ ২৬
 রুজি না করিয়া কেমনে খাইব বাপের ভাত ।
 মুখেতে গরাস ' দিতে কাঁপে ডা'ন হাত ॥” ২৮

আমির সাধুর কথা শুনি ভেলুয়া সোন্দরী ।
 কাঁদিতে লাগিল সাধুর দোন পায়ত ' ধরি ॥ ৩০
 আমারে ছাড়িয়া সাধু ন যাইও তুমি ।
 হাতের বাজু বেচিয়ারে খাবাইয়ম আমি ॥ ৩২
 ন যাইও ন যাইও সাধু কহি বারে বার ।
 বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় সপ্তছরির ' হার ॥ ৩৪

১ দোন জনে = দুই জনে ।

২ দরেয়ার = সমুদ্রে ।

৩ আঙ্গার = অঙ্গার ।

৪ কামাই = উপার্জন ।

৫ গরাস = গ্রাস ।

৬ পায়ত = পায় ।

৭ সপ্তছরি = সপ্তেশ্বরী, “সপ্তেশ্বরী হারের” উল্লেখ আরও পাওয়া গিয়াছে ।
 সপ্তেশ্বরী হারের সাতটি লহর থাকে ।

বৈদেশে বিপাকে যাইতে আমি করি মানা ।
 বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় গলার সোনার দানা ॥ ৩৬
 ন যাইও ন যাইও সাধু আমার প্রাণের ধন ।
 তোমার জন্তে বেচিবরে সোনার কঙ্কণ ॥ ৩৮
 তুমিত আগার সাধু আসকের ¹ পাগল ।
 বেচিব হাছুলি ² আর কাণের শিকল ॥ ৪০
 ন যাইও ন যাইও তুমি ছাড়ি আমার ঘর ।
 পিঙ্কনের শাড়ি বেচ্যম ³ সোনালী চান্দর ॥ * ৪২
 তার পরে ভিক্ষা মাগি খাবাইয়ম তোমায়ে ।
 ন যাইও ন যাইও সাধু বৈদেশে বন্দরে ॥” ৪৭

আমির বলে “শুন কণ্ঠা রাত্র বেশী নাই ।
 পেটে ক্ষুধা লাগিয়াছে দেও কিছু খাই ॥” ৪৬
 ধোরমা ছিল বাদাম ছিল বাসনে ভরিয়া ।
 ভেলুয়া সাধুর হাতে দিলরে তুলিয়া ॥ ৪৮
 খানা পিনা খাই সাধু করিল শয়ন ।

* * * * * ৫০

তুলা গাছে কুড়গাল ⁴ ডাকিল শুনিয়া আমির ।
 / রাত্র পোষায় বুলি হৈল ঘরের বাহির ॥ ৫১
 পূব আকাশ লাল হৈয়াছে পাইখ ⁵-পহলে ⁶ গায় ।
 তেল ফুরাশ্চা ⁷ বাস্তির মতন তারা নিপি ⁸ যায় ॥ ৫৪

¹ আসকের = প্রেমের ।

² হাছুলি = হাঁসুলী ।

³ বেচ্যম = বেচিব ।

* এই অংশের সঙ্গে প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগে বিদায়ের প্রাকালে মল্লুর
 সঙ্গে চাঁদ বিনোদের কথা বার্তা মিলাইয়া পড়ুন ।

X • কুড়গাল = কুররপক্ষী । ⁵ পাইখ = পক্ষী ।

⁶ পাইখ-পহলে = পাইখ-পাথলে, পাখী প্রভৃতিতে ।

⁷ ফুরাশ্চা = ফুরান ।

⁸ নিপি = নিবিয়া ।

সুখখের রজনী তার গেলরে পোষাই ।
 ঘুমে অচেতন কৈশা হোস ' গোস নাই ॥ ৫৬
 দেবী হইল দেখি আমার মনে পাইল ডর ।
 তড়াতিড়ি চলি আইল ডিঙ্গার উপর ॥ ৫৮
 দাঁড়ি মাঝি সকলরে ডাকিয়া চেয়াইল ২ ।
 বেবাম * দরিয়ার মাঝে ডিঙা ভাসাইল ॥ ৬০

দুর্ভাগ্য

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ ।
 কেবার খোলা রাখি সাধু করিছে গমন ॥ ৬২
 সোন্দরী ভেলুয়া ছিল নিদ্রায় ° কাতর ।
 যাইবার কালে আমার সাধুর ন পাইল খবর ॥ ৬৪

ফজরে বিভলা উঠি নিরখিয়া চায় ।
 ঘরের কেবার খোলা রৈয়ে দেখিবারে পায় ॥ ৬৬
 রিশেতে ° বিভলা তখন হইল আকুল ।
 আপনি ছিঁড়িয়া ফেলায় আপন মাথার চুল ॥ ৬৮
 অঘোরে ঘুমায় ঘোরে ভেলুয়া সোন্দরী ।
 পালকে রৈয়াছে যেন আছমানের পরী ॥ ৭০

বিভলার মাথার মাঝে উথলিল বিষ ।
 / কি করিব কষ্টে যাইব ন পাইল দিশ ॥ ৭২
 সোনাই শাপুরী আসি দেখিল তখন ।
 ভেলুয়া পালকে শুইয়া নিদ্রায় মগন ॥ ৭৪

১ হোস=হুঁস, চেতনা ।

২ চেয়াইল=সচেতন করিল ।

° নিদ্রায়=নিদ্রায় ।

৪

* বেবাম=অকুল ।

° রিশেতে=ঈর্ষায় ।

গায়ে পড়িল রৈদর ¹ ছড়া ² চালে ডাকিল কাউয়া ³ ।

সাধের স্বপ্নন্ ভাজি গেলগৈ জাগিল ভেলুয়া ॥ ১৬

জাগিল ভেলুয়া তখন ঢুলু ঢুলু আঁখি ।

চমকিয়া উডিল ছামনে বিভলারে দেখি ॥ ৭৮

কি কাম করিল হায়রে বিভলা তখন ।

বলিতে লাগিল কথা করিয়া গর্জ্জন ॥ ৮০

“মজাইলে মা বাপেরে মজাইলে কুল ।

একখান্ একখান্ করিয়ারে হাইরগ্যম ⁴ তোঁর চুল ॥ ৮২

বাণিজ্যেতে গেলা ভাই মোর চারি দিন হৈল ।

কালুকা রাতুয়া তোঁরে কন রসিকে পাইল ৮৪

সারারাত্র মজা করিস নতুন বঁধু পাই ।

তেকারণে ফজরেতে হৌঁস গোস নাই ॥” ৮৬

ভেলুয়া কহিল কাঁদি মাথা নোয়াইয়া ।

“সোয়ামী মোর আইসাছিল কালুকা রাতুয়া ⁵ ॥ ৮৮

কোরাণ দেয় কিতাব দেয় খোদার নামে কহি ।

এক সোয়ামী বিনে আমি আর ন জানম ছুই ॥” ৯০

এই কথা শুনি সবে জুলিয়া উঠিল ।

“বাণিজ্যেতে গেলা সাধু কিরূপে আইল ॥” ৯২

ভেলুয়া কহিল—“আমি বলিলাম সৈত্য ⁶ :”

কেহ না করিল হায়রে সেই কথা পৈত্য ⁷ ॥ ৯৪

¹ রৈদর=রৌদ্রের ।

² ছড়া=ছটা ।

³ কাউয়া=কাক ।

⁴ হাইরগ্যম=ফাড়িবাম, ফাড়িয়া ফেলিব, ছিঁড়িব ।

⁵ কালুকা রাতুয়া=কাল রাত্রিতে ।

⁶ সৈত্য=সত্য ।

⁷ পৈত্য=প্রত্যয় ।

কেহ বোলে “ভেলুয়ারে নানান শাস্তি কর ।”

কেহ বলে “তাইর গলায় দড়ি দিয়া মার ॥” ৯৬

বিভলা বলিল,—“তাইরে ১ গাড়িয়া ময়দানে ।

পাগ্লা কুকুর লাগাই দিয়া মারহ পরাণে ॥” ৯৮

ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন শাণ্ডী সোনাই ।

ভেলুয়ারে রাইখলো ঘরে কামুলি ২ বানাই ॥ ১০০

দিশা ৩—হায় হায় নছিবরে :

দাসীর কাম করি ভেলুয়া খায় দুই বেলা ।

যাতনা দিলরে কত ননন্দী বিভলা ॥ ১০২

বাহুর বাজু খুলি নিল আর গলার হার ।

অগ্নিপাটর শাড়ীখানা কাড়ি নিল তার ॥ ১০৪

হাতের কাঙ্কণ নিল গলার হাঁচুলি ।

কাণের শিকল নাকের নথ নিল সকল খুলি ॥ ১০৬

ফজরে উঠিয়া ভেলুয়া গোবর ফেলায় ।

উডান ৪ কুড়াইতে হায়রে তার পরে যায় ॥ ১০৮

ঘর দুয়ার কোড়ে ৫ পৌছে ৬ আনে নন্দীর পানি ।

সোনার অঙ্গ ঢাকে কৈন্তা দিয়া ছিড়া কানি ॥ ১১০

একদিন বিভলা যে কি কাম করিল ।

সাড়ে তিন সের মরিচ আনি বাড়িবারে ৭ দিল ॥ ১১২

ভেলুয়া কাঁদিল হায়রে মাখাত থাবা দিয়া ।

সাড়ে তিন সের মরিচ বাড়িল চৌথর ৮ পানি দিয়া ॥ ১১৪

১ তাইরে = তাকে (জীলিলে ব্যবহৃত হয়) ।

২ কামুলি = দাসী ।

৩ কোড়ে = বাঁট দেয় ।

৪ বাড়িবারে = বাড়িতে ।

৫ উডান = উঠান ।

৬ পৌছে = পুছিয়া রাখে ।

৭ চৌথর = চক্ষু ।

ମତ ଝଲେ ଭେଲୁୟାର ବନେ ବଡ଼ବଡ଼ ।

ବିଭଳା ବକିଆ ଉଡ଼ିଲ ତାହାର ଉପର ॥ ୧୧୬

ଦିବାନିଶି କାନ୍ଦେ କୈନ୍ତା ଦାନା ନାହିଁ ଥାଏ ।

ବିରହେ ତାପିତା ହେୟା ବାରମାସୀ ଗାଏ ॥ ୧୧୮

(୧୦)

ଭେଲୁୟାର ବାରମାସୀ

ଆଇଲ ବୈଶାଖ ମାସ ନତୁନ ବଛର ।

କୈଡେ ^୧ ଗେଲା ସୋୟାମୀ ମୋର ନ ପାଇଲାମ ଥବର ॥ ୨

ଘର ଶୂନ୍ୟ ବାଢ଼ି ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ ଆମାର କେଉ ।

କନ୍ ସାହିଗରର ପାରେ ତୁମି ଗହିନଛ ^୨ ବୈସେ ଡେଉ ॥ ୪

ଜୈଷ୍ଠ ମାସେ ପାକିଆଛେ ଗାଛେ ନାନାନ୍ ଫଲ ।

କନେ ମୋରେ ପାଢ଼ି ଦିବ ଆମ ଆର କାଢ଼ିଲ ^୩ ॥ ୬

ପହ୍ଲୀ ଯଦି ହୈତାମ ଆମି ଛାଡ଼ି ବାଢ଼ି ଘର ।

ଉଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିଆ ଲୈତାମ ତୋମାର ଥବର ॥ ୮

ଆଇଲ ଆଷାଢ଼ ମାସ ନୟା ନବୀନ ପାନି ।

ଚୋଗର ଜଳେ ଭିଜି ଗେଇଁୟେ ଆମାର ଛିଂଡ଼ା କାନି ^୪ ॥ ୧୦

କହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ କାର କାଛେ କହି ।

ଦାରୁଣ ଘୁଃଝେର ଜ୍ୱାଳା ଦିବାନିଶି ସହି ॥ ୧୨

ଆବଣ ମାସେତେ ଚାଷା ବିଲେ ରୋଏ ଧାନ ।

ତୋମାରେ ନା ପାଇ ମୋର କାଁଦିଛେ ପରାଣ ॥ ୧୪

ସେଇନା ନିଶିତେ ତୁମି କେବାର ଖୁଲି ରାଖି ।

ଶିକଲ କାଢ଼ି ପଳାଇଲା ଆମାର ତୋତା ପାଖୀ ॥ ୧୬

^୧ କୈଡେ=କୋଥାୟ ।

^୨ ଗହିନଛ=ଗଣିତେଛ ।

^୩ କାଢ଼ିଲ=କାଁଠାଲ ।

^୪ କାନି=ବନ୍ଧ ।

ভাদ্রমাসে অঙ্গ জলে রবির মত জ্বালা ।

তার উপরে দুঃখ দেরে ননন্দী বিভলা ॥ ১৮

ভরা গাঙে যখন আমি জল আনিতে যাই ।

তোমার ডিঙ্গা আইল বলি ফিরি ফিরি চাই ॥ ২০

আশ্বিনেতে আছ্ মানেতে দেখি চাঁদের হাসি ।

পরানের মাঝে মোর কে ফুঁকে যে বাঁশী ॥ ২২

সোনার অঙ্গ মৈলান ^১ হৈল কে মোরে আর চায় ।

স্বপ্নেতে দেখি তোমায় যৌবন ফাডি ^২ যায় ॥ ২৪

কার্ত্তিক মাসেতে হায়রে ধানে হৈল ক্ষীর ।

তোমার লাগিয়া বঁধু মন নহে থির ^৩ ॥ ২৬

শুকাইয়া যায়রে মধু ফুল হই যায়গৈ ^৪ বাসি ।

পাগলা ভোমরারে মোর দেখে যাও আসি ॥ ২৮

অশ্বাণ মাসেতে ধান উড়িল পাকিয়া ।

কঁড়ে ^৫ গেলে তুমি মোরে একেলা রাখিয়া ॥ ৩০

দাসীর মতন কাম করি পেড়ে ^৬ নাই ভাত ।

মরিচ বাড়িয়া আমার ক্ষয় হৈল হাত ॥ ৩২

পুষ্পল ^৭ মাসেতে হৈল শীতের তাড়না ।

তোমার বিহনে আমার শীত যে মানেনা ॥ ৩৪

কাড়ি নিয়ে লেপ আমার ভরা ছিল রুই । ^৮

ফাড়া ^৯ কাঁথা গায়ত দিয়া ঘরর কোণাত ^{১০} শুই ॥ ৩৬

^১ মৈলান=মলিন ।

^২ ফাডি=কাটিয়া ।

^৩ থির=স্থির ।

^৪ যায়গৈ=বাইতেছে ।

^৫ কঁড়ে=কোন্‌খানে ।

^৬ পেড়ে=পেটে ।

^৭ পুষ্পল=পৌষ ।

^৮ কাড়ি.....রুই=আমার লেপে তুলা (রুই) ভরা ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া ।

^৯ ফাড়া=ফাটা ।

^{১০} কোণাত=কোণে ।

মাঘের শীতে বাঘ ডোঁয়রে ১ আমার কি যে হাল ।
চোগর ২ জলে কাঁথা ভিজাই ঘটাইলাম জঞ্জাল ॥ ৮
ঘরের মাঝে ধুনি ৩ জ্বালি আউন ৪ পোরাই । ৫
ভিতরের আউন আমার কেমনে নিপাই ৬ ॥ ৪০

ফাউনে ৭ কোয়িলা ৮ ডাকে দহিনালী হাবা ৯ ।
দারুণ যাতনায় আমি মাথাত মারি থাবা ॥ ৪২
কখখন ঘুচিবেরে মোর নছিবের লিখন ।
কত দিনে তোমার সঙ্গে হইবে মিলন ॥ ৪৪

ফুরাইয়া গেল বচ্ছর আইল চৈত্রমাস ।
দুঃখ না ঘুচিল আমার ন পূরিল আশ ॥ ৪৬

কেমনে কোথায় আমি পাইব তোমারে ।
কন বন্দরে গেলা তুমি কন সাইগরর পারে ॥ ৪৮

(১১)

জলের ঘাটে

দিশা :—কলিজা সদাই জ্বলেয়ে ।
খিল দুহরে ১ একদিন ভেলুয়া সোন্দরী ।
কলসী লইয়া কান্ধে চলে একাশ্রী ॥ ২
দানা পানি খায় নাই ক্ষুধায় জ্বলে গা ।
ধীরে ধীরে যায় ভেলুয়া নাহি চলে পা ॥ ৪
বাম চোখ কাঁপে তর আরো কাঁপে বুক ।
ঘন ঘন আজি কেন শুকানি যায় মুখ ॥ ৬

-
- ১ ডোঁয়রে=ডাক ছাড়ে । ২ চোগর=চক্কর । ৩ ধুনি=অগ্নিকুণ্ড ।
৪ আউন=অগ্নি । ৫ নিপাই=নিবাই । ৬ ফাউনে=ফান্তনে ।
৭ কোয়িলা=কোকিল । ৮ হাবা=বাতাস ।
৯ খিল দুহরে=দ্বিধ দুশরে, নিম্নরূপে দ্বি-গ্রহরে ।

ঘাটেতে আসিয়া নারী কাঁদিয়া উঠিল ।

আমারে ছাড়িয়ারে সাধু এই পন্থে গেল ॥ ৮

কন্দেশেতে গেলারে তুমি সঙ্গে নেও মোরে ।

ভরা কলসী কান্ধে লৈয়া কেমনে যাইওম ঘরে ॥ ১০

সদাইগরীর দোহাই দিয়া গেলা আমায় ছাড়ি ।

শান্তুড়ী ননন্দী হৈল কাল পরাণর বৈরী ॥ ১২

সাত ভাইয়ের ভৈন আমি মাড়িত * নৈন্দাম † পা ।

সোনালী চাদর দিয়া ঢাকি রাইখতাম গা ॥ ১৪

শত দাসী ছিল মোর সেবার কারণ ।

বিভলার দাসী হইলাম নছিবের ‡ লিখন ॥ ১৬

যে শরীল § থাকিত মোর পালঙ্কর উপরে ।

সে শরীল মাড়ি হৈল গোয়াইলর ঘরে ॥ ১৮

আতর গোলাপজল মাখিতাম অঙ্গে ।

সেই অঙ্গ মজি গৈলগৈ ধুইল * বালুর সঙ্গে ॥ ২০

চান সূর্য দেখে নাই আমার বদন ।

ননন্দী পাঠাইল একা জলের কারণ ॥ ২২

কোথা গেলা সাধুরে মোর আইস জলদি করি ।

ঘাটে জল নিতে আইল তোমার সোন্দরী ॥ ২৪

এই না ভাবিয়া কণ্ঠা কি কাম করিল ।

কলসী রাখিয়া ঘাটে জলেতে নামিল ॥ ২৬

করিব কি ভেলুয়ার চুলের বাখান ।

মাথা ভরা চুলরে তার পায়ের সমান ॥ ২৮

* মাড়িত = মাটিতে ।

† নৈন্দাম = দিতাম না (ন + দিতাম) ।

‡ নছিবের = কপালের ।

§ শরীল = শরীর ।

* ধুইল = ধুলা

চুলের ভরেতে কৈশ্বা উড়িতে ১ ন পারে ।
 নন্দী ২ যেন চুলত ৩ ধরি টানিছে তাহারে ॥ ৩০
 কষ্টে সিন্ধে কুলত উড়ি ভেলুয়া সোন্দরী ।
 চুল শুকাইতে দিল ঘাটে একাধরী ॥ ৩২

(১২)

ভোলা সদাগর

তার পরে কি হইল শুন সভাজন ।
 ভোলা সদাইগরর কিছু কহি বিবরণ ॥ ২
 ভোলা গিয়াছিল জান ৪ মাছিল বন্দর ।
 জাহাজের কামাই ৫ লৈয়া ফিরে আসে ঘর ॥ ৪
 হাট ঘাট নন্দী নালা সকলি বাহিয়া ।
 শাফ্ লা বন্দরর ঘাটে আইল চলিয়া ॥ ৬
 দিশাঃ—বিফলে ঘোবন যায় বৈয়া ।
 ঘাটেতে উড়িয়া ভোলা দিষ্টি ৬ করি চায় ।
 পরীর মতন কৈশ্বা যেন ঘাটে দেখা যায় ॥ ৮
 এক চান্নি উঠে যেন আছমানর উপরে ।
 আজু কেন দেখি চান দরেয়ার ৭ কিনারে ॥ ১০
 কৈশ্বারে দেখিয়ারে ভোলা পাগল হইল ।
 মাঝি মাল্লায় ডাকিয়ারে ছল্লা ৮ যে করিল ॥ ১২
 নছিবের দুখ্ হায়রে খণ্ডন কে করে ।
 ভেলুয়ারে লুডি ৯ নিল ভোলা সদাইগরে ॥ ১৪

১ উড়িতে = উঠিতে ।

২ নন্দী = নদী ।

৩ চুলত = চুলে ।

৪ জান = জানিও, জেন ।

৫ কামাই = রোজগার ।

৬ দিষ্টি = দৃষ্টি ।

৭ দরেয়া = দরিয়া, সমুদ্র ।

৮ ছল্লা = পরামর্শ ।

৯ লুডি = লুটিয়া ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

চঞ্চলা চপলা ডিঙা হাঙ্কারিয়া যায় ।

ডিঙাতে পড়িয়া কৈন্তা করে হায় হায় ॥ ১৬

কুড়িতে কুড়িতে মাথা ফাডিল কোপাল ।

বেবাম দরিয়ায় কৈন্তা দিতে চায় কাল ¹ ॥ ১৮

ধরিয়া রাখিল তারে যত মাঝি মালা ।

নছিতে এত দুখ লিখিয়াছে আল্লা ॥ ২০

“গাঙের কৈতর উড়ি তুমি যাওরে যথা তথা ।

বন্ধের ² লাগল পাইলে কইও আমার কথা ॥ ২২

শুন শুন তুমি ওরে সাইগরের পানি ।

বন্ধের কাছে কইও তুমি আমার দুখখের বাণী ॥ ২৪

নাচিছ সাইগরের ঢেউ তোমায়েও বলি ।

বন্ধের সঙ্গে আর না হৈল আমার কোলাকুলি ॥ ২৬

দহিনালী হাবা তুমি কন দেশেতে যাও ।

দুখখের কথা কৈও যদি বন্ধের লাগল পাও ॥ ২৮

দুখখের কোপাল মোর কেন আইলাম ঘাটে ।

একলা পাইয়া ভোলা চোরা নিল আমায় লুটে ॥” ৩০

এরূপে বিলাপি কৈন্তা করে ধড় ফড় ।

ভাহার নিকটে আইল ভোলা সদাইগর ॥ ৩২

ভোলা বলে “সোন্দর কৈন্তা শুনরে খবর ।

তোমায়ে লইয়া যাইব কাটিলি নগর ॥ ৩৪

দালান কোটা আছে আমার আছে রঙমাহাল ।

নিকা হৈব আমার সঙ্গে সুখে বাইব কাল ॥ ৩৬

ফুলে ভরা মধুরে তুমি ফির একাশ্রী ।

সোনার পালকে তুমি শুইবা সোন্দরী ॥ ৩৮

¹ কুড়িতে—কোপাল=মাথা কুটতে কুটতে কোপাল ফাটিয়া গেল ।

² কাল=লাফ ।

³ বন্ধের=বঁধুয় ।

এমন যৌবন তোমার যায়রে অকারণ ।

বড় সুস্থখে থাকিবারে রাখ আমার মন ।” ৪০

এই কথা শুনি কৈন্তা কঁাদিতে লাগিল ।

চৈক্কের ১ পানিতে তার বৈন্ধ ২ ভিজি গেল ॥ ৪২

“কোথায় এখন আমার সাধু আমার প্রাণধন ।

কেন না হৈল হায়রে আমার মরণ ॥” ৪৩

আমির সাধুর কথা শুনি ভোলা সদাইগর ।

বলিতে লাগিল কথা ভেলুয়ার গোচর ॥ ৪৬

“শুন শুন কৈন্তা ওরে শুন দিয়া মন ।

মাছিল বন্দরে সাধুর হৈয়াছে মরণ ॥ ৪৮

আমরা সকলে তারে দিয়াছি কয়বরে ।

তাহারে পার্শরি এখন চল আমার ঘরে ॥ ৫০

শুন শুন কৈন্তা ওরে মন কর থির ।

সোনা দিয়া বেড়াই দিয়ম শৰ্ব্বাঙ্গ শরীর ॥ ৫২

লাথর ৩ টাকার চন্দ্রহার দিবরে বানাই ।

চলরে সোন্দরী কৈন্তা আমার ঘরত ৪ যাই ॥ ৫৪

ছিড়া বসন ফেলাইয়ারে দিব নীলাম্বরী ।

নাকে নথ কানে বালি দিয়ম সোনায গড়ি ॥ ৫৬

মুক্তায় গাঁথিয়া দিব তোমার গলার মালা ।

তোমার ছরত ৫ মোরে কৈরাছে পাকলা ॥ ৫৮

আমি যে বুঝেছি বিবি তোমার কিস্মত ৬ ।

জহরীর হাতে পৈলা দামী জহরত ॥ ৬০

ধন দৌলত যৌবন মন পাইবারে বেবাক ৭ ।

আর যত বিবি আছে দিবরে তেলাক ৮ ॥ ৬২

১ চৈক্কের = চক্কের ।

২ বৈন্ধ = বন্ধ ।

৩ লাথর = লক্ষ টাকার ।

৪ ঘরত = ঘরে ।

৫ ছরত = সৌন্দর্য্য ।

৬ কিস্মত = মর্ঘ্য ।

৭ বেবাক = সমস্ত ।

৮ তেলাক = তালাক ।

দিন রাইত তোমার মন যোগাইবার তরে ।
 তোমার দাসী হৈয়া তারা থাইক্বে আমার ঘরে ॥ ৬৪
 খাইতা বৈলে ^১ তারা তোমার ধুইয়া দিব হাত ।
 মোরগের ছালন ^২ খাইবা তুলসী মালার ^৩ ভাত ॥ ৬৬
 অন্দর মাহালে আমার ফুলর বাগান ।
 দোনজনে বেড়াইব হাজৈন্তা ^৪ বেয়ান ^৫ ॥ ৬৮
 তেতালার উপরে আমার আছে হাবাখানা ^৬ ।
 সোনার পালঙ্ক তাহে নরম বিছানা ॥ ৭০
 তুমি আমি দোনজনে থাইক্বে বড় স্নেহে ।
 পানর খিলি বানাইয়া দিও আমার মুখে ॥ ৭২
 আমির সাধু মরিয়াছে গিয়াছে বালাই ।
 বড় খোস পাইবা বিবি আমার ঘরত যাই ॥ ৭৪

ভেলুয়া লুচ্চার ^১ কথা পৈতা না করিল ।
 মাথা নীচ করিয়ারে ভাবিতে লাগিল ॥ ৭৬
 “কন অমঙ্গল যদি হৈত সাধুর ।
 মলিন হৈতরে মোর শিরের সিন্দূর ॥ ৭৮
 বুগের মধ্যে ছুপ্ ছুপ্ কৈস্তরে ^২ পরাগ ।
 অমঙ্গল হৈলেরে মোর কাঁপিত নয়ান ॥” ^৩ ৮০
 ভাবিয়া চিন্তিয়া নারী মন কৈল থির ।
 দৃষ্ট ভোলা আবার আসি হইল হাজির ॥ ৮২

^১ বৈলে = বসিলে ।

^২ ছালন = তরকারি ।

^৩ তুলসী মালা = একরূপ অতি সুরু ধান ।

^৪ হাজৈন্তা = সন্ধ্যা বেলায় ।

^৫ বেয়ান = প্রভাত ।

^৬ হাবাখানা = হাওয়া খাইবার ঘর ।

^১ লুচ্চার = বদমাস ।

^২ কৈস্তরে = করিত রে ।

^৩ এই অংশের সঙ্গে “শান্তিনারীর

জোয়া ফুলর ' মতন কৈন্তার আখি ' হৈল লাল ।
 “আমারে লুডিয়া লুচা ঘটাইলি জঞ্জাল ॥ ৮৪
 ঘরর ভিডাত * আররে তোর ন জুলিব বাতি ।
 তোর ধন দৌলতে আমি পায়ে মারি লাথি ॥” ৮৬
 ফিরিয়া কহিল ভোলা,—“শুন বিদি বলি ।
 ফুটা ফুলের মধু খাইব আমি পাকলা অলি ॥ ৮৮
 জানিও জানিও কৈন্তা কি বলিব আর ।
 ভোলার হাতে পড়িয়াছ নাইরে নিস্তার ॥” ৯০

(১২)

পাষণ্ডের হাতে

তার পরে কি হইল শুন বিবরণ ।
 রাত্র নিশাকালে ভোলা করিল কেমন ॥ ৯২
 ডিঙাখানি বাঁধা হৈয়ে চড়ের কিনারে ।
 মাঝি মাঝা ঘুমাইয়াছে নাকে ডাক ছাড়ে ॥ ৯৪
 ধীরে ধীরে আসে ভোলা ধীরে বাড়ায় পা ।
 চমকি চমকি হায়রে উডের তার গা ॥ ৯৬
 আঁয়াস * পাতাল ভাবে কৈন্তা চৌক্কে * নাই ঘুম ।
 ভোলার বজ্জাতি তার হইল মালুম * ॥ ৯৮
 এলিকালে ভোলারে দেখি বড় ভয় পাইল ।
 বাঘের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল ॥ ১০০
 ভোলা বলে, “সোন্দরী গো রাখ আমার মন ।
 পায়ে ধরি মাগি আমি তোমার যৌবন ॥ ১০২
 আমার মাথা খাওরে তুমি আমার মাথা খাও ।
 হাসি মুখে একটিবার আমার মিক্যা ' চাও ॥ ১০৪

১ জোয়া ফুলর = জবা ফুলের ।

২ আখি = আঁখি ।

৩ ভিডাত = ভিটার ।

৪ আঁয়াস = আকাশ ।

৫ চৌক্কে = চক্কে * মালুম = বোধ । ৬ মিক্যা = দিকে ।

বেজার ^১ মুখে বসিয়ারে কেন যে আপশোষ ।

কোলে উঠি আস আমার দেল কর খোস ^২ ॥” ১০৬

দুরন্ত দুর্জিত ভোলা কামেতে অগেন ^৩ ।

ভেলুয়ার নিকটে যাইয়া হৈল আগুয়ান ॥ ১০৮

ক্ষণিক পিছাইয়া নারী কি কাম করিল ।

ছল করি ছস্মনের বুঝাইতে লাগিল ॥ ১১০

“পর পুরুষ তুমি এখন ন ছুইও মোরে ।

যাহা চাও তাহা দিব নিকা হৈলে পরে ॥” ১১২

খুসী হৈয়া দুফু ভোলা দাড়িতে হাত বুলায় ।

ঘন ঘন ভেলুয়ার মুখর মিক্যা চায় ॥ ১১৪

ভেলুয়া কহিল ফিরতুন ^৪ “শুন সদাইগর ।

মনর কথা কইয়ম এখখন তোমার গোচর ॥” ১১৬

“বল বল বল বিবি নিকলি যায় জান ।

হাতে লাগত ^৫ পাইয়ম কখখন আছমানের চান ॥” ১১৮

ভেলুয়া কহিল তখখন, “কেমন কৈরে কই ।

খোদার কছম্ ^৬ কর আগে পছিম মিক্যা হই ॥ ১২০

আমার কথা রাইখবা বলি করহ কছম ।

তার পরেতে তোমার কাছে মন খুলি দিয়ম ^৭ ॥ ১২২

ভোলা বলে, “আমি তোমার হৈলাম গোলাম ।

তুমি যাহা বল আমি করিব সে কাম ॥” ১২৪

খোদার কছম করি ভোলা চাহে কৈন্টার পানে ।

নাকত ^৮ নাকা ^৯ দিয়ারে কৈন্টা বিরিষরে ^{১০} টানে ॥ ১২৬

^১ বেজার = বিমর্ষ । ^২ দেল কর খোস = মন খুসী কর । ^৩ অগেন = অজেন ।

^৪ ফিরতুন = পুনরায় । ^৫ লাগত = স্পর্শ । ^৬ খোদার কছম্.....হই = আগে পশ্চিম দিকে ফিরিয়া খোদার নামে শফখ কর । ^৭ দিয়ম = দিব ।

^৮ নাকত = নাকে ।

^৯ নাকা = নাকে যে দড়ি বাঁধে ।

এখনও পূর্ব বঙ্গের অনেক স্থলে “নাকা দড়ি” অথবা শুধুই “নাকা” শব্দ প্রচলিত আছে ।

^{১০} বিরিষরে = বুঝকে ।

ধীরে ধীরে বলে কৈত্যা,—“শুন সদাইগর ।

আমার কাছে ন আসিবা ছ মাসর ভিতর ॥ ১২৮

এহার অন্তথা হৈলে বিষ করি পান ।

নিরুচয় ১ নিরুচয় আমি তেজিব পরাণ ॥ ১৩০

শুন শুন সদাইগর তোমারে কহি ।

ইদত ২ পালিব ক’মাস খোদার নাম লই ॥” ১৩২

সাপের মতন মাথা নোরাইয়া ভোলা ।

দূরে আসি নানান কথা ভাবিতে লাগিলা ॥ ১৩৩

(১৩)

আমির সাধুর অবস্থা

উজানী নগরে আসি আমির সদাইগর ।

বহুত টাকা লাফ ৩ পাইল হৈল ধনেশ্বর ॥ ২

ছাই ধরিলে সোণা হয় এমন ভাগ্য তার ।

কুজির ৪ গাঙে আইস্লে যেন পুন্নিমার জোয়ার ॥ ৪

যত পাইল তত আশা গেল সাধুর বাড়ী ।

মাছিলি বন্দরে আইল কৈতে সদাইগরী ॥ ৬

কত টাকা লাফ পাইল লেখা জোকা নাই ।

নানা অলঙ্কার বানায় বাইত্যা ৫ বাড়ীত যাই ॥ ৮

১ নিরুচয় = নিশ্চয় ।

২ ইদত = তালাক দেওয়ার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর নূতন স্বামী গ্রহণ করা
ধ্যস্ত স্ত্রীলোকের যে সময় কাটিয়া যায় তাহার নাম ইদত কাল। স্বামীর মৃত্যুর পর
মাস ১০ দিন এবং তালাকের পর ৩ মাস ১৩ দিন এই ইদত কাল।

৩ লাফ = লাভ। ৪ কুজির = উপার্জনের। ৫ বাইত্যা = বণিকের।

কত জিনিষ বেচে কিনে দিলে বড় খুসী ।
সদাইগরী করে সাধু গদির মাঝে বসি ॥ ১০

এইরূপে কয় মাস যায় গত হৈয়া ।
কুস্বপ্নন দেখিল আমির ভেলুয়ার লাগিয়া ॥ ১২
বুক করে দুরু দুরু মন নহে থির ¹ ।
গৌরলধর মাঝিরে ডাকি কহিল আমির ॥ ১৪
সাজাও সাজাও ডিঙা লও টাকা কড়ি ।
শাফলা বন্দরের ঘাটে চল ত্বরা করি ॥ ১৬

ঘাটেতে বসিয়া আমির ফেলিল লঙ্গর ।
ধীরে ধীরে চলি আইল আপনার ঘর ॥ ১৮
পরথমে ² ঘাইয়া সাধু করিল কি কাম ।
মা বাপর চরণে পড়ি জানাইল ছালাম ॥ ২০
মুখে কারো কথা নাহি চোখ জলজলা ³ ।
হেন কালে আসি তথায় বলিলা বিভলা ॥ ২২

“আইলা আমার সাধু ভাইরে এক বছর পরে ।
হারামী ⁴ ভেলুয়া এখন নাহি আর ঘরে ॥ ২৪
ভালা কৈশা বিয়া করি স্নগে ⁵ কর বাস ।
ভেলুয়া থাকিলে এখন হৈত সর্বনাশ ॥” ২৬

কিছু না বুঝিয়া আমির করিল পুছার ⁶ ।
“সোন্দরী ভেলুয়া কঁড়ে ⁷ গেল যে আমার ॥” ২৮

¹ থির = ঠিক । ² পরথমে = প্রথমে । ³ জলজলা = অশ্রুপূর্ণ ।

⁴ হারামী = অকৃতজ্ঞ ।

⁵ স্নগে = স্নেহে ।

⁶ পুছার = জিজ্ঞাসা ।

⁷ কঁড়ে = কোথায় ।

বিভলা বলিল, “সাদু শাস্ত কর মন।

‘তিন দিন আগে তেইর’ হেয়াছে মরণ ॥” ৩০

এই কথা শুনি সাদু করে ধড়ফড়।

আছমান ভাঙি পৈল যেন মাথার উপর ॥ ৩২

দিশা—হায় হায় নছিব রে--

“কিসের ধন কিসের দৌলত কিসের সদাইগরী।

কঁড়ে ২ গেল আমার সাধের ভেলুয়া সোন্দরী ॥ ৩৪

নয়ান ভরিয়া আমি দেখি নাই হায়।

কঁড়ে গেলা সোন্দরী মোর জান নিকলি যায় ॥” ৩৬

এইরূপে কঁাদি কঁাদি আমার সদাইগর।

পুছার ৩ করিল তখ্‌খন বিভলার গোচর ॥ ৩৮

“শুন শুন তৈন বিভলা বলহ খবর।

কন জাগাতে দিলা আমার ভেলুয়ার কয়বর ॥” ৪০

বিভলা বলিল—“ওই সাইগরের কিনারে।

মাডি ৪ চাপা দিয়া আইল তোমার ভেলুয়ারে ॥” ৪২

ধাইয়া চলিল তথায় আমার সদাইগর।

সাইগরের কিনারে দেখিল নতুন কয়বর ॥ ৪৪

কয়বরের উপরে সাদু যায় গড়াগড়ি।

মাডি ভিজি গেল গৈ ৫ তার চোগর জল পড়ি ॥ ৪৬

“আইসরে পরাণর ভেউল্যা কয়বর ছাড়িয়া।

কেমন আছরে মোরে বুকছাড়া করিয়া ॥ ৪৮

উড়ি আস ভেউল্যানে মোর, আমার মাথা খাও।

আর ন হইলে তোমার কাছে মোরে নিয়া যাও ॥” ৫০

১ তেইর=তাহার, (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

২ কঁড়ে=কোথায়।

৩ পুছার=জিজ্ঞাসা।

৪ মাডি=মাটি।

৫ গৈ=গিয়া।

এইরূপে কাঁদি সাধু কি কাম করিল ।

কয়বরের মাড়ি তখন কুঁড়িতে ¹ লাগিল ॥ ৫২

কতক দূর কুঁড়িয়ারে চৌকু করে থির ।

কয়বরেতে কালা কুত্তা ² দেখিল আমিৱ ॥ ৫৪

(১৪)

শুন শুন সভাজন পরে কি হইল ।

ধন দৌলত ছাড়ি সাধু পথর ফকির হৈল ॥ ২

জরির টুপী রেশমী লুঙি ছাড়িল আমিৱ ।

বাড়ী ঘর ছাড়িয়ারে হৈল ফকির ॥ ৪

পিঙ্কনেতে আটুয়া ³ ধুতি কাঁধে লৈল ঝুলি ।

ভাঙা টুপী আনি একটা মাথাত দিল তুলি ॥ ৬

চলিল পাগলা ফকির কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।

নন্দী ⁴ নালা পার হৈয়া আইল চকরিয়া ⁵ ॥ ৮

সেইত মুল্লুকে কত জঙ্গলা পাহাড় ।

ঘুরিয়া ফিরিয়া ফকির শঙ্খ ⁶ হৈল পার ॥ ১০

ছিরমাইর ⁷ কূলে বসি সাধু ছাড়ে চোগর ⁸ পানি ।

আমারে ছাড়িয়া কোথায় উড়িলা পঙ্কিনী ॥ ১২

বহুত মুল্লুক পাগলা ঘুরি ঘুরি যায় ।

কাঁইচা নদীর পারে আইল কুড়াল্যামুড়ায় ⁹ ॥ ১২

চোগে আর পানি নাই মাথা তার খরাপ ।

কি বুঝিয়া পাগলা ফকির খালত দিল ঝাঁপ ॥ ১৬

¹ কুঁড়িতে = খুঁড়িতে ।

² কুত্তা = কুকুর (পুংলব্ধ জাতীয়) ।

³ আটুয়া = আটপোরে ।

⁴ নন্দী = নদী ।

⁵ চকরিয়া = গ্রাম-বিশেষ ।

⁶ শঙ্খ = নদীর নাম ।

⁷ ছিরমাইর = শ্রীমতী নদীর ।

⁸ চোগর = চকুর ।

⁹ কুড়াল্যামুড়া = কর্ণফুলীর তীরবর্তী পাহাড় ।

তিয়ার ১ জোয়ার খালর মাঝে থিয়াই ২ আইয়ের ৩ পানি ।

উতর-মিক্যা ৪ পাগলারে হোতে ৫ লইবার টানি ॥ ১৮

কাউখালির পাক ৬ পার হৈল নানান দুঃখে ।

হাঁজে ৭ আইল আমির ফকিব ইচ্ছামতীর ৮ মুখে ॥ ২০

ইচ্ছামতীর মুখে আসি কি কাম করিল ।

শীতে থর থর কাঁপি রাগন্তা ৯ চলিল ॥ ২২

রাগন্তা চাকালার মাঝে সৈদ নগর ১০ গেরাম ।

গুণিন্ এক আছে তথায় টোনারাই নাম ॥ ২৪

টোনারাই

টোনারাইয়ার কথা কি করি বাখান ।

সারিন্দা বাজাইতে লাইগলে গাঙ বহে উজান ॥ ২৬

বনের বাঘ বশ হয় কাঁদয় হরিণী ।

সাপে মাথা নোয়াই থাকে এমন সে গুণী ॥ ২৮

ফকিরা আসিয়া তার শাহারিদ ১১ হৈল ।

নছিবের যত দুঃখ সকলি জানাইল ॥ ৩০

টোনারাই বলে,—“ফকির শুন দিয়া মন ।

সারিন্দা ১২ শিখিলে হৈব দুঃখ পাসরন ॥” ৩২

১ তিয়ার = তৃতীয়া তিথিতে ।

২ থিয়াই = উচু হইয়া ।

৩ আইয়ের = আসিতেছে ।

৪ উতর-মিক্যা = উত্তর দিকে ।

৫ হোতে = শ্রোতে ।

৬ কাউখালির পাক = কর্ণকুলী নদীতে এইখানে পাক আছে । দক্ষিণ রাউজান মুন্সেফ ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত ।

৭ হাঁজে = সন্ধ্যাকালে ।

৮ ইচ্ছামতী = নদী-বিশেষ ।

৯ রাগন্তা = গ্রাম-বিশেষ ।

আজ কাল এখানে পুলিশ ষ্টেশন আছে ।

১০ সৈদ নগর = গ্রাম-বিশেষ ।

১১ শাহারিদ = শিষ্য, (সাক্ষরদ) ।

১২ সারিন্দা = বাস্তব যন্ত্র-বিশেষ, সারঙ্গ ।

এত বলি টোনারাই কি কাম করিল ।

তার লাগি সারিন্দা এক বানাইতে লাগিল ॥ ৫৪

বৈলাম ১ গাছের সারিন্দা সে মন পোবনার ২ বৈলা ।

দারাইছ ৩ সাপের রগ ৪ দিয়া তার বানাইলা ॥ ৩৬

ধল্যা ৫ ঘোড়ার ফালের ছড় নোয়াসী গাছের লাসা ৬ ।

সারিন্দা তৈয়ার হৈল দেইখতে বড় খাসা ॥ ৩৮

এমনি গুণের গুণিন্ টোনা কি বলিব আর ।

“ভেলুয়া” “ভেলুয়া” ডাকে সারিন্দার তার ॥ ৪০

সারিন্দা বাজায় ফকির চোগর জল ছাড়ি ।

পেটে নাই দানা পানি ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥ ৪২

ঝড়ে ভিজে রৈদে পোড়ে শীতে কাঁপে গা ।

পরছিমের পন্থে আইল পাগলা ফকির ॥ ৪৪

নানান গেরামে ঘুরি ফৈত্যাবাজে ৭ আইল ।

মুড়ার ৮ গোড়াত ঘুরি ঘুরি খুলসীর ঢালা ৯ পাইল ॥ ৪৬

ঢালার পরছিম কূলে কাটিলি নগর ।

বেশুয়ার ১০ দেখিল তাতে কোটা কোটি ঘর ॥ ৪৮

১ বৈলাম=গাছ-বিশেষ ।

২ মন পোবনা=গাছ-বিশেষ, কিন্তু “মন পবন” শব্দ প্রথমতঃ “মন এবং পবনের মত দ্রুত” এই অর্থে ব্যবহৃত হইত । এই শব্দ প্রাচীন বাঙ্গলায় বহু স্থানে পাওয়া যায় । শব্দটি অলৌকিক একটা কোন সংস্কার-জাপক । প্রায়শঃ নৌকা-সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয় । ‘মন পবনের বৈঠা’ কথাটা মূলতঃ

৩ দারাইছ=দাঁড় সাপ,

কোন কোন স্থানে ইহাকে ‘চেয়া’ বলে ।

৪ রগ=শির ।

৫ ধল্যা=খেতবর্ষ ।

৬ লাসা=আঠা-বিশেষ, কাঠ জোড়া

দেওয়ার জন্ত ব্যবহৃত হয় ।

৭ ফৈত্যাবাজ=গ্রাম-বিশেষ ।

৮ মুড়া=কুন্ড পাহাড় ।

৯ খুলসীর ঢালা=গিরিবন্ধ-বিশেষ ।

ইহার নাম Tiger pass ।

১০ বেশুয়ার=বাহা শুয়ার (গল্লা)

করা যায় না, অসংখ্য ।

(১৫)

ভোলার আলয়ে

গাছের মাথাত রৈদ পড়িল লাহাচাহা বেল ১ ।
 হেন কালে লুচ্চা ভোলা ভেউল্যার খরে গেল ॥ ২
 মুখেতে হুগন্ধি পান দাড়িতে আতর ।
 ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল আন্দর ॥ ৪
 “ছ মাস গত হৈয়ারে গেল ফুরাইল মেয়াদ ।
 এখন বিবি পূর্ব্বর সৈত্য ২ করয়ে এয়াদ ৩ ॥” ৬
 ভেলুয়া কহিল,—“আমার মন কেমন করে ।
 মাপ কর সদাইগর মাপ কর মোরে ॥” ৮
 ভোলা বলে,—“তোমার কাছে আমি মাপ চাই ।
 ফায়দা কি হবে আর আমারে ভাড়াই ৪ ॥” ১০
 এমনি কালে সেই ফকির ছিঁড়া কানি পিঁধা ৫ ।
 বাহিরে “ভেলুয়া” বুলি বাজাইল সারিন্দা ॥ ১২
 সোন্দরী ভেলুয়া শুনি চকমক্যা ৬ হইল ।
 হাসিয়ারে লুচ্চা ভোলা কহিতে লাগিল ॥ ১৪
 “দেল খোস কর আমার মাগি এই ভিখ্ ৭ ।
 কালুকা নিকার দিন করিয়াছি ঠিক ॥” ১৬
 আবার “ভেলুয়া” বুলি বাজিল সারাং ।
 অধীর হইল হায়নে ভেলুয়ার পরাণ ॥ ১৮

১ লাহাচাহা বেল = একটু একটু বেলা ; তখন বেলা অতি অল্পই ছিল ।

২ সৈত্য = সত্য ।

৩ এয়াদ = অরণ ।

৪ ভাড়াই = বঞ্চনা করিয়া ।

৫ পিঁধা = পরিহিত ।

৬ চকমক্যা = চঞ্চল ।

৭ ভিখ = ভিক্ষা ।

ভোলা বলে,—“কহ বিবি হৈলা এখন রাজি ।
খোত্বা ১ পড়িবা কালি আইলে সরার কাজি ২ ॥” ২০

পাগলা ফকির সারাং বাজায় ঘন ঘন ।
ভেলুয়ারে ডাকি যেন কে করে রোদন ॥ ২২
সোন্দরী ভেলুয়া তখন ঘরর বাহির হৈল ।
ছাদর উপর গিয়া দেখিতে লাগিল ॥ ২৪
ছিঁড়া কানি পিঁধারে তার ছিঁড়া কানি পিঁধা ।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফকির বাজায় সারিন্দা ॥ ২৬
কটা তাহার মাথার চুল লম্বা মোচ দাড়ি ।
সারিন্দা বাজায় ফকির চোগর জল ছাড়ি ॥ ২৮

ভেলুয়ার পিছে আসি কহিলরে ভোলা ।
“দেল খোস কর আমায় জবাব দিয়া খোলা ॥” ৩০
ভেলুয়া শুনিতেছিল সারিন্দার সুর ।
আনমনে কৈল কথা, “কররে সবুর ॥” ৩২
ঠাহার করি চাহি ভেলুয়া চিনিতে পারিল ।
দোন চোগর জল তার টলমল হইল ॥ ৩৪
ভেলুয়ার অনুরোধে ভোলা সদাইগর ।
ফকিরারে থাকিবারে দিলা একখান ঘর ॥ ৩৬

(১৬)

মিলন

ভাত পানি খাই ফকির করিল শয়ন ।
চোগে নাই ঘুম তার মন উচাটন ॥ ২

খোত্বা = বিবাহের মন্ত্র ।

সরার কাজি = বাহারি বিবাহের খোত্বা (মন্ত্র) পড়ায় ।



সারেঙ্গের সুর-সুধা ভেলুয়া—১২৮ পৃঃ

রাত্রি নিশা কালে ভেউল্যা কি কাম করিল ।
ফকিরার ছুয়ারে যাইয়া হাজির হইল ॥ ৪
কেয়ারেতে ^১ টুকি ^২ দিল সাড়া শব্দ নাই ।
ভেলুয়া ভাবিল সাধু পড়িছে ঘুমাই ॥ ৬

“ছুয়ার খুলে দাওনা” বৈলে আবার দিল লাড়া ।
ধীরে ধীরে উডি আইল পাগলা ফকিরা ॥ ৮

“সাধু” “সাধু” বলি ভেউল্যা বুক লৈল টানি ।
অঝোরে ঝারতে লাগিল দুই নয়নের পানি ॥ ১০
লোটন কৈতরের ^৩ মতন ধরিল বেরাই ^৪ ।
চারি চোগে পানির হোত ^৫ মুখে কথা নাই ॥ ১২
সুখে দুখ্খে ফকিরার কাঁপিল সর্বগা ।
ভেলুয়ার মুখ চাহি করি রহিল হা ॥ ১৪
শরমিন্দা ^৬ হইয়া তখন ভেলুয়া সোন্দরী ।
ছালাম জানাইল সাধুর দোন পায় ত পড়ি ॥ ১৬

একে একে কইত লাগিল সকল বিবরণ ।
যত দুখ্খ পাইল হায়রে বিভলার কারণ ॥ ১৮
একে একে জানায় কৈন্তা আপনার হাল ।
“রাত্রি নিশাকালে আসি ঘটাইলা জঞ্জাল ॥ ২০
কোটার ^৭ কেবার ^৮ খুলি গেলারে চলিয়া ।
ভালা মন্দ কিছু মোরে না গেলা বলিয়া ॥ ২২

^১ কেয়ারেতে = দরজাতে ।

^২ টুকি = হাতের শব্দ ।

^৩ লোটন কৈতর = নোটন পায়রা ।

^৪ বেরাই = বেড়িয়া, জড়াইয়া ।

^৫ হোত = শ্রোত ।

^৬ শরমিন্দা = লজ্জিতা ।

^৭ কোটার = প্রকোষ্ঠের, ঘরের ।

^৮ কেবার = দ্বার ।

খোলা কেবার দেখিয়ারে তোমার ভৈন ^১ বিভলা
 কলঙ্ক রটাইয়া মোরে যত দুখ্খ দিলা ॥ ২৪
 তার পরে মায়ে ভৈনে পাড়া পরশী মিলি ।
 ঘরের বাহির কৈল মোরে বানাইল কামুলি ^২ ॥ ২৬
 নানান মতে দুঃখ্খ তারা দিল জনে জন ।
 একাশ্বরী পাঠাইল জলের কারণ ॥ ২৮
 ভরা কলসী কাছে লৈয়া ঘরে আমি ফিরি ।
 এন্নি কালে ভোলার চর কৈল আমায় চুরি ॥ ৩০
 ছয় মাস কাটাইয়াছি দুখ্খ ভোলার ঘরে ।
 নানান ছলনা দিয়া বুঝাইয়াছি তারে ॥ ৩২
 তোমার বলিতে আমার বুগ ^৩ ফাড়ি যার ^৪ ।
 নিকার দিন ঠিক কৈরাছে কালি শুক্লরবার ॥” ৩৪

সাধু বলে “শুন কৈল্যা মোর বিবরণ ।
 মায়ে ভৈনে কৈল ^৫ তোমার হৈয়াছে মরণ ॥ ৩৬
 সাইগরের পারে যাইয়া কুড়িলাম কয়বর ।
 কালা কুন্ডা পাইলাম এক তাহার ভিতর ॥ ৩৮
 দোজকের ^৬ মতন আমি দেখির ^৭ দুখ্খাই ।
 পাগলা সাজিয়া তাই ফকিরী কামাই ॥” * ৪০

বুকে বুকে মুখে মুখে তারা দুইজন ।
 নানা কথা কৈল হায়রে ঝরিল নয়ন ॥ ৪২
 ভেলুয়া কহিল শেষে সময় আর নাই ।
 রাইতে রাইতে চল আমরা এই দেশ ছাড়ি যাই ॥ ৪৪

^১ ভৈন=ভগিনী ।

^২ কামুলী=দাসী ।

^৩ বুগ=বুক ।

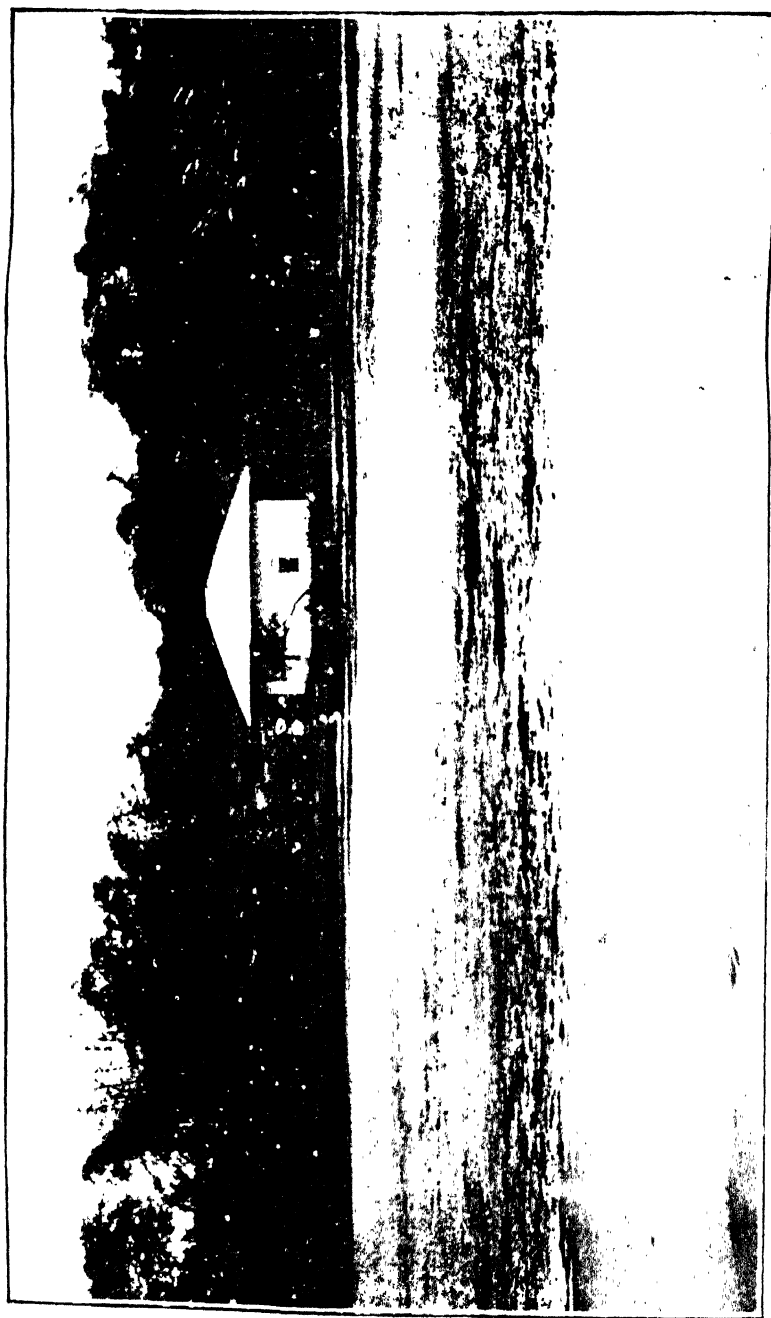
^৪ যার=যাইতেছে ।

^৫ কৈল=কহিল ।

^৬ দোজকের=নরকের ।

^৭ দেখির=দেখিতেছে ।

* এই জন্ত পাগলা সাজিয়া ফকিরী করিয়া বেড়াইতেছি ।



কাকি মুনাফের দীঘি—১৩১ পৃঃ

আমির সাধু বলে, “আমি চোরার পোলা নই ।
 যাইতাম নয় ভোলার মতন চুরি করি লই ১ ॥” ৪৬
 কাউয়া ২ করে কলরব কোকিলা কুশরে ৩ । ৪৭
 উপায় না দেখি ভেউল্যা চলি গেল ঘরে ॥ ৪৮

(১৭)

কাজির বিচার

সেই দেশে বিচার করে বুড়া মুনাপ কাজি ।
 ফজরে ৪ ফকির তানে দিল এক আর্জি ॥ ২
 গেদায় ৫ বসিছে কাজি মুখে পেঁজের ৬ নল ।
 পাইক পেয়াদা আশে পাশে দাঁড়াইছে সকল ॥ ৪ ৫
 ছালাম জানাইয়া ফকির বলে মাথা কুড়ি ৭ ।
 আমার ভেলুয়ারে আইন্তে ৮ দুই ভোলা লুডি ৯ ॥ ৬
 আর্জি পাইয়া মুনাপ কাজির রাগ হৈল ভারি ।
 ভোলারে ধরিয়া আইন্তে ১০ পরণা ১১ কৈল জারি ॥ ৮
 পাইক পেয়াদা ধরি লই আইল ভোলা সদাইগরে ।
 মুখর ধূমা ছাড়ি কাজি তারে পুছার ১২ করে ॥ ১০
 “ফকিরার বধূরে তুমি আইনাছ লুডিয়া ।
 এখন নাকি জোর জুলুমে তেইরে কর বিয়া ॥” ১২

-
- ১ যাইতাম নয়.....চুরি করি লই=ভোলার মতন আমি তোমাকে চুরি
 রিয়া লইয়া যাইতে পারিব না । ২ কাউয়া=কাক ।
 ৩ কুশরে=কুহরে । ৪ ফজরে=প্রভাতে ।
 ৫ গেদায়=গদিতে । ৬ পেঁজের=পেজ (জ্ঞান), কুণ্ডলীকৃত ।
 ৭ কুড়ি=কুটিয়া । ৮ আইন্তে=আনিয়াছে ।
 ৯ লুডি=লুটিয়া । ১০ আইন্তে=আনিতে ।
 ১১ পরণা=পরোয়ানা । ১২ পুছার=জিজ্ঞাসা ।

ভোলা বলে, “ঝুটা কথা ফকিরা পাগল ।
 তার বধু আমি কঁড়ে পাইলাম লাগল ॥ ১৪
 ঘরে ঘরে যাইয়া বেটা সারিন্দা বাজায় ।
 সোন্দর বধু দেইখলে পরে তাহারে ফুশায়” ১ ॥ ১৬
 নববই বছর বয়স কাজির শতর ২ বাকী দশ ।
 মাড়ির মাঝে দাঁত নাই তবু মুখে রস ॥ ১৮
 যৌবনে আছিল কাজি পাক্সা বদমাস ।
 শত শত কুলনারীর কৈল সর্বনাশ ॥ ২০
 কয়বরের মাঝে হৈছে বিছানা তৈয়ার ।
 তবু অ স্বভাবের দোষ না ঘুচিল তার ॥ ২২

“মধু ভরা ফুল আল্লা মিলাইল আজি ।”
 খানিকক্ষণ ভাবি চিন্তি কহিলেন কাজি ॥ ২৪
 “শুন শুন শুন ওরে ভোলা সদাইগর ।
 বিবিরে লইয়া আইস আমার গোচর ॥ ২৬
 তোমার বধু হৈলে তুমি পাইবা হদেহদ ৩ ।
 ফকিরারে দিয়ম আমি সাত বছর কদ ৪ ॥” ২৮

এই কথা শুনি ভোলা বাড়ীর মাঝে যাই ।
 ভেলুয়ারে নানান কথা দিলরে শিখাই ॥ ৩০
 পাল্কির মাঝে করি তবে ভোলা সদাইগর ।
 ভেলুয়ারে লই আসিল মুনাপ কাজির ঘর ॥ ৩২
 পাল্কি হৈতে বাহির হৈল বিজলীর কণা ।
 ভেলুয়ারে দেখি কাজির হইল ভাবনা ॥ ৩৪
 কাজি বলে—“কহ বিবি ছাড়িয়া সরম ।
 দোন জনের মাঝে তোমার কে হয় খসম ॥” ৩৬

ফুশায় = ফুসলায় ।

২ শতর = এক শত বৎসরের

হদেহদ = ঠিকঠিক ।

৪ কদ = কয়েদ ।

যুদ্ধ-যাত্রা

কাঁদিতে কাঁদিতে আমি'র কি কাম করিল ।
 শাফ্লা বন্দরে যাইয়া উপনীত হইল ॥ ৬০
 বাপেরে কহিল সাধু সকল সমাচার ।
 মায়ে'র কহিতে কথা ফাডিল বুক তার ॥ ৬২
 মানিক সদাইগর শুনি বলে গৌরলধরে ।
 চৈদ্ কাহন ডিঙা আমার জলাদ সাজাওরে ॥ ৬৪
 সেনা সৈন্য লাঠিয়াল সব চলি যাও ।
 কাটুলি নগর তোমার সদাইগরে ডুপাও ॥ ৬৬
 “সাজ সাজ” বলিয়া বন্দরে পৈল সাড়া ।
 চট্ করি সাজি লৈল কোতোয়ালের পাড়া ॥ ৬৮
 এমন সাজা সাজের সেনা হাতে লয় কোঁছ ।
 পরছিমা সেপাই সাজিল বড় বড় মোচ ॥ ৭০
 তারপরে সাজে সেনা বন্দুক লয় কাঁধে ।
 কোমরেতে সৰুলেতে ধারাল কিরিচ বাঁধে ॥ ৭২
 লাঠিয়াল হাতে লৈল রণ বাঁশ ¹ লাম্বা ।
 কেঁড়া বাই'রগ্যা ² লৈল কেহ যেমন ঘরর খাম্বা ॥ ৭৪
 লোক লঙ্কর সাজে কত লেখা জোকা নাই ।
 মোটের উপর সাজি লৈল দশ হাজার সেপাই ॥ ৭৬
 গৌরলধর মাঝি আসি হুকুম ভালা দিল ।
 চৈদ্ ³ কাহন ডিঙা ঘাটে সাজিতে লাগিল ॥ ৭৮
 পরথমে সাজায়রে ডিঙা নামেতে “ফোরকান” ।
 ছাহাত ⁴ করি তুলি লৈল কিতাব আর কোরাণ ॥ ৮০

¹ রণ বাঁশ = যুদ্ধের বাঁশ ।

² কেঁড়া বাই'রগ্যা = এক রকম বাঁশ ।

³ চৈদ্ = চৌদ্দ ।

⁴ ছাহাত = প্রথম শুভচিহ্ন ।

দুতীয়ে ^১ সাজায়রে ডিঙা নামে “কালধর” ।
 সেই ডিঙাতে সোয়ার হৈল আমির সদাইগর ॥ ৮২
 তারপরে সাজায় ডিঙা নামেতে “কৈল্যাণ” ।
 সেই ডিঙাতে তুলি লৈল বন্দুক আর কামান ॥ ৮৪
 চতুর্থে সাজায় ডিঙা নামে “কাঞ্চন মালা” ।
 সেই ডিঙাতে তুলি লৈল বারুদ আর গোলা ॥ ৮৬
 তারপরে সাজায় ডিঙা নামে “গুয়াধর” ।
 সেই ডিঙাতে উডিল যত লোক আর লস্কর ॥ ৮৮
 ষষ্ঠেতে সাজায় ডিঙা নামে “হংসমালা” ।
 সেই ডিঙাতে সোয়ার হৈল যত লাঠিয়াল ॥ ৯০
 তারপরে সাজায় ডিঙা “শ্যামল সোন্দর” ।
 পরছিমা সেপাই উডিল তাহার উপর ॥ ৯২
 “হাজরা” নামেতে এক সাজাইয়া ডিঙা ।
 ঢাক ঢোল তুলি লৈল বড় বড় শিঙা ॥ ৯৪
 নবমে সাজায় ডিঙা নামে “খৈয়াপাটি” ।
 সেই ডিঙাতে তুলি লৈল কেঁডা বাইর্গ্যার ^২ লাড়ি ॥ ৯৬
 তারপরে সাজায় ডিঙা নামে “রংমালা” ।
 ঢাল কিরিচ লৈল তাতে বাছি ভালা ভালা ॥ ৯৮
 “হকচুর” নামে এক ডিঙা সাজাইল ।
 ছ’মাসের নানান খানা তার উপরে লৈল ॥ ১০০
 তারপরে সাজায় ডিঙা নামে “আউল কাউল” ।
 সেই ডিঙাতে তুলি লৈল ভাল চিকন চাউল ॥ ১০২
 তারপরে সাজায় ডিঙা নামে “হরমুর” ।
 মিঠা জল ভরিয়ারে ডিঙা কৈল পূর ॥ ১০৪
 শেষেতে সাজাইল ডিঙা নামে “লক্ষ্মীধর” ।
 তার উপরে সোয়ার হৈল মাঝি গোরলধর ॥ ১০৬

^১ দুতীয়ে = দ্বিতীয়ে ।

^২ কেঁডা বাইর্গ্যা = এক রকম বাঁশ ।

হু হু করি ছুঁড়িলে চৈদ্র কাহন ডিঙা ।
 ঢাক ঢোল বাজে আর মাঝি ফুকে শিঙা ॥ ১০৮
 সেনা সৈন্য ডাক ছাড়ে “বদর” “বদর” ।
 পলাইল যত আছে কুস্তীর হাঙ্গর ॥ ১১০
 হু হু করি ছুঁড়িল ¹ বাতাস পালে দিল ডাক ।
 তিন দিনে আইল তারা কাটুলির বাঁক ॥ ১১২
 ঘাটেতে আসিয়া সাধু মারিল কামান ।
 বিজলী ঠাড়ার ² যেন ভাঙিল আছমান ³ ॥ ১১৪

(১৮)

পাপিষ্ঠের পরিণাম

শুন শুন কিছু কথা মুনাপ কাজির ।
 ভয় পাইয়া ভোলার বাড়ীত হইল হাজির ॥ ২
 কাজি বলে, “শুন ভোলা তোমার কাছে কহি ;
 বড় দুঃখ পাইলাম আমি ভেলুয়ারে লই ॥ ৪
 আছমানের পরী কৈন্যা নতুন যোবন ।
 আমার লাগিয়া তার ন ভিজিল মন ॥ ৬
 তোমার উপরে তেইর ⁴ পৈরাছে ⁵ নজর ।
 ভেলুয়ারে নিয়া তুমি সুখে কর ঘর ॥” ৮
 কাজির কথায় ভোলা হাসে মনে মনে ।
 “সোন্দরী ভেলুয়ার নজর পৈল ⁶ এত দিনে ॥” ১০
 কাজি বলে, “সোন্দরীর অস্থি চর্ম্ম সার ।
 বিমারে ⁷ পড়িয়া তোমায় ডাকে বারে বার ॥” ১২

¹ ছুঁড়িল = ছুঁটিল ।

² ঠাড়ার = ঠাঠা বজ্র ।

³ আছমান = আসমান ।

⁴ তেইর = তাহার (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়) ।

⁵ পৈরাছে = পড়িয়াছে ।

⁶ পৈল = পড়িল ।

⁷ বিমারে = ব্যারামে ।

ঘাটেতে পড়িল আবার কামানের ডাক ।
 নাকারা টিকারা আর বাধিতেছে ঢাক ॥ ১৪
 কাজি বলে, “শুন ভোলা পাইলাম খবর ।
 ভেলুয়ারে নিত আইস্বে ¹ আমির সদাইগর ॥” ১৬

এই কথা শুনি ভোলা ক্ষণিক ভাবিল ।
 লাঠিয়ালে ববকন্দাজে সাজিতে কহিল ॥ ১৮
 সাজিতে লাগিল কাজির পাইক পেয়াদা সব ।
 কাটুলি নগরে পৈল “সাজ” “সাজ” রব ॥ ২০
 কোমরেতে বাঁধি কিলিচ হাতে লৈয়া ঢাল ।
 কাটুলি নগরে সাজে যত কোতোয়াল ॥ ২২
 হাজারে হাজারে সৈন্য সাজিয়া আসিল ।
 কাটুলি নগরে হায়রে লড়াইর সুরু হইল ॥ ২৩
 ঢাক ঢোল দগড়েতে ঘন মারে কাডি ² ।
 লড়াইর ধমকে কাঁপে কাটুলির মাডি ॥ ২৬

আমির সাধুর সৈন্য ছুড়ে ³ করি “মার” “মার” ।
 বন্দুকের ধুমায় হৈল দেশ অন্ধকার ॥ ২৮
 আমির সাধু মারে কামান গোলা ছুড়ি যায় ।
 কিবা রাত্র কিবা দিন চিহ্ন নাহি তায় ॥ ৩১
 বহুত মানুষ মারা পৈল কাটুলি নগরে ।
 কাঁদা-কাডির ⁴ রোল পড়িল গরীব দুইখার ⁵ ঘরে ॥ ৩২
 কার গেল হাত কাটা কার পদ নাই ।
 কত জন মরার ভিতর রহিল লুকাই ॥ ৩৪

¹ নিত আইস্বে = নিতে আসিয়াছে ।

² কাডি = কাঠি, ঢাক প্রভৃতি

বাজাইবার অস্ত্র কাঠের বা বাঁশের ছোট খণ্ড-বিশেষ ।

³ ছুড়ে = ছুটে ।

⁴ কাঁদা কাডি = কান্নাকাতি ।

⁵ দুইখা = দুঃখী ।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

সাইগরের জল হায়রে করেরে টলমল ।

আমার মুন্সুক ঘেন পড়ি যায় তল ॥ ৫৬

এইমতে সাত দিন গুজারিয়া গেল ।

ভোলা আর কাজির সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল ॥ ৫৮

ভোলারে ধরিয়া আইনল^১ করিয়া সন্ধান ।

আমির সাধুর দুশমনের লইল গদ্বান ॥ ৪০

নোগের^২ গোড়াতে পরাণ কাজির করে খড়ফড় ।

খাপ্পড় মারিল তারে মাঝি গৌরলধর ॥ ৪২

জমিনের উপরে কাজি পড়িল পাক্কাই^৩ ।

মরার মতন রৈল হায়রে হোস গোস নাই ॥ ৪১

লাঠিয়াল আর সৈন্য সবে ডাকি সাধু বলে ।

“এক কাম কর এখন তোমরা সকলে ॥ ৪৬

দুরন্ত দুর্জ্জন ভোলা হস্তুর^৪ আমার ।

বাড়ী ঘর ভাঙি তার করিবা ছারখার ॥ ৪৮

তিষ্ঠা^৫ না মিটিল আমার লৈয়া বেটার জান ।

ভোলার ভিড়াত রাইখতাম চাহি একটি নিশান ॥ ৫০

কাটিবা কাটিবা পুনী^৬ সেই ভিড়ার মাঝার ।

ভেলুয়ার দীঘি বলি নাম রাখিবা তার ॥” ৫২

তারপরে আমির সাধু কি কাম করিল ।

ভেলুয়ার সন্ধান লৈতে কাজির ঘরে গেল ॥ ৫৪

^১ আইনল = আনিল ।

^২ নোগের = নথের ।

^৩ পাক্কাই = পাকাইয়া, চক্রাকারে ঘুরিয়া ।

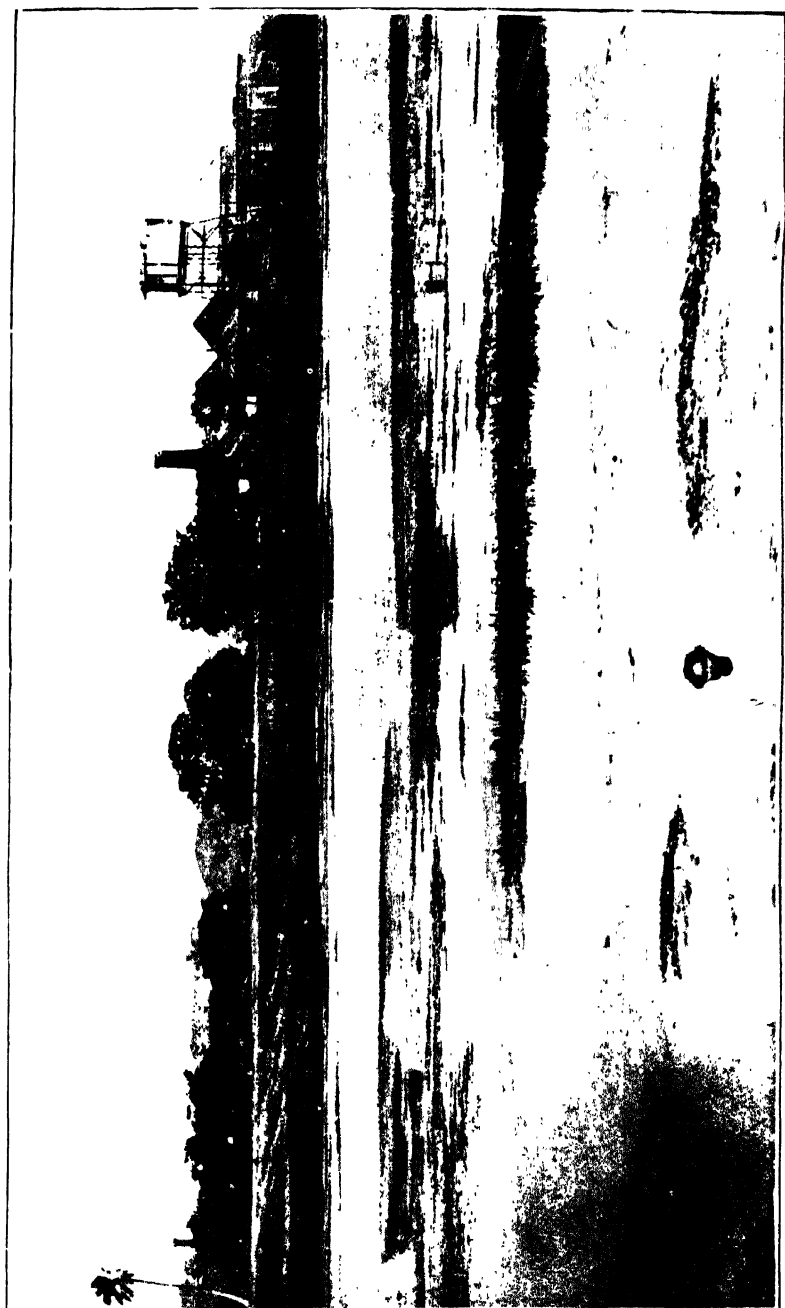
^৪ হস্তুর = শত্রু ।

^৫ তিষ্ঠা = তৃষ্ণা ।

^৬ পুনী = পুষ্করিণী, দীঘি ।

^৭ মৈলান = মলিন ।

পৃ. ৭০৫—বিদ্যুৎ।



(১৯)

শেষ দৃশ্য

ভেলুয়া কাজির ঘরে বিমারে পড়িল ।

সোণার অঙ্গ মৈলান * হৈয়া হাড়েতে মিলাইল ॥ ২

মনের আগুনে জ্বলি থানা দিল ছাড়ি ।

কখ্ খন হাসে কখ্ খন কাঁদে মাথাত থাবা মারি ॥ ৪

কখ্ খন বকে কখ্ খন আবার বারমাসী গায় ।

পাগল হইল হায়রে নানান চিন্তায় ॥ ৬

এই আবস্থায় † তখ্ খন আমির সদাইগর ।

ভেলুয়ারে লইয়ারে আইল ডিঙার উপর ॥ ৮

“কার লাগি করিলা মরে বিষম লাড়াই ।

কল্লিকর ‡ মাঝে আমার ফুল যায় শুকাই ॥ ১০

ভাঙি নের § ঘর আল্লা নাহি দিতে ছানি ।

পহির শুকাইয়া যায় ন উড়িতে পানি ॥” ১২

হাতে ধরি ভেলুয়ারে কাঁদিছে আমির ।

মুখে নাই কথা কৈন্তার দোন চৌখ থির ॥ ১৪

যুদ্ধ জিনি আসে সাধু শাফ্ লা বন্দরে ।

খুসী হৈয়া বাপ মায় রোস্ নাই করে ॥ ১৬

সধবা বিধবা আর পাড়ার যত নারী ।

ধাইয়া আসিল তারা সদাইগরর বাড়ী ॥ ১৮

/ হাঁহলা ‖ গাহিছে কেহ, কেহ দে জোয়ার ¶ ।

ঘাটে বাজে ঢাক ঢোল নহবত আর ॥ ২০

* আবস্থায় = অবস্থায় ।

† কল্লিকর = কলিকার ।

‡ নের = নিতেছে ।

§ হাঁহলা = বিবাহের সময় মুসলমান রমণীরা যে

গান গাছে তাহাকে ‘হাঁহলা’ বলে।

¶ জোয়ার = জোকার (জয়কার) ।

বন্দরের লোক জন দেখে খাড়া হই ।

ঘাটে আইল চৈদ্য ডিঙা মরা কৈল্লা লই ॥ ২২

সাইগরের পারে দিল ভেলুয়ার কয়বর ।

তারৈ ^১ কিনারে সাধু ঘুরে আট পহর ^২ ॥ ২৪

পেড়ে ক্ষুধা নাই তার মুখে নাই বাণী ।

কলিজাতে লো ^৩ নাই চোখে নাই পানি ॥ ২৬

সেই না নিশিতে আমির কয়বরেতে দেখে ।

সাতটি পরী আসিয়ারে ভেলুয়ারে ডাকে ॥ ২৮

উঠিল উঠিল কৈল্লা ছাড়িয়া কয়বর ।

পরীর সঙ্গে উর্কা দিল ^৩ আছমানর উপর ॥ ৩০

^১ তারৈ = তারই ।

^২ আট পহর = অষ্ট প্রহর, সমস্ত দিনরাত্রি ।

^৩ লো = রক্ত ।

^৩ উর্কা দিল = উড়িয়া গেল ।



আমির ও সাতটি পরী—১৪০ পৃঃ

ହାତୀ-ଧେନୁ

ভূমিকা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম বৈঠকের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে—বাল্মীকীরাই প্রথমে হাতী ধরিবার কৌশল জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন, বজ্রের উত্তর-পূর্ব-প্রাস্তিস্থিত গভীর অরণ্যসমূহ হস্তিজাতির সর্বপ্রধান আবাসস্থল এবং এই হস্তিসম্পদই বজ্রের অন্যতম গৌরব। শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে—বাল্মীকীরাই হস্তিরোগের সর্বপ্রথম চিকিৎসক। খৃষ্ট জন্মবার চারি শতাব্দী পূর্বে কিংবা ততোধিক প্রাচীন সময়ে ‘পালকাপ্য’ নামক পূর্ব-ভারতীয় কোন লোক হস্তিচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় “হস্ত্যায়ুর্বেদ” পুস্তক রচনা করেন। লোহিত নদ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে পালকাপ্য জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রদেশ এখন পর্য্যন্ত হস্তীর প্রধান আবাসভূমি বলিয়া স্বীয় চিরস্তন গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বহু শতাব্দী পরে আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছিলেন যে, দিল্লীশ্বরের হস্তিশালার শ্রেষ্ঠ হস্তী-গুলি ব্রহ্মপুত্রনদের উভয়-পার্শ্ববর্তী গিরি-সঙ্কুল প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। এদেশের প্রাচীন প্রবাদ যে, পালকাপ্য অর্দ্ধেক হস্তী ও অর্দ্ধেক মানুষ—এক অদ্ভুত রকমের মিশ্র আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্যামগায়ন। পূর্ব-ভারতীয় পর্বতমালার সামুদ্রেশে ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত কোন স্থানে এই শ্যামগায়ন ঋষি বাস করিতেন। পূর্বোক্ত প্রবাদে এ কথাও জানা যায় যে, পালকাপ্যের মাতা হস্তিনী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি কোন অনার্য্য-বংশসম্ভূতা নারী। সেই প্রাচীন যুগে অনার্য্যেরা বিজয়ী আর্য্য-দিগের নিকট হইতে এই প্রকারের নানারূপ উদ্ভট উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। আমাদের পুরাণগুলিতে নাগ, বানর, পক্ষী প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট অনার্য্যদের উল্লেখ সর্বদা পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রামগায়ন ঋষি কোন অনার্য্য রমণীর পাণিপীড়ন করার ফলে পালকাপ্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া হস্তিজাতির চিকিৎসার জ্ঞান আয়ুর্বেদ লিখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই পুস্তকখানি সংস্কৃতে রচিত হইলেও সেই সংস্কৃতির ছন্দ এবং শব্দসমূহে অনার্য্য-ভাষার অনেক নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। আমাদের সংগৃহীত হাতী-খেদার গানগুলিতেও “ধুঞ্চি” এবং “মংলা” নামক দুইজন অনার্য্য শিকারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহারা খুব সম্ভব পালকাপ্যের মাতৃকুলসম্ভূত। এই আর্য্যরক্ত-লাঞ্ছিত অনার্য্যগণই আর্য্যপিতৃকুলের সভ্যতা আংশিকভাবে আয়ত্ত করিয়া বহুযুগ যাবৎ ভীষণ আরণ্যক জন্তুসমূহ বশীভূত করিবার কৌশল দেখাইয়া আসিতেছে। ইহারাই খেদা-নিষ্কাশনের প্রবর্তক। বর্তমান কালে কাপ্তেন কল্ড্‌ওয়েল এবং তাঁহার সহকর্মীরা পূর্ব-ভারতীয় শিকারীদের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহারা কয়েকজন ভারতীয় শিকারীকে খেদা-নিষ্কাশন শিক্ষা দিবার জন্য আফ্রিকায় লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের ফেটস্ম্যান পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি কৌতূহলপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, কাপ্তেন কল্ড্‌ওয়েল সদলবলে খেদার কৌশল সম্যক রূপে শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ইহা আমাদের বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, শতসহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ যে বিজ্ঞায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যুরোপের কৃতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং খেদার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত-ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার এই গৌরবসম্বন্ধে বাঙ্গালীরা কিছুমাত্র অবহিত নহেন। এই ভাবেই আমরা ইংরেজগণের নিকট পপোকাটিপ্যাটেল এবং কামস্কাটকা কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়া বৃথা পাণ্ডিত্যের অভিমানী হইয়াছি, অথচ নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বয়নবিজ্ঞা, স্বর্ণরৌপ্যের শিল্প এবং অপরাপর বিজ্ঞা ভুলিয়া বসিয়াছি। আমরা কৃষক-কবির নিকট হইতে হাতী-খেদার যে বিস্তৃত বিবরণ পাইতেছি তাহা নিরঙ্কর চাষার বিজ্ঞা বলিয়া যেন অবহেলা না করি। তবে এইটুকু ভরসার বিষয় যে, কল্ড্‌ওয়েল সাহেব ইঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন, সুতরাং এখন আমরা খুব জোরের সহিত তালি দিয়া দোহার-গিরি করিতে পারিব।

চট্টগ্রামের পূর্ব-সীমান্তবর্তী শৈলমালার সঙ্গে ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের নাতিবৃহৎ গিরিরাজি একটি সুদৃশ্য মণিমালার দ্বারা সংগৃহীত। ইহার হিমালয়েরই সম্মান-সমৃদ্ধি এবং মনে হয় যেন গিরিরাজের পরিচ্ছদের উপাস্তবর্তী হইয়া শিশুর দ্বারা দাঁড়াইয়া আছে। এই শতসহস্র ক্রোশ-ব্যাপী অরণ্যসঙ্কুল সুবিস্তৃত গিরিভূমিতে হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, গয়াল প্রভৃতি ভীষণ প্রকৃতির জন্তুরা বিহার করিতেছে। আমরা এই পালাগানে পাইতেছি যে, এই সমস্ত গিরিগহ্বর বিপুলকলেবর অজগর এবং চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি সর্প বিচরণ করে, তাহাদের মুখের সন্ধান পাইলে বহুদূরে পুচ্ছের খোঁজ করিতে হয়। দলবদ্ধ হস্তীর বৃহৎশব্দে এই সমস্ত অতিকায় সর্পও গিরি-গহ্বরের নিগূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত হয়। একদিকে এই সমস্ত ভয়াবহ জন্তুরা বিহার করিয়া থাকে, এবং অপরদিকে চাকমা, মুন্স, জুমিয়া প্রভৃতি জাতির পর্বতের সান্নিধ্যদেশে বিচিত্র বাসভূমি নির্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে। মনুসংহিতায় এই সমস্ত পার্বত্য জাতিকে ‘কিরাত’ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এবং রামায়ণে আমরা যে হেমাভ কিরাতের উল্লেখ পাই সম্ভবতঃ সেই কিরাতের ব্রহ্মজাতিরই পূর্বপুরুষ।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, হস্তীর লোভে মুসলমানেরা এই অঞ্চল আক্রমণ করিত। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অথবা অন্য কোনরূপ আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সহায়তার জন্য ত্রিপুরার রাজগৃহবর্গ অনেক সময়ে সুবর্ণগ্রাম ও লক্ষণাবতীর মালিককে শতাধিক হস্তী উপঢৌকন পাঠাইতেন। ত্রিপুর-রাজবংশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত “রাজমালা”য় এই সকল বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে :—

“সর্বভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্যস্থান,
পুনর্বীর গেল গোড়েশ্বর বিভ্রমান।
বহু করি হস্তী নিল অতি বৃহত্তর,
দেখিয়া সম্ভ্রষ্ট হৈল গোড়ের সৈন্য।
রাজপুত্র জ্ঞানবান্ হেন হৈল জ্ঞান,
গোড়েশ্বর আপনেহ করিল বাখান।

রত্নফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল,
রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গোড়েশ্বর দিল ।
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে,
বিদায় হইয়া রাজা চলিলেক দেশে ।

* * * *
* * * *

গোড়েশ্বর স্থানে পুনঃ কহিলেক আর,
বঙ্গলোক কত পাইলে রাজ্যেতে নিবার ।
পুনঃ দশ হস্তী দিল গোড়েশ্বর তরে,
তুষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল বঙ্গ অধিকারে ।
পরয়ানা করি দিল বার বাঙ্গালাতে,
নবসেনা যতেক মিলানি করি দিতে।”

এইরূপে অনেক সময়ে হস্তী উপচৌকন পাঠাইয়া ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ
নগরের মনস্তৃষ্টি সাধন করিতেন । মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময় হাতী
বাদসার দরবারে নজরানা দেওয়া হইত, রাজমালায় উল্লেখ আছে—

“গোবিন্দ মাণিক্য রাজা পুনর্ব্বার হৈল ।
তদবধি নজরানা হস্তীর করিল ॥”

হিংস্রজন্তুসঙ্কুল জঙ্গলে বাস করিতে হইলে কতকটা হিংস্রস্বভাব
অবলম্বন করিতে হয় । এই পার্শ্ববর্ত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত শিকার-
প্রিয় । শতাধিক বৎসর পূর্বে চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ‘ডালা-শিকারী’
নামক এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল । বৃহদাকার একখানি ডালার উপর
প্রথমতঃ একটি মশাল প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তারপর এক ব্যক্তি ঐ প্রকাণ্ড
ডালা মাথায় করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে অন্ধকার রাত্রিতে গভীর
জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং আর একজন লোক তরবারিহস্তে ডালার নীচে
ছায়ার তলায় তাহার অনুসরণ করে । ব্যাঘ্র, হরিণ, গয়াল প্রভৃতি (হিংস্র)
জন্তু বাঘের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে ডালার সম্মুখীন হয় এবং
স্বযোগমতে অনুসরণকারী তরবারির আঘাতে ঐ পশুর প্রাণবধ করিয়া

থাকে। সাপের মুখে অনেক ডালা-শিকারী প্রাণ হারাইত। এখন চট্টগ্রামে ঐরূপ ডালা-শিকারী আর দেখা যায় না। এখনও চট্টগ্রাম ও ইহার পূর্বতর পার্বত্য প্রদেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে অনেক রকম শিকার-পদ্ধতি দেখা যায়। ইহাদের খড়গ ও তীর কখনই পক্ষর নখ ও দন্তের নিকট হটিয়া যায় নাই। এই খেদার পালা-গানটিতে জানিতে পাশ যায় যে, পালা-গায়কগণের মতে হস্তীর মত কোন জন্তুই ভয়াবহ নহে। তাহার কারণ ইহারা দলবদ্ধ। ঘাঁহারা বৃহৎ হস্তী দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, পোষাহাতী দেখিয়া হস্তিজাতির ভীষণতা অনুভব করা যায় না। যখন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে তখন নববর্ষাগমে দলিত-অঞ্জননিভ বিরোট মেঘপুঞ্জের সঙ্গে তাহাদের তুলনা হইতে পারে। কৃষক-কবি লিখিয়াছেন, বহুক্রোশ ব্যাপিয়া শত শত হস্তী একসঙ্গে বাস করে; তাহাদের অধ্যুষিত বিস্তৃত বনভূমি একেবারে মরুর ন্যায় নির্জল ও ভয়াবহ। সেই স্থানের উর্দ্ধে কোন পক্ষী উড়িতে সাহস পায় না। ইহাদের ভয়ে নিকটবর্তী জলপ্রবাহে কোন মৎস্য সম্ভরণ করে না; সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুগুলি সেই অঞ্চল হইতে বহুদূরে বাস করে। ইহারা যখন একত্র বৃহৎ করে তখন মনে হয়, যেন জগতের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িবে। অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি ইহারা শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিলে তাহাদের সপ্ততলভেদী শিকড় শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় উপাড়িয়া আসে। এই সকল বর্ণনায় কৃষক-কবি কতকটা কল্পনার দোড় দেখাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা সমধিক অতিরঞ্জন আমরা পাই যেখানে কবি বলিতেছেন যে, হস্তিনীর গর্ভে এক একটি শাবক এগার বৎসর বাস করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয় এবং যখন হস্তিনীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয় তখন তাহার চীৎকারে সমস্ত গিরিকন্দর বেদনাতুর হইয়া প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। কবি পালায় প্রথমে লিখিয়াছেন যে, এই বৃহৎ হস্তীর চক্ষু-দুইটি ক্ষুদ্র; ইহা মঙ্গলময় বিধাতার অতি কল্যাণকর বিধান; যেহেতু, হস্তী যদি নিজের বিরোট বপু দেখিতে পাইত তবে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা পাওয়া সুকঠিন হইত। হায়! আমাদেরও কি সেই দশা নয়? ‘ভাই ভাই ঠাই ঠাই’ হইয়া আমরা যে কত প্রকাণ্ড তাহা প্রতিমুহূর্তে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভগবন্! আমাদেরকে চক্ষু দাও যেন আমরা আমাদের অখণ্ড অবয়ব দেখিতে পাই।

আমরা চট্টগ্রাম এবং তম্রকটবর্তী প্রদেশের শিকারীদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। শিকারীরা তিন প্রকারে হস্তী ধৃত করিয়া থাকে—

(১) খেদা—হাতীগুলিকে খেদাইয়া (তাড়াইয়া) কোন একটি বিশেষ স্থানে আনিয়া আবদ্ধ করিতে হয়। ইহাকেই “খেদা” বলে এবং খেদাই অপরাপর উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ। এই পালায় এই রকমের খেদার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) পরতালা-শিকার—কোন গুপ্তা অথবা ‘মক্না’ (পুরুষ হস্তী) মদভ্রান্ত হইয়া যখন দল হইতে ছুটিয়া আসে তখন কয়েকটি ‘কুনকী’র (স্ত্রী হস্তীর) সাহায্যে গুপ্তা হস্তীকে কোশলে আটকাইয়া ফেলা হয়। এই উপায়কে পরতালা-শিকার কহে।

(৩) ফাঁসি-শিকার—কুনকীকেই ফাঁসি-শিকারে ধরা যায়। দুইটি কিতিনটি পোষা হাতী কোন বন্য কুনকীর সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলে তাহারা ঐ বন্য হস্তিনীকে লইয়া পর্বত হইতে নীচে নামিয়া আসে। এই সময়ে সূচতুর মাহত একটা রজ্জু সেই বন্য হস্তিনীর শুণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। হস্তিনী আপন প্রকৃতিবশতঃ সেই রজ্জু শুণ্ডের দ্বারা খেলাইতে খেলাইতে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যাহাতে রজ্জুর কাঁদটি ফাঁসের মতন গলা জড়াইয়া ধরে। তখন সেই হস্তিনী মাহতের নিকট চির-দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

হাতী-খেদার অনেকগুলি কেন্দ্র ছিল। পালা-গানে “থম্মু-ফালুম” নামক হাতী-খেদার একটি স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই স্থানটি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত। উত্তর দিকের পোহনা-পরীর মুল্লুকের উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। পোহনারা জাতিতে হিন্দু, ইহারা একজাতীয় নর্তকী—দেখিতে অতিশয় সুন্দরী এবং খর্বাকৃতি। ব্রহ্মদেশে পোহনার নাচ একটি দেখিবার জিনিষ বটে। পোহনা-পরীর মুল্লুক বলিতে মণিপুর বুঝা যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে আসামের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক হাতী ধৃত হয়। আমরা নিম্নে হাতী-খেদার কেন্দ্রগুলি নির্দেশ করিতেছি—

চট্টগ্রাম—(১) গৰ্জ্জনিকার পাহাড় (২) ডুলাহাজরা (৩) চুনতির পাহাড় (৪) খুস্তাখালী ছড়ার প্রান্তভাগ (৫) বাজাল হালিয়া (৬) নলুয়া ছড়া।

পার্বত্য চট্টগ্রাম—মাইয়নির মুখ।

ত্রিপুরা রাজ্য—(১) অমরসাগর দোয়াল (২) মন্স দোয়াল (৩) ছাইমা দোয়াল (৪) দেওগাং দোয়াল (৫) ধলাই দোয়াল (৬) কল্যাণপুর দোয়াল (৭) কমল থা দোয়াল।

এই পালা-গানটি ছাড়া আমরা আর একটি ক্ষুদ্র হাতী-খেদার গান পাইয়াছি। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সেই গানটি চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামনিবাসী মকবুল আহামদ প্রণীত। কয়েক বৎসর পূর্বে চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অছি মিঞা নামক একজন বিখ্যাত শিকারী কি ভাবে খেদা-নিষ্কাশনপূর্বক অনেকগুলি হাতী ধরিয়াছিলেন, এই গানে সেই বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। চট্টগ্রাম চক-বাজার-নিবাসী নীলকৃষ্ণ রায় নামক একজন ধনাঢ্য জমিদার এই খেদা-নিষ্কাশনের ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। অছি মিঞার সহকর্মীদের মধ্যে মফিজুল্লা চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথমতঃ মাসিক ১০ টাকা জন হিসাবে পাঁচ শত কুলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গে বন্দুক, খড়গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল। শিকদার মেহের আলী সেই বনপ্রদেশে তাহাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ ইহার “ধুকি” নামক এক মগের সাহায্য লাভ করিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মকবুল আহামদ এই ব্যাপারের একটি উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। গুপ্তা হস্তীর দ্বারা পদদলিত হইয়া কিরূপে “ধুকি”মগ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং কিরূপে খেদা হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টায় অনেকগুলি হাতী ভগ্নদস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কিরূপে সেই বনপ্রদেশে শিকারীদের শতশত মশালের আলোকে অন্ধকার রাত্রি দিনের মতন উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও শতশত হিন্দু-মুসলমান দর্শকগণের তাঁবু স্থাপিত হওয়াতে কিরূপে সেই লোক-বিরল বনভূমি কয়েকদিনের জন্ত জনকোলাহল-মুখরিত নগরীর স্যায় হইয়া উঠিয়াছিল, এই পালা-গানটিতে সেই কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত

হইয়াছে। এই খেদায় ৪৫টি হাতী ধৃত হয়। তাহার প্রায় সমস্তই মৈমনসিংহের জমিদার মহারাজ সূর্য্যকান্ত চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। পাঁচ বৎসর অতীত হইল এই হাতী-শিকারী অছি মিঞা ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন।

আমাদের বর্তমান খেদার পালায় যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা পূর্বোক্ত মকবুলের রচিত গানের বহু পূর্ববর্তী ঘটনা এবং ইহা এই প্রথম প্রকাশিত হইল। কে ইহা রচনা করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী চট্টগ্রামের দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ পর্য্যটন পূর্বক অতিক্রম্ণে বহু কৃষকের মুখ হইতে এই পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। অছি মিঞার পিতা গোলবদনের শিকার-কাহিনী সংবলিত বর্তমান পালাটি শত বৎসর পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই পালার ভাষা গ্রাম্যতার দ্বারা জটিল হইলেও অতি উপাদেয়। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে প্রাকৃত ভাষার যতটা নিদর্শন পাওয়া যায় অল্প কোন বাঙ্গালা পুস্তকে তদ্রূপ প্রাকৃত-বহুলতা বিরল। মুসলমান কবির রচিত হইলেও ইহার মধ্যে উর্দু কি ফার্সীর অনাহুত দোঁরাঙ্ক্য নাই। বিচিত্রভাবে উদ্ভেজনামূলক এই শিকার-কাহিনীটি খুব দ্রুত এবং কৌতুকবহু ছন্দে রচিত হইয়াছে। ইহা এত স্বাভাবিক যে আমরা যেন এই ছন্দের তালে তালে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে হস্তীর পদক্ষেপ, ঝরণায় জলপান, শিকারীদের বিকট চীৎকার ও অস্ত্রশস্ত্রের বন্বন্ শব্দ শুনিতে পাই। এই পালা-গানের রস জীবন্ত এবং একান্ত চিত্তাকর্ষক। চাষাদের ভাষায় যে কতটা জোর আছে এবং তাহারা সহজসৌন্দর্য্য ও কবিত্ব আয়ত্ত করিতে যে কতদূর পটু তাহা এই পালা-গানটি পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য, আশুবাবু এই পালা-গানটি সংগ্রহ করিতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যেক খেদাকে স্রবণে পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিয়া পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। গত এপ্রিল মাসে তাঁহার নিকট হইতে আমি পালাটি পাইয়াছি। এই ভূমিকার কতক কতক বিবরণও আশুবাবুর সংগৃহীত নোট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই পালা-গানের গ্রাম্যকবির ছন্দ ও পয়ারের মিলের প্রতি আশ্চর্য্য লক্ষ্য আছে। উপাস্ত্যাস্বরের মিল সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ভদ্রকবির রচনায় এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি লক্ষিত হয় না। ইহার ছন্দ প্রয়োজনানুযায়ী বিদ্রুত অথবা মন্থর, সর্বদা ঘটনার উপযোগী। যে সকল চিত্র কবি দিয়াছেন তাহা কোন স্থানে দুর্বোধ্য নহে। কবিশ্বের প্রবাহ স্রোতের জলের মত উচ্ছসিত; কোথাও শক্তির অভাবে তাহার গতি ব্যাহত হয় নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

হাতী-খেদার গান

পর্যবেক্ষণে আল্লার নাম করিয়া স্মরণ ।

দরুদ ১ ছালাম ভেঞ্জি ২ নবীর চরণ ॥

আচ্চমানেতে চান সুরুজ রইয়ে কত দূরে ।

লাখে লাখে তারা আরো চাকর ৩ মতন ঘুরে ॥

কনে ৪ যে কাডিল ৫ এই বেমান ৬ সাইগর ৭ ।

কেমনে হইল নন্দী ৮ আরো বালুর চর ॥

কনে বানাইল ৯ মুড়া ১০ কতুন ১১ মাডি ১২ আনি ।

দেবার ডাকে ১৩ কনে পেলায় ১৪ আচ্চমানর খুন ১৫ পানি

কনে দিল হস্তপদ কনে দিল মাথা ।

বিচির ১৬ ভিতর গাছ আর গাছর ভিতর পাতা ॥

পরভুর অসাধ্য কর্ম নাইরে দুনিয়াইত ১৭ ।

দিনরে করিতে পারন ১৮ আঁধারিয়া রাইত ॥

তান ১৯ ইসারায় বাদসা হয় যে ফকির ।

সতান ২০ কখনো হয় সরিয়তের পীর ॥

১ দরুদ=সভক্তি ।

২ ভেঞ্জি=জানাই ।

৩ চাকর=চাকর, চক্রেয় ।

৪ কনে=কে ।

৫ কাডিল=কাটিল ।

৬ বেমান=অনন্ত ।

৭ সাইগর=সাগর ।

৮ নন্দী=নদী ।

৯ বানাইল=প্রস্তুত করিল ।

১০ মুড়া=পাগড় ।

১১ কতুন=কোথা হইতে ।

১২ মাডি=মাটি ।

১৩ দেবার ডাকে=মেঘ-গর্জনে ।

১৪ পেলায়=ফেলায় ।

১৫ আচ্চমানর খুন=আস্চমান হইতে ।

১৬ বিচির=বৌজের ।

১৭ দুনিয়াইত=দুনিয়াতে ।

১৮ পারন=পারেন ।

১৯ তান=তাহার ।

২০ সতান=সয়তান ।

ঘর বাড়ী টাকা পৈসা ১ মিছা জিন্দিগানি ২ ।
 টলমল করে যেমন কচু পাতার পানি ॥
 ওরে সিনা ৩ ফাডি ৪ একদিন বাহির হৈব দম ৫ !
 পরনা ৬ লইয়া হাতে হাজির আছে যম ॥
 হয়াত ৭ ফুরাইয়া গেলে চল যাইয়মগই ৮ ।
 অকাঁদনা কাঁদির কেন ছাড়া ভিড়া ৯ লই ॥
 মওতের ১০ পরে হবে আখেরের ইজ্জাপ ১১ ।
 জন্মাবধির গুনা ১২ আল্লা তুমি কর মাপ ॥ (১-২২)

(২)

শুন শুন সভাজন শুন সমাচার ।
 হাতী খেদার কিস্তা ১৩ কহি অতি চমৎকার ॥ ২
 শুন আচানক কাণ্ড হাতীর চরিত ।
 এত বড় জানোয়ার নাই পৃথিবিত ১৪ ॥ ৪
 এগার বছর হাতীর বাচ্চা পেটে থাকে ।
 বাঘ ভাল্লুক পোলায় ১৫ ডরে গুণ্ডা হাতীর ডাকে ॥ ৬
 পরসবের ১৬ কালে হয়রে কি বলিব আর ।
 গুজরি গুজরি ১৭ কুনকী ১৮ ভাঙে যে পাহাড় ॥ ৮

-
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ১ পৈসা = পয়সা । | ২ জিন্দিগানি = জীবন । |
| ৩ সিনা = বক্ষ । | ৪ ফাডি = ফাটিয়া । |
| ৫ দম = প্রাণ । | ৬ পরনা = পরগুনা । |
| ৭ হয়াত = আয় । | ৮ যাইয়মগই = যাবগিয়া অর্থাৎ যাইব । |
| ৯ ভিড়া = ভিটা । | ১০ মওতের = মরণের । |
| ১১ ইজ্জাপ = বিচার । | ১২ গুনা = গুণ । |
| ১৩ কিস্তা = কেচ্ছা, কাহিনী । | ১৪ পৃথিবিত = পৃথিবীতে । |
| ১৫ পোলায় = পলায় । | ১৬ পরসবের = প্রাসবের । |
| ১৭ গুজরি গুজরি = গর্জন করিতে করিতে । | ১৮ কুনকী = হস্তিনী । |

হাতীর ঠেং দেখিতে যেমন গুদামের * থম ২ ।
 মুড়ার পন্থত * লাগত পাইলে হাতী মাইনসর যম ॥ ১০
 ডাঁহর ডাঁহর * কাণ যেমন দুইয়ান কুলা ।
 দাঁতাল হাতার দাঁত দুইটা মাঘ মাশ্চা মূলা ॥ ১২
 টেংকির সমান ছোড়তা * তার মাথা সদাই হেট ।
 ছোড ছোড * চোগ হাতীর ডোলর * মতন পেট ॥ ১৪
 কে বুঝিতে পারে ভাইরে আল্লার কেরামত ।
 হাতীর গা দেখিলে হাতীর ঘটিত বিপদ ॥ ১৬

(৩)

ঝাঁকে ঝাঁকে চলে হাতী অঘোর জঙ্গলে ।
 খেদা বানাই ধরে মাইনসে হেক্‌মতেরি কলে ॥ ২
 আগা পিছা হাতীর খোঁচ * একই বরাবর ।
 খোঁচ ধরি পাঞ্জালী * লয়রে হাতীর খবর ॥ ৪
 কোথায় থাকে এত হাতী আসে কোথা হৈতে ।
 শুনিয়াছি থোরা * কথা বুড়াবুড়ী কৈতে * ॥ ৬
 ওরে আচমানলাগা * মুড়া আছে চাঁড়ীয়ার * পুগে * ॥ ৮
 কুকী মুরুং পাহাড়ীরা দিন কাডায় * সুগে * ॥ ৮

* গুদাম=Godown মাল বোঝাই করিবার বৃহৎ গৃহ। ২ থম=থাম।

* পন্থত=পথে। * ডাঁহর ডাঁহর=ডাঙ্গর ডাঙ্গর, বড় বড়।

* ছোড়তা=শুণ্ড। * ছোড ছোড=ছোট ছোট।

* ডোল=বাঁশের নির্মিত ধাতু রাখিবার পাত্র-বিশেষ, এক রকম গোলা।

* খোঁচ=পদচিহ্ন। * পাঞ্জালী=পাঁজালী, বাহার। বনে

হাতীর অনুসন্ধান করে।

* থোরা=সামান্য। * কৈতে=কহিতে।

* আচমানলাগা=গগনস্পর্শী। * চাঁড়ীয়ার=চাটিগায়ের।

* পুগে=পূর্বে। * কাডায়=কাটার। * সুগে=সুখে।

কুকীর মুল্লুক ছাড়ি গেলে আছে গহিন বন ।
 মস্ত মস্ত গাছ সেথায় বাঁশ বেত হন ॥ ১০
 অঘোর জঙ্গল সেই ওর নাহি তার ।
 দিনে রাইতে একই মত গুটগুট্যা ১ আধার ॥ ১২
 একছড়ি ২ হাঁড়ি ৩ গেলে ছমাসের পথ ।
 লাখে লাখে হাতী থাকে সেই জঙ্গলত ॥ ১৪
 একান্তরে ৪ থাকে হাতী একই ছুল্লুক ।
 সে গহিন বনে নাইরে বাঘ আর ভাল্লুক ॥ ১৬
 আচ্ছানে উড়ে না পক্ষী জলে নাইরে মাছ ।
 উপাড়িয়া ফেলে হাতী মস্ত মস্ত গাছ ॥ ১৮
 সেই জঙ্গলের কথা কি বলিব আর ।
 হাজার হাজার মাইল নাইরে শুমার ৫ ॥ ২০
 দক্ষিণেতে আছে জাগা ৬ “থম্মু-ফালুম” ৭ নাম ।
 সেই জাগাতে বর্ম্মার মাইনসে করে খেদার কাম ॥ ২২
 পোহনাপরী ৮ মুল্লুক উত্তরেতে জানি ।
 সাদা হাতী খায়রে পুগে ৯ ঐরাবতীর ১০ পানি ॥ ২৪

১ গুটগুট্যা = নিবিড় ।

২ একছড়ি = একদিকে ।

৩ হাঁড়ি = হাঁটিয়া ।

৪ একান্তরে = একসঙ্গে ।

৫ শুমার = গণনা ।

৬ জাগা = জায়গা ।

৭ “থম্মু-ফালুম” = ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত হাতী-খেদার স্থান ।

৮ পোহনাপরী = মণিপুরের এক শ্রেণীর নর্ত্তকী । ইহারা হিন্দুজাতীয়া ।

ইহারা রেঙ্গুনে নাচগান করিয়া থাকে । এই পোহনার নাচে মস্ত হইয়া উটুগ্রামপ্রবাদী অনেক মুসলমান শ্রমজীবী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায় ।

৯ পুগে = পূর্বে ।

১০ ঐরাবতী = ইরাবতী নদী ।

(৪)

আহন ^১ মাসে খোয়া ঝরের ধানে লৈল পাক ।

করলডেয়ার ^২ মুড়ার মাঝে শুইন্লুম হাতীর ডাক ॥ ২

পাহাড়ীর মুখ শুকাইল—ওরে মুখ শুকাইল

ক্ষেতি গেল, ভাবনা বিস্তর ।

জুম্মা ^৩ উডিল ^৪ মোচার উয়র ^৫ বাঙ্গাল লৈল ঘর ॥ ৪

(হৈল ভাবনা বিস্তর)

মুড়ার শুড়িত ^৬ বাড়ী যারার—ওরে বাড়ী যারার

হৈল তারার, নোগর ^৭ গোড়াত জান ।

বনর হাতী খাইলো হায়রে পুগর ^৮ বিলর ধান ॥ ৬

(ওরে পুগর বিলর ধান)

হাইল্যা ^৯ চাষার কুশাল ^{১০} ক্ষেতি—ওরে কুশাল ক্ষেতি

খাইল হাতী, খোদায় দিল দাগা ।

পৈমাল ^{১১} করিয়া গেল দোনাদোনি ^{১২} জাগা ॥ ৮

(হায়রে দোনাদোনি জাগা)

^১ আহন=অগ্রহায়ণ ।

//^২ করলডেয়ার=চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার পূর্বের পাহাড়-বিশেষ ।
গ্রামের নামও করলডেঙ্গা ।

^৩ জুম্মা=জুম্মিয়া ।

^৪ উডিল=উঠিল ।

^৫ মোচার উয়র=মাচার উপর ।

^৬ শুড়িত=সামুদ্রেশে ।

^৭ নোগর=নথের ; নথের অগ্রভাগে প্রাণ অসিল, অর্থাৎ অত্যন্ত ভয় হইল ।

^৮ পুগর=পূর্বদিকের ।

^৯ হাইল্যা=বাহারা হাল চবে ।

^{১০} কুশাল=আক, ইচ্ছা ।

^{১১} পৈমাল=পয়মাল, সর্বনাশ ।

^{১২} দোনাদোনি=জমির মাপ-বিশেষ ; সাধারণতঃ ১৬ বিঘায় এক কাপড় জমি হয় ; ১৬ কাপড়তেই এক চৌগ বা দোন ।

কারো খাইল বাইয়ন ১ মূলা—ওরে বাইয়ন মূলা

মৈক্যাগুলা, ২ ডলি ৩ গেল ভুঁই ৪ ।

কাঁইচনীর মা বুড়ী বলে 'হেঁয়র ডুয়া ৫ কই' ॥ ১০

(হায়রে ডলি গেল ভুঁই)

কেহ কাঁদে মাথাত হাত দি—ওরে মাথাত হাত দি

নিম্ববধি, চৈক্ষের ৬ জল ঝরে ।

বৌ-পোয়া বে মারা যাইব আইয়ের ৭ যে বছরে ॥ ১২

(হায়রে চৈক্ষের জল ঝরে)

ধূয়ানছিব হায়রে হায়—

ঝরে ভিজি রৈদে পুড়ি করিলুমরে চাষ ।

বনলা ৮ হাতী যে এইবার কৈল সর্বনাশ ॥ ১৪

ধন নাই দৌলত নাই গায়ে ছিড়া তেনা ৯ ।

বৌয়র জেয়র ১০ বাঁধা দিয়া করিলুমরে দেনা ॥ ১৬

কেমনে হুজিব ১১ দেন ১২ খাল্যা ১৩ বৈল গোলা ।

কি খাইব সোণার মাণিক এক বছরগ্যা ১৪ পোলা ॥ ১৮

নছিবের দোষে এইবার ভাসি গেল সব ।

বনলা হাতী যে হৈল খোদার গজব ॥ ২০

১ বাইয়ন=বেশুন ।

২ মৈক্যা=ভুট্টা ।

৩ ডলি=শিষিয়া ।

৪ ভুঁই=ভূমি ।

৫ হেঁয়র ডুয়া=স্বপ্নাকৃতি শিমের গাছ ; (হেঁই=শিম) ।

৬ চৈক্ষের=চোখের ।

৭ আইয়ের=যাহা আসিতেছে অর্থাৎ আগামী ।

৮ বনলা=বন ।

৯ তেনা=হিন্ন বস্ত্র ।

১০ জেয়র=অলঙ্কার, জহরৎ ।

১১ হুজিব=শোধ করিব ।

১২ দেন=দেনা, কর্জ ।

১৩ খাল্যা=খালি, শূন্য ।

১৪ এক বছরগ্যা=এক বৎসর বয়স্ক ।

এইরূপে কাঁদে চাষা হাতীর পৈমালে ^১ ।

পাহাড়িয়া জুম্মা ^২ চাউ-ম্মা ^৩ পড়িল বেনালে ॥ ২২

বাঁশ কাউয়েয়া ^৪ ছন কাউয়ের হইল দুর্গতি ।

ঢালার ^৫ মুয়ত ^৬ বন ^৭ হৈলরে মাইন্সর গতাগতি ^৮ ॥ ২৪

বাঘ ভাল্লুক পোলায় ডরে পঙ্কী গেল উড়ি ।

দহিন ^৯ মিক্যা ^{১০} আইলো হাতী মুড়ার পন্থ ধরি ॥ ২৬

ডুলাহাজারায় ^{১১} আইলো চুনতির ^{১২} পাহাড়ে ।

ঢেরি পিডি ^{১৩} দিল মাইন্সে হাড়ে ^{১৪} আর বাজারে ॥ ২৮

“জুম্মার জোম হৈলরে নাশ বাঙ্গাল্যার ক্ষেতি ।

পুগের ^{১৫} পাহাড়ে আইলো ঝাঁকে ঝাঁকে হাতী ॥” ^{১৬}

দেশ বিদেশে খবর হৈল জানিল সবাই ।

অনেক জনে ভাবে মনে খেদা দিবার লাই ^{১৭} ॥ ৩২

নলুয়া ছড়ার পারে আছে নুনা মাডি ^{১৮} ।

খেদা বানায় কোন জনে গাছ গাছড়া কাডি ^{১৯} ॥ ৩৪

কেহ হাতীর কিল্লা মারে ডুলাহাজারায় ।

আর কেহ বানায় খেদা চুনতির ডালায় ॥ ৩৬

^১ পৈমালে = পয়মালে, হস্তিকৃত ক্ষতিতে ।

^২ জুম্মা = জুম্মা ।

^৩ চাউ-ম্মা = চাক্কা ।

^৪ কাউয়েয়া = বাহারি কাটে ।

^৫ ঢালার = গিরিবন্ধের ।

^৬ মুয়ত = যুগে ।

^৭ বন = বন্ধ ।

^৮ গতাগতি = যাওয়া আসা ।

^৯ দহিন = দক্ষিণ ।

^{১০} মিক্যা = দিকে ।

^{১১} ডুলাহাজার = একটি হাতী-খেদার জায়গা ; বর্তমানে গ্রাম-বিশেষ ।

^{১২} চুনতি = পাহাড়-বিশেষ ।

^{১৩} “ঢেরি পিডি = ঢেরা পিটিয়া ।

^{১৪} হাড়ে = হাটে ।

^{১৫} পুগের = পূর্বের ।

^{১৬} লাই = জন্তু ।

^{১৭} মাডি = মাটি ।

^{১৮} কাডি = কাটিয়া ।

কাচালং ¹ ও শুভলং ² আর মাইয়নী ³ উজানে ।
বৈদেশী পাঞ্জালী ⁴ আসি হাতী ধরি আনে ॥ ৩৮

(৫)

কাগ্বাজারের ⁵ বহুত পুগে ⁶ বাঘখালীর ⁷ আগাত ⁸ ।
অঘোর জঙ্গল আছে সেইত জাগাত ॥ ২
এমন গজ্জল গাছ ছুঁইয়াছে আচুমান ।
তার বের ⁹ ঘুরিতে মাইনসর লাগে এক মাধান ¹⁰ ॥ ৪
জারৈল গাম্বারী আব গল্লাক বেতর বন ।
সেই জাগার খেদার কিছু কহি বিবরণ ॥ ৬
নুনাছড়া আছে এক নুনা নুনা ¹¹ পানি ।
পৌষমাসে হাতী আসে সেই খালের উজানি ॥ ৮
আর এক খাল আছে মিডাছরা নাম ।
ডাবর মতন মিষ্টা পানি নামর মতন কাম ॥ ১০
ইহার দক্ষিণে আছে রোসাগ্যার ¹² দেশ ।
ভিন্‌ছায় ¹³ লাগত পাইলে ছুরি মারি শেষ ॥ ১২

- ¹ কাচালং = পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামের নদী-বিশেষ ।
² শুভলং = ঐ
³ মাইয়নী = ঐ
⁴ পাঞ্জালী = পাঁজালী, যাহারা হাতীর সন্ধান করে ।
⁵ কাগ্বাজারের = কক্স বাজারের । ⁶ পুগে = পূর্বে ।
⁷ বাঘখালীর = নদী-বিশেষের ।
⁸ আগাত = অগ্রভাগে । ⁹ বের = বেঠেন ।
¹⁰ এক মাধান = দিনের অর্ধেক সময়কে এক মাধান কহে ।
¹¹ নুনা = লবণাক্ত ।
¹² রোসাগ্যার = আরাকানের প্রাচীন নাম রোসাং, এজুত মণ্ডকে রোসাগ্যার বলে ।
¹³ ভিন্‌ছা = ডাকাত ; ব্রহ্মদেশের ডাকাতকে ভিন্‌ছা বলে ।

মঘে আর বাঘে জাইল একই বরাবর ।

বেঁকাছুরি হাতত ¹ লৈলে তারারে বড় ডর ॥ ১৪

সেই গর্জ্জনার মুড়ায় আইলো হাতীর বাঁক ।

পোলাই ² গেলগৈ ³ হরিণ গয়াল টেইক্যা পোড়া বাঘ ⁴ ॥ ১৬

অজাগর হাপ ⁵ কত আছিল মুড়ায় মুড়ায় ।

শোয়াসে শোয়াসে ⁶ হাপর তুয়ান ⁷ যেন ধায় ॥ ১৮

শোয়াসে পরাণ লয়রে এমনি বিশাল তেজ ।

এক মুড়ায় মাথা হাপর ⁸ আর এক মুড়ায় লেজ ॥ ২০

বনর পশু গিলি গিলি খায়রে অজাগর ।

এন্নি কালে পাইলরে সে হাতীর খবর ॥ ২২

গাছর খোঁধাত ⁹ লুকাইলরে আছিল যত হাপ ।

বনর হিয়াল ¹⁰ গাতত ¹¹ ঘল্লই ¹² রৈলরে চূপচাপ ॥ ২৪

মাঘ মাসে খেদার কার্য্য করে জমাদার ।

জঙ্গলেতে হাতী ধরা আচানক কারবার ॥ ২৬

বহুদিন গতরে হৈল খবর শুনরে ।

চাডীগাঁইয়া ¹³ কালা আইলো গর্জ্জনার পাহাড়ে ॥ ২৮

¹ হাতত=হাতে ।

² পোলাই=পলাইয়া ।

³ গেলগৈ=গেল ।

⁴ টেইক্যা পোড়া বাঘ=টেকে পোড়া বাঘ ; এই বাঘের গায় কাল ডোরা

ডোরা লাগ আছে ।

⁵ হাপ=সাপ ।

⁶ শোয়াসে=শাসে । ⁷ তুয়ান=তুফান ।

⁸ হাপর=অপর ।

⁹ খোঁধাত=খোঁড়লে, কোটরে ।

¹⁰ হিয়াল=শৃগাল ।

¹¹ গাতত=গর্তে ।

¹² ঘল্লই=প্রবেশ করিয়া ।

¹³ চাডীগাঁইয়া=চট্টগ্রামী ।

চাডীগাঁথুন^১ আইলো তারা খেদা দিবার মন।
 জমাদার আইলো সঙ্গে নাম “গোলবদন” ॥ ৫০
 ওরে গোলবদন জমাদার মস্ত পলোয়ান।
 সকলর^২ ছর্দার^৩ মিঞা আকল^৪ ভালা তান ॥ ৩২
 বহুত খেদায় হাতী ধরি জোড়াইলা নাম।
 বনর বাঘ ভাঙ্কুক তানে^৫ করিত ছালাম ॥ ৩৪
 আগে পিছে চলে মিঞার পান শ জনা কুলি।
 কেহ লৈয়ে ছেল^৬ বল্লম আর কেহ লৈয়ে গুলি ॥ ৩৬
 সঙ্গেতে চৈকাল^৭ চলে অতি হুসিয়ার।
 কুড়াল খন্দা লৈল আর যত হাতিয়ার^৮ ॥ ৩৮
 শতে শতে লৈল তারা দড়ি আর কাঁছি।
 ভালা ভালা আলাত^৯ লৈল মোটা মোটা বাছি ॥ ৪০
 চাউল লৈল মরিচ লৈল আরো লৈল তেল।
 গর্জজ্ঞার ঢালায়^{১০} তারা হাতী ধৈন্ত^{১১} গেল ॥ ৪২

(৬)

হায়রে মাঘর শীতে—ওরে মাঘর শীতে
 গা কাঁপিতে লাইগূল থর থর।
 চুপ্পে চুপ্পে পার হয় তারা টিলা আর টঙ্কর^{১১} ॥ ২
 (ওরে টিলা আর টঙ্কর)

-
- ১ চাডীগাঁথুন=চটগ্রাম ইহিতে। ২ সকলর=সকলের।
 ৩ আকল=বুদ্ধি। ৪ তানে=তাঁহাকে। ৫ ছেল=শেল।
 ৬ চৈকাল=চৌকিদার; বাহারী হাতীর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে।
 ৭ হাতিয়ার=যন্ত্র। ৮ আলাত=মোটা দড়ি।
 ৯ ঢালায়=গিৰিবজ্জের। ১০ ধৈন্ত=ধরিতে।
 ১১ টিলা আর টঙ্কর=উচ্চ পাহাড়িয়া ভূমি ও ছোট পাহাড়।

পার হৈল নন্দী ^১ নালা—ওরে নন্দী নালা

কত ঢালা, ^২ পার হৈয়া যায় ।

ছড়ার কুলত গাছর তলে ভাত রাঁধিয়া খায় ॥ ৪

(ওরে ভাত রাঁধিয়া খায়)

কেহর হৈয়ে গা-অত ^৩ বেথা—ওরে গা-অত বেথা

রজাই ^৪ কেথা ^৫, শীতর সম্বল নাই ।

কেহর পেড্ ^৬ ফুলি উটে নুনা ^৭ ইলিশ খাই ॥ ৬

(ওরে নুনা ইলিশ খাই)

কেহ করে আনছান ^৮—ওরে আনছান

দিলুম জান, কৈল্লাম এবার কি ।

ঘরর কথা ভাবের কেহ বোচ্কা হিতান দি ^৯ ॥ ৮

(ওরে বোচ্কা হিতান দি)

ওরে নিজের কবর কাডি ^{১০} মুই—হায়রে কাডি মুই

পৈলাম শুই, কৈল্লাম কেরেকাল ।

কনে ^{১১} চাইব আমারি সে দুধেরি ছাবাল ^{১২} ॥ ১০

(ওরে দুধেরি ছাবাল)

কনে দিব ভাত পানি—হায়রে ভাত পানি

ঘরর ছানি, দিব কনে আর ।

খেদার লালছে ^{১৩} পড়ি হৈলামরে ছারখার ॥ ১২

(ওরে হৈলামরে ছারখার)

^১ নন্দী = নদী ।

^২ ঢালা = গিরিবন্ধ ।

^৩ গা-অত = গায়েতে ।

^৪ রজাই = লেপ ।

^৫ কেথা = কাঁথা ।

^৬ পেড্ = পেট ।

^৭ নুনা = লবণাক্ত ।

^৮ আনছান = খড়কড় ।

^৯ হিতান দি = মাথার নীচে দিয়া ।

^{১০}

^{১০} কাডি = কাটিয়া ।

^{১১} কনে = কে ।

^{১২} ছাবাল = ছাওয়াল, সম্বান-সম্বতি ।

^{১৩} লালছে = লালসায় ।

দেশে ছিলাম বড় সুগে ¹—ওরে বড় সুগে

দিলুম বুগে,² নিজর হাতে ছেল ³ ।

গাছত ⁴ কাটুল ⁵ দেখিয়ারে ওডত ⁶ দিলুম তেল ॥ ১৪

(ওরে ওডত দিলুম তেল)

(৭)

চাউ-স্মার কুল ⁷ গেরাম সেই যে দেখিতে সোন্দর ।

তার মাঝে আছে যত জুস্মা ⁸ চাউ-স্মার ⁹ ঘর ॥ ২

পাহাড়িয়া মঘরে তারা শুন কহি যাই ।

বেপরদা ¹⁰ মাইয়া ¹¹ মাইনসর লাজ সরম নাই ॥ ৪

পরনে এক পেঁচর থামি ¹² আড়াই হাতর মাপ ।

ন মানে যে ভাই বেরাদর ন মানে মা বাপ ॥ ৬

বুগর ¹³ উয়র ¹⁴ ধইয়া ¹⁵ বেড়াই মাথা রাইখে ¹⁶ খোলা ।

বেপরদা জুস্মা চাউ-স্মার যত মাইয়া পোলা ॥ ৮

¹ সুগে=সুখে ।

² বুগে=বুকে ।

³ ছেল=শেল ।

⁴ গাছত=গাছে ।

⁵ কাটুল=কাঁঠাল ।

⁶ ওডত=ওঠে ।

⁷ চাউ-স্মার কুল=চাক্কার কুল । চট্টগ্রাম জেলার রামুখানার অন্তর্গত গ্রাম-বিশেষ ।

⁸ জুস্মা=জুমিয়া ।

⁹ চাউ-স্মা=চাক্কা ।

¹⁰ বেপরদা=পর্দাহীন ।

¹¹ মাইয়া=মেয়ে ।

¹² থামি=লুঙ্গির মত পরিধেয় বেশমী বস্ত্র ।

¹³ বুগর=বন্ধের ।

¹⁴ উয়র=উপর ।

¹⁵ ধইয়া=যে স্বতন্ত্র কাপড় দ্বারা বন্ধস্থল বাঁধিয়া রাখা হয় ।

¹⁶ রাইখে=রাখিয়াছে ।

মা বাপরে পুছ^১ না কৈরে নিজে খসম^২ লয় ।
মাইয়া লোকে পুরুষরে ন করে ডব্ ভয় ॥ ১০

মংলা নামে রোয়াজা^৩ এক চাউ-স্মার কুলত ঘর ।
একই ডাকে চিনে মাইনসে মস্ত তোয়াজর^৪ ॥ ১২
ঘরে আছে গরু মৈষ আর বাইরে জোমর ক্ষেত ।
বছর বছর হাজার টাকার বেচে গল্লাক বেত ॥ ১৪
আশী বছর উমর^৫ বুড়ার মাড়ীর দাঁত নাই ।
ছেইচ্যা^৬ পান খায়রে তবু মাট্যাই মাট্যাই^৭ ॥ ১৬
ঝুরি ঝুরি পড়ে বুড়ার বয়স হৈয়ে ভারি ।
গোলবদন আইলো সেই মংলা মঘ্যার বাড়ী ॥ ১৮

মংলা বলে—“শুন তোমরা আমি বলি সার ।
কোথায় থাকে বনর হাতী জানি সবিস্তার ॥ ২০
মুড়ার মুড়ার মাঝে ঘুরি অবিরত ।
ভালামতে চিনি আমি জঙ্গলের পথ ॥ ২২
লোক লস্কর লৈয়া তুমি থাক আমার বাড়ী ।
গোলার ধানর ভাত খাইবা খেতর তরকারী ॥ ২৪
ঘরে আছে খামা খামা^৮ পানি ছাড়া দই ।
খাইয়া দাইয়া দেশে যাইবা হাতী ধরি লই ॥” ২৬
মংলা মঘ্যার কথা শুনি খুসী হৈল মন ।
তার বাড়ীতে ডেরা^৯ পাতিল মিঞা গোলবদন ॥ ২৮

^১ পুছ = জিজ্ঞাসা ।

^২ খসম = স্বামী ।

^৩ রোয়াজা = পাড়ার সর্দার ।

^৪ তোয়াজর = মাতব্বর ।

^৫ উমর = বয়স ।

^৬ ছেইচ্যা = ছেঁচা ।

^৭ মাট্যাই মাট্যাই = মাড়ীতে চিবানর^{১০} নাম মাট্যান । “মাট্যাই” শব্দটি
দস্তহীন বৃদ্ধ ব্যক্তির মাড়ীতে চিবানই বুঝায় ।

^৮ খামা খামা = জলহীন ।

^৯ ডেরা = বাসস্থান ।

মঘ্যারে লইয়া তারা ঘুরে বনে বনে ।
কোথায় পাব হাতীর দেখা ভাবে মনে মনে ॥ ৩০
দিন যায় রাহিত যায় ন পায় খবর ।
গোলবদনর মনর মাঝে হৈলরে বড় ডর ॥ ৩২

“বাড়ী ছাড়ি আইলুমরে মুই কত দূরের দেশ ।
গুনায়ারী * পৈলে † এইবার এক্কাবারে শেষ ॥ ৩৩
মাহাজনে বাড়ী ভিঁড়া ‡ বেচি নিব মোর ।
টাকা দিতে ন পারিলে দেশে হৈয়ম § চোর ॥” ৩৬

এইরূপে ভাবে তিনি * গাছতলাতে শুইয়া ।
এম্মিকালে আইলো একজন জঙ্গলের গুঁইয়া † ॥ ৩৮
গুঁইয়া বলে—“শুন ওরে জমাদার ভাই ।
বহুত হাতী শেয়ান ‡ করের ছামনের ঢেবাত § আ-ই ¶ ॥ ৪০
এই কথা শুনিয়ারে মিঞা গোলবদন ।
রোয়াজারে † সঙ্গ লৈয়া চলিল তখন ॥ ৪২
ধীরে ধীরে যায়রে তারা চরণ না চলে ।
গা-অরে ‡ লুকাইয়া রাখে গাছের আঁড়ালে ॥ ৪৪
তারা আসি দেইখ্ ল হাতী ঢেবার § পানি খায় ।
গোলবদন ভাবে মনে কেন্নে ধরন যায় ॥ ৪৬

- | | |
|---|----------------------------------|
| ১ গুনায়ারী = লোকমান । | ২ পৈলে = পড়িলে । |
| ৩ ভিঁড়া = ভিটা । | ৪ হৈয়ম = হইব । |
| ৫ তেনি = তিনি । | ৬ গুঁইয়া = গুপ্তচর । |
| ৭ শেয়ান = স্নান । | |
| ৮ ঢেবাত = পাহাড়ের স্বাভাবিক জলাশয় ; ছোটখাট হ্রদ-বিশেষ | |
| ৯ আ-ই = আসি । | ১০ রোয়াজারে = পাড়ার সর্দারকে । |
| ১১ গা-অরে = শরীরটাকে । | ১২ ঢেবার = হ্রদের । |

ভাবিয়া চিস্তিয়া তখন মন কৈল স্থির ।

দলর যত মাইনসর কাছে হইল হাজির ॥ ৪৮

পানছল্লা ' করিয়া তারা কি কাম করিল ।

ইটগডের ২ পাহাড়ে যাইয়া দাখিল হইল ॥ ৫০

পরে গেল প্রগদিকে ৩ ছড়ার উজানে ।

বড় বড় হাতীর খোঁচ • দেখিল সেখানে ॥ ৫২

বড় বড় হাতীর খোঁচ রইয়ে তাজা তাজা • ।

“এই পন্থে হাতী চলে” বলিল রোয়াজা ॥ ৫৪

“এইখানে ধরিব হাতী ডেকাইয়া ও আনি।”

শুনিয়ে গোলবদনর বুগত ' আইলো পানি ॥ ৫৬

কলী আইলো চৈকাল ৬ আইলো আইলোরে সিকদার ৯ ।

জমাদারে হুকুম কৈল “এখন হাতীর কিল্লা মার।” ৫৮

কোনাকুণ্ডা দুই মুড়া পূর্ণ '০' পছিমে '১' খাড়া ।

দক্ষিণেতে থলি , জাগা উত্তরেতে ছডা ॥ ৬০

একহোতি '৩ ছডার মাঝে থোরা থোরা '৪ পানি ।

খলি জাগা হবেরে ভাই দশ কি বার কাণী '৫ ॥ ৬২

১ পানছল্লা = পরামর্শ; পান থাওয়ায় সঙ্গে যে পরামর্শ।

২ ইটগড়ের = একটি পার্বত্য গ্রাম।

৩. প্রগমিকে = পূর্বদিকে । ৪. খোঁচ = পদচিহ্ন ।

৬ তাজা তাজা = নতন, তখনকার। ৬ ডেকাইয়া = তাড়াইয়া।

୨ ବ୍ରଗତ = ବୁকে ।

চৈকাল = চৌকিদার, যাহারা হাতীর অনুসরণ করে।

२ सिकदार = सह्याद्री । १० भृगु = भृशदिक् ।

^{୧୧} ପହିଲି = ପଶ୍ଚିମେ । ^{୧୨} ଥଳି = সমতল ভূমি ।

১৬ একহোতি = একশোত। ১৮ থোরা = যৎকিঞ্চিৎ।

^{১৫} কাণী = জমির মাপ; সাধারণতঃ $১\frac{১}{২}$ বিঘার এক কাণী হয়।

ছড়ার কুলত কলাবন ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা ।

এই পন্থে আছে জাইশ্ব বন্লা হাতীর ডেরা ১ ॥ ৬৪

তারপরে কি হইল কহিয়া জানাই ।

কুলীগণে গাছ অনিল জঙ্গলেতে যাই ॥ ৬৬

খলি জাগার চতুরপার্শে কাইটো ২ উয়া ৩ গড় ।

বাহির কুলে খাম্বা গাইব্ল ৪ এক এক হাত অন্তর ॥ ৬৮

বড় বড় খাম্বা সে যে দুই তিন হাতের বের ।

দড় করি গাড়িয়ারে ৫ কৈল খেদার ঘের ॥ ৭০

তারপরে পত্তি ৬ খাম্বায় মোটা কাঁছি দিয়া ।

বড় বড় গাছ বাঁধিল করি পাতারিয়া ৭ ॥ ৭২

বাহির কুলে খাম্বার পিছে লাগাইল ঠেক্ ।

গোলবদন কহে—“একবার ঠেলামারি দেখ্ ॥ ৭৪

খেদার কাম জানিয়োরে পোলার খেলা নয় ।

এমন করি ঠেক্ লাগাইবা (যেন) হাতীর ঠেলা সর ॥” ৭৬

উত্তর দক্ষিণে খেদার কৈলরে দুয়ার ।

তার পরেতে কিনা কাম করে জমাদার ॥ ৭৮

উপরেতে কপ্লিকল ঘিলা দড়ি দিয়া ।

আচর্য্য ৮ হেক্‌মতে ঝাপ রাইখে ৯ টাঙ্গাইয়া ॥ ৮০

ঝাপ টাঙ্গাইয়া রাখিল একশত হাত উপর ।

দোন ১০ দুয়ার কৈল তারা একই বরাবর ॥ ৮২

১ ডেরা=স্থান ।

২ কাইটো=কাটিয়াছে ।

৩ উয়া=খাড়া ।

৪ গাইব্ল=গাড়িল ।

৫ গাড়িয়ারে=গাড়িবার পর ।

৬ পত্তি=প্রত্যেক ।

৭ পাতারিয়া=সমান্তরাল ।

৮ আচর্য্য=আশ্চর্য্য ।

৯ রাইখে=রাখিয়াছে ।

১০ দোন=দুইটা ।

কনমিক্যাতুন ১ আইবো হাতী নাইরে তারার জানা ।
 খারা ২ কি মানুষে পায় হাতীর ঠিকানা ॥ ৮৪
 জমাদার বলে “তোমরা ন করিও দেৱ ৩ ।
 চুপ্পে চুপ্পে ৪ যাইয়া এখন দাওরে পাতাবের ৫ ॥ ৮৬
 উত্তরমিক্যা ৬ যাইবা কজন গজালিয়া ৭ ছাড়ি ।
 খানিক পুগে ৮ লাগত পাইবা খুঁড়াখালীর ৯ ফারি ১০ ॥ ৮৮
 দহিনমিক্যা যাইবা কজন ঢেবার পারত ।
 ভালা করি তোয়াই ১১ চাইবা ঘুরিয়া ঝারত ॥ ৯০
 পুগে আছে খামাংমুড়া ১২ যাওরে বেশী লোক ।
 সেমিক্যা ১৩ পোলাইতে হাতীর বড় বেশী ঝাঁক ॥ ৯২
 বেশী দূরে যাইবা তোমরা করি সাবধান ।
 পুগ-পাহাড় ছুঁইলে হাতীর ন পাইবা সন্ধান ॥” ৯৪

(৮)

শীত কাইল্যা বেল চল্তি মুকা দেখ্তে দেখ্তে যায় ১৪ ।
 আঁধার ঘনাইয়া আইলো গর্জ্জনার মুড়ায় ॥ ২

১ কনমিক্যাতুন=কোন দিক্ হইতে ।

২ খারা=শীঘ্র ।

৩ দেৱ=বিলম্ব ।

৪ চুপ্পে চুপ্পে=চুপে চুপে ।

৫ পাতাবের=ঘেঁরাও করা ।

৬ উত্তরমিক্যা=উত্তরদিকে ।

৭ গজালিয়া=একটা পার্কত্য গ্রাম ।

৮ পুগে=পূর্বদিকে ।

৯ খুঁড়াখালী=ছড়া-বিশেষ ।

১০ ফারি=ধাল ।

১১ তোয়াই=অহুসন্ধান করিয়া ।

১২ খামাংমুড়া=বোধ হয় খামাটং পর্কত । ইহা রামুর পূর্বে অবস্থিত ।

১৩ সেমিক্যা=সে দিকে ।

১৪ চল্তি মুকা...যায়=শীতকালের

বেলা চল্তি নৌকার মত দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায় ।

তাম্রাসীরা ১ চলে বনে গাছর ফাকে ফাকে ।
 কন ২ রকম বক ৩ পাইলারে লুকাই লুকাই থাকে ॥ ৪
 অঘোর জঙ্গলে তারা তোয়াইছে ৪ হাতী ।
 জাইল্যা ঘেমন জাক ৫ ঘোলায় খালেতে জাল পাতি ॥ ৬
 খেদার পার্শে মুড়ার উয়র ৬ আছে চৌকিদার ।
 কেহ গাছে বাসা বাঁধি নিরখি চাহাব ॥ ৮

যারা গিয়াছিল পূগে ৭ খামাংএর মুড়ায় ।
 ওরা বাঁশর ৮ বনত তারা হাতীর আবাজ ৯ পায় ॥ ১০
 আবাজ পাইয়া তারা কি কাম করিল ।
 আরো দুই মাইল পূগে যাইয়া উপনীত হৈল ॥ ১২

ওরে কোমরেতে দা—তারার মুখে নাইরে রা ।
 মাঘ মাইন্তা দারুণ শীতে বেশোধ ১০ হাত আর পা ॥ ১৪
 শীতের দিনে গাছর পাতা পড়িয়াছে ঝরি ।
 আগুন লাগাইয়া তারা দিল তড়াতিড়ি ॥ ১৬

ওরে কোমরেতে দা—তারার মুখে নাইরে রা ।
 ধুনি ১১ জ্বলি সকলেতে ছেগি ১২ লৈল গা ॥ ১৮

১ তাম্রাসীরা = অহুসন্ধানকারীরা । ২ কন = কোন ।

৩ বক = নাড়াচাড়ার শব্দ । ৪ তোয়াইছে = অহুসন্ধান করিতেছে ।

৫ জাক = মাছ ধরিবার জন্ত নদীর কিনারায় গাছগাছড়ার ডাল, বাঁশ ইত্যাদি
 পুতিয়া রাখা হয়, তাহাকে জাক বলে ।

৬ উয়র = উপর । ৭ পূগে = পূর্বদিকে ।

৮ ওরা বাঁশর = একজাতীয় পার্শ্বত্যা বাঁশ । ৯ আবাজ = আওয়াজ, শব্দ ।

১০ বেশোধ = বোধহীন, অসাড় । ১১ ধুনি = গাছগাছড়ার দ্বারা বাহিরে যে
 অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তাহাকে ধুনি বলে । ১২ ছেগি = সেকিয়া ।

একেত অঁধারী রাইত উতরালি ¹ বায় ।
 আগুন ধরাইয়া দিল মুড়ায় মুড়ায় ॥ ২০
 মাঝে মাঝে বাইরগ্যা ডুয়াত ² বড় বড় বাঁশ ।
 ধুমাই ধুমাই জ্বলে—ফুডের ঠাঁস ঠাঁস ॥ ২২
 আবাজ ³ শুনিয়া হাতীর মনে হৈল ডর ।
 ধোরা পূগে ⁴ আসি মাইনসর পাইলোরে লড় চড় ॥ ২৪
 জ্বলি উটে ⁵ মুড়ায় আগুন ছুঁইয়াছে আচমান ।
 উতরমিক্যা ⁶ বনর হাতী হৈল আগুয়ান ॥ ২৬
 ছোড়তা ⁷ তুলিয়া ছুডিল ⁸ পিছে নাহি দেখে ।
 খুঁড়াখালীর পারত আসি সকল হাতী ঠেকে ॥ ২৮
 আগেতে পাঞ্জালী ⁹ আসি সেই না জাগায় ।
 মাঘর শীতে ফুলি ফুলি হোঁকা টানি খায় ॥ ৩০
 একেত গহিন বন অঁধারিয়া রাইত ।
 পা ছাড়াইয়া ¹⁰ বইশ্বে ¹¹ কেহ ওরে কেহ হৈয়ে কাইত ॥ ৩২
 কোনজনে খায়রে তামুক আর কেহ চায় ।
 ন যাচিলে সেই হোঁকা কাড়ি লৈয়া খায় ॥ ৩৪
 এমনি কালে কি হইল শুন রে খবর ।
 বনর মাঝে শুনারে গেল পাতার মরমর ॥ ৩৬
 আতাইক্যা ¹² হাতীর ডাকে ভাঙিল চমক ।
 তড়াতাড়ি উডি তারা মারিল ধমক ॥ ৩৮

¹ উতরালি=উত্তরদিকের । ² বাইরগ্যা ডুয়াত=“বারিরা” নামক এক
 রকম বাঁশঝাড় । ³ আবাজ=আওয়াজ । ⁴ পূগে=পূর্বদিকে ।
 ⁵ উটে=উঠিয়াছে । ⁶ উতরমিক্যা=উত্তরদিকে । ⁷ ছোড়তা=গুণ্ড ।
 ⁸ ছুডিল=ছুটিল । ⁹ পাঞ্জালী=পাঁজালী, বাহারা হস্তী
 অনুসন্ধান করে । ¹⁰ পা ছাড়াইয়া=পা ছড়াইয়া ।
 ¹¹ বইশ্বে=বসিয়াছে । ¹² আতাইক্যা=হঠাৎ ।

হৈল বড় ছলুছল

ওরে ছলুছল

শোর গোল করিল সবায় ।

কেহ সিঙা ফুকে

কেহ বাঁশর ঠাগ ' বাজায় ॥ ৪০

(ওরে বাঁশর ঠাগ বাজায়)

কেহ ছাড়ে হাবুই বাজি—

ওরে হাবুই বাজি,

হৈল আজি পরাণ লৈয়া টান ।

কোন জনে গহিন বনে

ফুকারে আজান ॥ ৪২

(ওরে ফুকারে আজান)

কেহ করে নানান ঢং—

ওরে নানান ঢং,

বাজায় ভং, ২ কাঁসাত মারে বারি ।

কেহ গলা ফাডি* পেলার*

কুইক্যা* চিকির* মারি ॥ ৪৪

(ওরে কুইক্যা চিকির মারি)

পরাণের লালছ ' নাইরে সয়রে কত দুঃখ ।

নানান ফন্দী করি তারা ফিরায় হাতীর মুখ ॥ ৪৬

ফিরাইল মুখ হাতী চকমক্যা ৫ হইল ।

পূণ্ডিতে আগুন দেখি মনে ডর পাইল ॥ ৪৮

দহিনথুন ৬ আইল মানুষ রাইতর হৈল নিশি ।

হাতীরে ডেকাত্তা ১০ দিল দোন ১১ দলে মিশি ॥ ৫০

১ ঠাগ=বাঁশের টগ্‌টগি। একটা বাঁশের কতক অংশ ফাড়িয়া রাখা হয়, নীচে ধরিয়া নাড়িলে “টগ্‌” “টগ্‌” শব্দ করিয়া থাকে, ইহাকেই টগ্‌টগি বা ঠাগ বলে।

২ ভং=শিঙা ভেপুর মত বাস্তব্য।

৩ ফাডি=ফাটিয়া।

৪ পেলার=ফেলাইতেছে।

৫ কুইক্যা=কুকীর।

৬ চিকির=চীৎকার, কুকীর। একরকম

বিকট চীৎকার করিয়া থাকে।

৭ লালছ=লালসা।

৮ চকমক্যা=সচকিত।

৯ দহিনথুন=দক্ষিণ দিক্‌ হইতে।

১০ ডেকাত্তা=তাড়া।

১১ দোন=দুই।

পছিম চাবি ১ দহিনমিক্যা ২ যায়রে বনর হাতী ।

ছোড়তায় ৩ টানি ভাঙ্গে গাছ গাছড়ার মাথি ॥ ৫২

পিছে থাকি কিনা কাম করিল পাঞ্জালী ।

হাতীরে যে দিতে লাগিল নানান রকম গালি ॥ ৫৪

ওরে কুলার আগাত নুন—হাতী কান পাতি হন ৪

তেরিমেরি ৫ করিলে তোর কপালে আগুন—

হাতী কান পাতি হন । ৫৬

ওরে কুলার আগাত নুন—হাতী কান পাতি হন

কোনাকন্যা যাওরে এখন উত্তর মিক্যাথুন ৬—

হাতী কান পাতি হন । ৫৮

মাইন্সর কেরামতি হাতী ন বুঝিল হয় ।

ছড়ার পশু ধরিয়ারে খেদার মিক্যা যায় ॥ ৬০

খেদার মিক্যা যায়রে হাতী খেদার মিক্যা যায় ।

গাছর আগাত চৈকাল ৭ বসি ফুইক্যা ৮ মারি চায় ॥ ৬২

(৯)

একই খোঁচে ৯ চলে হাতী একই বরাবর ।

ডাল ভাঙ্গে গাছর পাতা করে মরমর ॥ ২

১ পছিম চাবি=পশ্চিম দিক্ চাপিয়া ।

২ দহিনমিক্যা=দক্ষিণদিকে ।

৩ ছোড়তায়=ভাঙে ।

৪ হন=গুন ।

৫ তেরিমেরি=বিরক্তি বা রাগপ্রকাশ ।

৬ উত্তর মিক্যাথুন=উত্তর দিক্ হইতে ।

৭ চৈকাল=চৌকিদার, বাহারা হাতীর অনুসরণ করে ।

৮ ফুইক্যা=উকি ।

৯ খোঁচে=পদচিহ্ন, সকল হাতী এক জায়গায় পা ফেলিয়া থাকে ।

ভিতরেতে কলাবন আর তারা গাছ ¹ ।

হাতী ন চিনে যে খেদা জাল ন চিনে মাছ ॥ ৪

ভাবিল তাহারা এই অঘোর জঙ্গল ।

বনব পশু ন চিনিল গুপ্তিমারা ² কল ॥ ৬

খেদার মুখেতে ধীরে আইলো হাতীর ঝাঁক ।

ঘরজার উপরে দরান ³ হামিসা ⁴ সজাগ ॥ ৮

বুকের মাঝে দুৰু দুৰু ন পড়ে শোয়াস ⁵ ।

ইসারায় ধরি রাইখে কপ্লি কলর রাশ ⁶ ॥ ১০

ধীরে ধীরে কলাপাতা টানি টানি খায় ।

খাইতে খাইতে সকল হাতী খেদার ভিতর যায় ॥ ১২

গুপ্তা হাতী চালাক ছিল ফিরিয়া আসিতে ।

উপরের ঘরজা দরান ছাড়ে আচম্বিতে ॥ ১৪

দুইদিকে পড়িল ঝাঁপ এই যে বিষম ফন্দী ।

বহুত হাতী খেদার মাঝে হৈয়া গেল বন্দী ॥ ১৬

ধলপহর ⁷ মারের পুগে নাইরে বেশী রাতি ।

খেদার মাঝে বাঁধা পৈল শতর উয়র ⁸ হাতী ॥ ১৮

ধাইয়া আইলো চৈকাল ⁹ আর যত কুলীগণ ।

খেদার চাইর দিকে তারা ঘেরিল তখন ॥ ২০

শত শত উজাল হাতে ছেল ¹⁰ বল্লম আর ।

আগুন লাগাইয়া দিল পাহাড়ে পাহাড় ॥ ২২

¹ তারা গাছ = ছোট ছোট এক রকম গাছ, হাতীর প্রিয় খাদ্য ।

² গুপ্তিমারা = বংশ নাশ করা ।

³ দরান = ঘররক্ষক ।

⁴ হামিসা = সত্য ।

⁵ শোয়াস = শ্বাস ।

⁶ রাশ = রজ্জু ।

⁷ ধলপহর = খেতাব আলো ; প্রভাতের পূর্বকণ্ঠে পূর্বাংশে যে আলোক

দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকে 'ধলপহর' বলে ।

⁸ উয়র = উপর ।

⁹ চৈকাল = অল্পসন্ধানকারী ।

¹⁰ ছেল = শেল ।

তখন যে গুণ্ডা হাতী কি কাম করিল ।

খেদার ভিতরে শুধু ঘুরিতে লাগিল ॥ ২৪

পথ ন পাইলরে হাতী হইতে বাহির ।

আপন অবস্থা বুঝি মারিল চিকির ' ॥ ২৬

সেই ডাকে থরু থরাইয়া কাঁপিল পাহাড় ।

গুব্‌গুবানির ' চোড়ে ' যেন মুল্লুক ডুবি যার ॥ ২৮

গুজরি গুজরি হাতী করে আনছান ' ।

জঙ্গলেতে খেদা যেন করুবলার মৈদান ' ॥ ৩০

মাথা মারে বনর হাতী খান্সার কাছে যাই ।

ভেরীকল ' ভাঙ্গনের বুদ্ধি হাতীর কাছে নাই ॥ ৩২

মন করিয়া হাতী যদি মারে এক টান ।

হারি ' আইব খেদার ঘিরা ছিড়ি যাইব বান ' ॥ ৩৪

কে বুঝিবে মুরুখ্ ' হাতীর একি আলামত ।

টান ন মারি কেন হায়রে ঠেলে অবিরত ॥ ৩৬

ছোড়তায় ' ' টানি ভাঙে কত বড় ডাল ।

খেদার ঘিরা বনর হাতীর যেন মায়াজাল ॥ ৩৮

মুরুখ্ হাতীর বুদ্ধি নাইরে খান্সারে টানিতে ।

চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরিছে ঘানিতে ॥ ৪০

বাহিরেতে চৈকালেরা ঘুরে চারি ধার ।

ঘিরাব কাছে গেলে হাতী ছেলর ' ' গুথা ' ' খার ' ' ॥ ৪২

' চিকির=চীৎকার ।

' গুব্‌গুবানি=গুব্‌গুব্‌ শব্দ ।

' চোড়ে=চোটে ।

' আনছান=ধড়ফড় ।

' মৈদান=ময়দান ।

' ভেরীকল=খেদার টেংরা ।

' হারি=উৎপাতিত হইয়া আসা ।

' বান=বন্ধন ।

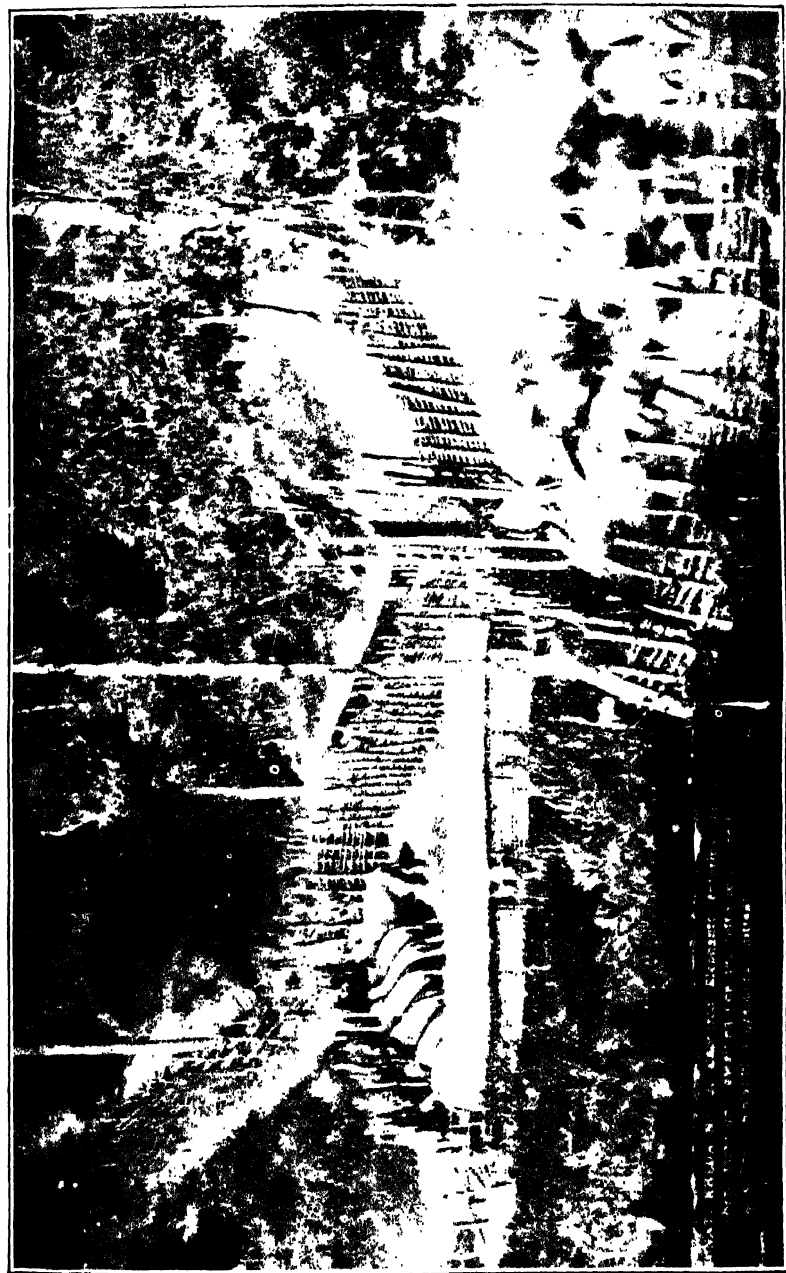
' মুরুখ্=মুখ ।

' ছোড়তায়=শুঙে ।

' ছেলর=শেলর ।

' গুথা=গুতা ।

' খার=খার ।



হাতী-খেদা (১ম চিত্র)—১৭৪ পৃঃ

আথেমা ^১ হইয়া হাতী যখন মারে ঠেলা ।

গোল্লার মুয়ত ^২ আগুন লাগাই ভিতরে দে মেলা ॥ ৪৪

গোল্লার আবাজে হাতী যায়রে থমকিয়া ।

অঝোরে করে যে পানি দোন চোগ দিয়া ॥ ৪৬

ক্ষণিক পরে হৈল তথায় বাজি খেলার সুর ।

ওরে আচ্‌মানে হাবুই ছাড়ে জমিনে তুম্বুরু ॥ ৪৮

তুম্বুরুর হরহরানী হাবুই বাজির ডাক ।

শুনিয়েরে জঙ্গলা হাতী হইল অবাক ॥ ৫০

কেহ গোল্লা ছাড়ে কেহ বন্দুক করে ফৈর ^৩ ।

মনর ডরে বনর হাতী মাডীত ^৪ লৈল গৈড় ^৫ ॥ ৫২

রাহিত পোয়াইল ধীরে ধীরে সূরুজ উঠে লাল ।

দিনর ^৬ পহব পাইয়া হাতী দিতে লাগিল ফাল ^৭ ॥ ৫৪

চিহ্ন নাইরে কলাবনর নাইরে এগ্‌গাছ ^৮ খের ^৯ ॥ ৫৬

ছিড়িভিড়ি ^{১০} ধুইলর ^{১১} হঙ্গে ^{১২} আচমানে উড়ের ^{১৩} ॥ ৫৮

লাড়াই বাজিল ভিতরেতে কি বলিব হায় ।

শতর উয়র ^{১৪} পৈড়্‌গ্যে ^{১৫} হাতী খেদা রাখন দায় ॥ ৬০

ওরে গোলবদন জমাদার করিল কি কাম ।

মাঘ মান্তা শীতে ও যে কোপালেতে ^{১৬} ঘাম ॥ ৬০

^১ আথেমা = কমাহীন, অঐর্ষ্য ।

^২ মুয়ত = মুখে ।

^৩ ফৈর = অগ্নিযাজ ।

^৪ মাডীত = মাটীতে ।

^৫ গৈড় = গড়াগড়ি ।

^৬ দিনর = দিনের । ^৭ ফাল = লাফ ।

^৮ এগ্‌গাছ = একধান ।

^৯ খের = তৃণ, খড় ।

^{১০} ছিড়িভিড়ি = ছিন্ন ভিন্ন হইয়া । ^{১১} ধুইলর = ধুলির ।

^{১২} হঙ্গে = সঙ্গে । ^{১৩} উড়ের = উড়িতেছে । ^{১৪} উয়র = উপর ।

^{১৫} পৈড়্‌গ্যে = পড়িয়াছে ।

^{১৬} কোপালেতে = কপালেতে ।

ডাক দিয়া কহে মিঞা নাই তান হুস ।

“গেরামে যাইয়া এখন আনহ মাগুষ ॥ ৬২

দিনর গতে রাতুয়া ১ আইজ ২ বড় বিষম লেটা ।

আর পানশ ৩ চাহি আমি জোয়ান জোয়ান বেটা ॥ ৬৪

খেদার চাইর দিকে তোমরা কুড়াওরে কাঠ ।

আজুয়া ৪ রাতিয়া কর ভালামতে ঠাঠ ॥ ৬৬

হাজার উজাল ৫ চাহি বড় বড় বোঁধা ৬ ।

শুকনা চাহি বাছি আইন্ত ৭ ন আনিও ওদা ॥” ৬৮

রাইতের নিশি হৈল যখন ভাতঘুমার ৮ সময় ।

পূগের মুড়ায় গুম্‌গুম্‌গুম্‌ কিসের আবাজ ৯ হয় ॥ ৭০

তারপরে কি হইল কহিয়া জানাই ।

উজাল ১১ ধরিয়া কুলি চাহিল উজাই ১২ ॥ ৭২

দেখিল হাতীর ঝাঁক ছামনে রৈয়ে খাড়া ।

আর একেনা ১৩ আগুয়াইলে ১৪ জনর দফা সারা ॥ ৭৪

বাহিরের জংলা সেই কিনা কাম করে ।

খেদার মিক্যা ১৫ আইস্ত ১৬ লাগিল ধীরে ধীরে ধীরে ॥ ৭৬

১ রাতুয়া=রাত্রিতে । ২ আইজ=আজ । ৩ পানশ=পাঁচশত ।

৪ আজুয়া=আজ । ৫ উজাল=মশাল ।

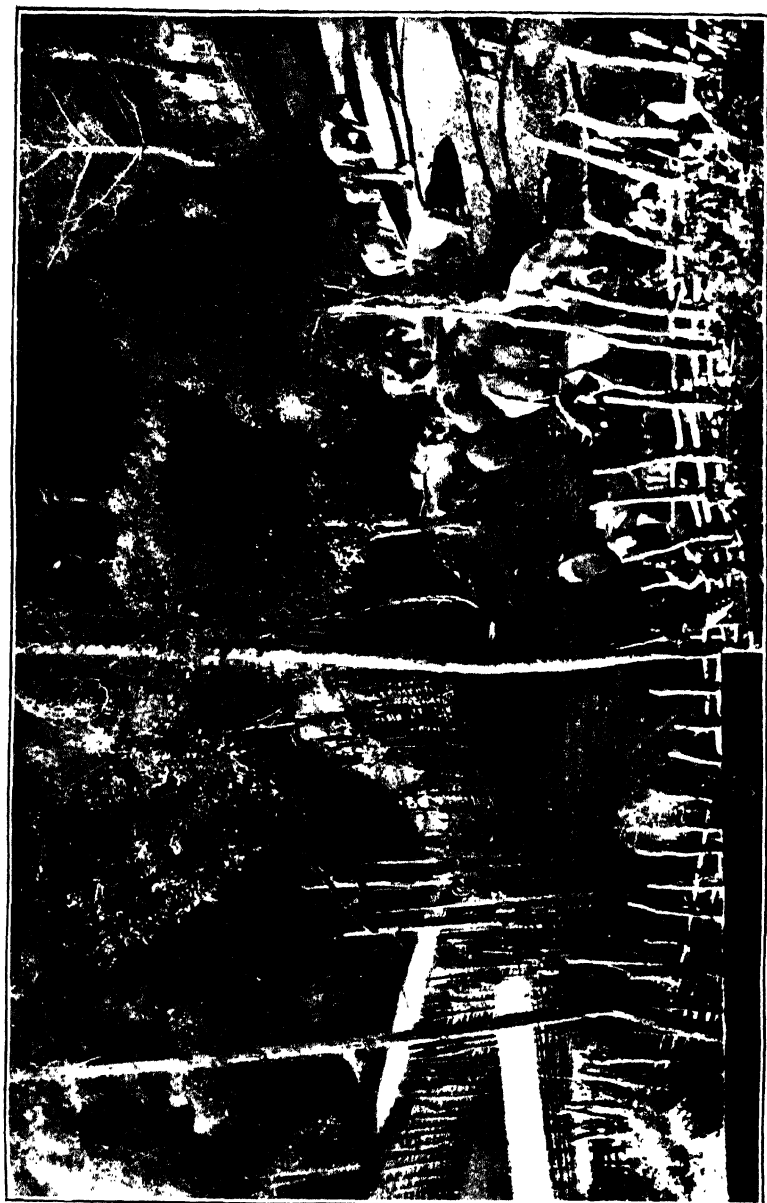
৬ বোঁধা=বোঝা, বাঙাল । ৭ আইন্ত=আনিও । ৮ ওদা=ভিজা ।

৯ ভাতঘুমার=রাত্রিতে ভাত খাওয়ার পর ভাতের নেশায় যে নিদ্রা, তাহাকে ভাতঘুমা বলে । ১০ আবাজ=আওয়াজ ।

১১ উজাল=মশাল । ১২ উজাই=দুামনের দিকে অগ্রসর হইয়া ।

১৩ একেনা=একটু, সামান্য পরিমাণ । ১৪ আগুয়াইলে=অগ্রসর হইলে ।

১৫ খেদার মিক্যা=খেদার দিকে । ১৬ আইস্ত=আসিতে ।



হাতী-খেদা (২য় চিত্র) — ১৭৭ পৃঃ

খবরিয়া খবর কৈল জমাদারের ঠাঁই ।

কাইপ্ত ১ লাগিল সন্ধ্যার পেডর ২ পিলাই ৩ ॥ ৭৮

সপ্সপাসপ্ গুম্গুমগুম্ হাতীর আবাজ ।

দুনিয়াতে রোজ কেয়ামত হবে বুঝি আজ ॥ ৮০

হাতী যদি ভাঙে খেদা পরাণ লৈয়া টান ।

স্থানে স্থানে মুছলমানে ফুকারে আজান ॥ ৮২

হিন্দু বলে “জয় কালী” মঘে ডাকে “ফরা” ৪ ।

এইবার প্রভু নিরাঞ্জন সঙ্কটেতে তরা ৫ ॥ ৮৭

এন্নি কালে কি হইল শুন বিবরণ ।

হাবুই ছাড়ে গোলা ফুডায় ৬ যত চৈকালগণ ॥ ৮৬

উজাল ৭ জালিয়া তারা রাইতরে করে দিন ।

কাসা ভংত ৮ বাড়ি মারে বাজায় মৈষর শিং ॥ ৮৮

ধূনির আগুন তখন ছুঁইল আচমান ।

বাহিরের জংলা ধাইল লৈয়া নিজর জান ॥ ৯০

(১০)

এক দুই তিন করি চাইর দিন যায় !

হেরাণ্ডা ৯ হইল হাতী পড়িয়া খেদায় ॥ ২

খাওন বেগরে তারার গায়ে বল নাই ।

চলিতে ফিরিতে পড়ে পাক্কাই পাক্কাই ১০ ॥ ৪

১ কাইপ্ত = কাঁপিত ।

২ পেডর = পেটের ।

৩ পিলাই = প্রাণ ।

৪ ফরা = প্রভু ।

৫ তরা = ত্যাগ কর ।

৬ ফুডায় = ফুটায় ।

৭ উজাল = মশাল ।

৮ ভংত = কাঁসর ।

৯ হেরাণ্ডা = কাতর ।

১০ পাক্কাই পাক্কাই = ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়া ।

যেই গুণ্ডা আইনাছিল খেদার ভিতরে ।

হোতের ¹ মতন তার চোগর ² পানি ঝরে ॥ ৬

চোগর পানি ছাড়ি হাতী হইল হরান ³ ।

অবশেষে মাড়ীত দাঁত দি ⁴ তেজিল পরাণ ॥ ৮

তার পরে জমান্দার কিনা কাম করে ।

পালা হাতী আনিয়ারে বনর হাতী ধরে ॥ ১০

আচানক তঁয়সা ⁵ সেই যে কি বলিব আর ।

খেদার ঢাকত্ আর এক খেদা বানায় চমৎকার ॥ ১২

তার মাঝে কলাগাছ রাখে সারি সারি ।

নতুন দুয়ার বানায় খেদার দুয়ারী ॥ ১৪

এমন দুয়ার সেই যে বড়ই হেকমত ।

কেবলমাত্র একটি হাতীর আসনের পথ ॥ ১৬

একটি হাতী আইস্লে পরে বন ⁶ হয় দুয়ার ।

পালা হাতী দুইটা থাকে দুই পাশে তার ॥ ১৮

কলাগাছ খায়রে জংলা ⁷ কলাগাছ খায় ।

শুন এখন কেমন কৈরে হাতী বাঁধন যায় ॥ ২০

পোষা হাতীর পেডর ⁸ নীচে ঢুলেনে ⁹ মাহত ।

জানের লালছ ¹⁰ নাই অভাগ্যার পুত ॥ ২২

ইসারা করিলে মাহত পালা হাতী আসি ।

দুই পাখ ¹¹ দি জঙ্গলারে চিবি ধরে কসি ॥ ২৪

¹ হোতের=শোতের ।

² চোগর=চক্ষুর ।

³ হরান=হয়রান ।

⁴ মাড়ীত দাঁত দি=মাটিতে দাঁত ফুটাইয়া ।

⁵ তঁয়সা=তামাসা ।

⁶ বন=বন্ধ ।

⁷ জংলা=জঙ্গলী হাতী ।

⁸ পেডর=পেটের ।

⁹ ঢুলেনে=ছলিতে থাকে, ঝোলে ।

¹⁰ লালছ=লালসা, মায়া ।

আর এক পোষা কুনকী ছামনের দিকে যাই ।
 টানি ধরে ছোড়তাতে ছোড়তা বেড়াই ^১ ॥ ২৬
 লড়িতে চড়িতে তার নাই থাকে সাধ্য ।
 তিনটা হাতীর ডরে জংলা হৈয়া যায় বাধ্য ॥ ২৮

এমনি কালে সেই মাহুত বলি 'বা-রে-বা' ^২ ।
 বাঁধিলরে বনর হাতীর পিছর দোন * পা ॥ ৩০
 বাঁধা পড়ি জংলি হাতী ছাড়ে চোগর * পানি ।
 এই না মতে সকল হাতী বাহিরে আনে টানি । ৩২
 খুসী হৈয়া আইয়ের * সবে আইয়ের খুসী হই ।
 মংলা মঘ্যার বাড়ীত আবার খাইলো মৈষর দই ॥ ৩৪
 দেশ বৈদেশে গোলবদনর হৈল বড় নাম ।
 শতেক হাতী ধরিয়াছে লাখো টাকা দাম ॥ ৩

^১ বেড়াই = জড়াইয়া ধরা ।

^২ 'বা-রে-বা' = বাহ্যে বাহা ।

* দোন = ছই ।

* চোগর = চকুর ।

* আইয়ের = আসিতেছে ।

ଆହୁନା ବିବି

ভূমিকা

এই পালাটিতে হিন্দু-মুসলমানের গৃহস্থালীর করুণ চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত হইতেছে। বাঙ্গালার কৃষক হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে ; যদি তাহাদিগকে কোনও সাধারণ আখ্যায় পরিচিত করিতে হয়, তবে আমরা বলিব তাহারা বাঙ্গালী। এই সকল পালা গানে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই যে, হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্ম্য সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে কিছুমাত্র সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে নাই। আয়না বিবির চরিত্রে আমরা মল্লয়া, কমলা এবং দূর যুগের সীতা-সাবিত্রীর মহিমাই দেখিতে পাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ধোপার পাটের কাঞ্চনমালার সঙ্গে আয়না বিবির চরিত্রের বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই পালা গানে বাঙ্গলার পল্লী-চিত্র আমাদের চক্ষে একরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমরা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের কোনও স্থানে তাহার সদৃশ চিত্র পাই নাই। বারমাসীর বর্ণনা, পৌষের “জাঁধা” (কুঙ্কটিকা) এবং শরতের পক্ শালিধান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়িয়া নদীর বন্থা এবং ভাদ্র মাসের “চাঁদনি” (জ্যোৎস্না) পর্য্যন্ত এই দেশের ঋতুভেদে যে বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, চাষার ভাষায় তাহা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে কোনও আলোক-চিত্রে বোধ হয় তেমনটি হইতে পারিত না। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে কবির মনোনিবেশ এবং নির্ব্বাচনী শক্তি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ; প্রত্যেক ঋতুর ভিতরে যে অংশ বিশেষরূপে কবিত্বপূর্ণ এবং যাহাতে নায়ক-নায়িকার মনের ভাব কল্পন-রস-সংপূর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে, কবি তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। যিনি শুধু ছবি তোলেন, তিনি সে স্বেযোগ কোথায় পাইবেন ?

এই গল্পের প্রথম ভাগ পড়িয়া আমরা বিশেষ আশাশ্রিত হইতে পারি নাই, কিন্তু যেখান হইতে উজ্জ্বল সদাগর আয়না বিবিকে প্রথমদর্শন করিয়াছে এবং যখন তাহার মন বলিয়া উঠিল—

“দেশে আছে চাঁপার ফুল ফুটে থাকে গাছে ।

সেও চাঁপা মলিন হবে এ কন্য়ার কাছে ॥”

সেই পূর্বরাগের সময় হইতে গল্পের গঁথুনি জমাট হইয়াছে এবং এই গানটিতে প্রকৃত কবিত্বের ছটা পড়িয়াছে । সন্তঃ স্নাতা আয়না বিবির কক্ষে জলের কলসী । সে গৃহের আঙ্গিনায় নবগত তরুণ অতিথিকে দেখিয়া লজ্জিতভাবে গাত্রে আদ্রবসন টানিয়া পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিল । কিন্তু পৃষ্ঠবিলম্বিত সুদীর্ঘ কেশপাশ আবৃত করিতে পারিল না । তাহার মুখখানি “লাজে রান্ধা” হইল । সে যুবককে অতিক্রম করিয়া কি ভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে তাহার পথ পাইল না—

“চলিতে চাহিলে কন্য়ার নাহি উঠে পা ।”

সদাগর চলিয়া গেল । প্রথমদর্শনেই আয়নার প্রাণে অনুরাগ জন্মিল । সে নদীর ঘাটে জল আনিতে যাইয়া প্রত্যেকটি ডিম্বার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত । এইভাবে আশায়-নিরাশায় অনেক দিন কাটিয়া গেল । তারপরে তাহার পিতার মৃত্যু হইল এবং সে গ্রামে আর সে থাকিতে পারিল না । তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া সে বহুকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিল । এদিকে উজ্জ্বল সদাগর বাণিজ্য করিয়া ফিরিবার পথে ভেরামনা নামক নদী উল্লীর্ণ হইয়া শিবির বাঁকের নিকট নৌকা নোঙ্গর করিল । এইখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে দেখিতে পাইবে— এই আশায় সে পাগলের ন্যায় কন্য়ার বাড়ীর দিকে ছুটিল । কিন্তু সে গ্রামের কেহ তাহাকে কন্য়ার সন্ধান দিতে পারিল না । ভাগীদারের কাছে বিদায় লইয়া উজ্জ্বল সদাগর বলিল—

“আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার বাড়ীতে গিয়া ।

তোমা পুতুর উজ্জ্বল গেছে ফকির হইয়া ॥

আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার তোমারে জানাই ।

তোমার পুত্র উজ্জ্বল সাধু পরাণে বেঁইচ্যা নাই ॥

আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার যদি মায়ে পুছে ।

তোমার পুত্র পূব দরিয়ায় ডুবে যে মরেছে ॥

আর কয়ো কইওরে ভাগীদার দুখিনী মায়েরে ।

আর না যাইবে মামুদ উজ্জ্বল চাঁদের ভিটার ঘরে ॥”

এই “চাঁদের ভিটার ঘরে”র একটু ইতিহাস আছে । পালালেখক পুনঃ পুনঃ চাঁদের ভিটার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন যেখানে চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল সেই ভিটাতেই উজ্জ্বল সদাগর বাস করিত । তাঁহার লেখার ভাবে মনে হয় যে, গল্পনায়ক উজ্জ্বল সদাগর চাঁদ সদাগরের বহু পরবর্তী বংশধর ছিল ।

উজ্জ্বল পাগল হইয়া আয়নার উদ্দেশে ঘুরিতে লাগিল । একদিকে আয়নার ব্যাকুল বিরহব্যথা, অপরদিকে উজ্জ্বলের মাতার করুণ আন্তি বিফল হইল । তাহার মাতা শীঘ্র তাহাকে ফিরিয়া পাইলেন না । জ্যৈষ্ঠ মাসে উজ্জ্বল বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, সেই মাস আবার ফিরিয়া আসিল—

“আম পাকে জাম পাকে ডালে কাগের রায় ।

কাটিয়া গাছের ফল মায় পুত্রেরে খাওয়ায় ॥”

প্রভৃতি নানারূপ স্মৃতিজড়িত করুণ বাৎসল্য রসের পরিচয় এই পালা গানে অতি মন্থস্পর্শী ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । কিন্তু মিলনের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া জননী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

“পুত্র আমার বেঁচে থাকুক লোহার কাঠি হইয়া ।

পীরের সিম্নি মানে মায় অঞ্চল পাতিয়া ॥”

যখন আষাঢ় মাসে বনের পাখী ডালে বাসা বাঁধিত, তখন উজ্জ্বলের মাতার মনে দারুণ কষ্ট হইত । তিনিও মনে করিয়াছিলেন যে আষাঢ় মাসে পুত্রের বিবাহ দিয়া নূতন করিয়া গৃহস্থালী রচনা করিবেন ।

বস্তুতঃ পল্লীকবি যখন বাঙ্গালীর ঘরের সুখ ও দুঃখের কথা বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার সুরে ভাটিয়াল গানের সমস্ত মধুরত্ব ভরিয়া উঠে । এই নিবিড় করুণ রস আমরা এই পালা গানে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছি, অন্তত সেরূপ পাই নাই ।

ঘুরিতে ঘুরিতে উজ্জ্বল সাধু একদিন সন্ধ্যাকালে কোনও দূর গ্রামে উপস্থিত হইল, তখন পল্লীর ছোট ছোট রন্ধনশালা হইতে ধূমরাশি উঠিয়া

বাঁশ বনের দিকে ছুটিয়াছে। কাক ও কোকিল আপনাদের বাসায় ফিরিতেছে, অন্ধকারে গ্রামের পথ দেখা যায় না। এই সন্ধ্যাকালে সে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্কার জন্ত চীৎকার করিল। এই চীৎকার করা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। সে যখন চীৎকার করিত তখনও সে অশ্রুমনা— এবং যখন সে ভিক্ষা গ্রহণ করিত তখনও অশ্রুমনা। অনেক সময় ভিক্কার তণ্ডুল ফেলিয়া দিয়া সে উপবাসী থাকিত। সেদিনও কোনও গৃহস্থের মেয়ে তাহাকে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে,—কিন্তু কন্যা উজ্জ্বলের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার হাত হইতে ডালা মাটিতে পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, ইনিই আয়না বিবি।

আয়না বিবিকে লইয়া উজ্জ্বল বাড়ীতে ফিরিল। চারিদিকে অমানিশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ঝলকের মত তাহাদের জীবনব্যাপী নিবিড় দুঃখের মধ্যে কয়েকটা দিনের জন্ত তাহাদের একটুকু সুখভোগ হইয়াছিল। ধূমধামের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। উজ্জ্বল যখন হাটে যাইত, তখন আয়না নিত্য নিত্য তাহার কানে কানে অতি স্নিগ্ধ কণ্ঠে, মধুর ভাষায় তাহার ফরমাইস জানাইত—

“উজ্জ্বল সাধু হাটে যায়রে কিনে আনব কি ?
 আয়নার লাগি কিনে এনো আভের চিরুণী ॥
 উজ্জ্বল সাধু হাটে যায়রে কোণাকুণি পথ ।
 আয়নার লাগি কিনে এনো সোনার একটি নথ ॥
 উজ্জ্বল সাধু হাটে যায়রে কিনে আনবে কি ?
 আয়নার লাগি কিনে এনো আস্মান-তারা শাড়ী ॥
 আস্মান-তারা শাড়ী না রে মধ্যে মধ্যে ফুল ।
 এই শাড়ী পিঁধিয়ে কন্যা যাবে নদীর কূল ॥
 জলের ঘাটেতে যাইবে কন্যা কলসী কাঁখে লইয়া ।
 আয়নার লাগি থাকবে সাধু পন্থের পানে চাইয়া ॥”

এইরূপ একটি বর্ণনা আমরা মহায়াতেও পাইয়াছি। আয়না নিজের সখের

জিনিষের জন্ত যেরূপ আব্দার করিতেছে তেমনই আগ্রহে সে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে।

“সোয়ামীরে খাওয়ায় আয়না ঘরুয়া মৈষের দই”—ছন্দের পারিপাট্য নাই, কথার বাহুল্য নাই; কিন্তু এক একটি পদে, এক এক ছত্রে যেন কবি আমাদের ভগবতী-প্রতিমা দেখাইতেছেন। যখন গায়ের চামর দোলাইয়া ইহার এক একটি ছত্র সুকণ্ঠে গান করে, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে সে যে সকল ছবি আঁকিয়া দিয়া যায়, তাহা তাহাদের মন হইতে শীঘ্র লুপ্ত হইবার নহে। যখন উজ্জ্বল ক্ষেত্রকর্মে পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, “অরন্ত ছরন্ত” (অতিশয় পরিশ্রান্ত) উজ্জ্বল “ঘামে ভেজা অঙ্গ”, তখন “কাছেতে খাড়াইয়া আয়না গায়ে বাতাস করে” এবং “ঠাণ্ডা নদীর পানি খাওয়ায় স্বামীরে।”

এই সুখ বেশী দিন রহিল না। উজ্জ্বল পুনরায় বাণিজ্যের জন্ত প্রবাসে চলিয়া গেল। সংবাদ আসিল ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া সে মারা পড়িয়াছে। আয়না পাগল হইয়া গৃহত্যাগিনী হইল। সে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া উন্মাদিনীর মত এক নদীর সৈকতভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,—এমন সময়ে কুরুঞ্জিয়া নামক এক বেদের দলের নৌকা সেই নদীতীরে আসিয়া ঠেকিল। কবি সেই বেদেরের একটি কোঁতুলপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন। কুরুঞ্জিয়া মেয়েরা নানারূপ মসলা ফেরি করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিত, তাহাদের পুরুষেরা রাঁধাবাড়া করিয়া পরিপাটিভাবে তাহাদের স্ত্রীদিগকে খাওয়াইত। স্ত্রীলোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত, পুরুষেরা তাহাদের দীর্ঘাকৃতি ডিঙ্গির দাঁড় বাহিত। কিন্তু তাহারা যতই অসভ্য এবং নীচজাতীয় হউক না কেন, তাহাদের মন ছিল সরল এবং পরদুঃখে আত্ম। তাহারা আয়নার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া করুণায় বিগলিত হইল এবং তাহাকে তাহাদের ডিঙ্গিতে আশ্রয় দিল। এখনও তাহার মনে আশা ছিল যে স্বামীকে ফিরিয়া পাইবে। সে কুরুঞ্জিয়াদিগকে চাঁদের ভিটা খুঁজিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তিন বছর চেষ্টা করিয়াও তাহারা চাঁদের ভিটার খোঁজ করিতে পারিল না। একদিন “মইষ লইয়া যায় মইষালেরা”—তাহাদের কাছে শুনিল যে নদীর তেরটি বাঁক অতিক্রম করিলে তাহারা চাঁদের ভিটা পাইবে। “সন্ধ্যাবেলায়

কুলের বো-বি প্রদীপ লাগায়”—তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আয়না তাহার স্বামীর গৃহ চিনিয়া লইল। তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে, আয়না কুরুঞ্জিয়া রমণীদের সহিত একত্র বেসাতি করিতে বাহির হইল। তাহার পরণে একখানি পাটের পাছড়া, বেদেনীদিগের মত সে ‘উডু’ করিয়া চুল বাঁধিয়াছে। তাহার গলায় গুঞ্জামালা এবং মাথায় ব্যবসায়ের জিনিষপত্র।

এই ত তাঁদের ভিটা! সেই তরুলতা তেমনই আছে। তাহাদের ডালে বাবুই পাখীর বাসা তেমনই ঝুলিতেছে। এইখানে তাহার দাম্পত্য সুখলীলার অবসান হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু হায়, তাহার পা উঠিতেছে না। আজ কেন তাহার পা থরথর কাঁপিতেছে? আজ তিন বৎসর পরে সে বাড়ীতে আসিয়াছে। আজ তিন বৎসর পরে সে স্বামীর মুখ আবার দেখিবে। তাহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, সে ঝাঁচলে চোখ মুছিতেছে। উঠানে মেদির চারাটি তেমনই আছে, এই চারাটি দুঃখিনী আয়না নিজে রোপণ করিয়াছিল। আজ সম্মুখে সেই বাড়ীঘর, যাহা দিনে দণ্ডে সে নিজ হাতে শতবার মার্জ্জনা করিয়া পরিষ্কার করিত। হায়, সে বাড়ীঘর আর তাহার নাই। বাসা থাকিতেও বাবুই পাখী যেরূপ বাহিরে পড়িয়া ভেজে, আজ আয়নারও সেই অবস্থা। তাহার স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে। তাহার সপত্নীর কোলে কাঁচা সোনার বর্ণ একটি শিশু হাসিতেছে।

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি কে আবার ফিরিয়া আসিয়াছ? তুমি কি সেই, যাহার জন্ম কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে?” আয়না বলিল, “আমার বাপ মা নাই, আমি বড় দুঃখ পাইয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমার মায়ের মতন দেখাইতেছে,—যে মা গায়ে ধূলা লাগিলে আমাকে ঝাড়িয়া পুছিয়া দিত, আমার কান্না শুনিলে পাগলের মত দৌড়িয়া আসিত, তোমাকে তাহারই মত দেখাইতেছে—এখন যে দেশে দেশে আমি কত কান্দিয়া বেড়াই, কেহতো আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করে না। এক সময়ে মাটিতে উছট পড়িলে তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া লইতেন—এখন হৃদয়ে শক্তিশেল বিঁধিলেও কেহ দেখিবার নাই।” এই বলিয়া আয়না

চিত্রাপিতের জায় কাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তখন গদগদ-কণ্ঠে শাশুড়ী বলিলেন, “তুমি যদি আমার সেই আয়না, আর দয়া করিয়া ঘরে আসিয়াছ, তবে আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। তুমি যদি আমার সেই আয়না, তবে আমি তোমার জন্ম সমাজ ও জাতি ছাড়িব। তোমার দুখিনী মাকে ছাড়িয়া যাইও না, তাহাতে যদি আমাদের ঘর গৃহস্থালী না হয়, তবে জঙ্গলে যাইয়া বাস করিব, তথাপি তোমাকে ছাড়িব না।”

শাশুড়ীর কান্না শুনিয়া আয়না তাহার খোপাবাঁধা চুল খুলিয়া ফেলিল। বেসাড়ির জিনিষপত্র মাটিতে ফেলিয়া দিল। সে পাগলিনীর মত যাইয়া কুরুঞ্জিয়াদিগের নৌকায় প্রবেশ করিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, “এই দেশ ডাকাইতের দেশ, এখানে মুহূর্ত্ত কালও থাকিব না, শীঘ্র নৌকা ছাড়িয়া দাও।” চাঁদের ভিটা ছাড়াইয়া নৌকা অতিদ্রুত মধ্যনদীতে প্রবেশ করিল।

সে নদীর উপরে ঘূর্ণনশীল পক্ষীদিগের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিল, সে যে সে গ্রামে আসিয়াছিল, তাহা যেন তাহার স্বামী না শুনিতে পায়। সে আরও বলিল, “তুমি নূতন স্ত্রী এবং পুত্র লইয়া সুখী হও। অভাগিনী আজ দরিয়ায় পড়িয়া মরিবে। আমি জন্মের মত তোমার চাঁদ মুখ দেখিয়া আসিয়াছি। তুমি সুখে থাক, এই আমার শেষ কামনা।” এই বলিয়া—

“আষাঢ়িয়া তোড়ের নদীতে ঢেউ ভেসে যায়।

কাঁচা সোনার তসু জলেতে মিশায় ॥

মা নাই বাপ নাই নাই রে সোদর ভাই।

মরিলে কাঁদিবে সুহৃৎ, হারালে বিশ্রায় ॥” বিদ্যুৎ ম / প্রাচীন

উজ্জ্বলকে কে বলিল তোমার “পঞ্জিকণী” বাসা খুজিতে আসিয়াছিল,

“সেই মুখ, সেই চোখ, ভাল! সেই ত সকল রে।

এসেছিল অভাগিনী তোমায় দেখিবারে ॥

কেউ না পুছিল অভাগিনীরে, কেউ না কইল থাক রে।

২/ জিল্কির পূর্বার আঁৎকা আঁধার হইল রে ॥”

ইহার পরে উজ্জ্বল সদাগর শোকে পাগল হইয়া বনবাসী হইলেন।

আয়না বিবির পালাতে ৫১১টি পঙ্ক্তি আছে ও আমরা ইহাকে ১১ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি। এই পালাগানটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

সঙ্গীত ও পালা গান সমূহে আমরা বার বার পুরুষচরিত্রনামুহের চরিত্রে দুর্বলতার পরিচয় পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে ধোপার পাটের রাজকুমার শুধু যে দুর্বল তাহাই নহেন, তিনি একান্ত বিশ্বাসঘাতক। মলুয়ার স্বামী চাঁদবিনোদ এবং এই পালার উজ্জ্বল সদাগর কতকটা এক ধরণের। চাঁদবিনোদ মলুয়াকে প্রকৃতই বিশেষরূপে ভালবাসিত। সে যখন সর্পদংশনে মৃতপ্রায়, তখনও সে নববধূর কথা বলে নাই,—মলুয়াকে আর দেখিতে পাইব না—এই বলিয়াই আক্ষেপ করিয়াছে। সুতরাং মলুয়ার প্রতি তাহার প্রেম অবিচ্ছিন্নভাবেই ছিল। সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিল সত্য,—কিন্তু তাহা সামাজিক অত্যাচারে একান্ত বিড়ম্বিত হইয়া। নায়ক হিসাবে চাঁদবিনোদ খুব বড় চরিত্র নহে, কিন্তু তাহাকে আমরা পাষাণ বলিয়া নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হই। যেহেতু, যাহারা দশজনের মতে দিশেহারা হইয়া একটা কাজ করিয়া বসে, কোনও আশ্চর্য্য গুণপনার পরিচয় দিতে পারে না, তাহারা আমাদের কুপার পাত্র,—নিন্দার নহে। উজ্জ্বল সদাগরও সামাজিক অত্যাচারে পড়িয়া দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পূর্বজীবনে এবং পরজীবনে আয়না বিবির প্রতি ভালবাসার বিশেষ পরিচয় সে দিয়াছে। একবার সে ছদ্মমতি হইয়া আয়নার জঘ্ন ফকিরের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। সেকালে একাধিক পত্নীগ্রহণ কোনও নৈতিক ভীতির কারণ ছিল না; সেই সময়ের তুল্যদণ্ডে মাপ করিলে, দ্বিতীয় দারগ্রহণের জঘ্ন আমরা তাহাকে বিশেষ নিন্দা করিতে পারি না। অবশ্য ইহারা আদর্শ নায়ক চরিত্র নহে এবং কতকটা দুর্বল। অন্ততঃ ইহাদের পত্নীদের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহারা তাহাদের অযোগ্য স্বামী, একথাও বলা যাইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যে রমণীদিগকেই সর্বত্র উজ্জ্বলভাবে পাইতেছি, পুরুষচরিত্র ইহাদের
 নিকট পরিণাম। “কঙ্ক ও লীলায়” কঙ্ক এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আরও
 দুই একটি পুরুষচরিত্রকে খুব উন্নত করিয়াই অঙ্কিত করা হইয়াছে, তবে
 তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

আয়না বিবি

পরিচয়—পালা আরম্ভ

(১)

চান্দে'র না ভিটায় ঘর আরে ভালা মামুদ উজ্জ্যাল সদাগর রে
তার কথা শুন দিয়া মন রে ।

হায় সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে
শিশু থুইয়া বাপ মরে মায় পাল্যা বড় না করে
হায় ভালা এক ভইন এক ভাই সংসারে ॥ ২

হায় সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে ।
নারাইণ খলার ১ কানছা ২ বাইয়া আরে ভালা চলে ভেড়ামনা ৩ উজাইয়া
পারে বাড়ী দেখিতে সুন্দর ।

খাগরে ৪ করিয়া বিউনী ৫ উলু ছনে দিয়ারে ছানী
সুন্দী বেতে বান্ধিয়াছে ঘর ॥ ৪

টক্সি যে আছিল তার অতিশয় চমৎকার
আয়নার মতন ঝিলিমিলি ।

গিরন্তি ৬ গুরজান ৭ বত তাহা বা কহিবাম রে ৮ কত
ধনে পুত্রে ছিল ঠাকুরালী ॥ ৬

হায় ! এই মতে রাখ্যা বাপে সংসার ছাড়িল
সোণার না জমিন বাড়ী পড়া ৯ যে পড়িল । ৮

১ নারাইণ খলা = গ্রামের নাম ।

২ কানছা = কিনারা ।

৩ ভেড়ামনা = শ্রীহট্টের নদী ।

৪ খাগর = তৃণবিশেষ, খাগুয়া ।

৫ বিউনী = বুনন ।

৬ গিরন্তি = গৃহস্থ ।

৭ গুরজান = গুরুজন ।

৮ কহিবাম = কহিব ।

৯ পড়া = পতিত ।

বড় বাড়ী বড় ঘর রে বড় কইর না আশা ।
 যেই বাড়ী রাখিয়া বান্ধা ' লইব নদীর কূলে বাসা ॥ ১০
 হাট ভাঙ্গিলে কে কোথায় যায় কেউ না দেখে চাইয়া ।
 পক্ষী যেমন বিরক্ষ ছাইড়া যায় রাত্র পোষাইয়া ॥ ১২
 পইড়া থাকে দরদালানী পইড়া থাকে বাড়ী ।
 জিজ্ঞাসাতে না আইয়ে বান্ধা কোথায় পুত্রনারী ॥ ১৪
 কুলের ছাওয়াল মামুদ উজ্জ্যাল একলা পড়িল ।
 যতন না কইরা মায়ে পালিতে লাগিল ॥ ১৬

এই পুত্র বড় হইলে দুঃখিনীর কপালে
 স্ত্রের দিন আইব ফিরিয়া ।
 এক কন্যা পুত্র তার অন্ধের নড়ি যেন মার
 দিন গোয়ায় দুঃখেতে পড়িয়া রে ॥ ১৮
 হায় ! সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে ।

(২)

হায় সাগরে ' না ভাইয়া যায় কিনারা পাইল ।
 এক দুই বছর কইরা পুত্র বাড়িতে লাগিল ॥ ২
 তিন বছর যায় পুত্রের হাসিয়া খেলিয়া ।
 চাইর বছর যায় পুত্রের আশার পানে চাইয়া ॥ ৪
 পাঁচ ছয় করি তার দশ বছর যায় ।
 ঘর গিরিস্তিরে মায় বানাইল আশায় ॥ ৬

১ বান্ধা = বন্ধ, মানুষ, চলিত কথায় "মিন্‌সে" শব্দের মত । পল্লীগীতে "কত
 কেরামত জানরে বান্ধা কত কেরামত জান" প্রভৃতি ভাবে ঐ শব্দের প্রয়োগ
 পাওয়া গিয়াছে ।

২ সাগরে = সাগরে ।

ঘোল বচ্ছরের কালে আশা হইল মনে ।

হালের বলদ সাধু লইলেন কিনে ॥ ৮

সর জমিনে ১ উজ্জ্যাল চাষে মন দিল ।

কার্তিক মাসেতে উজ্জ্যাল জালা ২ যে ফালাইল ॥ ১০

আগুন মাসেতে উজ্জ্যাল ক্ষেতে হাল বায় ।

কিছু কাম নিজে করে কিছু কামলায় ৩ ॥ ১২

পৌষ মাসেতে রুয়া ৪ পৌষের আবরে (৭) ।

পাঁচ কোটা ৫ ক্ষেত মামুদ উজ্জ্যাল রূপণ না করে ॥ ১৪

রুয়া না পাইয়া মামুদ উজ্জ্যাল ক্ষেতে সিঞ্চে পানি ।

মাথার ঘাম পায়ে পড়ে দেইখ্যা হায় ভালা কান্দে মা জননী ॥ ১৬

আহা রে পরাণের পুত্র এমুন হইলা ।

কেচেরা বয়সকালে ৬ সংসারে মজিলা ॥ ১৮

বৈশাখ মাসেতে মামুদ উজ্জ্যাল কোন কাষ করে ।

ধারের কাঁচি লইয়া সাধু চলিল হাওরে ৭ ॥ ২০

সঙ্গে লইল হালের বলদ মাটে চইল্যা যায় ।

পাকিল সাইলের ধান ৮ কিছু কিছু দায় ৯ ॥ ২২

ধান না দাইয়া ১০ উজ্জ্যাল সাধু বাড়ীতে আনিল ।

বাতরে ১১ মারান দিয়া ঝারিয়া লইল ॥ ২৪

পুত্রের পরথম কামাই ১২ মায় মাথায় করিয়া ।

গোলায় তুলিল মায় মাদারে ১৩ স্মরিয়া ॥ ২৬

১ সর জমিনে=মূল ক্ষেত্রে, আপল চাষের ভূমিতে । ২ জালা=চারাগাছ ।

৩ কামলা=চাকর ।

৪ রুয়া=রোপণ করা ।

৫ পাঁচ কোটা=পাঁচ খণ্ড ।

৬ কেচেরা বয়সকালে=কাঁচা (অল্প)বয়সে ।

৭ হাওরে=মাঠে ।

৮ সাইলের ধান=শালি ধান ।

৯ দায়=কাটে ।

১০ দাইয়া=কাটিয়া ।

১১ বাতর=প্রাক্ষণ ।

১২ কামাই=রোজগার ।

১৩ মাদার=স্বনামখ্যাত পীর দেবতা ।

আপছোস্^১ খাইতে দিল ভাল খইর খাজিয়ার চাউল ।
বিদায় করিয়া মায় হইল বাউল ॥ ৩৭

আষাঢ়িয়া মেঘের ধারা চক্ষে বহে পানি ।
জমিনে পড়িয়া কান্দে অভাগী জননী ॥ ৩৯
মাও সে জানে পুত্রের বেদন গো আর জানিবে কে ।
দশমাস দশদিন ভালা উদরে রাখলে যে ॥ ৪১
ঢেউয়েতে ভাঙ্গিয়া পড়ে নদীর পাহার ।
এরে দেইখ্যা প্রাণে কান্দে অভাগিনী মার ॥ ৪৩
সাঁওরে ডাকিয়া বান্ ঢেউয়ে মারে পাক ।
অভাগিনী ঘুইরা বেড়ায় কুস্তকারের চাক ॥ ৪৫
আস্মানেতে কাল মেঘ দেওয়ায়^২ ঢাকে ঘন ।
ঘরে বান্ধা নাইসে থাকে কান্দে মায়ের মন ॥ ৪৭
এই বুঝি আইসে পুত্র পালের নাও বাইয়া ।
উজান চইল্লা যায় নাও মাও সে থাকে চাইয়া ॥ ৪৯
এহি মতে কাইন্দারে মায়ের ছয় মাস যায় ।
কোন্বা দেশে গেল পুত্র খবর নাই সে পায় ॥ ৫১

(৪)

হায় শুন শুন সত্যর ভাইরে শুন দিয়া মন ।
কোন্বা পথে গেল সাধু বাণিজ্য কারণ ॥ ২
ভেড়ামনা বাইয়া সাধু উত্তরে চলিল ।
শিবর বাঁক হাতের ডাইনে পড়িয়া রহিল ॥ ৪
ভাগীদারে কয় উজ্জ্বাল সন্ধ্যা যে মিলায় ।
চোর ডাকাইতের ভয় যাওন হইল দায় ॥ ৬

^১ আপছোস্ = একরকম পিষ্টক ।

^২ দেওয়া = মেঘ ।

এইখানে বান্ধি নাও আইজরে নিশি থাকি ।

অম্বজনে কইছে তবে উজ্জ্যালরে ডাকি ॥ ৮

বেবান বান্ধের ১ মানে যাইয়া কার্য্য নাই ।

এই গেরামের বাঁকে আইজ থাক্যা যাই ॥ ১০

পারেতে হিজলী গাছ জলে পড়ে ডাল ।

কাঁহিতে বান্ধিয়া নাও করিল সাপাল ॥ ১২

আগুন অনিতে উজ্জ্যাল সাধু কোন্ কাম করে ।

নাওত ছাড়িয়া সাধু উঠে বালুচরে ॥ ১৪

কিছু দূরে গিয়া সাধু দেখে ডেপুরা ২ একখানি ।

বৈসা আছে বুড়া মানুষ এক চক্ষের তার পানি ॥ ১৬

উজ্জ্যালে দেখিয়া বুড়া ডাকিয়া অনিল ।

আপনার হালচাল যত কহিতে লাগিল ॥ ১৮

তুনিয়া ভেতরে বান্দার আরে ভাল আর কেউ নাই ।

গ্রামেতে বসতি করে এক চাচার ভাই ॥ ২০

জোত জমা ছিল, নিছে ৩ নদীতে ভাঙ্গিয়া ।

কামাই কইরা খাওয়ায় এমন নাই যে আর্জ্জনিয়া ৪ ॥ ২২

দিনের দিন মানে একবার ভাত খাই ।

তবুও দিনের নাগাল দৌড়াইয়া না পাই ॥ ২৪

এক কন্ঠা আছেরে বান্দার অন্ধের যেমন নড়ি ।

কহিতে কন্ঠার কথা বহে চক্ষের পাণি ॥ ২৬

বিয়ার হইল বচ্ছর কেমনে দিয়াম বিয়া ।

এর দুঃখে যাইব আমায় কয় বর ৫ কাটিয়া ॥ ২৮

এতেক বলিয়া বান্দা কান্দিতে লাগিল ।

এহেন কালেতে শুন কোন কাম হইল ॥ ৩০

১ বেবান=বিজন, বান্ধের=নদীর তীর । ২ ডেপুরা=ছোট কুটার

৩ নিছে=নিয়াছে, লইয়াছে । ৪ আর্জ্জনিয়া=উপার্জনকারী । ৫ বর=বর্ষ ।

পানি লইয়া আয়না তবে ফিইরা আইল বাড়ী ।
 উডানে ১ বইয়া দেখে ভিন্ দেশী পুরুষে ॥ ৩২
 লাজে রাজা হইল মুখ টাঙা ঘুরে গা ।
 চলিতে চাহিলে কন্ডায় নাই সে উঠে পা ॥ ৩৪

উজ্জ্বাল সাধু দেখে কন্ডার পরথম যৈবন ।
 এমত ছুরত সাধু ভাল না দেখে কখন ॥ ৩৬
 দুই নয়ান দেখিয়া উজ্জ্বাল সাধু নয়ানে বুঝায় ।
 মাথার কেশ উবৃত ২ হইয়া পড়িয়াছে পায় ॥ ৩৮
 বসনে না ঢাকে অঙ্গ পড়ে খল্কিয়া ৩ ।
 কন্ডারে দেখিয়া সাধুর না ধরয়ে হিয়া ॥ ৪০
 দেশে আছে চাম্পার ফুল ফুট্যা থাকে গাছে ।
 সেও চাম্পা মৈলান হবে এই কন্ডার কাছে ॥ ৪২

হায় ! পরিচয় কহিল সাধু মাও বাপের নাম ।
 পরিচয় কথা উজ্জ্বাল কহে নিজ গ্রাম ॥ ৪৪
 পরিচয় শুনিয়া বান্দা কান্দিতে লাগিল ।
 বয়স কালে তোমার বাপ দোস্ত যে আছিল ॥ ৪৬
 বাপের কথা যত ইতি সাধু শুনিয়া শ্রবণে ।
 আরবার দেখা দিও ফিরিবার দিনে ॥ ৪৮
 এই কথা কহিয়া মামুদ উজ্জ্বাল আগুনি মাগিল ।
 ভেউয়ায় ৪ করিয়া কন্ডা আগুন আগ্রা দিল ॥ ৫০
 চারি চক্ষু চাওয়া চাওয়া ভাল। মন বাঙ্কা থুইয়া ।
 পূব দেশে চলে সাধু নাও ভাসাইয়া ॥ ৫২

১ উডানে=আদিনার, উঠানে ।

২ উবৃত=উপড় ।

৩ খল্কিয়া=বাহির হইয়া ।

৪ ভেউয়া=হাতা ।

(৫)

গিরকর্ষ করে কন্ডালো আলো কন্ডা চক্ষে কেন পানি ।
কোন্ জনে জ্বালাইয়া গেল তোর মনের আগুনি ॥ ২
এইমন যৈবন কন্ডালো তোর যায় অকারণে ।
কাঞ্চা বয়স কালে লো ধরিয়াছে ঘূণে ॥ ৪
জ্বালাইতে সন্ধ্যার বাতি লো মনে নাই যে রয় ।
জলের ঘাটে গেলে কন্ডা দূরে চাইয়া রয় ॥ ৬

কোন্ দেশ হইতে আইল নাইয়ারে নাওখানি বাইয়া ।
এই নায়েনি আইল বন্ধু অভাগীরে চাইয়া ॥ ৮
ভরায়ে কলসী কন্ডা পানির ঠেকা নাই ।
ভরন্তু কলসী ঢাল্যা কেনবা জল খাও ॥ ১০
ছানের হইল বেলালো তোর গায়ে নাইলো পানি ।
শুকাইয়া হইয়াছে কন্ডা চিকন কাকনী ১ ॥ ১২
মনের দুঃখু সে কেউ না বুঝতে পারে ।
এ রোগের ঔষধ নাইরে চিন্তায় যারে মারে ॥ ১৪
ঋণচিন্তা রোগচিন্তা সংসারচিন্তা দর ২ ।
যৈবনকালের পীরিতচিন্তা সকল চিন্তার বড় ১ ১৬

উজান পানি বাইয়া বাইয়ারে সাধু পূবের মূলকে যায় ।
ভাগীদার মালাগণে নাওখানি বায় ॥ ১৮
পাঁচ বাঁক গিয়া সাধু তবে পাল উড়াইল ।
পূবালী বয়ারে ৩ সাধু গায়ে কাঁটা দিল ॥ ২০
গায়েতে আসিল জ্বর সাধু শুইল চিন্তায় ।
দুই আঁখি বুজি সে দেখে পছের ৪ আয়নায ॥ ২২

১ কাকনী = কুশ ।

২ দর = দড়, বেশী ।

৩ পূবালী বয়ারে = পূবের বাতাসে ।

৪ পছের = পথের ।

দুই আখি চাহিলে দেখে আয়না সামনে খারা । ১৫ ।

শয়ানে স্বপনে সাধুর নিরাল ' আখির তারা ॥ ২৪

কিসের চিন্তা কিসের রোগ দুর্জ্ঞান পিরিতে ধরিল ।

তিন মাস বাইয়া নদী সাধু সূর্বদেশে গেল ॥ ২৬

আইজ ভাল কাইল মন্দ এই মতে দিন যায় ।

লাভের বাণিজ্য সাধু সমূলে আড়ায় ২ ।

আসলে কিনিয়া মাল ফসলে * বিকায় ॥ ২৯

ভাগীদারে কয় সাধু পাগল হইল ।

ছয়মাস পরে উজ্জ্যাল দেশেতে ফিরিল ॥ ৩১

গাঙ্গের পরে হিজল গাছ পাতায় পাতায় পানি ।

এইখানে বান্ধহ নাও আজুকার নিশি ॥ ৩৩

নিশিতে পোহাইল উজ্জ্যাল ভাগীদারে কয় ।

আজি দিন এইখানে থাকিব নিচ্চয় ॥ ৩৫

চরেতে উঠিল উজ্জ্যাল আয়নারে দেখিতে ।

শূন্য ভিটা পইড়া আছে না পায় দেখিতে ॥ ৩৭

পিঞ্জরা রইয়াছে খালি পক্ষী মারছে উড়া ।

খুজ্যা না পায় উজ্জ্যাল সাধু হইল বেহরা ৩ ॥ ৩৯

একখানে দেখে সাধু কবরের চিন্ ।

ঘুরিতে ঘুরিতে সাধুর গেল ইহ দিন ॥ ৪১

পাড়াপড়্ শী জনে উজ্জ্যাল জিজ্ঞাসা যে করে ।

দুইমাস হইল বান্দা গিয়াছে বেস্তরে * ॥ ৪৩

তুনিয়ার চিহ্ন তার কয়বর * পইড়া আছে ।

পাড়াপড়্ শীর কাছে সাধু আয়নার কথা পুছে ' ॥ ৪৫

১ নিরাল=নিরালা । ২ আড়ায়=হায়ায় । ৩ ফসলে=লোকসানে ।

৪ বেহরা=পাগল বাউরিয়া, বাউল প্রভৃতি শব্দ একই পদের রূপান্তর ।

৫ বেস্তরে=বেহস্তে । ৬ কয়বর=কবর । ৭ পুছে=জিজ্ঞাসা করে ।

কেউ জানে কেউ না জানে কেউবা কহে মন্দ ।

আর দিন গেল সাধুর না গুছিল সন্দ ' ॥ ৪৭

আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার বাড়ীতে গিয়া ।

তোমার পুত্র উজ্জ্যাল গেছে ফকির হইয়া ॥ ৪৯

আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার তোমারে জানাই ।

তোমার পুত্র উজ্জ্যাল সাধু পরাণে বাঁচ্যা নাই ॥ ৫১

আমার মায়ে কইওরে ভাগীদার যদি মায়ে পুছে ।

তোমার পুত্র পূব দরিয়ায় ডুব্যা সে মইরাছে ॥ ৫৩

আর কইও আর কইওরে ভাগীদার ছুফিণী মায়েরে ।

আর না আইব মামুদ উজ্জ্যাল চান্দে'র ভিটার ঘরে ॥ ৫৫

বেহু'রা হইয়া সাধু ঘুরিয়া বেড়ায় ।

ভিক্ষা মাগিতে সাধু উজ্জ্যাল বাড়ী বাড়ী যায় ॥ ৫৭

কেহ দেয় মুইঠে'ব চাউল কেহ বা দেয় গালি ।

কেচেরা ' বয়সে কেন লইল ভিক্ষার বুলি ॥ ৫৯

কেউ বলে কারণ আছে কেউ বা বলে নাই ।

এক গেরাম ছাড়িয়া সাধু অগ্ন গেরামে যায় ॥ ৬১

কুলের বউরে দিতে ভিক্ষা হাউরী ' করে মানা ।

কেউ বলে এই ফকির প্রেমের দাওয়ানা ' ॥ ৬৩

বাণ্ডায় চিনে সোনা রূপারে রসিকী রসিক ।

তিন গাঁও ঘুরিয়া উজ্জ্যাল আইজ না পাইল ভিক ॥ ৬৫

(৬)

সন্ধ্যা গুজরিয়া ' যায় ঝিলিঝিলি পথ ।

এই গেরাম ছাড়িয়া সাধু চলিল অগ্নত ॥ ২

' না গুছিল সন্দ = না ঘুচিল সন্দেহ ।

২ কেচেরা = কাঁচা ।

' হাউরী = শাওড়ী ।

' দাওয়ানা = ফকির ।

' গুজরিয়া = শেষ হইয়া ।

সাঁজালের ধূমা উঠ্যা বাঁশ বনেতে উড়ে ।
 উইয়া আইসে কাউয়া কুলী^১ আপনার বাসায় ।
 সন্ধ্যার আইছারে গ্রামের পথ না দেখা যায় ॥ ৫
 আইজ থাকিয়া মামুদ উজ্জ্যাল অই না গাছের তলে ।
 কাইল যাইব উজ্জ্যাল সাধু ভিক্ষার কারণে ॥ ৭
 কিসের ভিক্ষা কিসের খাওন আয়নারে খুঁজিয়া ।
 ছয় মাস গেল সাধুর কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৯
 পরের মায় ডাক্যা তারে দিনমানে খাওয়ায় ।
 কোন দিন পেটে দানা উপাসে বা যায় ॥ ১১

(৭)

জিকির ছাড়িয়া^২ ফকির ভালা দেউরীর কোণে খারা রে ।
 আর স্জজন গিরস্ত ডাক্যা কয় ত ভিক্ষা দেও সকাল করি রে ॥ ২
 আর ভিক্ষার না ডালা লইয়া কন্ডা গ্রারে ভিক্ষা দিতে সে আইল ।
 ফকিরে দেখিয়া হাতের ডালা ভূমিতে পইড়া গেল রে ॥ ৪
 চারি চক্ষু এক হইল ঝাইরা বয় রে পানি ।
 কোন্ দিন দেখ্যাছে কন্ডা না যায় ভুলন রে ॥ ৬
 “ভিক্ষা নাই সে করি কন্ডালো ভিক্ষার কার্য্য নাই রে ।
 তোমার লাগ্যা দেশ বিদেশ ত ঘুরিয়া বেড়াই রে ॥ ৮
 ছয় মাস ঘুইরা ঘুইরা জান করি হয়রাণি^৩ ।
 সংসারের লোক কয় পাগল বেহুঁরা রে ॥ ১০
 চাউল নাই সে চাই কন্ডালো কড়ি নাই সে চাই রে ।
 |তোমার যৈবন ভিক্ষা করিলো কন্ডা দেশে চইল্যা ঝাই রে ॥” ১২

^১ কুলী=কোকিল । ^২ জিকির ছাড়িয়া=ভগবানের বা কোন্ ভগবৎ-
 কর লোকের নাম ধরিয়া চীৎকার করাকে ‘জিকির’ ছাড়া বলে ।

^৩ হয়রাণি=পরিভ্রান্ত ।

“মামুর বাড়ীতে আছিরে বন্ধু বাপ গেছে মারা ।

ছয় মাস ধইরারে আমার কান্দন কাটি সার রে ॥ ১৪

পরের ঘরে পরের মাও নাপে ভাল ডাক্যা আছি বাপ মাও ।

যে দেশেতে যাইবা আমারে তুমি সঙ্গে লইয়া যাও ॥” ১৬

এক যাত্ৰ মিলের ভাল পাণে আর চুণে ।

আর যাত্ৰ মিলে ভাল দুই আখির কোণে ॥ ১৮

আরে যাত্ৰ মিলেবে ভাল পরাণে পরাণে ।

সংসারের সার পিরীত যে পায় সন্ধান ॥ ২০

*পিরীত রতন পিরীত বতন পিরীত গলার হার ।

পিরীত কইরা মইল বান্দা সফল জীবন তার ॥ ২২

[মামুর ঘরের ভাইয়ের সঙ্গে আয়নার বিবাহের কথাবার্তা হয় । আয়না মামুদ উজ্জ্যাল সাধুর সঙ্গে পলাইয়া যায় । উজ্জ্যাল সাধুর বাড়ীতে আসে ও উভয়ের বিবাহ হয় ।]

(৮)

উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কিন্তা আন্ব কি ।

আয়নার লাগি কিন্তা আন্ব আবের চিরুণী ॥ † ২

উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কোণাকুণি পথ ।

আয়নার লাগি কিন্তা আন্ব নাক-বলাক নথ ॥ ৪

উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কিন্তা আন্ব কি ।

আয়নার লাগ্যা কিন্তা আন্ব আস্মান তারা শাড়ী ॥ ৬

|| আস্মান তারা শাড়ী নারে মধ্যে মধ্যে ফুল ।

এই শাড়ী পিন্ধিয়া কন্তা যাইব জলের ঘাটে ॥ ৮

জলের ঘাটেত যাইব কন্তা কলসী কাঁকে লইয়া ।

আয়নার লাগ্যা থাক্ব সাধু পন্থের পানে চাইয়া ॥ ১০

* এই হই ছত্র চণ্ডীদাসের একটি পদেও একটু রূপান্তরিত ভাষার পাওয়া যায় ।

† এই রকম কথা মহায়ায় আছে । ১ম খণ্ড দেখুন ।

উজ্জ্বাল সাধু ছাটে যায় রে কিছা আন্ব কি ।
 আয়নার লাগি কিছা আন্ব সাঁচিগন্ধের ^১ তেল ॥ ১২
 পুত্র বিয়া দিয়া মায় বউ লৈল সে কোলে ।
 সন্ধ্যা কালের বাস্তি যেমন ঘর পশরিয়া ^২ জ্বলে ॥ ১৪
 মাও খুসি বইন খুসি আয়নারে পাইয়া ।
 আর খুসি হইল উজ্জ্বাল আয়নারে পাইয়া ॥ ১৬

গিরস্তির কামে মামুদ উজ্জ্বাল মন নাই সে দিল ।
 পৌষ মাসে না উজ্জ্বাল সাধু জালা ফালাইল ॥ ১৮
 মাঘ মাসেতে সাধু জালায় দেয় পানি ।
 স্নায়মীরে খাওয়ায় আয়না ঘরুয়া মৈষের দৈ ॥ ২০
 মায়ত তুলিয়া রাখ্ছে বিন্ধিধানের থৈ ।
 অরন্তুছরন্তু ^৩ উজ্জ্বাল ঘামে ভিজি অঙ্গ ॥ ২২
 কাছেতে খাড়াইয়া আয়না গায়ে বাতাস করে ।
 ঠাণ্ডা নদীর পানি খাওয়ায় স্বামীরে ॥ ২৪
 চৈত বৈশাখ মাস এহি মতে যায় ।
 কামেলা লইয়া উজ্জ্বাল সাধু ক্ষেতের ধান দায় ^৪ ॥ ২৬

গিরস্তির কশ্মে সারা মুখে মধুর হাসি ।
 স্নায়মীরে পাইয়া আয়না মনে বড় খুসি ॥ ২৮
 যৈবন চলিয়া পড়ে লিলুয়া বয়ারে ^৫ ।
 আস্মান তারা শাড়ী কন্য়ার ক্ষণে উড়ে পড়ে ॥ ৩০

এবে দেখি মামুদ উজ্জ্বাল পাগল হইল ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধুব জ্যৈষ্ঠ মাস গেল ॥ ৩২

^১ সাঁচিগন্ধের = সুগন্ধের ।

^২ পশরিয়া = আলোকিত করিয়া ।

^৩ অরন্তুছরন্তু = অতিশয় পরিশ্রান্ত । ^৪ দায় = কাটে ।

^৫ লিলুয়া বয়ারে = মুহম্মদ বাতাসে ।

জ্যৈষ্ঠ মাস যায় দেখে গাছে পাকে আম ।
 এই মাসে হইয়াছে শেষ ঘর গিরস্তির কাম ॥ ৩৪
 কাটিয়া নিজের হাতে স্বামীরে খাওয়ায় ।
 চউক আলমালাইতে ^১ দেখে রজনী পোহায় ॥ ৩৬
 আর একটু থাকল কণ্ঠা বুকেতে শুইয়া ।
 আজুকার নিশি কেমনে গেল পোহাইয়া ॥ ৩৮

(৯)

হায় তারিয়া নাইরারে ^২ ভাই দেখ জ্যৈষ্ঠ মাস গেল ।
 জলের যৈবন লইয়া আষাঢ় মাস আইল ॥ ২
 কাঞ্চে ^৩ কলসী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া ।
 আসমানে খাড়াইয়া জমিনে ঢালে ধারা ॥ ৪
 সাযর হায়র নদীরে করে কলকল ।
 কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের জল ॥ ৬
 ডুবা ডেঙ্গরা বাহিয়া মলুক হইল তল ।
 আষাঢ়িয়া নয়ান হইয়াছে পাগল ॥ ৮
 কোথা হইতে আইসেরে ঢেউ ফেনা মুখে লইয়া ।
 সাধুর তরণী যায় পাল উড়াইয়া ॥ ১০
 ভাগীদার আইসা কয় সাধু কি কর বসিয়া ।
 এই ত আষাঢ় মাস আধেক যায় রে বইয়া ॥ ১২
 বাণিজ্যের সময় দেখ গত হইয়া যায় ।
 বয়সে না করিলে আর্জুন পিছে হবে দায় ॥ ১৪
 ভাগীদারের কথায় সাধু কোন্ কাম করে ।
 মৃত্যুর ডাকিয়া পানসী দোরন্ত সে করে ॥ ১৬

^১ আলমালাইতে = চোখের পাতা ফেলিতে না ফেলিতে, নিমেষে ।

^২ হায়...নাইরারে = 'তাইরে নারে, নাইরে না !'—একটা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আনন্দহৃৎক কথা ; ইহা তজ্জপ উল্লাস-ই ব্যক্ত করিতেছে ; অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে জ্যৈষ্ঠমাস কাটিয়া গেল । ^৩ কাঞ্চে = কাঁখে, কক্ষে ।

নয়া কাষ্ঠ লাগাইয়া মারিল পাতাম ¹ ।

নয়া নবীল ² বস্ত্রে বানাইল বাদাম ³ । ১৮

হায় এহি মতে উজ্জ্বল সাধু বাণিজ্যেতে যায় ।

মায়ের কাছেতে সাধু মাগিল বিদায় ॥ ২০

বইনের কাছেতে সাধু মাগিল বিদায় ।

আয়নার কাছেতে সাধু বিদায় হইতে যায় ॥ ২২

“আরে শুন শুন প্রাণের আয়না সুধাই তোমারে ।

বাণিজ্যের লাগিয়া যাইব দূর না দেশান্তরে ॥ ২৪

মাও আছে বহিন আছে লো তাদের নিয়া থাক ।

ছয় মাস পরে আমি আইবাম বাড়ী ।

ছয় মাস থাক তুমি হইয়া অবর ⁴ নারী ॥ ২৭

আমার না মাও লো ও আয়না তোমার না শাস্তুরী লো ।

তারে লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥ ২৯

আমার না বহিনী লো ও আয়না তোমার না ননদী লো ।

তারে লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥ ৩১

পাড়া পড়নী আছে যত লো আয়না সবে মা ও ভাই লো ।

সব লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥ ৩৩

ছয় মাস পরে লো কন্যা যদি থাকে কপালে ।

পীরের পরসাদে যদি হারাধন মিলে ॥ ৩৫

তোমারে লইয়া লো কোলে হইবাম সুখী ।

ছয় মাস থাকিব আমি উড়ন চরা পাখী ॥ ৩৭

যৈবনে যৈবতী লো কন্যা না যায় পাশরা ⁵ ।

এইখানে রাখিয়া গেলাম ছনয়নের তারা ॥” ৩৯

“না যাইও না যাইও রে বন্ধু দূর দেশান্তর ।

অভাগী আয়নারে লিয়া থাক আপন ঘর ॥ ৪১

¹ পাতাম=নৌকায় লাগাইবার লোহা । ² নবীল=নবীন । ³ বাদাম=পা'ল ।

⁴ অবর=বিরহিণী, স্বামি-বিরহিতা, প্রেমিত-ভর্তৃকা । ⁵ পাশরা=বিস্মরণ ।

না যাইও না যাইও রে বন্ধু বাগিজি কারণে ।

বৈদেশে পাঠাইয়া বন্দে * থাকিব কেমনে ॥ ৪৩

চান্দ ছাড়া কাল রে নিশি দেখে সদাই যে আন্ধার ।

যৈবন কালে নারীর পতি পুষ্পের ভরসা

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৪৫

খরদর † ঢেউয়ের নদীতে তাতে যৈবন তরী ।

এমন কালে ছাইরা গেলে কে অইব কাণ্ডারী

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৪৭

ভর যৈবতী নারীর বন্ধু ভাল হৃদপিঞ্জিরায় পাখী ।

অসময়ে কেন যাওরে দিয়া মোরে ফাঁকি

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৪৯

আরাকারা ‡ ঢেউর নদীতে কে করে সামাল ।

অধন্দে § ছাড়িয়া গেলে বন্ধু যৈবন হইবে কাল

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫১

খাই বা না খাই বন্ধুরে বুকে লইয়া থাকি ।

এইমন সোনার যৈবন কেমনে ধইরা রাখি

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫৩

সোনা নয় রূপা নয় নয়রে পিতল কাসা ।

ভাজিলে সে গড়া যায়রে পরে আছে আশা

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫৫

আম্বাঢ়িয়া পাগল পানিরে বয় রে উজান ঘাটা ।

কার্ত্তিক মাসেতে পানি ফিরা লইব ভাটা

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫৭

আভাগ্যা নারীর যৈবন ধইরাছে জোয়ারে ।

এই পানি ভাটাইলে দেখ আরত মাই সে ফিরে

বন্ধু যাইওনা রে ॥ ৫৯

* বন্দে = বন্ধকে ।

† আরাকারা = উন্নত ।

‡ খরদর = খরতর ।

§ অধন্দে = অসময়ে ।

এইমতে অভাগী আয়না রোদনা করিল ।

শুকুর বারেতে সাধু খোয়াজের ' সিমি দিল ॥ ৬১

শনিবারে উজ্জ্বাল সাধু ছাড়িলেক নাও ।

অভাগিনী আয়না কান্দে “আমার মাথা খাও ।

বানপাকরের ২ মুখে না ধরিও নাও ॥” ৬৪

অভাগিনী আয়না কান্দে “শুন পরাণের পতি ।

দেওয়ায় ডাকিলে বান্দিও নায়ের কাছি ॥” ৬৬

অভাগিনী আয়না কান্দে “আমার মাথা খাও ।

রাইত নিশিথে বন্ধু না বহিও নাও ॥ ৬৮

গারুয়া ভাঙ্গারের মুলুক সেই দেশে না যাইও ।

ছয়মাস মধ্যে তুমি ফিরিয়া আসিও ॥ ৭০

কিবা ধন পাইবারে বন্ধু জুরাইত হিয়া ।”

আয়নারে রাখিয়া সাধু বাগিজ্যেতে যায় ।

অভাগী আয়নার অইল ঘরে থাকা দায় ॥ ৭৩

[এইস্থান খণ্ডিত । কিছুদিন পরে ভাগীদার ফিরিয়া আসিল । তাহার। আসিয়া বাড়ীতে খবর দিল, নৌকা ডুবি হইয়া মামুদ উজ্জ্বাল মারা গিয়াছে । বাস্তবিকই তুফানে সাধুর নৌকা মারা পড়িয়াছিল । অংশীদারগণের মধ্যেও কেহ কেহ নিখোঁজ হইয়া গিয়াছিল । তাহার। প্রাণে বাঁচিয়াছিল তাহারাই আসিয়া এই সংবাদ দিল এবং উহা শুনিয়া আয়না পাগল হইয়া গেল । একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল ।

পাগলের মত হইয়া আয়না বনে বনে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল । ভাগ্যক্রমে একদিন এক “দয়াদার” (দয়ালু) সূজন গৃহস্থ তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যায় । তাহার সাত পুত্র অনেক খুঁজিয়া এক নদীর চরে ছয়মাসের “কাহিলাত” (কাতর) মামুদকে পাইয়া উদ্ধার করে । আয়না স্বামী লইয়া ঘরে আসে ।

মামুদ উজ্জ্বাল বাড়ী আসিয়া সারিয়া উঠার পর ঘর-গৃহস্থালীর কাষে মন দেয়। কিন্তু তখন গ্রাম জুড়িয়া একটা বিষম দলাদলি চলিতেছিল। সকলেই বলাবলি করিত যে আয়না অসতী। সে একা নারী ঘরের বাহির হইয়া যায়। এই ছয়মাস কোথায় ছিল কোথায় না ছিল তার কোনও খোঁজ খবর নাই। এমতাবস্থায় পাড়ার লোক আয়নাকে নিয়া ঘর-গৃহস্থালী, পান-পাশ্চাইত (সামাজিক আচার-ব্যবহার) করিতে অস্বীকার করিল। তখন মামুদ উজ্জ্বালের মতিগতি খারাপ হইয়া যায় এবং এক নদীর চরে আয়নাকে লইয়া বাণিজ্য যাইবার ছল করিয়া তাহাকে নির্বাসন দেয়।

আয়না একা স্বামিকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সেই বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় দৈবযোগে একদল কুরুঞ্জিয়া জাতি সেই চরে নৌকা লাগাইল।]

(১০)

হায় কুরুঞ্জিয়া এক না জাতি ভালা কহি সভার আগে।

নায় থাকে নায় বাসা ফিরে বিদেশে ॥ ২

✓ পুরুষেরা রান্ধে বাড়ে সুখে বস্তা খায়।

ঘরের নারী তারা গাওয়ালে ১ বেড়ায় রে ॥ ৪

সজ্জমসল্লা বিকাইয়া তারা ভালা ফিরে দেশ ও বিদেশে।

বারমাসে তের পাতি জল হাওরে ভাসে ॥ ৬

বাণিজ্য বেসাতী যত আর দেখ মাইয়া লোকে করে।

ঢেকুরা ২ পুরুষের দল কেবল বায় সে নাও ॥ ৮

বাইতে বাইতেরে নাও নানান্ দেশেরে গেল।

দৈবযোগে ডেঙ্গার ৩ চর তামাম ৪ নৌকা লাগাইল রে ॥ ১০

“আরে ভাইরে শুকুনা কাঠের লাগ্যা আরে ভালা চরেতে

ভিড়ায় নাও।

দৈবেতে আসিয়া দেখ ভালা কণ্ঠারে মিলায় ॥ ১২

১ গাওয়ালে = গ্রামে।

২ ঢেকুরা = অকমণ্ড্য।

৩ ডেঙ্গার = ডাকার।

৪ তামাম = সকল।

হায় কোন্ দেশে ঘর কন্ঠালো কন্ঠা আলো কোন্ দেশে বাড়ী ।
ঘোর জঙ্গলায় বসত কেনলো হইয়া সুন্দর নারী ॥” ১৪

“বাড়ী নাই ঘর নাই কপাল পুড়া আমি গো ।
নির্বন্ধ করিয়া আল্লা মোরে বনে পাঠাইলো গো ॥ ১৬
মাও নাই সে বাপ নাই সে রে আমার গর্ভ সোদরার ভাই ।
পানির মুখে সেওয়ার মত আমি ভাসিয়া বেড়াই রে ॥ ১৮
যেই রে বিরক্তের তলে যাই আরে ছায়া পাওনের আশে রে ।
পত্র ছেছা রোঁদ্র লাগে দেখ কপালের দুখে রে ॥ ২০
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায় ।
গায়ের না বাতাস লাগলে আর ভালা আগুনি কিমায় রে ॥ ২২
হায় কাল কাটারী নাইরে গলায় মারিব রে ।
জমিনে নাহি যে ফাঁক থাকিবাম লুকাইয়া রে ॥” ২৪

“না কাইন্দ না কাইন্দ কন্ঠালো তুমি ধর্ম্মের বি ।
সন্তেত থাকিবা কন্ঠা অইয়া মোর বি রে ॥” ২৬

এক দুই বছর গেল আয়না জলেতে ভাসিয়া ।
নানান দেশে যায় কন্ঠা সাধুর লাগিয়া রে ॥ ২৮
হায় এহিমত কইরা আরে ভালা তিন বছর গেল রে ।
ঘুরিয়া না পাইল কন্ঠা হায় ভালা চান্দের ভিটার ঘর রে ॥ ৩০

সজ্জমসজ্জা লইয়া কন্ঠারে গাওয়াল কইরা ফিরে ।
দুই নয়ানে জলে কন্ঠা পশু না ঠাওর করে রে ॥ ৩২
দেশ বিদেশ সে জিজ্ঞাসা করে কন্ঠা কত কত জনে ।
চান্দের ভিটা পাইবাম আমরা কোন বা পশ্ছে গেলে রে ॥ ৩৪
কোন বা পথে যাইবাম আরে ভালা কোন বা নদী বাইয়া ।
উজ্জান যাইবাম ধরি কি যাইবাম ভাটা বাইয়া রে ॥ ৩৬

কেউ বলে শুশ্রূষা কানে, ভালা কেউ বলে নয় রে ।

তিন বছর ধইরা খোঁজে কন্যা চান্দে'র ভিটার ঘর রে ॥ ৩৮

মৈষ লাইয়া যায় মৈষালরা খবর কইরা চায় রে ।

✓ তের বাঁক পানি গেলে চান্দ'র ভিটা ঘর রে ॥ ৪০

সন্ধ্যাবেলা কুলের বউ-ঝি পরদীম * লাগায় ।

তা সবে জিজ্ঞাসে কন্যা জানে বিবরণ :

নাও বাঞ্চিল সবে কন্যার কারণ রে ॥ ৪৩

(১১)

হায় পরভাত কালে উট্যা কন্যা ভালা কোন্ কাম করিল ।

কুরুঞ্জিয়া নারীর বেশ অস্ত্রেতে ধরিল ॥ ২

আগাড়ুরি * পাটের পাছা * ভালা কোমরে বাঞ্চিয়া ।

খোপাত বাঞ্চিল কন্যা উব্দা * করিয়া রে ॥ ৪

হায় গলায় ত পরিল কন্যা ভালা নয় গুঞ্জির মালা রে ।

মাথায় তুলিয়া লইল কন্যা বেসাতীর ছালা রে ॥ ৬

সাইর বইনি * কুরুঞ্জিয়ায় নারীগো আর সঙ্গে যায় ।

বেসাতী করিতে তারা বাইর হইল গাওয়ালে রে ॥ ৮

হায় চান্দে'র ভিটায় গাছ গাছালী আর ভালা সেইমত আছে ।

২০ ডালেতে বাউই-টিয়া * বাসা না কইরাছে ॥ ১০

এই ঘরে থাক্যা সুন্দর আয়নারে করিলা গিরস্তালি রে ।

সংসারের আশায় কন্যার আইজ পইড়াছে ছালি * রে ॥ ১২

আস্তে বেস্তে যায় কন্যা আরে আপনার বাড়ী রে ।

থরথরি কাঁপে হিয়া আরে নাই সে চলে পাও রে ॥ ১৪

* পরদীম = প্রদীপ ।

২ আগাড়ুরি = অগ্রভাগে ডোরা দেওয়া (striped) ।

* পাটের পাছা = পাটের পাছাড়ি, এক প্রকার মোটা পাটের সাড়ী ।

* উব্দা = বিপরীত, উল্টা । * সাইর বইনি = সারিবদ্ধ হইয়া, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ।

* বাউইটিয়া = বাবুই টিয়া পাখী ।

* ছালি = ছাই ।

তিন বছর পরে দেখে কন্যা আরে ভালা আপন বাড়ী ঘর ।
 তিন বছর পরে দেখে কন্যা আপন স্যামীর মুখ ॥ ১৬
 হায় দুই নয়নে বহে ধারা ভালা আইঞ্চল ধুইয়া মুছে রে ।
 অভাগীর চক্ষের জল কেউনা চাইয়া দেখে রে ॥ ১৮
 উঠানের কানছায় ^১ দেখে মেন্দি গাছের চারা রে ।
 রুইয়াছিল অভাগিনী এই মেন্দির চারা রে ॥ ২০
 সেই ঘর সেই দুয়ার ভালা সকলই ত আছে রে ।
 লেপিয়া পুছিয়া কন্যা দুবরাজি ^২ করিত রে ॥ ২২

বাউয়ের বাসা যেমন কামে নাই সে লাগে রে ।
 ঘর থাকিতে যেন বাইরে বস্তা ভিজ়ে রে ॥ ২৪
 সেই ঘর সেই দুয়ার সেইত পইড়া আছে রে ।
 এই ঘরে অভাগী আয়না আর না পাইব ঠাই রে ॥ ২৬
 বিয়া কইরা মামুদ উজ্জ্যাল স্নখে বস্তা খায় ।
 অভাগী দুষমণ ^৩ আয়না কান্দিয়া বেড়ায় রে ॥ ২৮
 কোলেতে সুন্দর ছাণ্ড্যাল কাঞ্চা সোনা জ্বলে রে ।
 পুত্র কোলে লইয়া সতীন আলাকালা ^৪ করে রে ॥ ৩০

হায় কার বা ঘরের সুন্দর কন্যা হায় ভালা শুনি ।
 কোন দৈবে কইরাছে কন্যায় এমন দুষ্কিণী রে ॥ ৩২
 হায় স্নখের ঘর স্নখের বাড়ী না রে সকল ছাড়িয়া ।
 নগরে বেসাতী করে ভালা কুরুঞ্জিয়া হইয়া ॥ ৩৪

“কার কন্যা কার ঝি না লো কন্যা আলো কেবা বাপ মাও ।
 মাথা খাও কন্যা আমায় দেও পরিচয় লো ॥ ৩৬

^১ কানছায় = কিনারায় ।

^৩ দুষমণ = শত্রু ।

^২ দুবরাজি = রাজকন্যা ।

^৪ আলাকালা = আদর ।



বেদিয়া-বেশিনী আয়না—২১৩ পৃঃ

হায় ভালা অনেক দিনের কথা দেখিবা না দেখি রে ।

কান্দিয়া কান্দিয়া তোর লাগ্যা আমার আঁকাইর দুই

অঁখি রে ॥” ৩৮

এইমতে কান্দন করে ভালা শাপুরী ননদী রে ।

আয়নাবে চক্ষের জলে ভাসে নদী নালা রে ॥ ৪০

“মাও আমার নাই বাপ আমার সে নাই ।

দারুণ কপালের দোষে সকলি হারাই রে ॥ ৪২

দারুণ কপালের লেখা ঘুইরা না বেড়াই রে ।

আমার লাগ্যা যে তোমরা হায় ভাল কি লাগিয়া কান্দ রে ॥ ৪৪

আমি কান্দি তোমারে আমার মায়ের মতন দেখ্যা রে ।

ছোড়ু বেলার কথা আমার মনে ভালা পড়ে ॥ ৪৬

গায়েতে লাগের ধূলা মায় আইঞ্চালে দিত ঝাইরা রে ।

কান্দিলে অভাগী মাও গো আইত দৌড়িয়া ।

দেশে দেশে কাইন্দা ফিরিগো এখন কেউনা দেখে চাইয়া ॥ ৪৮

থেকান^১ খাইয়া পড়িলে জামিনে মায় তুল্যা লইত কোলে রে ।

এখন রিদরে^২ বিন্লে ছুক্তিছেল কেউনা দেখে রে ॥” ৫১

হায় ভালা বেসাতী তুলিয়া কন্ডা আস্তে আস্তে যায় রে ।

দুই নয়ানের পানি বইয়া ভাস্তা যায় বুক রে ॥ ৫৩

“আয়না যদি অইয়া থাক্ছলো কন্ডা, কন্ডা আলো নাই সে

যাও ফিরিয়া ।

ভিক্ষা মাগিয়া খাইবাম তোহারে না লইয়া রে ॥ ৫৫

আয়না যদি অইয়া থাক্ছলো কন্ডা আরে ভালা ঘরে ফিইরা আর ।

পান-পাঞ্চাইত^৩ ছারবাম তোর না লাগিয়া রে ॥ ৫৭

^১ থেকান=আছাড় ।

^২ রিদরে=হৃদয়ে ।

^৩ পান-পাঞ্চাইত=সমাজ ।

আয়না যদি অইয়া থাক্‌ছলো কহা আমার মাথা খাও ।
 অভাগীরে থুইয়া আর ভিন্‌ দেশে না যাও ॥ ৫৯
 আয়না যদি অইয়া থাক্‌ছলো কহা গিরে নাই সে কাজ ।
 তোরে লইয়া কর্বাম লো কহা জঙ্গলায় বসাত রে ॥” ৬

হায় এহিমতে শাশুরী গো যত করিলা কান্দন ।
 খুলিয়া ফেলাইল কহা ভালা কেশের না বান্ধন রে ॥ ৬৩
 আর ভালা মাথার বেসাতী কহা জমিনে ফালাইল রে ।
 পাগল হইয়া কহা পরবেশ করে নায় রে ॥ ৬৫

“ছাড় ছাড় নাও ছাড় রে বাইছা না থাক্‌ব এই দেশে ।
 এই দেশেতে ডাকাইতের বাসা ভালা বাইবাম আর দেশেরে ॥ ৬৭

মার মার করিয়া নাও ছাড়িয়া সে দিল রে ।
 চান্দ্রের না ভিটা ছাইরা মাইঝ দরিয়ায় পড়ে রে ॥ ৬৯
 আশা গেল বাসা গেল কিসের লাগ্যা আর বাঁচি রে ।
 আপন বন্ধু পর অইল কোন্‌ বা স্বেথ থাকি রে ॥ ৭১
 আপন ঘর পর অইল হায় ভালা বাচ্য কার্য্য নাই ।
 এই ঘরে আয়নার নাই আঙ্গুল পাতবার ঠাই রে ॥ ৭৩
 মনের কথা পরাণের কথা রে আর ভালা পারিত জানিতে
 বিরয়^১ বিচ্ছেদের জ্বালা না থাকিত পিরীতে ॥ ৭৫ ১✓

“হায় ! চান্দ্রের ভিটার পউখ-পাখালী^২ কহি যে তোমরা রে ।
 আমি যে আইসাছি খবর বন্দে যেন না জানে ॥ ৭৭
 আমি যে আইসাছি কথা ন' কইও বন্দে রে ।
 কথা যদি সূধায় রে বন্ধু কইও তাহার আগে ॥ ৭৯

^১ বিরয় = বিরহ ।

^২ পউখ-পাখালী = পশুপক্ষী ।

অভাগী দুঃখমণ আয়না তোমার লাগি জলে ডুব্যা মরছে ।
 হায় স্নেহেতে থাকবে বন্ধু পুত্র কোলে লইয়া ॥ ৮১
 স্নেহেতে থাকরে বন্ধু সতীন বৃকে লইয়া ।
 আমি অভাগিনী দেখা যাই চান্দ মুখ রে জন্মের লাগিয়া ॥ ৮৩
 হায় ! এই আসা শেষ আসা রে আর ত আসা নাই ।
 স্নেহে থাক প্রাণের বন্ধু আর না কিছু চাই ॥” ৮৫

আষাঢ়িয়া তোরের নদীতে ঢেউয়ে ভাইস্থা যায় ।
 কাঞ্চা সোনার তনু জলেত ভাসায় রে ॥ ৮৭
 মাও নাই বাপ রে নাই সে নাই সোদর ভাই ।
 মরিলে কান্দইয়া স্নহদ হারাইলে বিচরাই রে ১ ॥ ৮৯

দিশা—কান্দে সাধু মামুদ উজ্জ্বালরে ।

হায় বাতাসে কয় কাণে কাণে ভালা আস্মানে কয় রৈয়া ।
 আইল দুষ্কিণী আয়না তোহারে খুঁজিয়া ॥ ৯১
 নয় সে কুরুঞ্জিয়ার নারীরে নয়ত সে বাদিয়া ।
 আইসাছিল দুষ্কিণী আয়না তোমারে খুঁজিয়া ॥ ৯৩
 পশ্বিনী আইসাছিল বাসাতে খুঁজিয়া ।
 সেই মুখ সেই চউক ভালা সেইত সকল রে ॥ ৯৫
 আইসাছিল অভাগিনী তোমায় দেখ্ত না রে ।
 কেউনা পুছিল অভাগিনীরে কেউনা কইল থাক রে ॥ ৯৭
 জীল্কির ২ পশর ৩ আংকা ৪ আন্ধইর হইল রে ।
 হায় কইবা গেল আয়না আমার কোন্‌বা পথে রে ॥ ৯৯
 যারে দেখে কইন্দা সাধু জিজ্ঞাসা সে করে রে ।
 ফকির হইয়া সাধু ভালা দেশে দেশে ফিরে ॥ ১০১

১ বিচরাই রে = অমুসন্ধান করে ।

২ জীল্কি = বিজলী ।

৩ পশর = আলোক ।

৪ আংকা = হঠাৎ ।

আয়নার তল্লাসে সাধু নাওয়ালেতে ঘুরে রে ।

আয়নার তল্লাসে সাধু বনে বনে ঘুরে রে ॥ ১০৩

হায় তারা হইল যিমিঝিমি রে ভালা ফুল হইল বাসি ।

জন্মের লাগ্যা মায়ের পুত্র হইল বৈদেশী রে ।

কান্দে সাধু মামুদ উজ্জ্বাল রে ॥ ১০৫

କମଳ ସଦାମର

ভূমিকা

এটি একটি পয়ারছন্দে বিরচিত রূপকথা। যদিও এই পালায় সংগ্রাহক বাবু আশুতোষ চৌধুরী মনে করেন যে, ইহার কোনও না কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তদ্রূপ অনুমান সর্বৈব অমূলক। বিমাতার চক্রান্তে শিশুদের দুর্দশার কাহিনী—রূপকথাসাহিত্যের এতটা যায়গা জুড়িয়া আছে যে ইহা সহজেই মনে হয় যে এই পালাটি সেই সকল রূপকথার অন্ততম। মোটামুটি বলিতে গেলে ‘শীত বসন্ত’ নামক যে পালাটি আমরা শৈশবে শুনিয়াছি এবং অন্ধশতাব্দী পূর্বে যে কাহিনী বঙ্গের পিতামহীগণের দুর্দান্ত শিশুদিগকে ভুলাইবার অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ ছিল, কমল-সদাগর সেই ‘শীত বসন্ত’রই রূপান্তর। এই ‘শীত বসন্ত’ নামক রূপকথাটিই কাঞ্চাল হরিনাথ ‘বিজয় বসন্ত’ নাম দিয়া অন্ধশতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকার বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে পালাটি বঙ্গদেশের কত প্রিয় ও আদরের জিনিষ। হরিনাথবাবু মূলতঃ গল্পটিকে তদানীন্তন কালের শিশুদিগের পূর্বব্রত রূপকথার সঙ্গে অনেকটা একরূপ রাখিয়াও তাঁহার নিজের কল্পনার সৃষ্টি তন্মধ্যে অনেকটা পুরিয়া দিয়াছেন। আধুনিক সভ্যজগতের নানারূপ তত্ত্ব তাঁহার রচিত পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কাঞ্চাল হরিনাথ একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মবীর। করুণরসের চিত্রাঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত স্তুতরাং ‘শীত বসন্ত’র প্রসঙ্গে তিনি পর্যাাপ্ত পরিমাণে করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পুস্তকের প্রথমাংশ পাঠ করিলে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিবেন না। প্রথমাংশ বাঞ্চলা দেশের খাঁটি প্রাণের কথা লইয়া লিখিত। কিন্তু উপসংহারে গ্রন্থকার বর্ত্তমান জগতের নানা কথার অবতারণা করিয়া খাঁটি বাংলা গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। শুধু ‘বিজয় বসন্ত’ নহে। ‘শীত বসন্ত’ নামে মুদ্রিত পুস্তকও আমরা দুই

একখানি দেখিয়াছি। সকলের বর্ণনীয় বিষয়ই এই প্রাচীন রূপকথার প্রতিপাত্ত কাহিনী।

‘কমল-সদাগর’ নামান্তর গ্রহণ করিলেও আমাদের সেই চিরপরিচিত গল্পটিই পালাগানের আকারে উপস্থিত হইয়াছে। পালাগানের মধ্যে ‘কমল-সদাগর’ ‘জিরালনি’ এবং ‘মাঙ্গুর মা’ এই তিনটিতেই ব্যতিচারিণী পুরমহিলার বর্ণনা দেখিতে পাই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অল্প কোথাও রমণীগণের ব্যতিচারের কথা নাই। বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যা ব্যতিচারিণী নহেন। কবি তাঁহার সহিত সুন্দরের গন্ধর্ব-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া তারপরে প্রেমপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যের দুর্বলা দাসী, রামায়ণের মন্থরা, শীত বসন্তের বিমাতা—ইঁহার দুই প্রকৃতির সন্দেহ নাই; কিন্তু হিন্দুলেখকগণ নৈতিক হিসাবে পতিতা নারীর প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ছিলেন যে তাঁহারা ভ্রষ্ট-চরিত্র অঙ্কিত করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইতেন। একথা আমরা মাঙ্গুর মার ভূমিকাতে একবার উল্লেখ করিয়াছি। কুচরিত্র যদি লোভনীয় করিয়া অঙ্কিত করা যায়, তবে তাহার ফল ভাল হয় না। জিরালনির রাজকুমারী এবং কমল-সদাগরের পত্নী সোনাইয়ের চরিত্র কবিগণ এমনভাবে অঙ্কিত করেন নাই যে তাহাদের দ্বারা কোনও পাঠক লুক্ক হইতে পারেন। ইঁহার প্রায় সূর্ণগা জাতীয়া, প্রীতি অপেক্ষা ঘৃণাই অধিকতর আকর্ষণ করেন। একমাত্র মাঙ্গুর মা পতিত চরিত্রা হইয়াও কবির অপূর্ব সদাশয়তার জন্ত উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে সবিস্তার লিখিয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধিকাকে কেহই সামান্য নায়িকা মনে করেন না। রাধিকা প্রেম ও ভক্তির রূপক। সুতরাং তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সিংহাসন হইতে নামাইয়া সাংসারিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তুল্য মূল্য দিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন না। বৈষ্ণবেরা ত নহেনই, হিন্দুমাত্রই বোধ হয় তাঁহাকে কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিণীর কোঠায় ফেলিয়া লালিত করিতে রাজী হইবেন না।

এই পালায় কোনওরূপ বিশিষ্ট কবিত্বের পরিচয় নাই। তবে মোটামুটি রূপকথাটি মন্দ হয় নাই। প্রথম দিকটা কতকটা একঘেয়ে মতন হইলেও কয়েক পরিচ্ছেদের পরেই কাহিনীটিতে যেন কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে।

যদিও কবি অশিষ্ট প্রেমপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি তিনি কোথাও রুচি ডিঙ্গাইয়া গহিত কোনও প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার ভাষায় সর্বদাই একটা সংযম পরিদৃষ্ট হইতেছে। বাংলাদেশের পল্লীর খুঁটি-নাটি নানাকথায় পালাটি কোঁতুকপ্রদ হইয়াছে। বাংলার বড় বড় নদী, ঝড়, তুফান, বাণিজ্য-তরীর উল্লেখ অনেক পালাগানেই আছে, এটিতেও ঐ সব বিষয়ের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। মহিফুলা দাসীর চরিত্রাঙ্কনে কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শেষদিকে এই দাসীর উন্মত্ত অবস্থার বর্ণনাটি বড়ই করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আশুতোষবাবু মনে করেন, চট্টগ্রামের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দামোদর দেবের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়, এই গীতিকা-বর্ণিত বসন্তপুর তাহাদেরই অন্যতম। পালা-রচকেরা তাঁহাদের নিজেদের বাসস্থানের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া কাহিনীগুলির ঘটনাস্থল নিজেদের পল্লী হইতে অনতিদূরবর্তী কল্পনা করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া আমরা এই ভৌগোলিক তত্ত্বকে কোনও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতে পারি না। কমল-সদাগরের কবি তাঁহার বর্ণনার মাঝে মাঝে যেন সরলতা ঢালিয়া দিয়াছেন। সোনাইয়ের প্রতি গোবর্দ্ধনের প্রেম বিরূপ ভাবে ধীরে ধীরে অকুরিত হইয়াছিল, তৎপ্রসঙ্গে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে কবি বেশ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মোটকথা, গোবর্দ্ধন প্রথম হইতেই ঘোর পাষণ্ড ছিল না। কিন্তু দুই স্ত্রীলোকের কুহকে বিরূপে সোণা পর্য্যন্ত পিতল হইয়া যায়, গোবর্দ্ধন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সে তাহার প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল। সোনাইয়ের নানারূপ বিলাস-লোলুপ চেষ্ঠায় সে ক্রমশঃ এরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইল যে অবশেষে সে তাহার প্রভুর শিশুদিগকেও হত্যা করিতে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। একদিকে সদাগর-পত্নীর প্রবল ইন্দ্রিয়-লালসা বহুদূর মত উদ্দাম স্রোতে ছুটিয়াছিল, অপরদিকে গোবর্দ্ধনের ভীত ও শঙ্কিত পদে সতর্কতার সহিত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হওয়া, এবং পরিশেষে তাহার চূড়ান্ত অধঃপতন এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে আমরা নিরঙ্কর কৃষক কবির নিকট এতটা দক্ষতার প্রত্যাশা করি নাই।

এই পালাগানটি আশুবাবু প্রধানতঃ নবচন্দ্র ধুপি এবং আরও কয়েকজন মাঝি-গায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। নবচন্দ্র একেবারে নিরক্ষর। আমি ১৯২৫ সনের ২৭শে অগষ্ট তারিখে পালাটি পাইয়াছি। ইহুর শ্লোক, সংখ্যায় ৯৩২।

আমি ইহাকে উনবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কমল সদাগরের পালা

সরস্বতীর বন্দনা

আইস মাগো সরস্বতী রৈলা কতদূর ।
তোমার জাগা * মানি মাতা নৈদে শান্তিপুর ॥ ১
শান্তিপুরর আসন মা দিবারে ছাড়িয়া ।
অধমরে কর দয়া এইখানে আহিয়া ২ ॥ ৪
ধবল আসন ধবল বসন ধবল সিংহাসন * ।
দুধ কলা দিয়া তোমার করিব পূজন ॥ ৬
আইস মাগো সরস্বতী মোরে দাও বর ।
অধমর কণ্ঠে দাও নবীন কোয়িলার ৩ স্বর ॥ ৮
আইস মাতা সরস্বতী পূজি তোমার পা ।
জিহ্বার ৪ আগায় নিত্য * কর সরস্বতী মা ॥ ১০

(১)

কাঁইচা নদীর পারে জাইথ ৫ বাসন্তী নগর ।
সেই জাগাতে বসত করে কমল সদাগর ॥ ২
চক্‌মিলাত্তা ৬ বাড়ী যে তার দোতালা দালান ।
চতুর ধারে বাগবারিচা ৭ ছাম্‌নে ফুল বাগান ॥ ৪

-
- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ১ জাগা = স্থান । | ২ আহিয়া = আসিয়া । |
| ৩ সিংহাসন = সিংহাসন । | ৪ কোয়িলার = কোকিলের । |
| ৫ জিহ্বার = জিহ্বার । | ৬ নিত্য = নৃত্য । |
| ৭ জাইথ = জানিও । | ৮ চক্‌মিলাত্তা = চক্‌মিলানো । |
| ৯ বাগবারিচা = বাগান । | |

সিন্ধের দুয়ারে ¹ তাহার কত রকম ঠাট ।
 ঘাঁড়ার ² আগাত মস্ত ডিহি ³ সাহান বাধান ⁴ ঘাট ॥ ৬
 পহির ভরা মাছ তাহার গোলা ভরা ধান ।
 জাহাজ সুলুপ ⁵ কত নৌকা আর সাম্পান ⁶ ॥ ৮
 গোয়াইল ভরা কত তার আছে ধেয়ন ⁷ গাই ।
 ছাগল মৈষ ⁸ ভেড়া কত লেখা জোখা নাই ॥ ১০
 লক্ষ্মীমাতা আসি তার জুড়িয়াছে ঘর ।
 আড়ি ⁹ মাপি টাকা গণে কমল সদাগর ॥ ১২
 ঘরে আছে লক্ষ্মী বউ সোণার পত্তিমা ¹⁰ ।
 সুরঙ্গিণী নাম যে তার রূপের নাহি সীমা ॥ ১৪
 তাহার গুণের কথা বলিব আর কত ।
 খাওয়ানে দোয়ানে নারী অন্নপূনার ¹¹ মত ॥ ১৬
 পাড়া পরশীর মা জননী সুরঙ্গিণী নারী ।
 গরীব দুইখ্যা ¹² কত খায় সদাগরের বাড়ী ॥ ১৮
 অতিথ আর ব্রাহ্মণ আইলে ¹³ পরম যতন ¹⁴ ।
 পঞ্চ নেয়ামতে ¹⁵ করায় তারারে ভোজন ॥ ২০
 শুদ্ধমতি সুরঙ্গিণী পূজা কত করে ।
 তাহার গুণেতে লক্ষ্মী বাঁধা আছে ঘরে ॥ ২২

¹ সিন্ধের দুয়ার = সিংহদ্বার ।

² ঘাঁড়ার = ঘাঁটার, ঘাঁটির, দরজার ।

³ ডিহি = দৌষি ।

⁴ সাহান বাধান = সান-বাধানো ।

⁵ সুলুপ = এক রকমের পানের জাহাজ, ইহা চট্টগ্রামে তৈয়ারী হয় ।

⁶ সাম্পান = চট্টগ্রামের এক রকমের জলযান । ব্রহ্মদেশ হইতে সাম্পান চট্টগ্রামে আমদানী হইয়াছে ।

⁷ ধেয়ন = হৃৎকবতী ।

⁸ মৈষ = মহিষ ।

⁹ আড়ি = ধান মাপিবার বেজনির্দ্ভিত

একপ্রকার ধামা । ১৬ সেরে এক আড়ি হয় ।

¹⁰ পত্তিমা = প্রতিমা ।

¹¹ অন্নপূনা = অন্নপূর্ণা ।

¹² দুইখ্যা = দুঃখী ।

¹³ আইলে = আসিলে ।

¹⁴ যতন = যতন ।

¹⁵ পঞ্চ নেয়ামতে = পরিপাটী রূপে ।

বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিয়া থাকে ঝাড়া ' ।
 জৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজে আর পূজে তারা ॥ ২৪
 আষাঢ় মাসে পূজা করে মাতা বনুমতী ।
 শ্রাবণে মনসা পূজে আরো পড়ে পুঁথি ॥ ২৬
 ভাদ্রমাসে ভদ্রকালীর কৈরে থাকে পূজা ।
 আশ্বিন মাসেতে পূজে দেবী দশভুজা ॥ ২৮
 কার্তিক মাসে আশ্বিনের পানি ভাত ২ খায় ।
 অগ্রাণ * মাসে থাকে নারী সন্ন্যাসী সেবায় ॥ ৩০
 পৌষ মাসে পূজা করে চন্দ্র হেন দেবা ।
 মাঘ মাসে সূর্য্য পূজে দিয়া রক্ত জবা ॥ ৩২
 ফাল্গুন মাসে গোবিন্দরে দোলায় যে দোলে ।
 চৈত্রমাসে শিবপূজে আর সন্ন্যাস গাছ * তোলে ॥ ৩৪

এই মতে সুরঙ্গিণী পূজি বার মাস ।
 দুই পুত্র পাইয়াছে পুরিয়াছে আশ ॥ ৩৬
 চানমণি সূর্য্যমণি দুইটা কুমার ।
 ঘরের তুলাল তারা পরাণ বাপ ও মার ॥ ৩৭
 সাত বছরের চানমণি সৌন্দর * বদন ।
 বাপ মার আদরের পুত কলিজার ধন ॥ ৪০
 কোপালেতে * ভাগ্যরেখা চমকে বিজুলি ।
 কুষ্ঠির মাঝে লেখা আছে রাজা হৈব বুলি ' ॥ ৪২

' ঝাড়া = জলঝারিবার মৃৎপাত্র এখানে 'ঝাড়া' দিয়া থাকে, অর্থাৎ জলসেচন করিয়া থাকে । ২ পানি ভাত = জল ভাত । * অগ্রাণ = অগ্রহায়ণ ।

' সন্ন্যাস গাছ = চৈত্র সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস পূজা করিতে যে গাছ সন্ন্যাসী ঘুরায় তাহাকে সন্ন্যাস গাছ কহে, চড়ক বৃক্ষ । * সৌন্দর = সুন্দর ।

* কোপালেতে = কপালেতে ।

' বুলি = বলিয়া ।

পাঁচ বছরের সূর্যমণি সোণার পোতলা ১ ।

রাম আর লক্ষ্মণ যেমন সদাগরর পোলা ২ ॥ ৪৪

দাসী বান্দী আছে কত কি বলিব আর ।

সুরঙ্গিনীর গুণে হৈল সোণার সংসার ॥ ৪৬

মইফুলা নামে তান ৩ ছিল এক দাসী ।

চানমণি সূর্যমণি ডাকিতরে মাসী ॥ ৪৮

হাপুতা ৪ আটকুড়া সেই অল্প বসের ৫ রাড়ী ৬ ।

নতুন যৌবনর ডাকে তেলকাজলা ৭ নারী ॥ ৫০

ওরে হাল্যা ৮ চাষা গাকুর ৯ কত কে করে গণন ।

ডেহেরিতে ১০ কাম করে চাকরিয়াগণ ১১ ॥ ৫২

মুহুরী যে আছে এক গোবর্দ্ধন নাম ।

সদাগর ভালবাসে সোদরের ১২ সমান ॥ ৫৪

লেখাতে পড়াতে সেই অতি বড় কা'ত ১৩ ।

তিরিশ টাকা মাহিনা নেরে আরও খায় ভাত ॥ ৫৬

ছুয়ানী ১৪ টেগুল ১৫ আর খালাসী যে কত ।

মাসে মাসে মাহিনা নেযে টাকা শতে শত ॥ ৫৮

জাহাজের কামাই ১৬ আসে বছর বছর ।

ধনে জনে পূন্ন ১৭ হৈল দোমাহালার ঘর ॥ ৬০

১ পোতলা = পুতুল । ২ পোলা = পুত্র । ৩ তান = তাঁহার ।

৪ হাপুতা = পুত্রহীন । ৫ বসের = বয়সেব । ৬ রাড়ী = বিধবা ।

৭ তেলকাজলা = যৌবন-সম্পন্ন ।

৮ হাল্যা = যাহারা হাল চষে ।

৯ গাকুর = চাকর, যাহারা কৃষি-সংক্রান্ত কাজ করে ।

১০ ডেহেরিতে = বাহিরের ঘরে ।

১১ চাকরিয়া = কর্মচারী, গোমস্তা ইত্যাদি । ১২ সোদরের = সহোদরের ।

১৩ কা'ত = কায়স্থ, লেখা পড়াতে খুব ভাল, কায়স্থর দ্বিতীয় দক্ষ ।

১৪ ছুয়ানী = কর্মধার ।

১৫ টেগুল = জাহাজের কর্মচারী ।

১৬ কামাই = রোজগার ।

১৭ পূন্ন = পূর্ণ ।

চানকোয়াল্যা ১ সদাগরর কন ২ অভাব নাই ।

সুগে ৩ আছে সোণার খালত দুখে ভাতে খাই ॥ ৬২

(২)

আষাঢ় মাসে বান হৈল গাঙর ৪ মাঝে ঢল ৫ ।

পহির ৬ বিল ভাসি গেল হৈল জলস্থল ৭ ॥ ২

চুল ছিড়া হোত ৮ পড়িল কাঁইচা খালর পরে ।

আয়াশ ৯ কানা করিয়ারে অঝোরে ঝড় ১০ ঝরে ॥ ৪

আষাঢ়িয়া সন্ধ্যায় সেই সুরঙ্গিণী নারী ।

সোয়ামীর ১১ নিকটে যাইয়া কৈল তড়াতিড়ি ॥ ৬

“কালুকা ১২ রাতুয়া ১৩ আমার গায়ত ১৪ উটে জ্বর ।

বুগর ১৫ মাঝে কিষে আমার করে ধড়ফড় ॥ ৮

মাথার কামড়ি উটে রহিতে ন পারি ।

আমারে লইতে আইস্বে ১৬—যাইব যমর বাড়ী ॥ ১০

দোন যাহু ১৭ রৈল আমার দেখিও তারারে ।

বুগের ১৮ কলিজা খোসাই ১৯ দিগেলুম ২০ তোমারে ॥” ১২

সদাগর উড়ি বলে—“বকিও না আর ।

তুমি ন থাকিলে আমার সংসার আঁধার ॥ ১৪

১ চানকোয়াল্যা=চাঁদ-কপালিয়া, যাহার কপালে চক্রে আছে অর্থাৎ ভাগ্যবান ।

২ কন=কোনো । ৩ সুগে=স্থখে । ৪ গাঙর=নদীর ।

৫ ঢল=বস্তার জলে নদীর জল বৃদ্ধিকে ঢল বলে । ৬ পহির=পুঙ্খনিগী ।

৭ জলস্থল=জলপূর্ণ একাকার । ৮ হোত=হোত ।

৯ আয়াশ=আকাশ । ১০ ঝড়=এখানে বৃষ্টি । আকাশ ঘেন কাণা (অন্ধ)

হইয়া অঝরে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল । ১১ সোয়ামী=স্বামী ।

১২ কালুকা=গত কাল । ১৩ রাতুয়া=রাত্রিতে । ১৪ গায়ত=গায়ের ।

১৫ বুগর=বুকের । ১৬ আইস্বে=আসিরাছে । ১৭ দোন যাহু=দুই পুত্র ।

১৮ বুগের=বুকের । ১৯ খোসাই=খসাইয়া । ২০ দিগেলুম=দিয়া গেলাম

ভালা হৈয়া যাইবা তুমি ভাব অকারণ ।

“অভাবনা ন ভাবিও ভালা কর মন ॥” ১৬

ওরে কিবা ছোট কিবা বড় যমে কি আর মানে ।

আয়ুশেষ হৈলেরে ভাই রশি ধরি টানে ॥ ১৮

পিঞ্জারাতে শুয়া ১ ঘুরে মায়ার কল কারখানা ।

একদিন ফুরাইবে ভোবের ২ আনাযানা ৩ ॥ ২০

তিনদিনের জ্বরের ভাই কি বলিব আর ।

সুরঙ্গিনী মরি যারগৈ ৪ উডিল ৫ হাহাকার ॥ ২২

মরিবার আগে নারী কি কাম করিল ।

মইফুলার হাতত ধরি কহিতে লাগিল ॥ ২৪

“দোন যাছু রৈল আমার দেখিস তারারে ।

মা বলিতে কন ৬ রহিল তারার এ সংসারে ॥ ২৬

১ ক্ষুধার কালে ভাত দিবি তিরিষাতে ৭ পানি ।

দুঃখর কালে মায়ের মতন বুগত লৈবি টানি ॥” ২৮

তারপরেতে সদাগরর মুখরমিক্যা ৮ চাই ।

কষ্টে সিঁটে বলে নারী—“এখন তবে যাই ॥” ৩০

সদাগর বলে—“তুমি কেনে এমন হৈলা ।”

সুরঙ্গিনী নারী কেবল চোগর জল ছাড়িলা ॥ ৩২

চোগর জল ছাড়ি নারী হইলা আমাত ৯ ।

কমল সদাগর তখন মাথাত দিল হাত ॥ ৩৪

১ ওয়া = প্রাণ ।

২ ভোবের = ভবের ।

৩ আনাযানা = আসা বাওয়া ।

৪ মরি যারগৈ = মরিয়া বাইতেছে ।

৫ উডিল = উঠিল ।

৬ কন = কন্যা ।

৭ তিরিষাতে = তৃষ্ণাতে ।

৮ মিক্যা = দিকে ।

৯ আমাত = শত্রুহীন ।

ভোজর বাজি এ সংসার কেবল মিছা মায়া ।

মন্সুরা * উড়িয়া গেল পড়ি রৈল কায়া ॥ ৩৬

সুগর কালে দুঃখ আসি করিল নৈরাশ * ।

• রক্তের বাতি নিপাই * দিল আসি কাল বাতাস ॥ ৩৮

সুরঙ্গিণীর লাগি কাঁদে কমল সদাগর ।

চানমণি সূর্যমণি কাঁদিল বিস্তর ॥ ৪০

কাঁদিয়া যে সদাগর করিতে লাগিলা ।

“চান সূর্য দোন যাহু কার হাতে দিলা ॥ ৪২

তুমি ছাড়া কনে * লৈব কোলে মায়া করি ।

মিছা আমার ধনদৌলত মিছা সদাগরী ॥ ৪৪

মিছা আমার দোমাহালা মিছা বাড়ী ঘর ।”

মাথা কুড়ি কুড়ি * কাঁদে কমল সদাগর ॥ ৪৬

“শূন্য রৈল ফুল বিছানা শূন্য রৈল পুরী ।

লেব * তোষক খাট পালঙ্ক রৈল শূন্য পড়ি ॥ ৪৮

কেবা আমার করি দিব ফুলের বিছান * ।

আর কেবা আনি দিব বাট্টা ভরা পান ।” ৫০

সতী নারীর মরণ কথা যখন রায় * হৈল ।

হু হু শব্দে পাড়াপরশী কাঁদিয়া উঠিল ॥ ৫২

মইফুলা দাসী কাঁদে হৈয়া বেয়াকুল ।

ধূলায় পড়িয়া রৈল না বাঁধিল চুল ॥ ৫৪

খাল্যা বুকে সদাগর রৈল খাল্যা ঘরে ।

তাহার কাঁদনে ভাইরে গাছর পাতা ঝড়ে ॥ ৫৬

* মন্সুরা = প্রাণ ; কোন কোন স্থলে “মন্সুরা” প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অর্থ মানব—
এখানে আসিয়া ।

২ নৈরাশ = নিরাশ । * নিপাই = নিবাইয়া । * কনে = কে ।

• কুড়ি = কুটিয়া । * লেব = লেপ ।

• বিছান = বিছানা । * বাট্টা = বাট্টা ।

নিবিল চিতার আগুন নিবিলরে হায় ।

তুষের আগুন শোক পরাণ দহি যায় ॥ ৫৮

সুরঙ্গিণী নারীর হৈল চন্দন ধেনু কস্ম ।

আলকরথে স্বর্গে গেল ধন্য নারী জন্ম ॥ ৬০

বহুত পণ্ডিত আইল বাসন্তী নগর ।

রূপার কলসী পাইল দক্ষিণা মোহর ॥ ৬২

ব্রাহ্মণ সজ্জন খাইল দেশবাসী কত ।

গরীব দুইখ্যা^১ খাইল আর রাউয়া^২ শত শত ॥ ৬৪

(৩)

তারপরে কি হইল শুন সভাজন ।

বছরের মধ্যে হৈল বহুত অঘটন ॥ ২

কাল পান্ধ্য মারা পৈল জাহাজ একখান ।

সদাগরী কারবারেতে পড়িল লোকসান ॥ ৪

টাকা পৈসা জানিবা ভাই জোয়ারের জল ।

খেনে^৩ আসে খেনে যায় ভাগ্য একটা কল ॥ ৬

কমল সদাগরর ছিল চাকরিয়া^৪ যত ।

বোচ্কাসিদ্ধি^৫ করিল রে যে যাহার মত ॥ ৮

একদিন মনে মনে চিন্তি গোবর্দ্ধন ।

সদাগরর ছাম্নে আসি দিল দরশন ॥ ১০

গোবর্দ্ধন যাইয়া বলে সদাগরর কাছে ।

“বিয়া না করিলে বড় দুঃখ হবে পাছে ॥” ১২

^১ দুইখ্যা = দুঃখী ।

^২ রাউয়া = রবাহুত ।

^৩ খেনে = ক্ষণে ।

^৪ চাকরিয়া = কর্মচারী ।

^৫ বোচ্কাসিদ্ধি = উদ্দেশ্য সংসাধন ।

সদাগর বলে—“তুমি কহ কিবা কথা ।

চানমণির সূর্য্যমণির কে বুঝিবে বেথা ¹ ॥ ৪

জাহাজ ডুবিল আমার হৈলাম লক্ষ্মীছাড়া ।

ওরে ভাঙা বুক আর আমার ন লইব ঘোড়া ॥” ১৬

গোবর্দ্ধন বলে—“আমি কি বলিব আর ।

ছারখার হৈয়া যায় রে সোণার সংসার ॥ ১৮

লাথর ² সদাগরী যায় সাগরে ভাসিয়া ।

আমরা সকলে বলি করন আর এক বিয়া ॥ ২০

ঘরর লক্ষ্মী আনি আবার থির ³ করন মন ।

আন্তা দেয়ন বিয়ার লাগি করি আয়োজন ॥” ২২

এইরূপে পাড়াপরশী বুঝাইতে বুঝাইতে ।

বিয়ার কথা সদাগর লাগিল ভাবিতে ॥ ২৪

মানুষের মনরে জাইন্ত ⁴ কচুপাতার জল ।

লাড়াচাড়া ⁵ খাইলে ভাইরে করে টলমল ॥ ২৬

তারপরেতে সদাগর ভাবিয়া চিন্তিয়া ।

মনের ভাব জানাইল করিবারে বিয়া ॥ ২৮

কমল সদাগর রাজি হইল যখন ।

চারিদিগে হৈত লাগিল বিয়ার আয়োজন ॥ ৩০

গোবর্দ্ধন ধর্ম্মপুর গেরামেতে যাইয়া ।

বিয়ার ঠিক করিয়া আইল ধর্ম্মমণির মাইয়া ⁶ ॥ ৩২

সোনাই মাইয়ার নাম রূপে চমৎকার ।

বিয়া সাদি হৈয়া গেল কি বলিব আর ॥ ৩৪

¹ বেথা = ব্যথা ।

² লাথর = লক্ষ লক্ষ টাকার ।

³ থির = স্থির ।

⁴ জাইন্ত = জানিও ।

⁵ লাড়াচাড়া = নাড়াচাড়া ।

⁶ মাইয়া = কস্তা ।

কি বলিব আর ভাইরে বিধির লিখন ।

সদাপর ন পাইল সোনাই কন্ঠার মন ॥ ৩৬

শোকাভূর সদাগর নাহি রঙ্গ রস ।

উডন্ত বসের ১ সোনাইর পরাণ অবশ ॥ ৩৮

চৌখে ২ তার বিলিমিলি মুখে প্রেমহাসি ।

প্রেমদরিয়ার মাঝে চলিয়াছে ভাসি ॥ ৪০

প্রেমের কাণ্ডারী তার বাহিছে উজান ।

যৌবন জোয়ারে সোনাইর নাচিছে পরাণ ॥ ৪২

এইরূপে কয় মাস গত হইয়া গেল ।

কমল সদাগর অতি দুঃখেতে পড়িল ॥ ৪৪

টাকা পৈসা সব তার হৈলরে ছারখার ।

লক্ষ্মী দেবী চলি গেলগৈ ৩ দেখি অনাচার ॥ ৪

দশখানি স্নলুপ তার ধানর বোঝাই লৈয়া ।

বাইশায় ৪ তুয়ানে ৫ পড়ি গেল যে ডুপিয়া ৬ ॥ ৪৮

ধন গেল মান গেল ইজ্জত আবরু ৭ ।

শীতলায় ৮ মারা গেল গোয়াইলের গরু ॥ ৫০

গোলার ধান চোরে নিল ক্ষেতর ৯ ধান বানে ১০ ।

কমল সদাগর হায়রে পড়িল ভাড়ার ১১ টানে ॥ ৫২

তারপরে কি হইল কহিয়া জানাই ।

সোনাই উতলা হইল গোবর্দ্ধনর লাই ১২ ॥ ৫৪

দেখিতে সোন্দর ১৩ যুবা মাঝিলা ১৪ বয়স ।

হাসিখুসি মুখ তার গায়ে আছে রস ॥ ৫৬

১ উডন্ত বসের = উঠন্ত বসের ।

২ চৌখে = চক্ষে ।

৩ গেলগৈ = চলিয়া গেল । ৪ বাইশায় = বর্ষাকালের ১২ মাস ।

৫ তুয়ানে = তুফানে । ৬ ডুপিয়া = ডুবিয়া । ৭ আবরু = পর্দা ।

৮ শীতলায় = 'মা শীতলার রূপায়' অর্থাৎ বসন্ত-রোগে ।

৯ ক্ষেতর = ক্ষেত্রেয় । ১০ বানে = বস্তায় । ১১ ভাড়ার = ভাটার ।

১২ লাই = জন্ত । ১৩ সোন্দর = সুন্দর । ১৪ মাঝিলা = মধ্যম ।

নতুন প্রেমের ছালা বিচার না করে ।

যার সনে মজেরে মন তারে সপি দে'রে ॥ ৫৬

একদিন সোনাই বউ কি কাম করিল ।

গোবর্দ্ধনে নিরালয়ে ডাকিয়া আনিল ॥ ৬০

বলিল সোনাই বউ গোবর্দ্ধনের কাছে ।

“তোমার নিকটে আমার এক কথা আছে ॥ ৬২

বাপের বাড়ীতে আমি ছিলাম বড় সুখে ।

আনিয়া এখানে তুমি ফেলাইলা দুঃখে ॥ ৬৪

কাঁটার উপরে কাঁটা কেমনেতে সহি ।

মনের আগুনে আমি দিন-রাইত ১ দহি ॥ ৬৬

আগুনের কুণ্ডে তুমি ফেলাইছ আমারে ।

আমার যাতনা তুমি দেখে দেখনারে ॥ ৬৮

আমার বলিতে কেহ এইখানেতে নাই ।

কেমনে বলনা আমি আগুন নিপাই ২ ॥”

কথা না বলিতে সোনাইর দুই চৌখ ৩ লড়ে ।

চৌখের ঠমকে হায়রে পরাণ কাড়ি নেরে ॥ ৭২

গোবর্দ্ধন দেখিয়ারে হইল অবাক ।

বুঝিতে পারিল সেই সোনাই কণ্ঠার ভাব ॥ ৭৪

বুঝিতে পারিল সেই সোনাই কণ্ঠার মন ।

কিছু না বলিয়া চলি গেল গোবর্দ্ধন ॥ ৭৬

আরপরে কন ৪ কাম করিল সোনাই ।

গোবর্দ্ধনের কাছে পত্র দিলরে পাঠাই ॥ ৭৮

প্রথমে লিখিছে পত্রে ‘প্রাণনাথ’ বুলি ।

তারপর মনর কথা লিখিয়াছে খুলি ॥ ৮০

১ রাইত=রাত্রিতে ।

২ নিপাই=নির্দোষিত করি ।

৩ চৌখ=চক্ষু ।

৪ কন=কোন ।

লিখিছে সোনাই কৈশা—“শুন দিয়া মন ।

তোমার লাগিয়া মোর মন উচাটন ॥ ৮২

দয়া করি তুমি একবার চাইবা আমার পানে ।

• তোমারে বাঁধিয়া নিব আমার পরাণে ॥ ৮৪

/সদাগর শুকা ১ কাঠ মাদার ২ লাকরি ।

রসের আনটনে • আমি শুকাইয়া মরি ॥ ৮৬

আমার যা আছে সকল কৈল্লাম তোমায় দান ।

তুমি আমার ধরম করম তুমি আমার প্রাণ ॥ ৮৮

দিন রাইত • জ্বলি আমি থির • নহে মন ।

জল দিয়া কর তুমি অগ্নি নির্বাপণ ॥ ৯০

চাতক ফুকারে যেমন নব মেঘ বিনে ।

তোমার লাগিয়া তেমন কাঁদি রাইতে দিনে ॥ ৯২

জল বিনে মৎস্ত যেমন ছটফট করে ।

তেমনি পড়িয়া থাকি আমি তোমার তরে ॥ ৯৪

কোয়লা • পাখীর মত সদাই কুহরি ।

তোমার কাছে উর্কা • দিতে আমি ইচ্ছা করি ॥” ৯৬

নিরালায় বসি পত্র পড়ি গোবর্দ্ধন ।

অধীর হইল হায়রে পাগল হৈল মন ॥ ৯৮

/তেতুল লাড়িলে • কেহ মুখর কাছে আনি ।

কেমনে সম্বর হায়রে রাখে জিব্বার • পানি ॥ ১০০

গোবর্দ্ধন ভুলি গেলগৈ • নিমকের গুণ ।

ভিতরে গুজরি • তার উঠিল আগুন ॥ ১০২

১ শুকা=শুকনা ।

২ মাদার=মান্দার একরূপ কাঁটার গাছ ।

৩ আনটনে=অভাবে ।

৪ রাইত=রাত্রি । ৫ থির=স্থির ।

৬ কোয়লা=কোকিল ।

৭ উর্কা=উড়ন, উড়িয়া যাইতে ।

৮ লাড়িলে=নাড়া দিলে ।

৯ জিব্বার=জিহ্বার ।

১০ গেলগৈ=গেল ।

১১ গুজরি=হুঙ্কারি ।

ভালামন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না কৈরে ।

গোবর্দ্ধন ডুম্ব ¹ দিল সোনাইর প্রেম সাগরে ॥ ১০৪

এইরূপে এই গতিকে কয়মাস যায় ।

কেঁডা ² দূর করিতে তারা চিন্তিল উপায় ॥ ১০৬

(৪)

এক দিন সন্ধ্যাকালে সদাগরে ডাকি ।

কাঁদিয়া কহিল সোনাই ছলছল আঁখি ॥ ২

“লাখর ³ সদাগরী যায় সাগরে ভাসিয়া ।

দিনরাত ⁴ ভাবনা ভাবি ঘরেতে বসিয়া ॥ ৪

টাকা পৈসা লুডি ⁵ খায় চাকরিয়া গণ ।

দোন যাদু কি খাইব ভাবি সর্বক্ষণ ॥ ৬

ধনমান বিত্তি-বেসাইত ⁶ কিছু না রহিলে ।

কেমনে খাইব মোরা চলিব শেষকালে ॥ ৮

সোনাই বউএর কথা শুনি কমল সদাগর ।

মাখাত হাত দিয়া হায়রে ভাবিল বিস্তর ॥ ১০

ভাবিয়া যে সদাগর বাহিরে আসিল ।

গোবর্দ্ধনে ডাকিয়ারে কহিতে লাগিল ॥ ১২

“শুন শুন গোবর্দ্ধন বলি যে তোমায়ে ।

কালুকা সকালে যাইয়ম বাণিজ্য কামাইবারে ॥ ১৪

¹ ডুম্ব=ডুব ।

² লাখর=লক্ষ লক্ষ টাকার ।

³ লুডি=লুটিয়া ।

⁴ কেঁডা=কাঁটা ।

⁵ রাইত=রাত্রিতে ।

⁶ বিত্তি বেসাইত=ধনসম্পত্তি ।

ডিজা সাজাইতে তুমি কর আয়োজন ।

ছুয়ানী ¹ টেগুল ² আদি ডাক সর্বজন ॥” ১৬

তারপর কাঁদিয়া বলে সদাগর ।

“বাড়ীঘর দিলাম ভাইরে তোমার উপর ॥ ১৮

দোন যাছু রৈল আমার দেখিও তারারে ।

মাও নাই বাপ ছাড়া হৈল এ সংসারে ॥” ২০

তারপরে সদাগর কি কাম করিল ।

মইফুলা দাসী বুলি ³ ডাকিয়া উঠিল ॥ ২২

মইফুলা দাসী আসি হইল হাজির ।

সদাগর বলে—“হইলাম ঘরের বাহির ॥ ২৪

আমিত চলিয়া যাই বাগিজ কামাইবারে ⁴ ।

দোন যাছু রৈল আমার দেখিও তারারে ॥” ২৬

পাড়া পরশী সবার কাছে মাজিয়া ⁵ বিদায় ।

কমল সদাগর সোয়ার হইল ডিঙ্গায় ॥ ২৮

পাইক ⁶ মাঝি যত আছে ছুয়ানী বলাবল ⁷ ।

বদর স্তমারী ⁸ তোলে জাহাজের লঙ্গর ⁹ ॥ ৩০

বাও বাও ¹⁰ বুলি যখন নাগেরায় ¹¹ দিল বাড়ি ।

কাণ্ডারী এ ধৈল কাণ্ডার বাইশা ¹² দিল ছাড়ি ॥ ৩২

¹ ছুয়ানী=কর্ণধার । ² টেগুল=জাহাজের একরকম কর্ণচরী ।

³ বুলি=বলিয়া । ⁴ বাগিজ কামাইবারে=বাগিজে রোজগারের জহ ।

⁵ মাজিয়া=মাগিয়া । ⁶ পাইক=খালাসী ।

⁷ বলাবল=শক্তিমান । ⁸ বদর স্তমারী=পির বদরের দোহাই দিয়া ।

⁹ লঙ্গর=নঙ্গর । ¹⁰ বাও বাও=বাহিয়া চল ।

¹¹ নাগেরায়=কাড়া-নাকড়া, ঢাক-বিশেষ । ¹² বাইশা=নৌকাযাত্রা ।

এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক বাহিল ।
চারি বাঁকর মধ্যে ডিক্সা কালা পান্ঠায় পৈল ॥ ৩৪
সদাগর চলি গেলগৈ বাণিজ্য কামাইবারে ।
গোবর্দ্ধন পাড়ি দিল সোনাইর প্রেম সাগরে ॥ ৩৬

(৫)

শুন শুন সভাজন পরে কি হইল ।
চানমণির সূর্য্যমণির বহুত দুঃখ হৈল ॥ ২
কেমন করিয়া ভাইরে সে কথা জানাই ।
যত দুঃখ দিল অরে দারুণী সাতাই ॥ ৪
কি কইয়ম রে দুঃখের কথা সাতাইএর জ্বালা ।
সাতাই মারে মা ডাকিলে মুখ্‌খান করে কালা ॥ ৬
ক্ষুধার কালে ভাত চাহিলে কি বলিব ভাই ।
চৌথ ঘুরাইয়া বকে দারুণী সাতাই ॥ ৮
দোন যাতুর দুঃখ ওরে কি করি বর্ণন ।
পোড়া ভাত আর বাসী তরকারী করয় ভোজন ॥ ১০
শুকাইয়া গেল তারার সোনা মুখ খানি ।
তারার কাঁদনে পাষণ হৈয়া যায় পানি ॥ ১২
কোথায় তারার মা জননী কোথায় বাপধন ।
দিন রাইত দোন যাতু করয় রোদন ॥ ১৪
মাছে চিনে গভীন পানি, পানি এ চিনে ধার* ।
মায়ে জানে পুতের বেদন যার গর্ভে সার ॥ ১৬
কাষ্ঠ বর্ণ হৈয়ে তারা অন্ন ন খাইয়া ।
দোন ভাই কাঁদে সদাই ক্ষুধায় জলিয়া ॥ ১৮
চানমণি বলে একদিন—“সূর্য্যমণি ভাই ।
জ্বালাত আর সহ্য ন যায় মরি যাইতাম চাই ॥” ২০

সূর্যমণি বলে—“ভাইরে জানিও নিচয় ¹ ।
 তুমি আগে মরি গেলে মনে বুইঝত ² নয় ॥ ২২
 চানমণি বলে—“চল সূর্যমণি ভাই ।
 পশারী দোকানে যাইয়া হরিণা বিষ খাই ॥ ২৪
 কেহর লাগি কেহ নাহি করিব রোদন ।
 এক সঙ্গে দোন ভাইএর হইব মরণ ॥” ২৬

(৬)

এই দিকে কি হইল শুন সভাজন ।
 কাজল কোটার ঘরে সোনাই করিছে শয়ন ॥ ২
 রাত্র নিশাকালে সোনাই স্বপন দেখিল ।
 স্বপন দেখিয়া উডি ³ ভাবিতে লাগিল ॥ ৪
 স্বপন দেখিল সোনাই বড় চমৎকার ।
 ‘রাজা হৈয়া গেইয়ে ⁴ আরে দুইটা কুমার ॥ ৬
 গোবর্দ্ধনের গলার মাঝে পড়িয়াছে ফাঁসি ।
 ছাড়াইয়া দিল তারে সুরঙ্গিণী আসি ॥ ৮
 স্বপন দেখিয়া সোনাই কি কাম করিল ।
 গোবর্দ্ধনে ডাকিয়ারে বলিতে লাগিল ॥ ১০
 “চানমণি সূর্যমণির পরাণ যদি রয় ।
 সুখ না হইব আমার জানিও নিচয় ॥ ১২
 শুনহ পরাণের বঁধু বলিগো তোমারে ।
 পরাণে মারিতে হবে দুইটা কুমারে ॥” ১৪
 সোনাই আর গোবর্দ্ধনে কি করিল হায় ।
 দোন যাদুর পরাণ লৈতে চিন্তিল উপায় ॥ ১৬

¹ নিচয় = নিশ্চয় ।

² বুইঝত = বুঝিত ।

³ উডি = উঠিয়া ।

⁴ গেইয়ে = গিয়াছে ।

উপায় চিন্তিয়া সোনাই মইফুলারে ডাকি ।
 কহিল মনের কথা জলজলা ১ অঁথি ॥ ১৮
 পেট পাখালি ২ সব মইফুলারে বুলি ৩ ।
 গলার হার মইফুলার হাতত ৪ দিল তুলি ॥ ২০
 গিরার ৫ মাঝে তুলি দিল দুইটা মোহর ।
 অগ্নিপাটর সাড়ি দিল দেখিতে সোন্দর ॥ ২২
 ডাকিয়া কহিল পরে—“শুন মইফুলা ।
 আজি হৈতে তুমি আমার সখী যে হইলা ॥ ২৪
 দাসী বান্দী রৈল তোমার তুমি ঠাকুরাণী ।
 ফরমাইস যোগাইব তোমার মনমত আনি ॥” ২৬
 তারপরেতে মইফুলার গালত হাত দিয়া ।
 সোনাই বলে—“দিয়ম আমি তোমার আর এক বিয়া ॥ ২৮
 নতুন যৌবন তোমার মধুভরা ফুল ।
 খাইতে ফুলের মধু ভোমরা আকুল ॥ ৩০
 কেঁডা ৬ দূর করি সূখী করিবা আমারে ।
 তোমার ঘর বাঁধি দিয়ম ডিহির ৭ দহিন ৮ পারে ॥ ৩২
 মনের মতন নাগর তোমায় জোটাই ৯ দিয়ম আমি ।
 দাসীপনা ছাড়ি তুমি হৈবা রাজরাণী ॥ ৩৪
 চানমণি সূর্য্যমণি দুইটা কুমার ।
 হতিনের ১০ পুত্র তারা শত্রুর আমার ॥ ৩৬
 বাঁচিয়া থাকিলে তারা আমার সুখ নাই ।”
 এহা ১১ বুলি ১২ কত খেদ করিল সোনাই ॥ ৩৮

১ জলজলা = অশ্রুপূর্ণ । ২ পাখালি = প্রকাশন করিয়া ।
 ৩ বুলি = বলিয়া । ৪ হাতত = হাতে ।
 ৫ গিরা = গিরো, কাপড়ের গিঠ । ৬ কেঁডা = কাঁটা ।
 ৭ ডিহির = দৌঘির । ৮ দহিন = দক্ষিণ । ৯ জোটাই = যোগাড় ।
 ১০ হতিনের = সতীনের । ১১ এহা = ইহা । ১২ বুলি = বলিয়া ।

তারপরেতে মইফুলার কানে কানে কয় ।

কেঁড়া দূর তুমি আমার করিবা নিচয় ॥ ৪০

সোনাই বউএর শেষ কথা যখন শুনিল ।

চোগর ^১ জল মইফুলা আঞ্চলে মুছিল ॥ ৪২

দেখিয়া সোনাই বউ করিল কেমন ।

পরখ ^২ করিয়া দেখে মইফুলার মন ॥ ৪৩

“শুন শুন মইফুলা বলি যে তোমারে ।

বড় ভালবাসি আমি দুইটা কুমারে ॥ ৪৬

আমার পেটে না হইলেও আমার পুত তারা ।

এ সংসারে কন আছে মোর, দোন যাছু ছাড়া ॥ ৪৮

তারা যদি বাঁচি থাকে পাইব হাতর পানি ।

তোমার মন পরখ করি দেখিলাম আমি ॥ ৫০

ভালা কার চাইবা তুমি দোন যাচুর পানে ।

ছুঃখ যেন না পায় তারা খায়নে পিয়নে * ॥ ৫২

সংসারের যত বলাই আমার মাথাত দিয়া ।

সদাগর বিদেশের মাঝে গেইয়ে * যে চলিয়া ॥ ৫৪

অয়স্বর * নাই আমার দেখিতে তারারে ।

দোন যাছু মনে মনে কি ভাবের আমারে ॥ ৫৬

খিল * দুছরে * বসি যখন ভাতর গরাস * খাই ।

মনে মনে ভাবি তারার মা জননী নাই ॥ ৫৮

নীচের মিক্যা * ন যায় গরাস পরাণ কেমন করে ।

ওরে দোন যাচুর চাঁদমুখ আমার মনে পড়ে ॥” ৬০

^১ চোগর = চক্ষুর ।

^২ পরখ = পরীক্ষা ।

* খায়নে পিয়নে = খাওনে ও পবনে (পিঙ্কনে) ।

* গেইয়ে = গিয়াছে ।

* অয়স্বর = অবসর ।

* খিল = ঠিক, স্থির ।

* দুছরে = দ্বিপ্রহরে ।

* গরাস = গ্রাস ।

* মিক্যা = দিকে ।

নানা কথা বলিয়ারে সোনাই দিল ফাঁকি ।
মইফুলা দাসী বুঝিল তাহার চালাকি ॥ ৬২

(৭)

মাণিক নামেতে এক লুচ্চার সর্দার ।
সেইত গেরামে ¹ আছিল বড় দুরাচার ॥ ২
বাঁকা টেড়ি কাড়িয়ারে ² ঘুরিত সদাই ।
শুন শুন সভাজন তার কথা জানাই ॥ ৪
বরখি ³ বাহিত বেটা দিনের দুহুরে ⁴ ।
পহিরে ⁵ পহিরে বেটা বেড়াইত ঘুরে ॥ ৬
জল ভরিতে আসে যখন কুলর বধুগণ ।
মাণিক বেটা শিস্ দিয়া বুঝি নিত মন ॥ ৮
মাছের খোঁড়ে কানা দাইরুস্তা চুনাপুড়ি সার ।
কত পরাণ গাঁথা পৈড়ুত আসল খোঁড়ে তার ⁶ ॥ ১০

একদিন গোবর্দ্ধন কি কাম করিল ।
মাণিকরে সদাগরর বাড়ীতে ডাকিল ॥ ১২
ভালামতে সোনাইর সাথে যুক্তি করিয়ারে ।
দরোয়ানের চাকরি দিল মাণিক লুচ্চারে ⁷ ॥ ১৪
দুই সিন্ধা খায় বেটা সদাগরর বাড়ী ।
সাপের মত বশ তারে কৈল সোনাই নারী ॥ ১৬
মইফুলার ঘরর কাছে বাসা দিল তার ।
আয়াশের ⁸ চান হাতে পৈল মাণিক লুচ্চার ॥ ১৮

¹ গেরামে=গ্রামে । ² কাড়িয়ারে=কাটিয়া । ³ বরখি=বরশী ।

⁴ দুহুরে=দ্বিপ্রহরে । ⁵ পহিরে=পুরুরিগীতে ।

⁶ খোঁড়ে=মৎস্য ধরিবার বশীতে শুধু চুনা পুটি ও ছোট ছোট মাছ ধরা দিত,
কিন্তু তাহার আসল বশীতে কত রমণীর প্রাণ গাঁথা পড়িত ।

⁷ লুচ্চা=বদমাইস্ । ⁸ আয়াশের=আকাশের ।

তেলকাজলা * মইফুলার যৌবন ভরপুর ।

তারে দেখি মাণিকের মন ন মানে সবুর ॥ ২০

এক নিশাকালে মাণিক কিনা কাম করে ।

ঘরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকে মইফুলার ঘরে ॥ ২২

চানমণি সূর্যমণি দুইটা কুমারে ।

বুকে নিয়া মইফুলা ঘুমায় অঘোরে ॥ ২৪

ঘরেতে ঢুকিয়া মাণিক বাস্তি ² জ্বালাইল ।

তড়াতি মইফুলা উড়িয়া * বসিল ॥ ২৬

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গি গেইয়ে আন চান * মন ।

মাণিক যাইয়া, তাহার হাত ধরিল তখন ॥ ২৮

সাপের লেজ্জেতে যদি কেহ হোড়া * মারে ।

কোঁস করি ফণা ধরি যায় দংশিবারে ॥ ৩০

তেমনি রে মইফুলা গর্জিয়া উঠিল ।

মাণিক বেটা যাইয়া তাহার পায়েতে পড়িল ॥ ৩২

আগুন লাগিলে যেমন জ্বলি উড়ে * তুলা ।

তেমনি জ্বলিয়া উডিল দাসী মইফুলা ॥ ৩৪

তার পরেতে মানিক লুচা করিল কেমন ।

মইফুলার পায়ত * পড়ি করিল রোদন ॥ ৩৬

চোগর মাঝে পানি তাহার মুখের মাঝে বিষ ।

তারে দেখি মইফুলার গায়ত ³ উডিল রিশ ⁴ ॥ ৩৮

“একাদশী পালি আমি এক সিদ্ধা ⁵ খাই ।

মাথার চুল ফালাইয়াছি ⁶ গয়ার সেয়ানে ⁷ যাই ॥ ৪০

২৭৫৮৭

* তেলকাজলা = তেলে কাজলে শ্রীসম্পন্ন ।

² বাস্তি = বাতি ।

* উড়িয়া = উঠিয়া ।

* আনচান = চকল ।

* হোড়া = পায়ের গুঁতা

* উড়ে = উঠে ৬

* পায়ত = পায়ের ।

³ গায়ত = গায়ের ।

⁴ রিশ = রাগ ।

⁵ সিদ্ধা = বেলা ।

⁶ ফালাইয়াছি = ফেলিয়া দিয়াছি ।

⁷ সেয়ানে = স্নানে ।

শোর ¹ করি আমি এখন ভাঙ্গিব যে পাড়া ।
মা ভৈন ² কি নাই তোর ওরে লক্ষ্মী ছাড়া ॥” ৪২

বলিতে বলিতে দাসী কাঁপে থর থর ।
মাণিক বলিল কথা মনে নাহি ডর ³ ॥ ৪৪
“তোমার সকল কথা আমি ভাল জানি ।
ঠমক রাখিয়া দেও সতী ঠাকুরাণী ॥” ৪৬
মাণিকের কথা শুনি মইফুলা তখন ।
“দূর হৈয়া যারে” বুলি ⁴ করিল গর্জ্জন ॥ ৪৮
জাগিয়া উঠিল তখন চান সূর্য্যমণি ।
লাল হৈল পূগের ⁵ আয়াশ ⁶ পোষাইল ⁷ রজনী ॥ ৫০

এইরূপে কতবার মাণিক দুর্জ্জন ।
বাগাইতে ⁸ চাহিল অরে মইফুলার মন ॥ ৫২
একদিন মইফুলা সোনাইর কাছে গিয়া ।
মাণিকের গুণামির কথা দিল যে বলিয়া ॥ ৫৪
মুচুকি হাসিয়া সোনাই আড় চোখে চায় ।
কাঁড়ার ⁹ বাড়ি পৈল যেমন মইফুলার গায় ॥ ৫৬

মইফুলা বলে তখন বিদায় দেহ মোরে ।
আর আমি ন থাকিব এ রকম ঘরে ॥ ৫৮
বাড়াবাঁধি ¹⁰ খাইব আমি পানি আর পালনী ¹¹ ।
তোমার হাতে রাখি গেলাম চান সূর্য্যমণি ॥ ৬০

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| ¹ শোর=গগুগোল । | ² ভৈন=ভগ্নী । | ³ ডর=ভয় । |
| ⁴ বুলি=বলিয়া । | ⁵ পূগের=পূর্ব্বের । | |
| ⁶ আয়াশ=আকাশ । | ⁷ পোষাইল=পোহাইল । | |
| ⁸ বাগাইতে=নরম করিতে । | ⁹ কাঁড়ার=কাঁটার । | |
| ¹⁰ বাড়াবাঁধি=ধান ভানিয়া । | ¹¹ পালনী=বাসী ভাতের জল, আমানি । | |

এই কথা বলি দাসী বাহির হৈল পথে ।

চানমণি সূর্যমণি লাগিল কাঁদিতে ॥ ৬২

মনে মনে ভাবে দাসী—“আবার ফিরি যাই ।

ধড় ফড় করের পরাণ দোন যাচুর লাই ’ ॥ ৬৪

মরিবার আগে তারার মা জননী মোরে ।

হাতত ২ তুলি দিয়াছিল দুইটা কুমারে ॥ ৬৬

কেমনে চলিয়া যাইব্ * আমি যে পাষাণী ।

ক্ষুধার কালে কে তারারে ৩ দিবরে ভাত পানি ॥ ৬৮

ঘুমর খুন ৪ উড়ি ৫ তারা কার মিক্যা ৬ চাইব ।

ছঁইর দানা ৭ ভাঙিয়ারে ৮ কনে ৯ ১০ খাবাইব ॥” ৭০

এইরূপে নানা কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ।

কাঁদিতে কাঁদিতে দাসী গেল যে চলিয়া ॥ ৭২

(৮)

সেইদিন সন্ধ্যাকালে কি কাম হইল ।

মাণিকরে সোনাই বউ গোপনে ডাকিল ॥ ২

বলিল—“মাণিক তুমি আমার ধর্ম্ম ভাই ।

সোন্দর মাইয়া যোগাড় করিব তোমার বিয়ার লাই ১১ ॥ ৪

ভাইএ ভৈনে ১২ এক বাড়ীতে থাকিয়মরে স্থখে ।”

পানর খিলি দিল তখন নতুন ভাইর মুখে ॥ ৬

১ লাই=জন্ত ।

২ হাতত=হাতে ।

৩ যাইব্=যাইতেছি ।

৪ তারারে=তাঁহাদিগকে ।

৫ ঘুমর খুন=ঘুম হইতে ।

৬ উড়ি=উঠিয়া ।

৭ মিক্যা=দিকে ।

৮ ছঁইর দানা=শিমের বীচি ।

৯ ভাঙিয়ারে=খোলায় ভাজিয়া ।

১০ কনে=কে ।

১১ লাই=জন্ত ।

১২ ভৈনে=ভগ্নী ।

পিডর ১ মাঝে হাত বুলাইয়া বলিল সোনাই ।

আমার একটি কাজ তুমি কর আমার ভাই ॥ ৮

দুষ্ণ মাণিক তখন কত কি ভাবিল ।

হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১০

“আমার অসাধ্য এমন কন ২ কাজ নাই ।

হুকুম পাইলে এখন করিব আদাই ৩ ॥” ১২

সোনাই বলিল তখন—“শুন মন দিয়া ।

আমার কাম হৈলে তোমার কালি হৈব বিয়া ॥ ১৪

চানমাণি সূর্যমাণি দুইটা কুমার ।

হতীনের ৪ পুত্র তারা শত্রুর ৫ আমার ॥ ১৬

বাঁচিয়া থাকিলে তারা আমার স্ত্রু নাই ।

দুই কেঁড়া ৬ তুমি দূর কর আমার ভাই ॥” ১৮

এই কথা বলিয়া সোনাই কি কাম করিল ।

মাণিকের হাতে একখান তলোয়ার দিল ॥ ২০

“ন থিয়াইও ৭ ভাই আমার ন কহিও কথা ।

চট্ করি কাড়ি ৮ আন দোন যাচুর মাথা ॥ ২২

হুকুম পাইয়া মাণিক ছুডিল ৯ তখন ।

ঘেই ঘরে দোন যাচু করিছে শয়ন ॥ ২৪

সেই ঘরে ধীরে ধীরে পরবেশি ১০ মাণিক ।

তলোয়ার গান ১১ হাতত লৈয়া ভাবিল ক্ষাণিক ॥ ২৬

১ পিডর=পিঠের ।

২ কন=কোন ।

৩ আদাই=শেষ ।

৪ হতীনের=সতীনের ।

৫ শত্রুর=শত্রু ।

৬ কেঁড়া=কাঁটা ।

৭ থিয়াইও=দাঁড়াইও ।

৮ কাড়ি=কাটি ।

৯ ছুডিল=ছুটিল ।

১০ পরবেশি=প্রবেশ করিয়া

১১ তলোয়ার গান=তলোয়ার খানা ।

দোন ষাছু বিছানায় ঘুমে অচেতন ।
 মাথা কাড়ি লৈতে মাণিক স্থির কৈল্ল মন ॥ ২৮
 অকরুসাত ১ কি বলিব বিজলীর মত ।
 মইফুলা আসি ধরে মাণিকের হাত ॥ ৩০
 অঝোরে নয়ন ঝড়ে চোগ জলা জলা ২ ।
 বুগেতে কাপড় নাই, চুল আউলা ঝাউলা ॥ ৩২

মাণিক দুষ্ মণ তখন জালাইল বাতি ।
 তলোয়ারের মুখে নারী রৈলরে বুক পাতি ॥ ৩৪
 মাণিক লুচ্চায় তখন কি কাম করিল ।
 ধীরে ধীরে মইফুলারে বলিতে লাগিল ॥ ৩৬
 “তুমি কেনে এইখানে বাধা দেয় মোরে ।”

মইফুলা বলে—“তুমি মারহ আমারে ॥ ৩৮
 আমারে পাইতে তোমার বড় ছিল আশা ।
 বুগর রক্ত দিয়া তোমায় দিব ভালবাসা ॥ ৪০
 বুগ কাড়ি লও তুমি কলিজা আমার ।
 বাপ হৈয়া রাখ তুমি দুইটা কুমার ॥” ৪২

এই কথা বুলি ৩ দাসী কিনা কাম করে ।
 মাথা কুড়ে ৪ মাণিকের পায়র উপরে ॥ ৪৪

চানমণি সূর্য্যমণি জাগিয়া উঠিল ।
 মাণিক লুচ্চার মন ফিরিয়া যে গেল ॥ ৪৬
 মাণিক বলিল—“ওরে শুন মইফুলা ।
 কাইল ৫ বেয়ানে সোনাই বউ কাটিব ৬ মোর গলা ॥” ৪৮

১ অকরুসাত = অকরাৎ ।

২ চোখ জলা জলা = অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ।

৩ বুলি = বলিয়া ।

৪ কুড়ে = কুটে ।

৫ কাইল = কল্যা ।

৬ কাটিব = কাটিবে ।

তারা দুইজনে তখন যুক্তি করি সার ।
 ভালা মতে করিল এক উপাই ¹ তাহার ॥ ৫০
 মইফুলা আনিল এক ছন ছতার ² রশি ।
 মাণিকের হাত পা চাইরগান ³ বাঁধিল যে কশি ॥ ৫২
 চিৎ করাইয়া মাণিকরে ভূমিতে শোয়াইল ।
 আড়াই মণি পাথর ⁴ একখান বৃগত তুলি দিল ॥ ৫৪
 তারপরে মইফুলা বাহির হৈল পথে ।
 চানমণি সূর্য্যমণি চলিল সাথেতে ॥ ৫৬
 খাল বিল নালা কত পার হৈয়া গেল ।
 সারা রাইত হাঁডি ⁵ তারার পায়ত বেথা হৈল ॥ ৫৮
 রাত্র পোষায় ⁶ তখন ডাকে পাইখ ⁷ পহলে ।
 তিনজন মুড়ার ⁸ গুড়িত ⁹ গেল হেন কালে ॥ ৬০

(৯)

অঁয়াশ ¹০ ছুইয়াছে সেই পুগের ¹¹ পাহাড় ।
 দেখিয়ারে দোন যাদু করে হাহাকার ॥ ২
 চানমণির সূর্য্যমণির হাতে হাতে ধৈরে ।
 জঞ্জলের মাঝে নারী পশিলরে ধীরে ॥ ৪
 ছনর গেজে ¹² কাড়া ¹³ গেল দোন যাদুর পা ।
 চৌখ ¹⁴ বুজি আইল তারার অবশ হৈল গা ॥ ৬

-
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ¹ উপাই=উপায় । | ² ছনছতার=শণ স্ততার । |
| • চাইরগান=চারিখান । | • পাথর=পাথর । |
| • হাঁডি=হাঁটিয়া । | • পোষায়=প্রভাত হয় । |
| • পাইখ=পক্ষী । | • মুড়ার=পাহাড়ের । |
| • গুড়িত=গোড়ায় । | ¹⁰ অঁয়াশ=আকাশ । |
| ¹² পুগের=পূর্ব্বের । | ¹¹ ছনর গেজে=শণের অঙ্কুরে । |
| ¹³ কাড়া=কাটা । | ¹⁴ চৌখ=চক্ষু । |

চলিতে ন পারে তারা করে ছায়রে ছায় ।
 চৌথের জলে মইফুলার বুগ * ভাসি যায় ॥ ৮
 তার পরেতে দোন যাহু করিল কেমন ।
 গর্জ্জন গাছের তলে যাইয়া করিল শয়ন ॥ ১০
 মাথাত * উটে * মাথা কঁয়ড়ি * গায়ত * জ্বর ।
 গাছর তলে পড়ি তারা করের খড়ফড় ॥ ১২

কে দিবে অন্তত * আর কোথায় ভাত পানি ।
 পিঙ্কনেতে আছে কেবল ছিড়া দুইয়ান * কানি ॥ ১৪
 মইফুলা দাসী তখন স্থির কৈল্ল মনে ।
 ভিক্ষা মাগি খাওয়াইবে দোন যাহু ধনে ॥ ১৬
 এতেক ভাবিয়া দাসী কি কাম করিল ।
 দোন যাহুর গায়র কাছে হাজির হইল ॥ ১৮

মইফুলা তখন তারার মাথাত হাত দিয়া ।
 জ্বরের বেগ দেখিয়ারে উডিল * চমকিয়া ॥ ২০
 ভাবিতে লাগিল নারী কৈল্লাম কিবা কাম ।
 অঘোর জঙ্গলে দোন যাহুরে হারাইলাম ॥ ২২
 আমি যদি না আনিতাম তারারে এখানে ।
 এত দুঃখ না পাইত বাঁচিত পরাণে ॥ ২৪
 কোথায় তারার মা জননী কোথায় বাপধন ।
 দেখে যাও দোন যাহু করেরে রোদন ॥ ২৬
 ঘরের দুলাল তারা একদিন ছিল ।
 মা মরণে দোন পুত্রের এত দুঃখ হৈল ॥ ২৮

* বুগ=বুক ।

* উটে=উঠিয়াছে ।

* গায়ত=গায়ে ।

* দুইয়ান=দুইখান ।

* মাথাত=মস্তকে ।

* কঁয়ড়ি=কামড়ি ।

* অন্তত=ঔষধ ।

* উডিল=উঠিল ।

মরিবার আগে তারার মা জননী মোরে ।
 আমার হাতে দিয়াছিল বড় আশা কৈরে ॥ ৯০
 সাতাইর অধিক হৈলাম তারার শত্রুর * মুই ।
 আমার দোষে মারা পৈল সোনার পোতল ² ছুই ॥ ৯২
 সদাগর আসি যখন শুনিব এ কথা ।
 সকলের আগে আমার লইবরে মাথ ॥ ৯৪
 মরণেরে আমি নাহি ডরাই কখন !
 দোন যাছু বাঁচি থাকি আমার হোক মরণ ॥” ৯৬

এইরূপে মইফুলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
 ভাবিতে লাগিল চোখ আঞ্চলে মুছিয়া ॥ ৯৮
 অঘোর জঙ্গলে কত বাঘ ভাল্লুক আছে ।
 বেয়েরাম্যা * দোন যাছু রাখিব কার কাছে ॥ ১০০
 কেমনে যাইব আমি মাগিবার লাই * ।
 সন্ধটে পড়িলাম এখন কি করি উপাই * ॥ ১০২
 এইরূপে ভাবি নারী কি কাম করিল ।
 চৌগর জলে দোন যাচুর বুগ ভাসাইল ॥ ১০৪

(১০)

তারপরে কি হইল শুন বিবরণ ।
 গাছ কাডার * শব্দ নারী শুনিল তখন ॥ ২
 ধীরে ধীরে উডি ⁹ নারী শব্দ লৈক্ষ্য করি ।
 বনের মাঝে চলি গেলগৈ ⁵ দোন যাছু ছাড়ি ॥ ৪

* শত্রুর = শত্রু ।

² পোতল = পুতুল ।

* বেয়েরাম্যা = পীড়িত ।

⁹ লাই = জন্তু ।

⁵ উপাই = উপায় ।

* কাডার = কাটার ।

⁹ উডি = উঠিয়া ।

⁵ গেলগৈ = গেল

যাইতে যাইতে নারী ফিরি ফিরি চায় ।
 বুক কাঁপে দুরু দুরু পরাণ ফাডি ' যায় ॥ ৬
 যাইতে যাইতে নারী ছড়া ২ এক পাইল ।
 এক কাঠাল্যারে * তার কূলেতে দেখিল ॥ ৮
 মইফুলা ডাকি বলে গাছকাঁড়িয়া * ভাই ।
 তোমার কাছে আমি আজি এক ভিক্ষা চাই ॥ ১০
 আমার দুটি পুত আছে গায়ত উট্টে জ্বর ।
 গর্জ্জন গাছের তলাত পড়ি করের ধড়ফড় ॥ ১২
 দোন পুত লৈয়া তোমার আশ্রয় যে চাই ।
 ধর্ম্ম সাক্ষী করি বলি তুমি আমার ভাই ॥ ১৪
 কথা শুনি গাছকাঁড়িয়া চিন্তে মনে মন ।
 দেখিল নারীর বড় সোন্দর * বদন ॥ ১৬
 মনে মনে খুসী হৈয়া বলিল তাহারে ।
 দোন যাছু লৈয়া তুমি আস আমার ঘরে ॥ ১৮
 হাত জোড় করি তখন মইফুলা বলে ।
 তুমি আমার এক যাছু লইবারে কোলে ॥ ২০
 ওরে গর্জ্জন গাছের তলে তারা উপস্থিত হৈল ।
 চানমনি সূর্য্যমণির দেখা না পাইল ॥ ২২
 মইফুলার মাথাত পৈল বৈশাগ্যা ঠাড়র * ।
 ভূমিতে পড়িয়া নারী করে হাহাকার ॥ ২৪
 মইফুলার জিকারেতে ' পাহাড় কাঁপিল ।
 গাছকাঁড়িয়া দেখিয়ারে অবাক হইল ॥ ২৬

১ ফাডি = ফাটিয়া ।

২ ছড়া = নির্ঝর

৩ কাঠাল্যা = কাঠুরিয়া ।

৪ গাছকাঁড়িয়া = কাঠুরিয়া ।

৫ সোন্দর = সুন্দর ।

৬ বৈশাগ্যা ঠাড়র = বৈশাখ মাসের

৭ জিকার = গর্জ্জন ।

পশুপাখী পলাইল অজাগর সাপ ।
 বাঘ ভাল্লুক পলাইল শূনি নারীর ডাক ॥ ২৮
 বুগর মাঝে কিল মারে চুল ফালায় ১ ছিড়ি ।
 অচেতন হৈল হায়রে মইফুলা নারী ॥ ৩০
 তারপরে কি হইল বলিব কেমনে ।
 বিদরে হৃদয়ে হায়রে সে কথা বয়ানে ॥ ৩২

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে সূর্য্য ডুবে যায় ।
 অচেতন হৈয়া নারী ভূমিতে লুঠায় ॥ ৩৪
 গাছকাঁড়িয়া ভাই তখন কি কাম করিল ।
 মইফুলার কাঁধত ২ করি ঘরেতে ছুটিল ॥ ৩৬

. (১১)

এদিকে করিল কিবা সোন্দরী সোনাই ।
 ঘরের মাঝে বসি রৈয়ে মাণিকর লাই ৩ ॥ ২
 কোথায় মাণিক আর দোন যাতুর মাথা ।
 খবর না পাইয়া সোনাইর বুগত ৪ উডিল বেথা ॥ ৪

গোবর্দ্ধনে ডাকিয়ারে কহিল। সোন্দরী ৫ ।
 মাণিকের খবর তুমি আন শীঘ্র করি ॥ ৬
 গোবর্দ্ধন সেই ঘরে পরবেশ করিল ।
 মাণিকের হাত পা চাইরগান ৬ বাঁধা যে দেখিল ॥ ৮
 তারপরে দেখিল যে বুগের উপর ।
 তুলি দিয়ে আড়াই-মণি মস্ত এক পাথর ॥ ১০

১ ফালায় = ফেলিতে থাকে ।

২ কাঁধত = কাঁধে ।

৩ লাই = জন্তু ।

৪ বুগত = বুকে ।

৫ সোন্দরী = সুন্দরী ।

৬ চাইরগান = চারিখান ।

গোবর্দ্ধনের বান ' খুলি করিল খালাস ।

মাণিক কহিল কাঁদি সোনাই কন্টার পাশ * ॥ ১২

“ঘরে যখন গেলাম আমি লৈয়া তলোয়ার ।

হাতের মাঝে লাড়ির বাড়ি দিল যে আমার ॥ ১৪

মাথার মাঝে বাড়ি পৈল ঠাডারের * মতন ।

ভূমিতে পড়িয়া গেলাম হৈলাম অচেতন ॥ ১৬

চেতনা পাইয়া দেখি মস্ত এক জোয়ান ।

ধারিল আমার গলা হৈয়া আগুয়ান ॥ ১৮

হাত পা বাঁধিল আমার কশিয়া কশিয়া ।

আড়াই-মণি পাথর দিল বুগেতে তুলিয়া ॥ ২০

পরান আমার যায় যায় বাহির হয় দম ।

কালুকা রাতুয়া আমি চোগে দেখি * যম ॥” ২২

সোনাই সোন্দরী যখন এই কথা শুনিল ।

রাগে করি গড় গড় কাঁপিতে লাগিল ॥ ২৪

অচরিত * কথা শুনি কাত * গোবর্দ্ধন ।

মইফুলারে তোয়াইতে ' করিল গমন ॥ ২৬

চারিদিকে পাঠাইল যত আছে চর ।

কন * কেহ ন পাইল মইফুলার খবর ॥ ২৮

(১২)

ঐ দিকে হইল কিবা শুন মোর বাণী ।

চানমণির সূর্য্যমণির দুঃখের কাহিনী ॥ ২

* বান = বন্ধন ।

২ পাশ = নিকট ।

৩ ঠাডার = বজ্র ।

৪ দেখি = দেখিয়াছি ।

৫ অচরিত = অশ্রুত ।

৬ কাত = কারুণ্য ।

৭ তোয়াইতে = ভালাস করিতে ।

৮ কন = কোন ।

যখন নাকি চলি গেলগৈ মইফুলা নারী ।
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুভাই দিল গড়াগড়ি ॥ ৪
 চানমণি উডি বলে সূর্য্যমণি ভাই ।
 পরাণ নিহিলি-^১ যায় পানি খাইতাম চাই ॥ ৬
 তার পরে দোন ভাই কি কাম করিল ।
 জঙ্গলর মাঝে পানি খুঁজিতে লাগিল ॥ ৮

একটি ছড়াতে নামি তারা দোন ভাই ।
 পেড^২ ভরাইয়া লৈল ঘোল পানি খাই ॥ ১০
 দিশ কাউলে^৩ পড়ি তারা পথ হারাইল ।
 ছড়ার কূলত^৪ বসিয়ারে কাঁদিতে লাগিল ॥ ১২
 সমুদ্র ঘনাইয়া আসে সূর্য্য ডুপি^৫ যায় ।
 কাঁড়ে যাইব দোন যাহু ন দেখের উপায় ॥ ১৪
 কাঁদিতে লাগিল তারা মরা মারে ডাকি ।
 তারার কাঁদনে কাঁদে বনের পশুপাখী ॥ ১৬
 সেই ত ছড়ার কূলে গাছের তলায় ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে তারা পড়িল নিদ্রায় ॥ ১৮

(১৩)

দক্ষিণে পাহাড়ী এক মুল্লুক আছিল ।
 সেইত মুল্লুকের রাজার মরণ হইল ॥ ২
 বেটা কইনা নাহি ছিল পাহাড়ী রাজার ।
 তাহার মরণে দেশে উড়িল হাহাকার ॥ ৪

^১ নিহিলি = নিকলি, বহির্গত হইয়া ।

^২ পেড = পেট ।

^৩ দিশ কাউলে = নিক্ৰমে ।

^৪ ছড়ার কূলত = বর্ণার কূলে

^৫ ডুপি = ডুবিয়া ।

রাজা না থাকিলে রাজ্যে হয় চিলিভিলি ¹ ।
 রাজা হইবার লাগিয়ারে হৈল কিলাকিলি ॥ ৬
 বুড়া উজির আসি তখন কন কাম করিল ।
 সকলরে ডাকিয়ারে বুঝাইতে লাগিল-॥ ৮

“শুন শুন মুন্সুকের যত লোক জন ।
 কেবা রাজা হৈব রাজ্যে চিন্তয় এখন ॥ ১০
 সোনারূপা নষ্ট জাইন্ত ² তামা আর পিতলে ।
 . রাজ্য নষ্ট অবিচারে মধু নষ্ট জলে ॥ ১২
 . পুকুর দিয়া কি হইবে ন থাকিলে পানি ।
 ঘর বাঁধিয়া কি হইবে ন থাকিলে ছানি ॥ ১৪
 সেই মত রাজ্যের মধ্যে রাজা না থাকিলে ।
 পড়িব সকলে আমরা বড় গণ্ডগোলে ॥ ১৬
 কনে ³ বিচার করিব যে রাজা এখন নাই ।
 উপায় করিব চল পিরখানাতে ⁴ যাই ॥” ১৮

১৮ - ১৮

উজিরের কথায় সবে যুক্তি করি সার ।
 সকলেই চলি গেল পিরখানার মাঝার ॥ ২০
 তিন পুরুষের আইয়মের ⁵ ধলা হাতী ছিল ।
 হাতীর নিকটে সবে উপনীত হৈল ॥ ২২
 এই ধলা হাতী হয়রে রাজ্যের একটা পীর ⁶ ।
 দুখ কলা খাবায় সদা আর খাবায় ক্ষীর ॥ ২৪
 সকলের কাছে উজির বলিল তখন ।
 ধলা হাতী ঠিক করিব রাজা হৈব কন ॥ ২৬

¹ চিলিভিলি = বিশৃঙ্খল ।

² জাইন্ত = জানিও ।

³ কনে = কে ।

⁴ পিরখানাতে = হাতীশালায়

⁵ আইয়মের = কালের ।

⁶ পীর = মঙ্গলাকাজী দেবতা

পুষ্প চন্দন দিয়া তারা হাতীরে সাজায় ।
 উপর দিকে শুঁড় তুলিয়া হাতী চলি যায় ॥ ২৮
 পাগাড় জঙ্গল অনেক ভ্রমণা করিয়া ।
 উত্তর মিক্যা * সেই হাতী গেল যে চলিয়া ॥ ৩০

যেইখানে দোন যাদু ঘুমায় অচেতন ।
 সেইখানেতে হাতী আসি দিল দরশন ॥ ৩২
 চানমণির দিকে হাতী ঠাহার করি চায় ।
 কোপালেতে ২ রাজদণ্ড দেখিবারে পায় ॥ ৩৪
 তখন সেই শ্বেত হস্তী কি কাম করিল ।
 চানমণিরে ধীরে ধীরে পিডত * তুলি লৈল ॥ ৩৬

পিডত তুলি লৈয়ারে হাতী চলিল ধাইয়া ।
 রোদন করে চানমণি চেতনা পাইয়া ॥ ৩৮
 রাজ্যের মাঝারে হাতী উপনীত হৈল ।
 সবে মিলি চানমণিরে রাজা যে করিল ॥ ৪০
 শ্লথ না থাকিলে মনে রাজ্য কিবা ছার ।
 পোলাও কি ভালা লাগে পেডর * অন্থথ যার ॥ ৪২

কাঁদিতে লাগিল চান প্রবোধ না মানি ।
 “কোথায় আমার সোণার পোতল ভাই সূর্য্যামণি ॥” ৪৪
 উজ্জির আসিয়া বলে নয় রাজার ঠাই ।
 সৈন্য় গিয়াছে তানে * তোয়াইবার * লাই * ॥ ৪৬

* মিক্যা = দিকে ।

* পিডত = পৃষ্ঠে ।

* তানে = তাঁহাকে ।

* কোপালেতে = কপালেতে ।

* পেডর = পেটের ।

* তোয়াইবার = তাল্লাস করিবার ।

* লাই = জন্তু ।

ঐদিকে হইল এক মহা অঘটন ।

তার পরদিন সূর্য্যমণির হইল চেতন ॥ ২

কাঁদিতে লাগিল যাহু কেহরে না দেখি ।

বিধাতা কোয়ালে ১ তার দুঃখ দিল লেখি ॥ ৩

কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্য্য অধীর হইল ।

চোগর জলে ছড়ার জল বাড়িতে লাগিল ॥ ৬

খানিক ২ পরে সূর্য্যমণি পাইল দেখিতে ।

বাঁশর চালি ৩ আইয়ের একখান ভাসিতে ভাসিতে ॥ ৮

তার মাঝে বাঁশ বেয়ারী ৪ আছে কয়জন ।

বহুত বাঁশ লৈয়া দেশে করিছে গমন ॥ ১০

সোন্দর কুমার দেখি তারার দয়া হৈল ।

সূর্য্যমণিরে চালির মাঝে তুলিয়া লইল ॥ ১২

চলিল বাঁশের চালি ভাসিয়া ভাসিয়া ।

রাজ দরবার ঘাটে পৌঁছিল আসিয়া ॥ ১৪

রাজ দরবার ঘাট বড় চমৎকার ।

জাহাজ আর সুলুপ বাঁধা থাকে অনিবার ॥ ১৬

সে ঘাটের মালিক হন দক্ষিণ মুল্লকের রাজা ।

কর নাহি দিলে সেই পায় বিষম সাজা ॥ ১৮

সেইত না ঘাটে চালি আসিয়া লাগিল ।

ভাত পানি কুমারেরে তাহারা খাওয়াইল ॥ ২০

বাহির দরবার পরে চরেতে উঠিয়া ।

একজন সদাগরের বাইজ্যে ৫ চৌদ্দ ডিঙ্গা ॥ ২২

১ কোয়ালে = কপালে ।

২ খানিক = ক্ষণকাল পরে ।

৩ চালি = অনেকগুলি বাঁশ-গাঁথিয়া সারিবদ্ধভাবে যে ভেলা তৈয়ারী হয় তাহার নাম চালি । ৪ বেয়ারী = বেপারী, ব্যবসারী । ৫ বাইজ্যে = ঠেকিয়াছে ।

সদাগর নিশাকালে দেখিল স্বপ্নন * ।
 দরিয়ার দেবতা চায় মানুষ একজন ॥ ২৪
 অচরিত স্বপ্নন দেখি সেই সদাগর ।
 চলি আইল রাজ দরিয়ার ঘাটের উপর ॥ ২৬
 সদাগর হাজার টাকার তোড়া হাতে লৈয়া ।
 বসি রৈয়ে ঘাটের উপর চিন্তাযুক্ত হৈয়া ॥ ২৮
 বাঁশ বেয়ারী এই কথা শুনিল যখন ।
 সূর্য্যমণিরে বেচিবারে স্থির কৈল মন ॥ ৩০

সূর্য্যমণিরে বেচিল তারা হাজার টাকা লৈয়া ।
 সদাগর ডিঙ্গাত ২ চড়িল বহুত খুসী হৈয়া ॥ ৩২
 নানামতে সদাগর যাতুরে সাজায় ।
 সাজাইয়া মাজাইয়া তারে বহুত খাবায় * ॥ ৩৪
 মরণের আগে যাতু করের ধড় ফড় ।
 তার পরেতে কন কাম করিল সদাগর ॥ ৩৬

পরান কচালি * উডের * কেমনে জানাই ।
 ধাক্কা মারি যাতুধনে দিলরে পেলাই * ॥ ৩৮
 অমাবস্তা তিথি আছিল দরিয়া উথাল ।
 মুনাপানিত * পড়ি যাতুর কি হইল হাল ॥ ৪০
 এক ঢেউএ তোলে তারে আকাশ বরাবর ।
 আর এক ঢেউএ তুলি দিল ঠাডা * বালুর চর ॥ ৪২

* স্বপ্নন = স্বপ্ন ।

* খাবায় = খাওয়ায় ।

* উডের = উঠে ।

* মুনাপানিত = লবণাক্ত জল ।

২ ডিঙ্গাত = ডিঙ্গাতে ।

* কচালি = খড়কড় ।

* পেলাই = ফেলাইয়া ।

* ঠাডা = ধু ধু ।

উথলি উঠিল জল চর ডুপি ' গেল।

চৌদ ডিঙ্গা মুক্ত হৈয়া সাগরে ভাসিল ॥ ৪৪

(১৫)

তার পরে কি হইল শুনহ খবর।

চরের কাছে আছে এক মাছ-বেচনীর^২ ঘর ॥ ২

মাছ-বেচনৌ সেই দিন ঘুরিতে ফিরিতে।

বালুর চরে একটি পোলা পাইল দেখিতে ॥ ৪

হাত পা লাড়িয়া * তখন দেখিল সে নারী।

নুনাপানি খাইয়ে যাহু পেড * হৈয়ে ভারি ॥ ৬

এখনও পরাণ আছে বুঝিতে পারিল।

হাত পা লাড়িয়া তার চিকিৎসা করিল ॥ ৮

মাটির কলস একটা আনিয়া সে নারী।

তার উপরে যাহুরে শোয়াইল চিৎ করি ॥ ১০

নাকে মুখে পানি ঝরে পেট পাতল * হইল।

তার পরেতে মাছ-বেচনৌ কন কাম করিল ॥ ১২

ধীরে ধীরে কাঁধত করি সে পোলারে * লৈয়া।

আপনার ঘর ছাঁস্বে * গেল যে চলিয়া ॥ ১৪

কি আর বলিব ভাইরে বিধির লিখন।

সাগরে পড়িয়া যাহু পাইল জীবন ॥ ১৬

এই যাহু সূর্য্যমণি সুরঙ্গিনীর পুত।

মাছ-বেচনীর ঘরে আইল শুনিক অদ্ভুত ॥ ১৮

^১ চর ডুপি=চর ডুবিয়া। ^২ মাছ-বেচনীর=মৎস্য-বিক্রেতা নারী, জেলের মেয়ে।

* লাড়িয়া=নাড়িয়া। * পেড=পেট। * পাতল=পাতলা।

* পোলারে=ছেলেকে। * ছাঁস্বে=দিকে।

(১৬)

ঐ দিকে হইল কিবা কহিয়া জানাই ।
 চানমাণি কাঁদে সদা করি ভাই ভাই ॥ ২
 খবর লইয়া আইল যত সৈন্তগণ ।
 সূর্যামণিরে কেন্দুয়া বাঘে ১ কৈরাছে ভোজন ॥ ৫
 খবর শুনিয়া হায়রে রাজা চানমাণি ।
 ভূমিতে পড়িয়া মুর্ছা হইল অমনি ॥ ৬
 তিন দিন পড়ি রৈল অন্ন না খাইয়া ।
 রাইত ২ দিন কুহরে রাজা ভাইএর লাগিয়া ॥ ৮

(১৭)

বার বছর অনেক বন্দর ভ্রমণ করিয়া ।
 কমল সদাগর ডিঙ্গা আইয়ের ৩ চলিয়া ॥ ২
 ধীরে ধীরে ভিড়ে ডিঙ্গা রাজ দরিয়ার ঘাটে ।
 এই ঘাটে কর দিতে দুই চাইর দিন কাটে ॥ ৪
 কমল সদাগর একদিন বেড়ায় খালর পরে ।
 সোনার ৪ পোতল দেখিল যে মাছ-বেচনীর ঘরে ॥ ৬
 মনে মনে সদাগর অনেক ভাবিল ।
 আমার যাহু কেমন কৈরে এখানে আসিল ॥ ৮
 দোমনা ৫ হইয়া ভাবে কমল সদাগর ।
 হায়রে না জানে সেই বাড়ীর খবর ॥ ১০
 দোন যাহুর কথা ভাবি মন হৈল উতলা ।
 এমন কালে ঘাটোয়াল ৬ দরশন দিলা ॥ ১২

১ কেন্দুয়া বাঘ = নেকড়ে বাঘ । ২ রাইত = রাত্রি । ৩ আইয়ের = আসে ।

৪ পোতল = পুতুল । ৫ দোমনা = দ্বিধাগ্রস্ত ।

৬ ঘাটোয়াল = ঘাটের কর্মচারী ।

বলিল যে ঘাটোয়াল শুন সমাচার ।
 তোমার ডিঙ্গা ছাড়ি দিতে নিষেধ রাজার ॥ ১৪
 সদাগর উডি বলে, “ঘাটোয়াল ভাই ।
 হাজার টাকা দিয়র্ন^১ মোরে দেয়রে ছাড়াই^২ ॥” ১৬

এইরূপে এক দুই তিন দিন যায় ।
 নয়া রাজা ঘাটে আসি চলিল ডিঙ্গায় ॥ ১৮
 সদাগর দেখিয়ারে চকমক্যা^৩ হইল ।
 স্বপ্ননের মতন হায়রে কিছু না বুঝিল ॥ ২০
 নয়া রাজা যাইয়া পড়ে সদাগরের পায় ।
 বাবা বাবা বলিয়ারে পরাণ জুড়ায় ॥ ২২

তার পরে বাবার বুগত^৪ রাখিয়ারে মাথা ।
 চানমণি বলিলরে আছোপাস্ত কথা ॥ ২৪
 কাঁদি কাঁদি সদাগর বলিল তখন ।
 সূর্যমণি বাঁচি আছে আনিব এখন ॥ ২৬
 এইকথা বলিয়ারে কমল সদাগর ।
 ঘাটপার হৈয়া গেল মাছ-বেচনীর ঘর ॥ ২৮

সদাগর জিজ্ঞাসা করে মাছ-বেচনীরে ।
 “এই যাদু কঁড়ে^৫ পাইলা বলহ আমারে ॥” ৩০
 মাছ-বেচনীর কাছে শুনি অচরিত বাণী ।
 কমল সদাগর ছাড়ি দিল চোগর পানি ॥ ৩২

সূর্যমণি বাবার দিকে ঠাহার করি চাহি ।
 কাঁদিয়া বলিল—“বাবা কোথায় আমার ভাই ॥ ৩৪

^১ দিয়র্ন=দিব ।

^২ ছাড়াই=যুক্তি দেওয়া ।

^৩ চকমক্যা=চমকিত ।

^৪ বুগত=বুকে ।

^৫ কঁড়ে=কোন্থানে ।

কোথায় মাসী মইফুলা কোথায় বাড়ী ঘর ।

‘বড় দুঃখ পাইয়ে দাদা গায়ত ১ উটিল ২ জ্বর ॥’ ৩৬

কমল সদাগর তখন কি কাম করিল ।

ষাটর মুখে চুম দিয়া কোলেতে লইল ॥ ৩৮

ডিক্রাতে সোয়ার যখন হৈল তারা আই ১ ।

কোলাকোলি গলাগলি করিল দোন ভাই ॥ ৪০

সদাগর বলে তখন শুন মাল্লা মাঝি ।

ডিক্রা ছাড়ি দেয় এখন বাড়ীত যাইয়ম আজি ॥ ৪২

রাজ দরবার মালিক আমার বাড়ুধন ।

লজর ১ তুলিয়া ডিক্রা ছাড়িই এখন ॥ ৪৪

“বাও” “বাও” বলি যখন নাগেরায় ১ দিল বাড়ি ।

কাণ্ডারীএ ১ ধৈল কাণ্ডার ১ বাইশা দিল ছাড়ি ॥ ৪৬

হেলিতে ঢেলিতে ডিক্রা চলে মনোহর ।

তিন দিনে আইল ১ তারা বাসন্তী নগর ॥ ৪৮

বাসন্তী নগরে আসি ছাড়িল কামান ।

সোনাই আর গোবর্দ্ধনর কাঁপিল পরাণ ॥ ৫০

কাহারে না কিছু বলি না দিয়া খবর ।

একেবারে বাড়ীর ভিতর গেল সদাগর ॥ ৫২

গোবর্দ্ধনে সামনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ।

“কোথায় আমার দোন যাছু কি সাংবাদ ১ বল ॥” ৫৪

১ গায়ত=গারে ।

২ আই=আসি ।

৩ নাগেরায়=চাকে, কাড়া-নাকড়া ।

৪ কাণ্ডার=হাল ।

৫ আইল=আসিল ।

৬ উটিল=উঠিয়াছিল ।

৭ লজর=লজর ।

৮ কাণ্ডারী=কর্ণধার ।

৯ সাংবাদ=সংবাদ ।

গোবর্দ্ধন বলে শুনন, “কি বলিব আর ।

এক সঙ্গে দোন যাহু ছাড়িল সংসার ॥” ৫৬

সদাগর যাইয়া তখন ধরিল তার কাণ ।

“কোথায় যে তোর সোনাই রাণী ভারে ধরি আন ॥” ৫৮

ভয়ানক ডাক ছাড়ে কমল সদাগর ।

/তাহার জিজ্ঞারে ‘ কাঁপে দোমাহালা ঘর ॥ ৬০

রাগে করে গড় গড়, তামার মতন আঁখি ।

পাইক মাঝি সকলরে আনিল তখন ডাকি ॥ ৬২

হুকুম করিল তখন কমল সদাগর ।

“এই বেটা দুস্মনেরে আঁগে বন্ধন কর ॥” ৬৪

গোবর্দ্ধন কন ২ কথা ন কহিল আর ।

দুই চাইর জন * যাইয়া তখন যেণ্ডিত * ধৈল তার ॥ ৬৬

হাতে দিল হাতকরৈয়া * পায়ে দিল বেড়ি ।

ধাক্কাই ধাক্কাই লৈয়া গেল গর্দানেতে * ধরি ॥ ৬৮

তখন যে সোনাই বউ কি কাম করিল ।

গোবর্দ্ধনর দশা দেখি কাঁপিতে লাগিল ॥ ৭০

হুকুম করিল তখন কমল সদাগর ।

“উডানের * মাঝে দুইটা বড় গাতা * কোড় * ॥ ৭২

পাগলা কুকুর আন এখন তোয়াই * * ।

দুই জনর প্রেমর জ্বালা বুঝাই দিতাম চাই ॥” ৭৪

১ জিজ্ঞার = গর্জন ।

* চাইর জন = চারি জন ।

* হাত করৈয়া = হাতকড়ি ।

* উডানের = উঠানের ।

* কোড় = ধনন কর ।

২ কন = কোন ।

* যেণ্ডিত = ষাড়ে ।

* গর্দানেতে = গলাতে ।

* বড় গাতা = বড় গর্ত ।

* তোয়াই = খুঁজিয়া ।

এসময় দোন যাঁছু আসিল তথায় ।

একবার সাতাই মার মুখের দিকে চায় ॥ ৭৬

মুখের দিকে চাইয়া তারা চৌধ নামাইল ।

কন কথা সাতাই মারে তারা না কহিল ॥ ৭৮

বাপের দিকে চাহি তখন বলে দোন ভাই ।

ক্ষমা করণ সতাই মা রে এই ভিক্ষা চাই ॥ ৮০

কমল সদাগর তখন কিছু না বলিল ।

সতানীরে ১ কেবল একবার নিকটে ডাকিল ॥ ৮২

থর থর কাঁপে সোনাই উড়িল পরাণ ।

গোবর্দ্ধনর মিক্যা ২ একবার ফিরাইল নয়ান ॥ ৮৪

চানমণি বলে, “বাবা থির ৩ করন মন ।

মইফুলা মাসীর তালাইশ ৪ করন এখন ॥” ৮৬

হাট বাজারে ঢোল দিল মইফুলার তরে ।

সকলে বলিল দাসী গেছে এখন মৈরে ॥ ৮৮

(১৮)

তারপরে চানমণি কি কাম করিল ।

আপনার রাজ্যে যাইতে বিদায় মাঞ্জিল ৫ ॥ ২

চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া চলিল সকলে ।

চানমণি সূর্য্যমণি হাসি হাসি চলে ॥ ৪

সোনাইরে সঙ্গে লৈল কমল সদাগর ।

ছুই নয়ানের ৬ পানি তার ঝরে ঝর্ ঝর্ ॥ ৬

১ সতানীরে = সন্নতানীকে ।

২ মিক্যা = পানে ।

৩ থির = স্থির ।

৪ তালাইশ = অহুসন্ধান ।

৫ মাঞ্জিল = মাগিল ।

৬ নয়ানের = নয়নের ।

কাল পান্ঠায় ডিঙ্গা যখন উপনীত হইল ।
সদাগর সোনাইরে নিকটে আনিল ॥ ৮

আনিয়া কহিল তারে, “শুনরে সোনাই ।
কলিজা পুড়িয়া আমার হৈয়া গেছে ছাই ॥ ১০
বড় আশা করি তোরে আনিছিলাম ঘরে ।
স্বরঙ্গিণীর সঙ্গে কেন ন গেলুমরে মৈরে ’ ॥ ১২
বুড়াকালে তুই আমারে করিলিরে খুন ।
গুজরি ’ গুজরি বুগে জ্বলরে আগুন ॥ ১৪
বাঁচিয়া থাকিলে তুই আমার নাহি সুখ ।
ছোড যে করিলি তুই দোন যাতুর মুখ ॥” ১৬

এহা বুলি সদাগর কি কাম করিল ।
চুলত ধরি সোনাইরে এক পাগ্ ’ দিল ॥ ১৮
অতল সাগরের মাঝে ডুপিল সোনাই ।
বাপেরে ধরিল তখন দোন যাতু আই ’ ॥ ২০
কাঁপ দিতে সদাগর চাহে বারে বার ।
চানমণি সূর্য্যমণি করে হাহাকার ॥ ২২
রাজ দরিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা হাজির হইল ।
বাপেরে লইয়া তারা রাজ্যেতে চলিল ॥ ২৪

(১৯)

নয়া রাজা রাজত্ব করে বসি তক্তের পরে ।
তার ডরে বাঘে মৈষে একই ’ মাঠে চরে ॥ ২

১ মৈরে = মরিয়া ।

২ গুজরি = হুজরি ।

৩ পাগ্ = পাক ।

৪ আই = আসিয়া ।

৫ একই = একই ।

একদিন কি হইল শুন সমাচার ।
 পাগলিনী আইল একটি রাজ্যের মাঝার ॥ ৪
 সতাইর ১ বারমাস গায় সেই পাগলিনী ।
 শুনিলে গলিয়া পাষণ হৈয়া যায় পানি ॥ ৬
 একদিন অস্ত্রপূরে পাগলিনী আসি ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে গাইল সতাইর বারমাসী ॥ ৮
 নয়া রাজার চোণের জল টলমল করে ।
 সূর্যমণি যাইয়া তখন তারে বেড়াই ধরে ॥ ১০
 মইফুলা মাসী বুলি ২ যখন দিল ডাক ।
 সভার সকল মানুষ হইল অবাক ॥ ১২
 নয়া রাজা যাইয়া তখন কি কাম করিল ।
 মাসীমারে আদর করি বাড়ীর ভিতর নিল ॥ ১৪
 কিছু না খাইল নারী না কহিল কথা ।
 দোন হাত দিয়া কেবল কুড়ে ৩ নিজের মাথা ॥ ১৬
 পাগলিনী না রহিল না শুনিল বাণী ।
 বারমাসা গাহি বেড়ায় চৌখে লৈয়া পানি ॥ ১৮
 চৌখের পানি বিনে তাহার আর কিছু নাই ।
 কমল সদাগরের পালা করিলাম আদাই ৪ ॥ ২০

১ সতাইর = সপত্নীর কুব্যবহার সম্বন্ধে ।

২ বুলি = বলিয়া ।

৩ কুড়ে = কুটে ।

৪ আদাই = শেষ ।

ଆମ ଗାୟ

ভূমিকা

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন নাচুয়া গ্রামনিবাসী কৈলাশচন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তির নিকট চন্দ্রকুমার দে এই পালাটির প্রথম সন্ধান পান। কৈলাশচন্দ্র দে এই পালাটির অতি অল্প কয়েকটি ছত্র জানিতেন, কিন্তু ঐ কয়েক ছত্রের মধ্যেই চন্দ্রকুমার বাবু বিশেষ কবিত্বের পরিচয় পান। অনেক দিন তিনি আর কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তারপব দুইটি গায়নের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ; তাহাদের একজন কাঠগড় নিবাসী শচিনী সোম এবং দ্বিতীয়টি মমিনপুর নিবাসী অদেলা দাস। কিন্তু এই তিন গায়কের নিকট তিনি এই পালার যাহা কিছু পাইয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট নহে। এমন কি পালার বিষয়টি কি তাহাও ঐ সংগ্রহ হইতে তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কিন্তু উহার মাঝে মাঝে এমন সব পঙক্তি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহার পল্লীরসপুষ্ট সরস কবিত্ব ক্রমাগত তাঁহার কৌতূহলের উদ্বেক করিয়াছিল। ইহার পরে ১৩৩২ বাং সনে বৈশাখ মাসে নেত্রকোণার মালিনী আশ্রমে মনোমোহন সাধুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। মনোমোহন সাধুর আদি নিবাস ছিল খালিয়া-জুড়ি। ইনি চন্দ্রকুমার বাবুকে জানান যে, মৈমনসিংহের বিখ্যাত তীর্থ গুপ্ত-বৃন্দাবনে কমলদাস নামক একজন গায়ক আছেন, তাঁহার নিকট সন্ধান করিলে শ্যাম রায়ের সমস্ত পালাটি সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আছে। চন্দ্রকুমার বাবু তখনই গুপ্ত-বৃন্দাবনে যাইয়া কমলদাস গায়কের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেন। এই গায়কের অসাধারণ স্মৃতি পল্লীগাথার রত্নাগারবিশেষ। তিনি অনর্গল এত কবিতা মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, চন্দ্রকুমার বাবুর বিস্ময় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই পল্লীগায়কের একমাত্র সঙ্গী একটি একতারা ; সেই একতারার সুর তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এমন সঙ্গত করিয়া বাজিতে লাগিল যে, চন্দ্রকুমার বাবুর মনে হইল যেন ভ্রমর-

মিথুন প্রেমে মাতিয়া গুঞ্জন করিতেছে। কমলদাস বাবাজির নিকট চন্দ্রকুমার বাবু শ্যাম রায়ের যাহা পাইলেন, তাহার সঙ্গে পূর্ব-সংগৃহীত অংশগুলি মিলাইয়া তিনি যথাসাধ্য পালাটি সম্পূর্ণ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পালাটি যে সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইয়াছে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। মাঝে মাঝে ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। খুব অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে পালাটির বিষয় ও পরিণতি চক্ষু ধরা পড়ে। কিন্তু আমার মনে হয় যে হয় ত কবিরূপে ঘটনাগুলি এতই স্পষ্টরূপে প্রতিবিস্মিত হইয়াছিল যে তিনি শুধু কবিত্বময় অংশগুলি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস ঘটনার অংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন। ‘মহুয়া’ ও ‘ধোপার পাটে’ যে গূঢ় নাট্য-কৌশল লক্ষিত হয়, এই পালাটিতেও কতক পরিমাণে তাহাই বিদ্যমান। কবি বাছিয়া বাছিয়া এবং অনেকটা বাদ দিয়া কাহিনীটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথমবার পড়িয়া মনে হইয়াছিল ঘটনাগুলির পৌর্বপার্শ্ব ঠিক রক্ষিত হয় নাই। এবং অনেক স্থান অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়িয়া দেখা গেল যে, কবি তাঁহার পাঠকে সমস্তা পূরণের জন্য যথেষ্ট অবসর দিয়াছেন। একটু কল্পনাশীল হইলেই পাঠক তাঁহার বুদ্ধির সাহায্যে রিপুকর্ম করিয়া পালাটিকে ঠিক দাঁড় করাইতে পারেন।

‘মহুয়া’ এবং ‘ধোপার পাটে’র সঙ্গে এই পালার ভাব ও ভাষাগত অনেকটা মিল আছে। এমন কি পূর্বোক্ত দুই পালার স্থায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গেও এই পালাগানটির অনেক স্থলে ঐক্য দৃষ্ট হয়। আমার মনে হয় ‘যেন এই তিনটি পালা একটি বিশেষ যুগের নিদর্শন বহিয়া আনিয়াছে। সেই যুগটি সহজিয়াত্ব-লাঞ্ছিত। এই তিন পালাতেই নায়কেরা বড় ঘরের লোক—নিম্নশ্রেণীর রমণীদের প্রেমে পড়িয়াছেন। এই তিন পালাতেই রমণীপ্রেমের ও তাহাদের ত্যাগশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে রামী ধোপানীকে ভালবাসিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। সহজিয়ার ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে জাতিগত বৈষম্য ও শাস্ত্রোক্ত গণ্ডীগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়াছিল। তাহারা সমাজসংস্কার করিবার জন্য জাতিভেদ উড়াইয়া দিতে চাহে নাই। তাহারা প্রেমের রাজ্যে কোন জাতিবিচার রক্ষা করে নাই। মীনকেতনের পতাকার নীচে ব্রাহ্মণ

ও শূদ্র এক হইয়া গিয়াছিল। কি ভাষা কি ভাব সমস্ত দিক্ বিচার করিলে আমার মনে হয় শ্যাম রায়ের পালা সেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিধিজয়ী প্রেম-মহিমার একটা স্তর বহন করিয়া আনিয়াছে। শ্যাম রায়ের কবি খুব সম্ভব চণ্ডীদাসের সমকালবর্তী ছিলেন। ইহার পরের যুগে ব্রাহ্মণেরা সহজিয়ার গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্র-বচনের কণ্টকাকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে অবাধ ভালবাসার গতি একেবারে থামাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এই ভাবের পালাগান ষোড়শ শতাব্দীর পরে আর রচিত হয় নাই। বরঞ্চ মল্লয়া, ধোপার পাট, মঞ্জুর মা, শ্যাম রায় প্রভৃতি পালার এক কালে যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা এই গত দুই শতাব্দীর মধ্যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন এই সব পালা আর গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে গাহিতে দেওয়া হয় না; সহজিয়াতত্ত্ব বাঙ্গালীরা ঝাঁটা দিয়া সাফ করিয়া ভদ্রপল্লীর গণ্ডী হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। নেড়া-নেড়ীরা সহজিয়ার উচ্চগ্রাম হারাষ্টিয়া ফেলিয়া এখন একান্ত বেসুর ভাবে তাহার চর্চা করিতেছে।

মল্লয়া ও ধোপার পাটে চরিত্র ও ঘটনাগুলিতে যেরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় শ্যাম রায়ের পালায় ওই সব গুণ ততটা নাই। তবে এই পালাটির বিশেষত্ব ইহার করুণ বিলাপাত্মক সুরটি। কবি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উপমা সংগ্রহ করেন নাই। তাহা কোথা হইতেই বা করিবেন? তিনি ছিলেন নিরক্ষর। লাঙ্গল জোয়াল লইয়া ভূমিকর্ষণ করাই ছিল তাঁহার কাজ। এই ভূমিই ছিল তাঁহার একমাত্র দর্শনীয় ও উপভোগ্য সামগ্রী। ভূমিজ পুষ্পের ন্যায় ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার কবিত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের পাড়াগাঁয়ের এমন ফুলটি নাই, এমন লতাপাতা নাই, যাহা তিনি প্রেমের চক্ষে না দেখিয়াছেন। তাহার অজস্র উপমা বাঙ্গলাদেশের শত শত খুঁটিনাটি জিনিস অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছে। বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ের রমণীরা কথায় কথায় তাঁহাদের দেশজ কত উপমা ছড়াইয়া যান, এবং তাহা কত মধুর এই শ্যাম রায়ের পালা পড়িলে তাহার উপলব্ধি হইবে। বাঙ্গলাভাষা সুধার ন্যায় মিষ্ট কথার উৎস। ইহা প্রেমের কথার খনি বিশেষ। ইহা মর্শ্বের কাহিনী সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছে; সে যুগের

চাষার নিকট হইতে এই দান—আমাদের আশার অতীত। শ্যাম রায়ের পালা পড়ার পরে আধুনিক একখানি বাঙলা উপন্যাস পড়িলে মনে হইবে যেন আমরা নিতান্ত বিদেশে ঘুরিতেছি। যে পল্লীর হাওয়ায় আমাদের প্রাণ বাস্তবিক স্নিগ্ধ হয়, তাহা যেন আমরা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু ইহা সস্বৈর এই পালায় যে নির্ভীকতা, যে উপেক্ষা এবং প্রেমাম্পদের প্রতি যে অনড়, অবিচলিত আত্মসমর্পণ এবং শাস্ত্রবাক্য ও সমাজশাসনের প্রতি যে ভ্রূক্ষেপহীন বিরাগকঠোর ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয় তাহা এ যুগের স্বাধীন প্রেমের ইতিহাসেও বিরল।

সুতরাং শ্যাম রায়ের পালা নিতান্ত মেয়েলিধরণের যুত্ভাবাপন্ন কাহিনী নহে। ইহার নায়ক-নায়িকা প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত, ত্যাগের কঠোরতায় অভ্যস্ত এবং উনকোটি দেবতার সিংহাসন অস্বীকার করিয়া তাঁহারা প্রেমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রেমিকা—পরের স্ত্রী, কিন্তু পালাটি পড়িলে তাহার স্বভাবজ পবিত্রতায় প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। সে যে ভ্রষ্টা একথা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না। যিনি একান্ত ঘৃণ্য ডোম রমণীকে— একান্ত ভ্রষ্টচরিত্রা নায়িকাকে এক্রপ গৌরব দিতে পারিয়াছেন, ব্রহ্মণ্য-অধ্যুষিত পল্লীতে বসিয়া যাঁহার এত বড় বুকুর পাটা, সেই নিতাইচাঁদ কবিকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিব। তিনি নিজেকে বলিয়াছেন যে, প্রেম মানুষকে মরলোক হইতে অমৃতধামে লইয়া যায়। তাহার কাছে আবার জাতিবিচার কি ?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শ্যাম রায়ের পালা

(১)

কান্ধে কলসী ডোমের নারী জলের ঘাটে যায়,
রংমলায় ১ থাক্যা তাহা দেখে শ্যাম রায় । ২
বাডি গুডি ২ ডোমের নারী দিগল আগল ৩ কেশ
এহার যৈবন না দেখ্যা পাগল হইল দেশ । ৪
পিঙ্কনে ৪ পাটের খুয়া ৫ বায়েতে উড়ায়
এহারে দেখ্যা পাগল হইল মায়ের শ্যাম রায় ৬ । ৬

আমার যদি হইতে ৭ লো কন্যা করতাম তোরে বিয়া
বান্ধা দিতাম চিরল ৮ কেশ সোনা বুরি ৯ দিয়া । ৮
খাট দিতাম পালং দিতাম আর শীতল পাটি
কেলি-কদম্বরসে কন্যা পোয়াইতাম রাতি । ১০
পিঙ্কনে পাটের খুয়া, তারে খসাইয়া—
যৈবন ঢাকিয়া দিতাম নীলাশ্বরী দিয়া । ১২
গলায় সগ্কাচের ১০ মালা তাহার খসায়া
গজমুতি হার কন্যা দিতাম পরায়া । ১৪
হাতেত দিতাম তার বাজু গলায়ত দিতাম হাঙ্গুলী
নিজহাতে আক্যা দিতাম দুই নয়ানের কাজুলী । ১৬

- ১ রংমলায়=রংমহলে । ২ বাডি গুডি=ছোট খাট । (বাডি=বেটে ।)
৩ দিগল আগল=খুব দীর্ঘ এবং খোলা । ৪ পিঙ্কনে=পরিধানে ।
৫ খুয়া=বস্ত্র (কোমের অপভ্রংশ) । ৬ মায়ের শ্যাম রায়=মায়ের আদরের
পুত্র শ্যামরায় । ৭ আমার যদি হইতে=তুমি যদি
আমার হইতে, আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে । ৮ চিরল=কোঁকড়ানো ।
৯ বুরি=চূর্ণ, স্বর্ণদানা । ১০ সগ্কাচ=সোণারবরণ কাঁচপোকা । ?

আমার যদি হইতে লো কন্যা পাইতাম মনে সুখ
জালিয়া ঘিরতের বাতী দেখ্তাম চান্দ মুখ । ১৮

(২)

দিশা—আমি নারী পরের অধীন রে :—

সন্ধ্যাবেলা আইলে ^১ দুতীলো পাছ দুয়ারে খাড়া
একেত অবুলা নারী শ্বাপুরী পাহারা রে । ২

আমি নারী—

সন্ধ্যা বেলা আইলে দুতীলো ঘরে নাই মোর বাতী
বেসাত লইয়া ঘরে আইব ^২ পরাণ পতিরে । ৪

আমি নারী—

ভরা ভাদরে দুতীলো দুতী আমার মাইব গাঙ্গেতে চড়া
কোন ছলে যাইবাম জলে কলসী আমার ভরা রে । ৬

আমি নারী—

ছানের সময় নয়লো দুতী সিনানের ছলে
ভরা কলসী ঢাল্যা রাখ্যা যাইবাম জলে রে । ৮

আমি নারী—

বণিক বেপারী নইলো দুতী বেসাতী লইয়া
চক্ষের দেখা সোনা বন্ধে আইব দেখিয়া রে । ১০

আমি নারী—

বাথানের ^৩ রাখালী নইলো দুতী গোষ্ঠেতে যাইব
গোষ্ঠের ছলে প্রাণ বন্ধে দেখিয়া আইব রে । ১২

আমি নারী—

^১ আইলে=আসিলে ; লো দুতী, তুমি সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া পাছ-দুয়ারে দাঁড়াইয়াছ, অথচ আমার যাইবার উপায় নাই ; আমি একে অবুলা নারী, তাহার উপর শাপুড়ী পাহারা দিতেছে । ^২ আইব=আসিবে । ^৩ বাথান=গোচারণ-ভূমি ।

মালীর মাল্যানী নইলো দুতী দুতীলো মালা গাঁথি লব
ধোপার ধোপানী নইলো দুতী কাপড় আনতে যাব রে । ১৪

আমি নারী—

দেখায়া ১ দেখায়া লো দুতী আমার দুই নয়নের ধারা
গুয়া-শালিক ২ নইলো দুতী শূন্তে দিব উড়া রে । ১৬

আমি নারী—

জোরের কইতরী নইলো দুতী আধারের ৩ ছলে
দেখা আইব পরান বন্ধে মরণ সময় কালে । ১৮

আমি নারী—

ডালের পুষ্প হইতাম লো দুতী তবে যাইতাম সাথে
আপনারে গাথ্যা মালা দিতাম তোর হাতে রে । ২০

আমি নারী—

ফুর ফুর ফুল নইলো দুতী বায়েতে মিশিয়া
পরান বন্ধের কাছে যাইতাম ভাসিয়া রে । ২২

আমি নারী—

ভাব ডালুমের ৪ রস নয়লো দুতী পিয়াসা মিটাব
ডাবুর ৫ ভরিয়া দুতী হস্তে তুল্যা দিব রে । ২৪

আমি নারী—

পাণ নয় গুয়া নয় লো দুতী ভইয়া দিমু বাটা
চুয়া চন্দন নয় লো দুতী কপালে দিমু ফোটা রে । ২৬

আমি নারী—

শশা কলা নয় লো দুতী আলো দুতী রেকাবী ভরিয়া
পরান বন্ধুর আগে দিতাম পাঠাইয়া রে । ২৮

আমি নারী—

১ দেখায়া = দেখ্ আইয়া, আসিয়া দেখ্ ।
শালিক পক্ষী ।

২ ডালুম = ডালিম ।

৩ গুয়া-শালিক = গুফ বা
আধারের ছলে = খাত্ত দিবার ছলে ।
৪ ডাবুর = পানপাত্র ।

X পলায় পায়স নয়লো দুতী এ মোর যৈবন

বাটী ভরিয়া দিতাম বন্ধুর ভোজন * কারণ রে। ৩০

আমি নারী—

নয়াত ২ গাছের পানি নয় লো দুতী এ মোর যৈবন

লোটার ভইরা দিতাম বন্ধুর খুয়াইতে চরণ রে। ৩২

আমি নারী—

ধাই ধাক্কুরী * নইলো দুতী খুয়াইয়ামু চরণ

এমতি নিদানে * কেন না হয় আমার মরণ রে। ৩৪

আমি নারী—

বনের কুইলা * হইতাম দুতী লো পুষ্পের ভমরী

মধু না আনিবার ছলে যাইতাম উড়ি রে। ৩৬

আমি নারী—

নিতাই চান্দে ডাক দিয়া * কয় ভুবন নিছিয়া *

যৈবন গড়িল বিধি কোন্ কোন্ চিজ ১ দিয়া রে। ৩৮

আমি নারী—

* ভোজন=ভোজন।

২ নয়াত=নূতন।

* ধাই ধাক্কুরী=দাসী চাকরাণী।

* নিদানে=অবস্থায়।

* কুইলা=কোকিল।

* ডাক দিয়া কয়=সেকালে হু'এক

চরণ কবিতা যাহারা রচনা করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেন এবং এই জন্ত “ডাক দেওয়া” কথাটি প্রায়ই ভণিতার দৃষ্ট হয়; কুলজী গ্রন্থে ‘ডাক’ শব্দের এই রূপ ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়,—যথা “ডাক দিয়া কয় দেবীবর।” আমার মনে হয় “ডাকের বচন” নামক যে সকল কবিতা প্রচলিত আছে, তাহা ডাক নামক কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নহে—উহা একরূপ জাতীয় সম্পত্তি, যে-সে রচনা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিভুল তাহাও বলা যায় না। যে হেতু ডাক নামধারী কোন ব্যক্তির নামও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে,—যথা “কুটভাষে ডাক গোয়ালো।”

* নিছিয়া=ছাকিয়া।

১ চিজ=জিনিস।

বাঁশের বাঁশী হইতাম দুতী লো পাইতাম মনে সুখ
বাজনের ছলে ¹ দিতাম বঁধুর মুখে মুখ রে । ৪০

আমি নারী—

পরের অধীনা নারী লো দুতী এই সে হইল দায়
মনে লয় পতির কাটা দিতাম বন্ধের পায় লো । ৪২

আমি নারী—

ঘরের বাতী নিমি ঝিমি ² দুতী লো গিরে ³ চল্যা যাও
আইজ না হইবু দেখা বন্ধেরে বুঝাও রে । ৪৪

আমি নারী—

গির কৰ্ম ⁴ কর লো কন্যা কামে দিছ মন ।
আমারে পাঠাইল রায় তোমার কারণ ॥ ৪৬
আমার কথা শুন লো কন্যা একটু খানি রৈয়া ।
তোমার বন্ধু গাঙ্গের পারে আছে খাড়াইয়া ⁵ ॥ ৪৮
আমি যে আইসাছি লো কন্যা ঠেক্যা বিষম দায় ।
তোমারি যৈবন দান লো মাগে শ্যাম রায় ॥ ৫০

(৩)

দিশা—পশ্চ ছাড় রে শ্যাম রায় :—

পশ্চ ছাড় সর সর জল আনিবার সময় যায়

পশ্চ ছাড় রে—

আমি ত ডোমের নারী রে বন্ধুরে হাত দিও না গায়
ছোটর সঙ্গে বড়র পিরীত বড়র জাতি যায় রে বন্ধু । ২

পশ্চ ছাড় রে—

- ¹ বাজনের ছলে=বাজিবার ছলে । ² নিমি ঝিমি=নিভ নিভ, নির্ঝাণোমুখ ।
³ গিরে=গৃহে । ⁴ গির কৰ্ম=গৃহেরকাজ ।
⁵ খাড়াইয়া=দাঁড়াইয়া ।

তুমি ত বাগের ' পুষ্প আমি হইলাম কাটা ১০

জিয়ন মরণে বন্ধু রে দেশে থাকব খোটা ২ রে বন্ধু । ৪

পশ্চ ছাড়—

রাজার ছাওয়াল * তুমি রে বন্ধু আমি ডোমের নারী

সমুদ্র সাগর * থুইয়া বন্ধু শুকনায় * বাইছ তরী রে বন্ধু । ৬

পশ্চ ছাড়—

চান্দে'র সঙ্গে সাফলার * পিরীত রে বন্ধু উজান স্রুতে ' ভাসা

ছোট'র সঙ্গে করলে পিরীত জাতি কুল নাশা রে বন্ধু । ৮

পশ্চ ছাড়—

রাজার ছাওয়াল বন্ধু রে পুন্নু মাসীর * চান ১০

আসমান ছাইড়া ১০ কেন বন্ধু জমিনে বিছান ১১ রে বন্ধু । ১০

পশ্চ ছাড়—

(৪)

খাট আছে পালং আছে বন্ধু স্রুখে নিদ যাবে,

কডিন ১২ মাটির শেষ ১৩ বন্ধুরে অঙ্গেতে বাজিবে রে বন্ধু । ২

পশ্চ ছাড়—

অসময়ে জলের ঘাটে বন্ধু ফালাইলে বিপাকে,

কই ১৪ থাক্যা দুয়ন চক্ষু ১৫ উকি মাইরা দেখে রে বন্ধু । ৪

পশ্চ ছাড়—

১ বাগের = বাগানের ।

২ খোটা = নিলা ।

৩ ছাওয়াল = পুত্র ।

৪ সমুদ্র সাগর = সাগর ।

৫ শুকনায় = শুষ্ক স্থানে ।

৬ সাফলা = কুমুদ পুষ্প ।

৭ উজান স্রুতে = উজান স্রোতে ।

৮ পুন্নু মাসী = পৌর্ণমাসী ।

৯ চান = চাঁদ ।

১০ ছাইড়া = ছেড়ে ।

১১ বিছান = বিছানা ।

১২ কডিন = কঠিন ।

১৩ শেষ = শেষা ।

১৪ কই = কোথা ।

১৫ দুয়ন চক্ষু = দুয়নের চক্ষু ; শত্রুর দৃষ্টি ।

আমরা ১ খাইলে বুঝিবে কি বন্ধু আমারে সুবাদ
ঘোলে কি পাইবা বন্ধু রে দধির আশ্বাদ রে বন্ধু । ৬
পশ্চ ছাড়—

ময়ূরা হইয়া কেন রে বন্ধু ভৈউরের ২ পেখম
খঞ্জনা হইয়া কেন বন্ধু চড়ার ৩ নাচন রে বন্ধু । ৮
পশ্চ ছাড়—

মণি মুক্তা খুইয়া কেন বন্ধু বাছ্যা তুলছ কড়ি ।
হার রাখিয়া কেন বন্ধু গলায় বান্ছ ৪ দড়ি রে বন্ধু । ১০
পশ্চ ছাড়—

হীন জাতি ডুমনী আমি বন্ধু রে নাই সে বুঝ দায়
সায়র খুইয়া কুয়ার পানি কোন গাবরে ৫ খায় রে বন্ধু । ১২
পশ্চ ছাড়—

গজমুতি খুইয়ারে বন্ধু পর হাড়ের মালা
আবির কঙ্কম খুইয়া বন্ধু অঙ্গে মাখ ধুলা রে বন্ধু । ১৪
পশ্চ ছাড়—

বিধি বিরস্থিলরে ৬ বন্ধু তোরে করিতে পরখাই ৭
চন্দন খুইয়া বন্ধু কেন অঙ্গে মাখ ছাই রে বন্ধু । ১৬
পশ্চ ছাড়—

তুমিত রাজার বেটা বন্ধু রে আমিত ডোমনী
পাথর নিংড়াইয়া বন্ধু পাইতে চাও কি পানি রে বন্ধু । ১৮
পশ্চ ছাড়—

(৫)

হায়—সুন্দর ডোমের নারী লো অঙ্গে না ছাড়িবু
কলঙ্ক কাজলী ৮ কইরারে দুই নয়ানে দিবু । ২

-
- ১ আমরা = আমড়া । ২ ভৈউর = কালো কুৎসিত পক্ষী বিশেষ ।
৩ চড়া = চড়াই পাখী । ৪ বান্ছ = বান্ধিয়াছ । ৫ গাবর = নির্বোধ ।
৬ বিরস্থিল = বিড়স্থিল । ৭ পরখাই = পরীক্ষা । ৮ কাজলী = কাজল ।

দুহ্মনে বলিব মন্দ লো কন্যা তাতে নাই সে ক্ষতি
 যৈবন নয়লো ধূলা মাটি কন্যা জাইত ' নয়লো পিরীতি । ৪
 তোমারে লইয়া কন্যা লো হইব দেশাস্তুরী
 রাজ্য না ছাড়িয়া আমি হইমু দণ্ডধারী ২ । ৬
 গির করব বিরক্ষতলে * লো কন্যা বসতি জঙ্গলা *
 গজমুতি থুইয়া গলে পরব হাড়ের মালা । ৮
 এ সব ওদলে ৫ কন্যা লো তোরে যদি পাই
 সুগন্ধি চন্দন থুইয়া অঙ্গে মাখব ছাই । ১০
 দধি দুগ্ধ থুইয়া লো কন্যা খাইব বনের ফল ।
 উত্তম বসন থুইয়া পরিবাম বাকল । ১২
 খাট পালঙ্কে কন্যা কোণু কার্য্য নাই ।
 মাটিতে শুইলে কন্যা বড় সুখ পাই । ১৪
 সায়রের লোনা পানি মুখ হইল তিতা
 তা হইতে কুয়ার পানি শত গুণে মিঠা * । ১৬
 থাকুক কলঙ্ক লো কন্যা লোক অপযশ
 পাথর নিংড়াইয়া দেখি পাই কিনা রস । ১৮
 নিতাই চান্দে কয় পিরীত আসল যদি হয় ।
 রসিকে পাইলে তারে শিরে তুল্যা লয় । ২০
 পশু ছাড় রে বন্ধু চলি যাই রে ঘরে ।
 এখনও সক্ষ্যার বাস্তি না জাইলাছি ঘরে ॥ ২২
 দারুণা শ্বাসুরী ঘরে বন্ধু রে মোরে দিবে গালি ।
 না ভরিলাম জলের কলসী কান্ধে ৫ রৈল খালি ॥ ২৪

১ জাইত=জাতি । জাতি অকিঞ্চিৎকর, পিরীতির সঙ্গে তাহার মূল্যের তুলনা হয় না । ২ দণ্ডধারী=দণ্ডী, সন্ন্যাসী । * বিরক্ষ=বৃক্ষ ।

৪ জঙ্গলা=বন ।

৫ ওদলে=বদলে ।

* সায়রের.....মিঠা=সমুদ্র খুব বড়, কিন্তু তাতে যায় আসে কি ? সমুদ্রের জল খাওয়া যায় না, কিন্তু কুপোদক মিষ্ট । ৫ কান্ধে=কাঁখে ।

সন্ধ্যাত মিলাইয়া যার রে বন্ধু বন্ধু আরে পাউপাখালী ¹ ।

অন্ধকাইরা পথে আমি কেমনে যাই ঘরে ॥

কাইল যাইব আমার ডোম বাঁশ কাটিবারে ॥” ২৭

“আমি কইলো জলেরি ঘাটে ভইরা দেই ঘাণ্ডুরী ² ।”

“পর না পুরুষ তুমি বন্ধু আমি একলা নারী ॥” ২৯

“আমি কইলো আন্ধাইর পন্থে কন্যা দেই আণ্ডুয়াইয়া ³ ।”

“দুষমনে কলঙ্ক বন্ধু দিবেত রটাইয়া ॥” ৩১

“পলাইয়া যাইলো কন্যা চল মোর সাথে ।”

“কলঙ্কর পশরা বন্ধু কেনরে লও মাথে ॥” ৩৩

“পন্থেতে লাগালি পাই কন্যা নাইসে যাইবু ছাড়ি ।”

“বুরলতা ⁴ হইয়া কেমনে চন্দনারে বেড়ি ॥” ৩৫

“কার্য্য নাইরে পরাণ বন্ধু একলা যাইমু ঘরে ।

কাইলসে যাইব আমার ডোম বাঁশ কাটিবারে ॥ ৩৭

আজিকার রাত্রিরে বন্ধু চিত্তে ক্ষেমা দিও ⁵ ।

কালুকা নিশিতে বন্ধু আমার বাড়ী যাইও ॥ ৩৯

ভাঙ্গা ঘরে যৈবন লইয়া থাকিমু একেলা ।

শ্মাণ্ডুরীর আপরকে ⁶ রাখমু পাছের দোয়ার ⁷ খোলা ॥ ৪১

¹ পাউপাখালী = পশুপক্ষী সকল । সন্ধ্যার আধারে পশুপক্ষীর অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে ।

² ঘাণ্ডুরী = গাগরি, কলসী ।

³ আণ্ডুয়াইয়া = অগ্রসর করিয়া ।

⁴ বুরলতা = অতি বিস্তী একরূপ লতা ।

⁵ চিত্তে ক্ষেমা দিও = চিত্ত সংবৃত করিও ।

⁶ আপরকে = অপরোক্ষে ।

⁷ পাছ দোয়ার = খিড়কীর দরজা ।

স্ত্রুথেরে কইরাছি বৈরীরে বন্ধু দুঃখেরে দোসর । *
 তুই বন্ধের পিরিতে মজা আপন কইলাম পর ॥ † ৪৩
 কুলেরে করিলাম বৈরীরে আমি অবুলা রমণী ।
 তোমার পিরীতে ডাক্য কলঙ্কেরে আনি ॥ ৪৫
 ঘরেতে লাগিল আগুনরে বন্ধু দোয়ারেতে কাটা ।
 সাধ করিয়া খাই পিরীত গাছের গোটা ‡
 বন্ধু পিরীত গাছের গোটা ॥ ৪৭
 যেজনে খাইয়াছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল ।
 কলঙ্ক মরণ দূর বন্ধু জীবন সফল ॥ ৪৯

পাছ দোয়ারে আনাগুনারে বন্ধু খেজালতে ২ মরি ।
 রাজার ছাওয়াল বন্ধুরে পরের ঘরে চুরি ॥ ৫১
 অভাগ্যা ডোমের নারীরে বন্ধুরে খাট পালং নাই ।
 তোমারে শুইতে বন্ধু কি দিব বিছাই ॥ ৫৩
 ঘরে আছে চাটি মাটির বন্ধু তাই দিব পাতিয়া ।
 এইখানে ঘুমাওরে বন্ধু খাট পালং ছাড়িয়া ॥ ‡ ৫৫
 এইনা ভাবে শুইয়া শুইয়ারে বন্ধু যুদি পাও ক্লেশ ।
 মেজেতে বিছাইয়া দিমু চাচর চিকন কেশ ॥ ৫৭
 ফুলের বিছানা বন্ধুরে তোমার কঠিন ঠেকে গায় ।
 কেশে কি পাইবা স্ত্রুথ এত সে হইল দায় ॥ ৫৯

গাছের গোটা = গোটা ফল (বিষময়) ।

২ খেজালতে = কষ্টে ।

- * কহে চণ্ডীদাস..... স্ত্রুথ দুঃখ দুটি ভাই ।
 স্ত্রুথের লাগিয়া বে করিবে আশ, দুঃখ বাবে তার ঠাই ॥
- † পর কৈলু আপনা, আপনা কৈলু পর ।
 ঘর কৈলু বাহির, বাহির কৈলু ঘর ॥—চণ্ডীদাস ১
- ‡ স্ৰী. ধোপার পাট—পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯, পঙ্ক্তি ১৪ ॥

কেশের বিছানে বন্ধুরে স্থখ^১ নাইসে পাও ।
 অবলার^২ বৃকে শুইয়া নিরলে^৩ ঘুমাও ॥ ৬১
 চক্ষের জলে ধুইয়ারে পাও * বন্ধুরে কেশেতে মুছাব ।
 শিখানের * সিন্দুর দিয়া চরণ রাজাইব ॥ ৬৩
 না জ্বালিলাম ঘরের বাতিরে * বন্ধু অন্ধ আনার আঁখি ।
 হাত বুলাইয়া বন্ধু তোমার মুখখানি দেখি ॥ ৬৫
 একটুখানি রওরে বন্ধু একটুখানি রও ।
 মুখেতে রাখিয়া মুখ বন্ধু মনের কথা কও ॥ ৬৭
 আমি যে অবলারে নারী বন্ধুরে আর কারে বা দোষি ।
 বৃকেতে আঁকিয়া রাখি বন্ধু তোমার মুখেতে হাসি ॥ ৬৯
 নিশি বুঝি নাইরে বন্ধু বন্ধুরে ঘুমতে কাতব ।
 গাছেত কুইলা ডাকে পুষ্পেত ভ্রমর ॥ ৭১
 স্নায়ামি গেছে নল কাটিত ছুরের না হাওরে * ।
 কাইল নিশি আইও বন্ধু মোর না বাসরে ॥ ৭৩
 যতেক ফুলের মধু বন্ধুরে তোমারে খাওয়াইব ।
 যৈবন নিগড়াই^৪ মধু মুখে তুল্যা দিব ॥” ৭৫

(৬)

মায়ত বুঝায় ভইনেত^৫ বুঝায় বুঝান হইল দায় ।
 ভোমনীর লাগ্যা পাগল হইল মায়ের শ্যামরায় ॥ ২

- ১ অবলার = অবলার । ২ নিরলে = নিরালায় । ৩ পাও = পদ ।
 ৪ শিখান = সিঁথি । ৫ না.....বাতি = ধরা পড়িবার ভয়ে প্রাণীপ
 জালাই নাই । ৬ হাওর = বস্তার জল জমিয়া যে বিলের সৃষ্টি হয় ।
 ৭ নিগড়াই = নিঙড়াইয়া । ৮ ভইন = ভগিনী ।

“শুন শুন পরাণের ভাইরে শুন মন দিয়া ।
কাঞ্চন বরণ কস্তা তোমায় করাইব বিয়া ॥” ৪

“শুন শুন গুণের ভাইনগো কইষে তোমারে ।
এহিত ডোমের নারী বিয়া করাও মোরে ॥” ৬

“জাতি নাশ ধরম নাশ ভাইরে এতত হইবে দায় ।
হীন ডোমের নারী ছুইলে জাতি যায় ॥ ৮
পশু থুইয়া কেন ভাইরে গইচে ১ দেও পারা ২ ।
জাতি সাপ হইয়া কেন হইতে যাও চোড়া ॥ ১০
পল্লু ফুল হইয়া কেন ভাই গাও ৩ গোবরে আশা ।
শুয়া পঙ্খি ৪ হইয়া কেন ভূমিত কর বাসা ॥” ১২

মায়ে সে বুঝায় ভইনে সে বুঝায় বুঝান হইল দায় ।
সাজা সাপে ৫ খাইবে যারে কি করে উঝায় ৬ ॥ ১৪

জাতি ধরম ভুয়া কথা নিতাই চান্দে বলে ।
বিষ অমিরত ৭ হয় ওঝায় পাইলে ॥ ১৬
সম্ভান অস্হান নাই সজ্জন কুজন ।
ধূলা মাটি বাইচিয়া ৮ লও পিরীতি বড় ধন ॥ ১৮
আসল পিরীত জানে নাই জরা মরা ।
দুষ্মনে কাটিলে অস্ত্র পিরীত লাগায় জুরা ॥ ২০
নিতাই চান্দে কয় পিরীতি আসল যদি হয় ।
হউকনা ডোমের নারী তাতে কিবা ভয় ॥ ২২

- ১ গইচে=গর্তে । ২ পারা=পা, পাদক্ষেপ । ৩ গাও=গরু ।
৪ শুয়া পঙ্খি=শুক পাখী । ৫ শুক পক্ষীরা খুব উচ্চ ডালে বাসা করিয়া থাকে ।
৬ সাজা সাপ=আসল সাপ, জাত সাপ ।
৭ উঝা=ওঝা । ৮ অমিরত=অমৃত ।
৮ বাইচিয়া=বাছিয়া, বিচার করিয়া ।

চান্দরায় বলে রায় কি কর বসিয়া ।
 তোমার পুত্র পাগল হইল ডোমনী লাগিয়া ॥ * ২৪
 চান রায় বলে রায় কি কর বসিয়া ।
 তোমার পুত্র শ্যাম রায় ডোমনীরে করে বিয়া ॥ ২৬
 কানা কানি জানা জানি লোক মুখে শুনি ।
 গুসায় জলিল রায় জলন্ত আগুনে ॥ ২৮
 লোক লাট্যাতে ডাক্য রায় কোন কাম করিল ।
 বাড়ী ঘর ভাইজা ডোমের সায়রে ভাসাইল ॥ ৩০

(৭)

বৈদেশী না হইওরে বন্ধু বন্ধু আরে বৈরাগী না হইও ।
 রাজ পাট জমিদারী ছাইরা না সে যাইও ॥ ২
 আমি ছাইরা যাই রে বন্ধু তুমি দেশে থাক ।
 আপনা মায়েরে বন্ধু মা বলিয়া ডাক ॥ ৪
 আপনা ভইনেরে বন্ধু বইন বলিয়া ডাক ।
 আমি যাইরে ভিন্ন দেশে বন্ধু রে এই দেশ ছাড়িয়া ।
 বাঁচিবা না বাঁচি তোমার পায়ের নিচুন ¹ লইয়া ॥ ৭
 ঝাইড়া ফালাও ² রে বন্ধু ঐ না পায়ের ধূল ।
 গজমুতি ছাইড়া পর হাড় গোটার ³ মালা ॥ ৯
 পিড়ির বদলে কেন বন্ধু ছাড় সিঙ্গাসন ।
 সুধাই ⁴ আইঞ্চলে ⁵ গির ⁶ বন্ধু ফেলিয়া কাইঞ্চন ⁷ ॥ ১১

- ¹ নিচুন=নিছনি, আলাই-বালাই । ² ঝাইড়া ফালাও=ঝাড়িয়া ফেলা ।
 ³ হাড় গোটার=হাড়কঙ্কালের । ⁴ সুধাই=সুধুই ।
 ⁵ আইঞ্চলে=আঁচলে । ⁶ গির=গেরো, ঝাইঠ ।
 ⁷ কাইঞ্চন=কাঞ্চন ।
 * Cf. "ঘোপার পাট"—পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০, পঙ্ক্তি ২ ॥

অমৃত বদলে বন্ধু রে বিষ কর দানা ¹ ।
 বাখর ² লইতে বন্ধু ছাড় গোরচনা ³ ॥ ১৩
 সোনা ঝুড়ি ছাইরারে বন্ধু লওরে ধূলা মাটি ।
 মলুয়া ⁴ পাইতে বন্ধু ছাড় শীতলপাটী ॥ ১৫
 রাজার ছাওয়াল বন্ধু রে কেন ছাইরা যাও ।
 অভাগ্যা ডুমনারি লাগি কেন কষ্ট পাও ॥ ১৭
 না জানি দারুনা ⁵ বৃক্ষে কোন ফল ফলে ।
 জাতি সাপ গলে বান্দ মালার বদলে ॥ ১৯
 ডোমনী হইয়া হইলাম সুখের পথে কাটা ।
 আমার লাগি দেশ বিদেশে তোমার থাকব খুঁটা ⁶ ॥ ২১
 চিন্তে ক্ষেমা দেওরে বন্ধু না যাও পলাইয়া ।
 শতেক রাজার কন্ঠা মায় করাইব বিয়া ॥ ২৩
 বিষাদের কথা বন্ধু রে না ভাব সহজে ।
 পরদিম কিমাইয়া ⁷ কেবা অন্ধকার বুঝে ॥ ২৫
 আমাকে লইয়া বন্ধুরে পরবা যে ⁸ বিপাকে ।
 হাতের আঙ্গুল কেবা আরসী দিয়া দেখে ॥ ২৭

(৮)

হায় ভালা গাবরিয়া ⁹ মুলুকের ভাই রে শুন বিবরণ ।
 সহজে গাবরিয়া জাতি অতি কদাচন ¹⁰ ॥ ২
 রাজার পছন্দ যারে সেই পড়ে ফেরে ¹¹ ।
 দেখিলে সুন্দরী নারী আত্মা বিয়া করে ॥ ৪

- ¹ দানা = খাত্ত ; দানা পানি = খাত্ত পের ।
 ² বাখর = তুচ্ছ বস্তুবিশেষ । ³ গোরচনা = এক প্রকার মণি ।
 ⁴ মলুয়া = সাধারণ মাছ । ⁵ দারুনা = দারুণ ।
 ⁶ খুঁটা = ঝোঁটা, নিন্দা । ⁷ কিমাইয়া = নির্বাণ করিয়া ।
 ⁸ পরবা যে = পড়িবে যে । ⁹ গাবরিয়া = গাবর (অসত্য) জাতি ।
 ¹⁰ কদাচন = কদাচার । ¹¹ ফেরে = বিপদে ।

দেশের নিয়ম কথা শুন্না লাগে ধ্যান্দ ১ ।

অজ্ঞ যে সুন্দর নারী কাইল সেই মন্দ ॥ ৬

টটকা ফুলের কলি না হইতে বাসী ।

আইজ যে জয়ের রাণী কাইল সেই দাসী ॥ ৮

কদাচার গাবরিয়া মুখে কড়া দাড়ি ।

এক এক পুরুষের দশ বিশ নারী ॥ ১০

আচার ব্যভার তার রাঙ্গসের মত ।

দৈব যোগে সেই না দেশে হইল উপনীত ॥ ১২

ডোমের বেশেতে নল কাট্যা আনে রায় ।

খাড়ি ২ বিউনী ৩ বানাইয়া বাজারে বিকায় ॥ ১৪

ফালগুন চৈতের রইদে ৪ শ্যাম রায়ের অঙ্গ জইল্লা ৫ যায় ।

কান্দেরে ডোমের নারী করে হায় হায় ॥ ১৬

রাজার ছাওয়াল বন্ধুরে ছিলে রাজার বেটা ।

মুঞা অভাগীর লাগিল হইল এতেক লেটা ৬ ॥ ১৮

কোন দারুন লোকে মোরে দিল গালি ।

সোনার বরণ বন্ধু মোর বরণ হৈল ছালি ৭ ॥ ২০

আর কারেবা দোষি আমি নিজে কর্ত্ত দোষী ।

রাজার ছাওয়াল বন্ধু মোর হইল বনবাসী ॥ ২২

কাঞ্চন জিনিয়া অঙ্গরে বন্ধু ঘামেতে মৈলান ৮ ।

আমাবস্তার কোলে যেমন পূর্ণমাসীর চান ॥ ২৪

১ ধ্যান্দ=ধাঁধা ।

২ খাড়ি=কাটি; বাশের কুচিকাটি, ঠোঙা,

সেলাই, দাঁত খোঁটা, মুড়িভাজা প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত হয় ।

৩ বিউনী=বিজনী, পাখা ।

৪ রইদে=রৌদ্রে ।

৫ জইল্লা=জলিয়া ।

৬ লেটা=বিপদ ।

৭ ছালি=ছাই ।

৮ ঘামেতে মৈলান=ঘামে মলিন ।

অল বাইয়া পড়ে ঘাম কেশ খইরা মুছে ।
 বন্ধুর কপালে মোর এত দুঃখ আছে ॥ ২৬
 গাবরিয়া জাতির দেশ দয়া ধর্য্য নাই ।
 এই দেশ ছাইরা চল বন্ধু ভিন্ন দেশে যাই ॥ ২৮

গুপ্তচর

শুন শুন গাবর রাজা বলি যে তোমারে ।
 আইসাছে ডোমনী এক তোমার নগরে ॥ ৩০
 চান্দের ছুরত * কথ্য অগ্নি হেন জ্বলে ।
 না দেখি এমন রাজা গাবরিয়া মুল্লুকে ॥ ৩২
 তোমার যতেক রাণী মনে হেন লয় ।
 ডোমের নারীর কাছে খাই দাসী নয় ॥ ৩৪
 এরে গুপ্তা * গাবের রাজা কোন কাম করিল ।
 ডোমনীরে খইরা তবে নগরে আনিল ॥ ৩৬
 ছকুম করিল রাজা ডোমেরে দেও শূলে ।
 রায়েরে বাঙ্কিয়া তারা লইল হাতে গলে ॥ ৩৮

(৯)

শুন শুন গাবরিয়া রাজা আমার বচন ।
 জোরে বশাইতে * চাও রমণীর মন ॥ ২
 শুন শুন গাবর রাজা আমার কথা শুন ।
 শিকলে বান্ধে চাওরে নারীর যৌবন ॥ ৪

* ছুরত = সৌন্দর্য্য ।

* এরে গুপ্তা = ইহা তনিয়া ।

* বশাইতে = বশ করিতে ।



পার্বিয়া রাজার প্রতি ভোম-কথার উক্তি-২৮৮ পৃঃ

গাছ না রূপিয়া আগে ফল খাইতে আশ ।
না বঞ্চিলাম * ঘরে তোমার দুই চারি মাস ॥ ৬

ফল না পাকিলে আগে কোথা পাও রস ।
বলে কি করিতে চাও অবলারে বশ ॥ ৮
খিদা লাগিলে ভাত না জুরাইয়া † খাও ।
আগে ত পীরীতি কর পাছে মধু খাও ॥ ১০
ধাঙ্গরা ‡ গাবরিয়া রাজা জাতি তাহাতে বর্বর ।
একদিন না কইরাছ ভাল নারীর ঘর ॥ ১২
প্রেম পীরীতির কিছু নাহি জান ভাও § ।
পুস্প বাটিয়া খাইলে মধু কোথা পাও ॥ ১৪

এই কথা শুন্না রাজা হরষিত হইল ।
বিয়া করিতে রাজা মন স্থির কৈল ।
ডোমনীর কথায় রাজা ডোমেরে ছাইরা দিল ॥ ১৭

আইল বিয়ার দিন বাজিল বাজন ।
নারী পুরুষ মিল্যা গাবরের নাচন ॥ ১৯
মইষের চামরা দিয়া বানাইয়াছে ঢাক ।
নারীগুলো নাচে যেমন কুমারের ঢাক ॥ ২১
মইষের শিং দিয়া বানাইয়াছে শিঙ্গা ।
ডেউয়ার * ছাল খাইয়া করাছ দুই ঠোট রান্ধা ॥ ২৩
নাচন গাওন আইজ মিল্যা যত পাইল † ।
নিশ্চিত তাকলো ‡ কন্ডা বিয়া হইবে কাইল ॥ ২৫

- * বঞ্চিলাম = কাটাইলাম । † জুরাইয়া = জুড়াইয়া, ঠাণ্ডা করিয়া ।
• ধাঙ্গরা = ধাঙ্গড় (Sweeper) । • ভাও = ভাব, মূল্য ।
• ডেউয়া = একরূপ ফলের বৃক্ষ, অল্পমিষ্ট আবাদ ।
• পাইল = যতটা পায়িল । † তাকলো = থাকলো ।

গাবুরিয়া রাগীর ভয়-প্রদর্শন

ভিন-দেশী সুন্দর কন্যা বলি যে তোমারে ।

গোয়ার^১ সুয়ামীর^২ গুণ কি কইব তোরে ॥ ২৭

ভাত জুরাইয়া গেলে নাক চুল কাটে ।

একটু করিলে দোষ বেচে নিয়ে হাটে ॥ ২৯

পানে যদি চুণ কম চুল দেয় ছিড়ি ।

উদলা^৩ পিঠেতে^৪ মারে দুহাতিয়া বাড়ী^৫ ॥ ৩১

শুনিলে গুণের কথা গায়ে আসে জ্বর ।

তুমি কি করিবে কন্যা এমন গোয়ারের ঘর ॥ ৩৩

আষাঢ়ের মেঘ যেমন রইদে যায়রে গলি ।

এত দুখে পড়িয়া কন্যা হাসে খলখলি ॥ ৩৫

কন্যা বলে “গাবর রাগী মোর কথা ধর^৬ ।

দুইজনে মিল্যা করি গাবরের ঘর ॥ ৩৭

গাবর রাজারে কাট্যা কর দুই খান ।

তুমিত অর্দ্ধেক লও আমি অর্দ্ধেক খান ॥ ৩৯

দুই সতিনে বইসা স্নেহে বাস করি ।

পাইয়াছি রাজত্ব পাট অল্পে কেন ছাড়ি ॥ ৪১

এই কথা শুনিয়া রাগী কাইন্দিয়া জারে জার^৭ ।

বিহিত^৮ করিয়া বুঝায় দুঃখের পরকার^৯ ॥ ৪৩

^১ গোয়ার = গোঁয়ার, কাণ্ডজান-হীন ।

^২ সুয়ামী = স্বামী ।

^৩ উদলা = উন্মুক্ত, খোলা ।

^৪ পিঠেতে = পুটে ।

^৫ দুহাতিয়া বাড়ী = দুই হাত দিয়া বাড়ী মারে অর্থাৎ ষষ্ঠাষাত করে ।

^৬ কথা ধর = কথা শোন ।

^৭ কাইন্দিয়া জারে জার = অঝোরে কাঁদে ।

কাইন্দিয়া = কাঁদিয়া ।

^৮ বিহিত = বিশেষ । ^৯ পরকার = প্রকার ।

এত দুঃখ পাইয়া তবু ছাড়িতে ১ না জুয়ায় ২ ।
মড়ার কীরা ৩ যেমন মড়াতে লুকায় ॥ ৪৫

ডোমের কন্যা কয় “রাণী দুঃখ নাই সে কর ।
আমি না করিতে চাই গোয়ারের ঘর ॥ ৪৭
পলাইতে পারিলে আমি পলাইয়া যাই ।
গাবর ভাতার লইয়া থাকতে না চাই ॥ ৪৯

এই কথা রাণী কর অবধান ।
মুস্কিলে পড়িয়া কি সে পাই পরিতান ৪ ॥ ৫১
রাজা আনিয়াছে মোর অষ্ট অলঙ্কার ৫ ।
বাছা নিছা ৬ আনছে শাড়ী পবন বাহার ৭ ॥ ৫৩
এই সবে আমার নাহিক কোন কাজ ।
এই সব পরিয়া তুমি বিয়ার কন্যা সাজ ॥ ৫৫
যতেক দাসীর সাজ আমারে পরাও ।
পলানের ৮ কথা মোর কারে না জানাও ॥ ৫৭
হুমে ধুমে ৯ আমি যাই পলাইয়া ।
গাবর রাজারে তুমি ফির্যা কর বিয়া ॥ ৫৯

(১০)

হায় ভালা অনেক পরকারে রায় দেশেতে ফিরিল
ভাইরে দেশেতে ফিরিল ।
পাষাণ্ডি ১০ বাপের কথা সকলি শুনিল ॥ ২

- ১ ছাড়িতে=ছাড়িতে । ২ জুয়ায়=স্রোগায় । ৩ কীরা=কীট ।
৪ পরিতান=পরিজ্ঞান । ৫ অষ্ট অলঙ্কার=অষ্টাঙ্গের আট প্রকার গহনা ।
৬ বাছা নিছা=বাছিয়া বাছিয়া । ৭ পবন বাহার=পবন-বাহার

সাড়া ; যে সাড়ী পবনের মত স্বচ্ছ স্বচ্ছ সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট ।

- ৮ পলানের=পলায়নের । ৯ হুমে ধুমে=যখন চারিদিকে ধুমধাম, গোলযোগ,
সেই স্বরোগে । ১০ পাষাণ্ডি=দুষ্ট লোকেদের ।

ছয় শত লাঠিয়াল সহিত মেলা ¹ যে করিয়া ।
 তুরন্ত ² গাবরের দেশে মিলিল আসিয়া ॥ ৪
 গাবরের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া ফালায় ।
 বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া তবে সাগরে ভাসায় ॥ ৬
 দাড়িতে বাঙ্কিয়া দাড়ি কুবে ³ মুণ্ড কাটে ।
 পলাইতে না পথ পায় গাবরেরা কান্দে ॥ ৮
 ধরিয়া গাবর রাজায় শূলেতে চড়ায় ;
 গাবরের লোয়ে ⁴ নদী রাজ্য হইয়া যায় ॥ ১০

হায়, কোথায় রইলে সুন্দর কন্যা এমন সময় কালে ।
 বিষে ত ছাইল অঙ্গ দেখা নাই সে দিলে ॥ ১২
 মাইরাছে বিষের তীর দুরন্ত গাবরে ।
 পাষণ্ড হইল পিতা দোষ দিব কারে ॥ ১৪
 ছাইরা ⁵ যাই রে সুন্দর কন্যালো সংসারের সুখ ।
 নিদান কালে ⁶ না দেখিলাম তোমার চান্দ মুখ ॥ ১৬
 এক দিন না ভুঞ্জিলাম তোরে লইয়া কোলে ।
 একবার না দেখিলাম মরণ সময় কালে ॥ ১৮
 আর না পাতিয়া দিবেলো কন্যা কোনেতে বিছানা ।
 বৈদেশী হইতে মোরে আর না করবে মানা ॥ ২০
 আর না দেখিব কন্যা তোমার মুখের হাস ।
 জিয়ন্তে না পুরাইল বিধি আমার মনের আশ ॥ ২২
 বিরক যদি হইলো কন্যা তুমি হইও লতা ।
 বন বিরলে ⁷ বইন্তা কইতাম মনের কথা ॥ ২৪

¹ মেলা=যাত্রা ।

² কুবে=কোপে, এক এক আঘাতে ।

³ ছাইরা=ছাড়িয়া ।

⁴ বন বিরলে=নির্জন বনের মাঝে ।

⁵ তুরন্ত=তাড়াতাড়ি ।

⁶ লোয়ে=লোহতে, রক্তে ।

⁷ নিদান কালে=মৃত্যুকালে ।

পক্ষী যদি হইলো কন্যা হইও পক্ষিনী ।
 উড়িয়া বুড়িয়া কহিতাম দুকের কাহিনী ।
 নদী যদি হইলো কন্যা তুমি হইও পানি ॥ ২৭
 শূয়া যদি হইলো কন্যা তুমি হইও সারি ।
 ভমর যদি হইলো কন্যা হইয়ো ভমরী ॥ ২৯
 দুষমন ' মানুষ জন্ম কন্যা আর নাই সে চাই ।
 জিয়নে মরণে কন্যা তোরে যেন পাই ॥ ৩১

কন্যার খেদ ও মৃত্যু

কান্দে সুন্দর কন্যা প্রভো ২ কোলে লইয়া ।
 অল্প কালেত প্রভো গেলারে ছাড়িয়া ॥ ৩৩
 পাষণ্ডি তোমার বাপরে বন্ধু দুষমনি * করিল ।
 গাবরিয়া দেশে বন্ধু তোমারে পাঠাইল ॥ ৩
 মানা * না শুনিলে বন্ধুরে হইল বিপরীত ।
 কেমনে ভুলিব বন্ধু তোমার পিরীত ॥ ৩৭
 গলায় পুষ্পের মালারে বন্ধু না হইল বাসি ।
 এক দণ্ড না দেখিলাম বন্ধু তোমার মুখের হাসি ॥ ৩৯
 মাও বাপ রাজ পাটরে বন্ধু রে পায় না ঠেলিয়া ।
 বনবাসী হইলা বন্ধু আমার লাগিয়া ॥ ৪১
 সুন্দর রাজার পুত্ররে বন্ধু আমিত ডোমিনী ।
 হেলায় হারাইলাম রত্ন আমি অভাগিনী ॥ ৪৩
 ভালবাস রে বন্ধু চক্ষু মেলি চাও ।
 মরিবার কালে বন্ধু কিবা কইয়া যাও ॥ ৪৫
 উঠ উঠ পরাণ বন্ধুরে মোরে না ভাড়াও ' ।
 মাটিতে শুইয়া কেন বন্ধু কষ্ট পাও ॥ ৪৭

১ দুষমন = ছঃখকষ্ট-পরিপূর্ণ ।

২ প্রভো = স্বামী ।

৩ দুষমনি = শত্রুতা ।

৪ মানা = বারণ ।

বৃকেতে লইয়া বন্ধুরে দুরেতে পলাই ।
 গাবরের দেশ ছাইড়া ভিন্ন দেশে যাই ॥ ৪৯
 সংসার সাগর বন্ধুরে মোর আর কেউ নাই ।
 হাসী মুখে কউ ৩ কথা পরাণ জুরাই ॥ ৫১
 এক রাস্তা না বঞ্চিলাম বন্ধুরে স্থখ সম্মানে ।
 এই সে দুঃখ রইল বন্ধু আর সে দুঃখ নাই ।
 তোমার চরণে বন্ধু দিও মোরে ঠাই ॥ ৫৪
 একদিন না করিলামরে বন্ধু ভালমতে ঘর ।
 আপন হইয়া বন্ধু আইজ যে হইলা পর ॥ ৫৬
 দেহার মধ্যে পরাণরে বন্ধুরে পরাণের মধ্যে হিয়া ।
 আগে যদি জানতাম তোরে রাখতাম লুকাইয়া ॥ ৫৮
 বৃকের কালিজা বন্ধুরে হৃদয়ের তুমি শাল ৩ ।
 কার ঘরে কইছিলাম চুরী কে দিল রে গাল ॥ ৬০
 দারুণ গাবরিয়া বন্ধুরে বঞ্চিল পরাণ ।
 এহি বিষ খাইয়া আমি ত্যজিব পরাণ ॥ ৬২
 সোনার বরণ বন্ধু রে বিধে হইল কালি ।
 এমুন আশায় মোর কেবা দিল ছালী ৩ ॥ ৬৪
 আমি যে মরিব বন্ধু রে তাতে দুঃখ নাই ।
 জিয়নে মরণে বন্ধু তোমারে যেন পাই ॥ ৬৬
 অভাগ্য ডোমের নারী সফল জীবন ।
 রাজা পায়ে মাথা রাখ্যা হয় যেন মরণ ॥ ৬৮
 নিতাই চান্দে ডাক্যা কয় যমে ভয় নাই ।
 পরাণের পরাণ মিশে পুনঃ জন্ম নাই ॥ ৭০
 আসল পিরীতি দেখ যেই জন চায় ।
 দুই অঙ্গ মিলাইয়া এক হইতে চায় ॥ ৭২

১ ভাড়াও=ঠকাও ।

২ কউ=কহ ।

৩ শাল=শলাকা । এখানে পুতলী-বধা “প্রাণের পুতলী” । ৪ ছালী=ছাই ।

ଢୋମ୍ବୁରୀର ଲଡ଼ାହି

ভূমিকা

চৌধুরীর লড়াই প্রায় দেড়শত বর্ষ যাবৎ নোয়াখালি ও চাঁটগ্রাম জেলার মুসলমান লোকেরা গাহিয়া আসিতেছে। ইহার প্রধান গায়ক ও শ্রোতা মুসলমান সম্প্রদায়। এই গান দীর্ঘকাল যাবৎ গীত হওয়ার দরুন কতকটা ভাষান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। বর্তমান সংস্করণ চাষাদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং এই জন্ত ইহার ভাষা অনেকটা আদত গানের মতই আছে। আমরা পূর্বের পূর্বের অনেকবার লিখিয়াছি, যেখানে কোন পাঠশালা হইতে সছোনিজ্ঞান গ্রাম্য পণ্ডিত গ্রন্থকারের যশোলাভ করিতে ব্যস্ততা দেখাইয়াছেন, সেখানেই পালাগান হাতে পাইলে তিনি নিজের বিত্তাবুদ্ধি দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই সকল প্রকাশকেরা ভারতচন্দ্রের বিত্তাসুন্দরাদি পুস্তক ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও ঐ সকল পুস্তকের অশ্লীলাংশ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন পালাগানকে হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টার কিছুমাত্র কসুর করেন নাই। আসাদিয়া গ্রামের বহুনিয়া সেখ এই পালাগানের মৌলিকত্বের দাবী করেন। ‘সারগীত’ তিনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়াকুবআলী নামক অপর এক ব্যক্তি এই গানের আর একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন। ইঁহাদের মধ্যে কে গানের রচয়িতা তাহা ঠিক করা কঠিন। অনেক সময়ে পালা গায়কেরা নিজেদের ভণিতা বসাইয়া দিয়া কাব্যযশ নিজস্ব করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কবির নাম ধীরে ধীরে বিস্মৃতির গহবরে নিমগ্ন হইয়া যায়। যদিও অনেকেই এই পালাগান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি ইয়নস্ নামক জনৈক প্রকাশক এই পালাটির দরুন বিশেষ শ্রিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের বিত্তাসুন্দর পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদরুনই তাহার বিপদ। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ইয়নস্ মিঞা পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত পালাগানটি ছিল না। গানটি সপ্তাঙ্ক এবং প্রায় তিনহাজার ছত্রে সম্পূর্ণ। ইয়নস্ মাত্র তৃতীয়াঙ্ক পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তিন অঙ্কের উপর তিনি তাহার পাণ্ডিত্যের অনেকটা দোঁড় দেখাইয়াছিলেন। অশ্লীল পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের অপরাধে দণ্ডবিধি

আইনের ২৯২ ও ২৯৩ ধারা অনুসারে গ্রন্থকার ইয়নস্ মিঞা, মিঃ এ. জে. খান, ডেপুটি মেজিষ্ট্রেটের বিচারে ৪০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশক রহিমবন্নির উপরও সেইরূপ দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। পুস্তকের সমস্ত কপি পুলিশ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহা এখন দুপ্তাপ্য। পল্লীগ্রামের ভাষায় গ্রন্থকারকে মুসলমানেরা ‘সায়ের’ বলিয়া থাকে। ইয়নস্ মিঞাই এই চৌধুরীর লড়াইএর ‘সায়ের’ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িয়া আদালতে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার পূর্বেও এই পুস্তকের অনেক সংস্করণ ছিল। সুতরাং তিনি যদৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছেন—নূতন অপরাধ করেন নাই। সেই বিচারপত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে এই গান দীর্ঘকাল যাবৎ নোয়াখালি অঞ্চলে গীত হইয়া আসিতেছে। নোয়াখালি গেজেটিয়ারে বাবুপুর পরগণার ইতিবৃত্ত উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে : “এই পরগণার সম্বাদিকারীদের মধ্যে রাজচন্দ্র নামক একব্যক্তি রঙ্গমালা নামক কোন নর্ত্তকার প্রেমে পড়িয়া ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ঘটনা চৌধুরীর লড়াই নামক প্রচলিত পালাগানে বিবৃত হইয়াছে।”

কাব্যের নায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী নোয়াখালির প্রসিদ্ধ জমিদার, রাজা বিশ্বম্ভর শূরের বংশোদ্ভব। ইঁহারা বর্তমান সময়ে মহারাজ আদিশূরের বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন—কিন্তু ইঁহারা যে সমস্ত উপকরণ দিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া নোয়াখালি ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ইঁহাদের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে, “মিথিলার রাজা আদিশূরের নবম পুত্র বিশ্বম্ভরশূর চট্টগ্রাম তীর্থদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি নোয়াখালিতে স্বপ্নে বরাহী দেবীকে দর্শন করিলেন। দেবীর আদেশ হইল যে, তিনি যদি নোয়াখালিতে তাঁহাকে পূজা করেন তবে ঐ রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসিবে। সুতরাং তিনি মিথিলায় প্রত্যাগমন না করিয়া নোয়াখালিতেই স্থায়ী হইলেন।” বর্তমান কালে কেহ কেহ ঐ আদিশূরকেই বঙ্গাধিপ বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বংশাবলী দিতেছেন তাহাতে দেখা যায় তাঁহাদের পূর্বপুরুষ হইতে কেহই সাতাইশ পর্যায় হইতে নিম্নতর নহেন কিন্তু বঙ্গাধিপ আদিশূরের সমকালীন ব্রাহ্মণ

কায়স্থদের পর্যায় সাঁইত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে, স্মৃতরাং প্রচলিত গণনানুসারে তিনপুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে বিশ্বস্তরশুরের পূর্বপুরুষ আদিশুর বল্লালসেনের সমকালবর্তী হইয়া পড়েন। স্মৃতরাং তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ। বিশেষ তাঁহারাই নোয়াখালি গেজেটিয়ারে নিজেদের বংশাবলী প্রদান করিয়া তাঁহাদের পূর্বপুরুষ আদিশুরকে মিথিলাধিপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এসম্বন্ধে অধিক লেখা নিম্প্রয়োজন। তাঁহাদের বংশাবলী এইরূপ—

১।	হরিহর	১০।	কবি কীর্তীশুর
২।	ক্ষপোকর	১১।	কৃষ্ণরাম
৩।	বিশ্বস্তর শূর	১২।	ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
৪।	গণপতি	১৩।	নরোত্তম
৫।	সুরানন্দ থা	১৪।	রামরতন
৬।	বিজ্ঞানন্দ থা	১৫।	গোপালকৃষ্ণ
৭।	বিজয় ঠাকুরতা	১৬।	নন্দকুমার
৮।	রামভদ্র কর্ণশূর	১৭।	ধর্মীন্দ্র
৯।	হরিদাস		
১০।	কবি কীর্ত্তি শূর		
১১।	রাজা প্রসন্ননারায়ণ রায়		
১২।	মহেশনারায়ণ রায়		
১৩।	উদয়নারায়ণ চৌধুরী		
১৪।	প্রতাপনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ (কাব্যোক্ত)		
১৫।	রাজচন্দ্র (কাব্যনায়ক)		
১৬।	রামমাণিক্য চৌধুরী		
১৭।	কালিকান্ত চৌধুরী		
১৮।	রাজকুমার		

যে শাখায় কাব্যনায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁহার খুলতাত রাজেন্দ্র-নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই শাখা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাবুপুর পরগণা অধিকার করিয়া তথায় অধিষ্ঠিত হন। ষোড়শ শতাব্দীতে এই পরগণা পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুদের দৌরাভ্যো ব্যতিব্যস্ত ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছে, “‘মগ এ’ল’ ‘মগ এ’ল’ এই শব্দ কাণে পৌঁছাইলেই অধিবাসীরা ভয়ে কাঁপিতে থাকিত।” কিন্তু বাবু খাঁ নামক এক ব্রাহ্মণ এই পরগণার শাসনভার গ্রহণ করার পর মগদিগের দৌরাভ্যো বহু পরিমাণে নিবারিত হয়। ফেণী এবং বেগমগঞ্জের পুলিশ স্টেশনের অধীনে বাবুপুর পরগণার আয়তন ৩,৭৩৩ বর্গ মাইল। ইহাতে ছোট বড় ৩৫টি জমিদারী আছে। সরকারে দেয় রাজস্ব ১৪,৯৫২ টাকা। বাবু খাঁর মৃত্যুর পরে পরগণাটি চৌধুরীদিগের হস্তগত হয় এবং তাঁহাদের এক শাখা বাবুপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত প্রতাপের সহিত শাসন করিতে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক দুর্দিনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই পালাগানটির মধ্যেই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে। কথিত আছে বাবুরামের গায়ে যখন প্রচুর সামর্থ্য ছিল তখন তিনি তাঁহার রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন দীর্ঘিকার পূর্ব পাড়ে বারবনিতাদের বাসভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। নোয়াখালি গেজেটিয়ারেও বাবুপুরের চৌধুরী বংশের অনেক নৈতিক কলঙ্কের কথা লিখিত আছে। কিন্তু কাব্যনায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার চরিত্রের যে কলঙ্কিত কীর্তিস্তম্ভ উত্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা অপর সকলের কীর্তি ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

মোগলশাসন শিথিল হইয়া পড়িলে দেশে যে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অকথ্য। এই পালাগানের পত্রে পত্রে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। ইংলেণ্ডে ‘উইচারলি’ প্রভৃতি কবিরা যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের দুর্দশাও তজ্রূপ ছিল। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাদের দুর্গতি যে কতটা হইতে পারে তাহা রাজচন্দ্র চৌধুরীর জীবন-কাহিনী হইতে আমরা দেখিতে পাই। এই পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন এবং আদরে লালিত উচ্চবংশের যুবক অবাধে অত্যাচার চালাইয়াছিলেন। কেহ

তঁাহাকে বাধা দিবার ছিল না। হীন তন্তুবায়ের স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় গুরুবংশীয়া রমণী পর্য্যন্ত কেহই তঁাহার অত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই। তঁাহার ভৃত্য রাম ভাণ্ডারী তাহার প্রভুর সর্ব বিষয়ে সহকারী এবং তঁাহার উপযুক্ত মন্ত্রী। রাজচন্দ্র বর্কাশিষ স্বরূপ যাহাকে কিছু টাকা দিয়া আসিলেন রাম ভাণ্ডারী মারিতে মারিতে তাহার নিকট হইতে সে টাকা আদায় করিয়া লইল। শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে ফুসলাইয়া বাহির করিতে পটু ছিল। রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখিতে পাই তাহা ব্যাঘ্র ও মেঘপালের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজনারায়ণ চৌধুরীর ছকুম পাইয়া তঁাহার দরোয়ান মঙ্গল সিং যাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্রের ঘাড় ধরিতেছে। সামান্য এক তন্তুবায় রাজনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—“আপনার রাজ্যে কি কালীমাতার পূজা হয় না? আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ষণ্ডা মহিষটাকে কি তঁাহার নিকট বলি দিয়া দেশ রক্ষা করিতে পারেন না?” বস্তুতঃ রাজা, প্রজা ও ভৃত্যদের কথায় কোন সংঘম নাই, কোন আদব কায়দা নাই। কবির অঙ্কিত রাজ্য, ব্যভিচারের নিজ নিকেতন, পশুগণের লীলাভূমি, কিন্তু আমার মনে হয় কৃষক-কবি রাজসভা বর্ণনা করিতে যাইয়া যদি ভদ্রসমাজের অনুষঙ্গী বাক্যসংঘম ও কায়দা না দেখাইয়া থাকেন তবে তজ্জন্ম আমরা তঁাহাকে গুরুতর ভাবে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারি না। এই পালাগান পাঠ করিলে দুর্নীতির চরম বৃত্তান্ত পাড়িয়া পড়িয়া মনে একটা অবসাদের ভাব আসিয়া পড়ে। প্রাচীন পালাগানগুলির মধ্যে যে পবিত্রতা, যে সতর্ক ভাষা এবং যে উন্নত চরিত্রের কাহিনী পড়িয়া আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি এই পালাগান আদৌ সেগুলির মত নহে। যেন বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের স্বচ্ছপ্রবাহ যে পল্লীগুলিকে আনন্দ তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যাইত, তাহা হেমন্তে শুকাইয়া গিয়া নিতান্ত পঙ্কিল, আশ্বাস্ত্যকর কর্দম-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কখনই কবির কর্তৃত্ব চিত্র নহে। ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর রঙ্গ চিত্র—সত্যের প্রতীক। দুর্বৃত্ত পশুরা সেই সময় এই ভাবেই বাঁপাইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকদিগকে মেঘশাবকের স্নায় লইয়া যাইত। এখন আবার সেই সমস্ত ঘটনার পুনরভিনয় শুরু হইয়াছে। আমাদের

বলিতে লজ্জা হয় যে আমরা শ্রায়ের আদর্শ এবং পরাক্রান্ত ব্রীটিশ রাজ্যে বাস করিতেছি।

যদিও আমাদের পূর্ববক্ত লেখা পড়িয়া কেহ কেহ পালাগানটির প্রতি বিদ্বিষ্ট হইবেন কিন্তু এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে এই পালাগানটি বাংলার ইতিহাসের একখানি পত্র। এই পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিবে। ইহাতে এত সমস্ত ঘটনা একরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে তন্দ্রার তাৎকালিক সমাজের একখানি নিখুঁত চিত্রপট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

✓পালাগানটির বিষয় এই, বাবুপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরী অষ্টাদশ শৃংখার মধ্যভাগে এই পরগণার মালিক ছিলেন। নট্টজাতীয় (নর) আত্মা নরের দুইটি স্থান ছিল, একটি পুত্র গোলাপ নর এবং একটি কন্যা রঙ্গমালা। রামগছিয়া নর ছিল কুঞ্জপৃষ্ঠ, নুজ্জদেহ এবং অতি কদাকার, কিন্তু তাহার পিতার হাতে অনেক টাকা ছিল। সে রঙ্গমালাকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হইল এবং অনেক টাকা আত্মা নরকে দিয়া রঙ্গমালাকে বিবাহ করিল। বিবাহ-বাসরে চারি চক্ষের মিলনের সময়ে রঙ্গমালা এই কিস্তুতকিমাকার বীভৎসদর্শন বরকে দেখিয়া রাগে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং যখন বাসর ঘরে রামগছিয়া নববধূর শয্যার একপার্শ্বে একটু স্থান পাইবার চেষ্টা করিতেছিল তখন রঙ্গ তাহাকে এমনি জোরে পদাঘাত করিল যে সে পলাইতে পথ পাইল না। রঙ্গ একটি সম্মার্জ্জনী লইয়া সেই বিবাহ-বাসরে তাহাকে এমন তাড়া করিল যে স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ সেই দিনই উঠিয়া গেল। ইহার পরে রামগছিয়া তাহার শ্বশুর-বাড়িতে পদার্পণ করিতে সাহস পায় নাই। বরবেশী, ভৌতিক বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া রঙ্গ অনেকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং নরদের বাড়ী উজ্জ্বল করিয়া দিনে দিনে সন্ধ্যামালতির শ্রায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রাজচন্দ্র চৌধুরীর উদ্যম যৌবন কাল এবং তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানে তাঁহার দুই চক্ষু শুধু নারীর রূপ খুঁজিয়া বেড়াইত। তাঁহার গৃহে পরমসুন্দরী স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু রাজচন্দ্র তাঁহার দিকে দৃকপাতও করেন নাই। শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর মুখে রঙ্গমালা

রূপের ইতিহাস শুনিয়া রাজচন্দ্র উন্মত্তবৎ হইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার সেনাপতি এবং ভৃত্য রাম ভাণ্ডারীকে সঙ্গে করিয়া নরের বাড়ীর নিকটস্থ এক দীঘির পাড়ে রঙ্গমালার সঙ্গে দেখা করিলেন। রঙ্গমালা তাঁহার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিল না, কিন্তু তিনি তাহার মনস্তত্ত্বের জন্য কি করিতে পারেন ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ হইলেন। তিনি রঙ্গমালার পিতা আত্মা নরের নামে সুবিশাল এক দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিবেন এবং নরদের বাড়ীর কাছে এক প্রকাণ্ড নহবৎ উঠাইবেন। দিনরাত্র তাহাতে গীত বাজ হইতে থাকিবে ইত্যাদি।

রাজচন্দ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে দীঘি খনন করিলেন। রঙ্গমালা এই দীঘির যে পরিমাণ দিয়াছিল তাহা ২২½ দ্রোণ ব্যাপক অর্থাৎ ৪৫০ বিঘা। এতবড় প্রকাণ্ড দীঘি খনন করানো বহু ব্যয়সাধ্য। এই জন্য রাম ভাণ্ডারী রঙ্গমালার সম্মতি লইয়া কৌশলক্রমে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন দীঘি খনন করাইল। কিন্তু তাহারও পরিমাণ ৫০ বিঘা। এই দীঘি অনেকটা শুকাইয়া স্বল্পায়তন হইয়া গেলেও এখনও বিদ্যমান। রঙ্গমালার বাড়ির নিকট প্রকাণ্ড নহবৎ উৎখিত হইল এবং আত্মানরের বাড়ী প্রায় রাজবাড়ার মতই সমৃদ্ধিশালী হইল।

তখন রাজচন্দ্র চৌধুরীর মনোমন্দিরে রঙ্গমালা অঙ্গরার শায্য নৃত্য করিতেছিল। তাহাকে কিসে খুশী করিতে পারিবেন এই হইল তাঁহার মুখ্য চিন্তা। তিনি দীঘি-প্রতিষ্ঠা সময়ে তদ্বন্দীয়া সমস্ত ভদ্র-ইতর ব্যক্তিকে নরদের বাড়ীতে আহ্বারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাতে ভদ্র-লোকদের অপমানের চূড়ান্ত হইবে এবং তদনুসারে নরদের মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকেরা রাজচন্দ্রের ভয়ে এই অপমান গলাধঃকরণ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন কিন্তু রাজচন্দ্রের মস্তিষ্কে আর একটি মারাত্মক কল্পনা খেলিতে লাগিল। এই উপলক্ষে যদি তাঁহার খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নর-বাড়ীতে খাওয়ান যায় তবে রঙ্গমালার প্রতিপত্তি ও নাম অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রস্তাবে ভাবী অনর্থ কল্পনা করিয়া রঙ্গমালা ভূয়োভূয়ঃ বাধা দিয়াছিল। কিন্তু রাজচন্দ্র বলিলেন যে তাঁহার

খুল্লতাত তাঁহাকে প্রাণসম ভালবাসেন, তিনি কিছুতেই তাঁহার উপর রাগ করিবেন না। স্মৃতরাং চীনা কাগজের উপর লেখা নিমন্ত্রণ-চিঠি লইয়া রাম ভাণ্ডারীকে চৌধুরী-বাড়ীতে যাইতে হইল। রাম ভাণ্ডারী প্রথমতঃ ভয়ে কবুল হয় নাই কিন্তু রাজচন্দ্রের তাড়া খাইয়া অবশেষে যাইতে বাধ্য হইল। রাম ভাণ্ডারী রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবারে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে উহা তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া উদ্ধ্বাসে পলাইয়া গেল। খুল্লতাত এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া চিঠিখানি খুলিলেন, এবং তাঁহার আত্মপুত্রের কাণ্ড দেখিয়া দুই হাতে মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে কাঁদিতে লাগিলেন, “হায় রাজচন্দ্র আমার সর্বনাশ করিয়াছে! সে অস্পৃশ্য নরের বাড়ীতে নিজে খাইয়াছে এবং আমাকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আমার যা কিছু ইজ্জৎ ও সম্মান ছিল সমস্ত গেল, আমার সর্বনাশ হইল।” নিকটে সেনাপতি চাঁদ ভাণ্ডারী ছিল। সে বলিল, “কোন চিন্তা নাই, আমি নরদের গোটা কয়েক মাথা আনিয়া এখনই আপনার পায়ে উপহার দিতেছি।” রাজেন্দ্রনারায়ণ চাঁদ ভাণ্ডারীকে বিলক্ষণ চিনিতেন। অত বড় যোদ্ধা ও শক্তিমান পুরুষ তখন বঙ্গদেশে ছিল না। তিনি সাত্ৰুনেত্রে বলিলেন, “বাপু আর বাহা কর, আমার রাজচন্দ্রের গায়ে যেন কাঁটার আঁচড় না লাগে।”

যোদ্ধাবেশে অতি দ্রুত ক্রোধকম্পিত গতিতে চাঁদ ভাণ্ডারী ছুটিয়াছে; তাহার গতির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একটা প্রকাণ্ড শ্বেত অশ্ব পথে পড়িয়া মরিয়া গেল। তখন চাঁদ পদত্বজে চলিল। সে তাহার যোদ্ধাবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সাজিয়া নরদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, যাঁহা দেখিল নরদের বাড়ীতে যেন মহোৎসব। প্রকাণ্ড তোরণ উঠিয়াছে; নহবতে নরদের স্তুতিগান গীত হইতেছে; হাজার হাজার কুলী লইয়া কুলীর সর্দার রামা মগ প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিতেছে। গোলাপ নর, আত্মা নর প্রভৃতির রাজবেশ। প্রভু-পরিবারের অজস্র অর্থ এই অস্পৃশ্য জাতির গৃহে জলবৎ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাগে তাহার সর্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। সে খুল্লতাতের নিকট হইতে চিঠি লইয়া গিয়াছিল; চিঠিখানি রাজচন্দ্রকে প্রদান করিল। চিঠিতে লেখা ছিল “তুমি এত বড় দীঘি কাটাইয়াছ বড়ই সুখের কথা, এমন আনন্দোৎসবে আমি কেন,

তোমার খুড়িমাও যাইবেন এবং এই মহৎ ব্যাপার যাহাতে সুসম্পন্ন হয় সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিব। অর্থের দরকার হইলে আমাদের রাজকোষ হইতে সরবরাহ করিব। কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপার কিরূপে সুসম্পন্ন করিতে হইবে তত্ত্বজ্ঞ পরামর্শের দরকার, তুমি পত্র-পাঠ চলিয়া আইস।” পত্র পড়িয়া রাজচন্দ্রের গণ্ড ও গম্ফ উজ্জ্বল হাস্তের ছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রঙ্গমালার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “দেখলে রঙ্গ, আমার খুল্লতাত কিরূপ মহামনা।” রঙ্গ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “ইহা একটা চাতুরী মাত্র, তোমাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করা হইবে।” কিন্তু রাজচন্দ্র খুল্লতাভের উপর পরম বিশ্বাসে রঙ্গের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

এক গ্রাস ভাঙের সরবৎ প্রস্তুত করাইয়া চাঁদভাগুরী রাজচন্দ্রের ভগিনীর হাতে দিয়াছিল। রাজচন্দ্র পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া সেই সরবৎ পানান্তে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে চাঁদ নরদের বাড়ীতে যাইয়া প্রথমেই রঙ্গমালার ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ রঙ্গমালাকে দেখিয়া সে ক্ষণকাল বিস্ময়বিমূঢ় ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, এমন রূপ ত সে কোথাও দেখে নাই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে তাহাকে খড়্গ দ্বারা কাটিতে উত্তত হইল। রঙ্গ রাজচন্দ্রের জ্ঞাত অনেক বিলাপ করিল। মৃত্যুকালে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না এই বড় দুঃখ রহিল, কিন্তু যোদ্ধার কঠিন প্রাণ টলিল না। অবশেষে রঙ্গ মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এ কথাও বলিয়াছিল, “আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া সেবা করিব।”

চাঁদভাগুরী রঙ্গমালার কণ্ঠিত মুণ্ড সঙ্গ করিয়া লইল এবং কুলির সর্দার রামা মগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া রঙ্গমালার ভ্রাতা গোলাপ নরকেও হত্যা করিল এবং নরদের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া সে বাবুপুর অভিমুখে ছুটিল। রাজেন্দ্রনারায়ণ রঙ্গের ছিন্নমস্তক দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “আহা এমন সুন্দরী মেয়েকে তুমি হত্যা করিয়াছ! রাজচন্দ্রের আমি কোন দোষ দেখিতে পাই না।”

সেই প্রধূমিত নরগৃহোথিত অগ্নিশিখা দেখিয়া রাজচন্দ্র নিদ্রাভঙ্গের পর চমকিয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বারোহণে দ্রুত নরদের বাড়ীতে যাইয়া যে

দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইলেন, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও রঙ্গের মস্তক পাইলেন না। তখন অসম্ভূত-বস্ত্র, শিরস্ত্রাণ-শূণ্য মস্তকে রাজচন্দ্র নিকটবর্তী বড় জমিদার ইজা চৌধুরীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। মুসলমান জমিদার রাজচন্দ্রকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। এই ব্যাপারের একটা মীমাংসার জন্য রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং ইজা চৌধুরীর মধ্যে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। উঁহার পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইতিমধ্যে এক গভীর রজনীতে চাঁদভাগুরী ইজা চৌধুরীর বাড়ীর গড়খাই কৌশলক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া বৃদ্ধ চৌধুরীকে ও তাঁহার বাড়ীর অনেককে বধ করিল। ইজা চৌধুরীর তিনটি পুত্রবধু কৃপাণ-হস্তে চাঁদভাগুরীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইজা চৌধুরীর মাত্র একটি পুত্র এই হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাতুললয়ে পলাইয়া যাইয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন। মাতুল ও ভাগিনেয়ের মিলন অতি করুণ-রসাত্মক। মনোহর গাজী (মাতুল) সমস্ত অবগত হইয়া বহু সৈন্যসহ রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী আক্রমণ করেন। খুল্লতাত পলাইয়া যান এবং রাজচন্দ্র বাবুপুরের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হন। শেষ দৃশ্যে রাজচন্দ্র তাঁহার খুল্লতাতে সজে দেখা হওয়ার পর সাক্ষাৎত্রে তাঁহার পদতলে পড়িয়া যে সকল করুণোক্তি করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বিরোধ এবং যুদ্ধ-বিদ্রোহাদির রেবারেষি অতিক্রম করিয়া খুল্লতাত এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে অতি নিম্নলিখিত সূখাধারার ছায় যে গুপ্ত স্নেহ প্রবাহিত ছিল তাহা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে। ইহার পরে রাজেন্দ্রনারায়ণ কাশীবাসী হইলেন। এই হইল ঘটনা।

বলা বাহুল্য কৃষকের মুখনিঃসৃত এই পালার ভাষা সংস্কৃত প্রভাবশূন্য। ইহা নোয়াখালী জেলার চাষার ভাষা। রচনাভঙ্গি সরল এবং উদ্দীপনাময়, তাহাতে সর্বত্র পাঠকের কৌতূহল জাগ্রৎ থাকে। চাষারা যাহা বর্ণনা করিবে এবং চাষারা যাহা শুনিবে সে কাহিনীর মধ্যে কোন অবাস্তব কথা থাকিলে তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের কাব্যে

আমরা অনেক অবাস্তব বিষয় বরদাস্ত—এমন কি উপভোগও করিয়া থাকি। রচনার কোন অংশে যদি আমরা কালিদাস বা অন্য কোন কবির ছায়াপাত দর্শন করি তবে আমরা ঘটনার সূত্র ভুলিয়া যাইয়া কাব্য-ভাগ উপভোগ করিয়া থাকি। এই ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রচনায় ঘটনা-বহির্ভূত নানা বাজে কথা থাকে। অনেক সময়ে পল্লবিত ভাষার মোহে আমরা দুই চারি পত্র পর্য্যন্ত একনিশ্বাসে পড়িয়া যাই, সেগুলি যে অধিকতর সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের বিষয় আরো বেশী হৃদয়গ্রাহী এবং বাস্তববর্জিত হইতে পারিত তাহা মনেও করি না। চাষারা এই সকল শিক্ষালব্ধ উপকরণ দ্বারা কোনরূপ প্রভাবান্বিত হয় না, তাহারা আত্মস্তু গল্পের আঁট সাঁট বাঁধুনিটি চায় : এই জন্য নানা দুর্নীতিপূর্ণ এই উপাখ্যান পাঠ করিবার সময় আমাদের কোনও স্থানে ধৈর্য্যচ্যুতি বা অবসাদ ঘটে না। কৌতুকপ্রবণ ক্রীড়াশীল ভাষার অবিরাম গতিতে আমরা অনায়াসে পাতার পর পাতা পড়িয়া যাই। গল্পটির আর একটি প্রধান আকর্ষণ এই যে পুস্তকখানি আগাগোড়া বঙ্গের হাট, বাট, মাঠ, পুকুর, আমজামের কুঞ্জ, পাপিয়া ও কোকিলের এবং নানা দেশজ পুষ্পের কথায় পরিপূর্ণ। কাব্যভাগে পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক চিত্রগুলি সমস্তই বঙ্গদেশীয়। এই খাঁটি বাঙ্গালার মূর্তি, চালচিত্রের শত শত দোষ সত্ত্বেও, আমাদের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কবিত্ব অথবা অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিশেষ কোন পরিচয় ইহাতে নাই, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন এক বিশেষ যুগের নিখুঁত একখানি চিত্র হিসাবে ইহা মূল্যবান। এই পালাটি নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত লামারচর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী, এম. এ. মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত। ইনি কতক সময়ের জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সংগ্রাহকের কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন



চৌধুরী বাড়ির কামান—৩০৯ পৃঃ

চৌধুরীর লড়াই

বন্দনা

ধূয়া—অরে অরে অরে অরে অরে অরে অরে ।

চৌধুরী সাজিলারে চৌধুরী সাজিলারে ॥

প্রথমে আল্লার নাম মনে করি সার ।

মুস্কিলে পড়িলে আল্লা করিবে উদ্ধার ॥ ২

প্রথমে আল্লার নাম দ্বিতীয় রমূল ।

উম্মদে ১ করিলে গুণা ২ নবী ৩ ব্যায়াকুল ৪ ॥ ৪

পরে বন্দনা করি বিবি বরকত মা ।

যদি সে না হইত দুনিয়ার লোকে না পাইত দানা ৫ ॥

হজরত আলী বন্দি করি গুণের নাই সীমা ।

আঁধার ঘরে জ্বলে বাস্তী নুরের মহিমা ॥ ৮

হাসান হোসেন বন্দি করি রমুলের নাতি ।

ইসলামের কারণে বিস্তে ৬ জলে বাতি ॥ ১০

জানা ৭ আদমের পানা ৮ কালু জিন্দা ৯ বলে ।

তিলেক মাত্র না পাইলে তক্তের খুড়া ১০ হিলে ১১ ॥ ১২

১ উম্মদে = ভ্রম-বশতঃ । X

২ ব্যায়াকুল = কাতর, সমর ।

৩ বিস্তে = বেহেস্তে, স্বর্গে ।

৪ পানা = (?) ।

৫ খুড়া = পায় ।

২ গুণা = পাপ । ৩ নবী = পেরগম্বর ।

৫ দানা = আহাৰ্য্য ।

৬ জানা = (?) ।

৭ জিন্দা = পত্রবাহক ।

১১ হিলে = হেলিয়া যায়, নড়ে, দোলে ।

যার ঘরে আছে দানা গায়ে আছে উম ¹ ।

ধূল বালুয়ে শোইতলে ² পরে চক্ষে আসে ঘুম ॥ ১৪

যার ঘরে নাই দানা খাট পালঙ্গে শোতে ।

সালুম ³ রাইত পেডের ⁴ ভোগে যেন পাইল ভূতে ॥ ১৬

এতেক কহিতে আমার হবে অনেক ক্ষণ ।

চৌদিগের বন্দনা লই শুন দিয়া মন ॥ ১৮

(২)

ধূয়া—মনরে তরাইয়া লওরে অসাধনে হইলাম মিলন ।

পশ্চিমে বন্দনা করি মকা মূলস্থান⁵ ।

এ উদ্দেশে জানাই সেলাম হিন্দু মুসলমান ॥ ২

মুসলমানের মুসলমানী হিন্দুর একাদশী ।

সে কারণে মুসলমানী না মানে তুলসী ॥ ৪

তার পশ্চিমে করি বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ ।

ভেদ নাই বিচার নাই বাজারে বিকায় ভাত ॥ ৬

চণ্ডালে রান্ধে যে ভাত ব্রাহ্মণে খায় ।

এমন সুধন্য দেশে জাতি নাহি যায় ॥ ৮

ভাত মাছ খাইয়া তারা মুণ্ডে মোছে হাত⁶ ।

সে কারণে রাইখে নাম ঠাকুর জগন্নাথ ॥ ১০

¹ উম = উষ্ণতা ।

² শোইতলে = শুইলে । যাহার অঙ্গের সংস্থান আছে ও শরীরে স্বাস্থ্য আছে, সে ধূলি বালিতে শুইলেও তাহার সুনিদ্রার অভাব হয় না ।

³ সালুম = সমস্ত ।

⁴ পেডের = পেটের । যাহার ঘরে অন্ন নাই, খাট পালঙ্গে শুইলেও সমস্ত রাত্রি ক্ষুধার জন্ত পেটের যন্ত্রণায় সে ভূতে পাওয়ার মত ছটফট করে, ঘুমাইতে পারে না ।

⁵ মূলস্থান = শ্রেষ্ঠ তীর্থ ।

⁶ মুণ্ডে মোছে হাত = Cf. “খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুতূহলে ।”—ভারতচন্দ্র । ‘চৌধুরীর লড়াই’ পুস্তকের এই মাছ খাওয়া কথাটা ভুল—মুসলমান কবি এখানে একটু অজ্ঞতা দেখাইয়াছেন ।



চৌধুরীদের প্রাচীন ঘরের ধ্বংসাবশেষ—৩১১ পৃঃ

পশ্চিমে বন্দনা কইরতে হবে অনেকক্ষণ।

দক্ষিণের বন্দনা লই শুন দিয়া মন ॥ ১২

দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী সাগর।

চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া ভাসে মনাই সদাগর ¹ ॥ ১৪

চাইর কুল ভাঙ্গিয়া গঙ্গী ² মধ্য দিল চর।

সে চরে রসাই ³ করে মনাই সদাগর ॥ ১৬

নড়িও চড়িও গঙ্গী না করিও তল।

পর্যাণে না মাইরো আমার মনাই সদাগর ॥ ১৮

দক্ষিণের বন্দনা কইরতে আমার হবে অনেকক্ষণ।

পূর্বের বন্দনা লই শুন দিয়া মন ॥ ২০

পূর্বেতে বন্দনা করি পূবে ভানুস্বর।

একদিগে উদিলে ভানু চৌদিকে পসর ⁴ ॥ ২২

তার পূবে বন্দনা করি মস্জিদের চর।

চাঁদ সূর্য দুইটি ভাই সেই চরকের ⁵ পর ॥ ২৪

এক চরকে ভোলে পানি আরক ⁶ চরকে ছাড়ে।

আনা ⁷ জনে আনা বলে প্রভুর দুয়ারে ॥ ২৬

তার পূর্বেতে বন্দি করি পোবন করা করা ⁸।

স্ত্রী হইল বলিমন্ত ⁹ পুরুষ মরা মরা ॥ ২৮

তার পূবে বন্দনা করি দেলাই সাবের ¹⁰ বাড়ী।

কোচ্ছাৎ ¹¹ করি আইনছে মর্দে বাইশ মুল্লকের হাতী ॥ ৩০

¹ মনাই সদাগর=চাঁদ, ধাপতি, শ্রীমন্ত সদাগর—ইহারাই প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক
বণিক, কিন্তু মনাই সদাগর কে? 'শ্রীমন্ত' অপভ্রংশ নয় ত?

² গঙ্গী=গাঙ্গ, নদী। ³ রসাই=রাসা। ⁴ পসর=আলোক।

⁵ চরক=চর। ⁶ আরক=আব এক। ⁷ আনা=নানা।

⁸ পোবন করা করা= (?)। ⁹ বলিমন্ত=বলবতী।

¹⁰ দেলাই সাবের=দেলাই সাহেবের। ¹¹ কোচ্ছাৎ=কসরত, কৌশল।

হাতী আনি তার না পুরিল হাইস ¹ ।

হাতে করি আইনল মদ্দে বাইস মুল্লুকের মো'স ² ॥ ৩২

এতেক কহিতে আমার হবে অনেকক্ষণ ।

উত্তুরের বন্দনা লই শুন দিয়া মন ॥ ৩৪

উত্তুরে বন্দনা করি হেমাস্ত খেদার ³ ।

যার হিমাইলে ⁴ দংশি আইল শয়াল ⁵ সংসার ॥ ৩৬

হস্ত নাই পদ নাই ধরেন ত চাপিয়া ।

কার বাপের সাধ্য আছে হালাইত ⁶ ঠেলিয়া ॥ ৩৮

উত্তুরের হিমাইলে দক্ষিণে দিল মোড়া ।

ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে আশী যুগের বুড়া ॥ ৪০

বুড়ার মরণ দেখি যোয়াত্মার ⁷ পাইল ডর ।

ক্ষেতা কাছড় ⁸ লইয়া যায় আট বেড়ার ⁹ ভিতর ॥ ৪২

আর উত্তুরে বন্দি করি পীর গোরা চাঁদ ।

আস্মানে জমিনে গোরায পড়িয়াছে ফাঁদ ॥ ৪৪

ফান ¹⁰ কাছি যেমন তেমন রসি গাছ দড় ।

সেই ফাঁদে পড়িয়া বন্দা ¹¹ কিবা ছোট বড় ॥ ৪৬

চৌদিগের বন্দনা কহিতে হবে অনেকক্ষণ ।

মাতা পিতা বন্দিয়া লই শুন দিয়া মন ॥ ৪৮

মা বন্দম ¹² গর্ভ ধারিণী বাপ জরুম দাতা ।

জনমে জনমে বন্দি থাক বসুমাতা ॥ ৫০

¹ হাইস=সখ ।

² মো'স=মহিষ ।

³ হেমাস্ত খেদাব=হিমের বাসস্থান ।

⁴ হিমাইলে=হিম আগত হইলে ।

⁵ শয়াল=সকল ।

⁶ হালাইত=ফেলায় ।

⁷ যোয়াত্মার=জোয়ান, বলশালী ।

⁸ ক্ষেতা কাছড়=ভূসম্পত্তি ও কছাদি ।

⁹ আট বেড়ার=অষ্টপ্রকার বাঁশের প্রাচীরেব মধ্যে ।

¹⁰ ফান=ফাঁদ ।

¹¹ বন্দা=বাঁধা ।

¹² বন্দম=বন্দিব ।

মাতা পিতা বন্দি করি শরিয়তের পীর ।
 যাহার পালনে আমার এই কাম শরীর ॥ ৫২
 মাতা পিতা বন্দনা আমার করি দিলাম তি ।
 ওস্তাদ চরণ বন্দনা করি করিয়া ভকতি ॥ ৫৪
 ওস্তাদ আমার বছমিঞা আচদিয়া ঘর ।
 ওস্তাদ ভজনা করি সভার গোচর ॥ ৫৬
 কোথাকারে গেল খলিফা বানাইয়া সাকরিত * ।
 সে কারণে গাই আমি রাজচন্দ্রের গীত ॥ ৫৮
 চৌদিগ বন্দনা করি মস্তক কইরলাম স্থির ।
 শিরের পরে বন্দি করি আশীহাজার পীর ॥ ৬০
 আশীহাজার পীর নয় নয় লাখ পগম্বর ।
 খোদার দোস্ত মহাম্মদ শিরের উপর ॥ ৬২
 ওঝা করি বন্দি ওঝা নাগেশ্বরী ।
 সতর তোলা খাইচে বিষ কোটরাতে ভরি ॥ ৬৪
 বিষ খাওয়াইয়া কবিরাজে না খাওয়াইল জারণ ² ।
 নিশ্চয় নাগের হাতে ঘটিল মরণ ॥ ৬৬
 বাড়ীর চৌদিক করি বন্দি বাড়ীর ভগবান ।
 পাতালে করি বন্দি সপ্ত কোটি নাগ নারায়ণ ॥ ৬৮
 চাডিগাতে করি বন্দি চাডেশ্বরী রাই * ।
 ভুলুয়াতে করি বন্দি ভুলুয়ার বারাই ॥ ৭০
 আগেতে আছিল কালী চাডিগা সহরে ³ ।
 এখান কালে কইলকান্তা সহরে ॥ ৭২
 কইলকান্তা সহরে যাইয়া মহিমাময়ী কালী ।
 সেই কালীর দুয়ারে দিল লোহার পাঁঠাবলি ॥ ৭৪

* সাকরিত = শিষ্য ।

² জারণ = প্রতিবেদক ঔষধ ।

* চাডেশ্বরী রাই = চাটেশ্বরী রাণী দেবী ।

³ চাডিগা সহরে = পূর্বে কালী

চট্টগ্রামে ছিলেন, এখন কালীঘাটে । এই প্রবাদের মূল কি ?

বন্দনা কহিতে আমার হবে অনেকক্ষণ ।
 বন্দনা ছাড়িয়া এবে গীতে কর মন ॥ ৭৬
 রাজচন্দ্রের, রাজিন্দ্রের গীতও গাই ।
 সেই কালে খুড়া ভাতিজায় কইরাছে লড়াই ॥

প্রথম অংশ

রঙ্গমালার বিবাহ

ধূয়া—অরে অরে অরে অরে অরে অরে অরে ।

চৌধী সাজিলারে চৌধী সাজিলারে ॥

চৌধী ছিল রাজিনারাণ রাজ্যের অধিকারী ।

হিন্দুর-কাইতের ১ জঙ্গল কাটি বাইনল রাজবাড়ী ॥ ২

আউগ ২ দেউড়ী মাইজ দেউড়ী দেউড়ী সারি সারি ।

হাইস ৩ করি তোলাইছে চৌধী রাজ গঞ্জের কাছারী ॥ ৪

যে কালে রাজিন্দ্র খুড়ার গায়ে বল ছিল ।

যাইড ৪ ঘর বৈরাগীর যায়গা আগ দরজায় দিল ॥ ৬

নাটুয়া নাটুনী কত ছিল সারি সারি ।

কত রঙ্গে ঢঙ্গে চইলত সব নাগরী ॥ ৮

চৌধী ছিল রাজিনারাণ রসিয়া নাগর ।

জল টাঙ্গনের ৫ ঘরে শোয় দোসরা ৬ নাগর ৭ ॥ ১০

১ হিন্দুর-কাইত = হিন্দুর-কাইত, গ্রামের নাম । ২ আউগ = আগ, প্রথম ।

৩ হাইস = সখ ।

৪ যাইড = ঘাট ।

৫ জল টাঙ্গন = কাম-কেলির জল জলের উপর ঘর । ৬ Summer residence.

৭ দোসরা = ছইজন ।

৮ নাগর = যুগল, নায়ক-নায়িকা



রাজেন্দ্র চৌধুরীর দীঘি—৩১৪ পৃঃ

সবার চরণে আমি করিয়া ভক্তি ।

মন দিয়া শুনেন সবে রঙ্গমালার পীরিত্তি ॥ ১২

গান

মরি মরি লাজে মরে যাই ।

কামানলে প্রাণ জ্বলে কব কার ঠাই ॥

কি করিব কোথা যাব কব কার ঠাই ।

পাইলে সে ধন ধরি গলে রব মিলে ছেড়ে দিব নাই ॥

তালেরপুর নড় বাড়ীতে একটা মহা উৎসব ছিল ।

সেই বাড়ীতে রাম গৈত্যা গুঁজা চিঁড়া খাইতে গেল ॥ ২

চিঁড়া খাইয়া রামগতি বাড়ীত চলিল ।

রঙ্গমালার সুন্দরীর দেখা পথের মধ্যে পাইল ॥ ৪

আল্গে * থাকি রামগতি যে নজর করি চায় ।

সোনার পুতুলা যেন সাম্নে দেখা যায় ॥ ৬

শুন চাই গো * আগো দাসী কে তোমার ঠাই ।

এই মাইয়াগা কে দাঁড়াইছে সত্য বল চাই ॥ ৮

শুন শুন রামগতি কই তোমার ঠাই ।

সন্মান লইয়া তুমি চলি যাও চাই ॥ ১০

আপ্তারামের ঘরের মাইয়া গোলাপের ভগিনী ।

ইছি বাছি * রাইথ্ছে নাম রঙ্গমালা রাণী ॥ ১২

এই কথা রামগতি যখনে শুনিল ।

মনে মনে রামগতি ভাবিতে লাগিল ॥ ১৪

যদি আমি রামগতি পরাণে বাঁচিব ।

কেমন রঙ্গমালা সুন্দরী নজরে দেখিব ॥ ১৬

* আল্গে = তফাৎ ।

২ চাই = চাহিয়া ।

* ইছি বাছি = অনেক বাছিয়া ।

ধূয়া—যাই আগে শ্রামের মায়ের কাছে ।

ধীরে ধীরে রামগতি যে কৈছে আগমন ।

আপনা বাড়ীত যাই দিল দরশন ॥ ১৮

নিজে নিজে রামগতি যে বুদ্ধি করণ লইল ।

পিতার কাছেতে যাই দরশন দিল ॥ ২০

শুনেন শুনেন পিতাঠাকুর কই আমনের ' ঠাই ।

একখান কথা কহিতে আমার পরাণে ডরাই ॥ ২১

এই কথা নছিরামে যখনে শুনিল ।

রামগতির আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৪

শুনেন পিতাঠাকুর কহি আমনের ঠাই ।

হাইসে রইসে ২ রঙ্গমালারে বিয়া করান চাই ॥ ২৬

আপ্তারামের ঘরে মাইয়া গোলাপের ভগিনী ।

ইছি বাছি রাইচ্ছে নাম রঙ্গমালা রাণী ॥ ২৮

এই কথা গুঁজার বাপে যখনে শুনিল ।

আলুগা পিছা * হাতে করি দৌড়াইতে লাগিল ॥ ৩০

তুই কইলি কিয়া * গুঁজা * তুই কইলি কিয়া ।

অগো হাত ননাইয়া * মাইয়া নিরে তোর তুন* দিব বিয়া ॥

খায় আর রাম গৈচ্যা পিছের দিগে চায় ।

আর নিরে পিতাঠাকুর আমার লাউগ পায় ॥ ৩৪

গোস্তা হইয়া রামগতি যে বুদ্ধি করণ লৈল ।

নছিরামের ঘরে যাই দরশন দিল ॥ ৩৬

* আমনের=আপনার ।

* হাইসে রইসে=মনের আনন্দের সহিত খুসী হইয়া ।

* পিছা=ঝাঁটা ।

* হাত ননাইয়া=আত্মরে ।

* কিয়া=কি । * গুঁজা=কুজ ।

* তোর তুন=তোর সঙ্গে ।

যদি আমি রামগতি পরাণে বাঁচিব ।

নছিরামের বড় সন্দুক ¹ গো ছোড়াইনে ² খুলিব ॥ ৩৮

এতবলি রামগতি যে ছোড়ানি লইল ।

নছিরামের বড় সন্দুক ছোড়াইনে খুলিল ॥ ৪০

সন্দুক খুলিয়া নজর করি চায় ।

হাজার টাকার তোড়া সামনে দেখা যায় ॥ ৪২

টাকার তোড়া কাঁধে লইয়া রামগতি যে কৈছে ³ আগমন ।

আপ্তারামের বাড়ীতে যাই দিল দরশন ॥ ৪৪

দুরগা দাসী দুরগা দাসী বোলাইতে লাগিল ।

সামনে আসি দুরগা দাসী খাড়া যে হইল ॥ ৪৬

শুন শুন রামগতি আইলা কিসের লাই ।

একবার আমারে কহনা বুঝাই ॥ ৪৮

গান

দাসীগো মনের কথা বলিগো তোমায় ।

করি দাসী এই নিবেদন আমি অধীন কারণ ।

বিমুখ হইওনা কখন ধরি তোমার রাক্ষা পায় ॥

শুন শুন ওগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

পাঁচশ টাকা দিলাম তোমার পান খাইবার লাই ⁴ ॥ ৫০

পাঁচশ টাকা দিলাম তোমার পান খাইবার লাই ।

বিয়ার কথা হইলে টেকার⁵ গণাপড়া নাই ॥ ৫২

আর জনে দিব টাকা গণিয়া পড়িয়া ।

আমি গুঁজায় দিমু টেকা পান-সেয়ায় ⁶ মাপিয়া ॥ ৫৪

¹ সন্দুক = সিঙ্কুক ।

² ছোড়াইন, ছোড়ানি = চাবি ।

³ কৈছে = করছে ।

⁴ লাই = জন্ম ।

⁵ টেকা = টাকা ।

⁶ পান সেয়ায় = তুলাদণ্ড, পান্না, 'পালা' ।

এই কথা নরের দাসী যখনে শুনিল ।

রামগতির আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৬

শুন শুন রামগতি ক'নু তোমার ঠাই ।

আন্তর বাড়ী ' যাই আমি ওজন বুঝি চাই ॥ ৫৮

ধীরে ধীরে দাসী কৈছে আগমন ।

আন্তর বাড়ী যাই দাসী দিল দরশন ॥ ৬০

শুন শুন আপ্তারাম কই তোমার ঠাই ।

এরই ' আসি কাছে বসি কথা শুন চাই ॥ ৬২

এই কথা আপ্তারাম যখনি শুনিল ।

দুরগা দাসীর কাছে আসি দরশন দিল ॥ ৬৪

শুন শুন আপ্তারাম কই তোমার ঠাই ।

কপাল উলটিছে তোমারগো ভাইগোর সীমা নাই ॥ ৬৬

এই কথা শুনি আপ্তারাম কপালে হাত দিতে চায় ।

যাগার * কপাল যায়গা আছে এমন দেখা যায় ॥ ৬৮

শুন শুন ওগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

যায়গার কপাল যাগাত * আমি দেখতে পাই ॥ ৭০

এই কথা দুরগা দাসী যখনে শুনিল ।

ভাইগোর কপাল উলটিছে তোমাগো বুঝাইয়া দিল ॥ ৭২

মেহারকুলীন * এক কুমার আইছেগো চলিয়া ।

পাঁচশ টেকা দিছে তোমাগো পান খাইবার লাগিয়া ॥ ৭৪

' আন্তর বাড়ী = অন্তর মহল ।

২ এরই = এখানে ।

* যাগার = যায়গার ।

৪ যাগাত = যায়গাতে, যথাস্থানে ।

৫ মেহারকুলীন = মেহাৎকুল ত্রিপুরার একটি পরগণা ।

* * * *

বিয়ার কথা হইলে টেকার গণাপড়া নাই ॥ ৭৬

এই কথা আপ্তারামে যখনি শুনিল ।

মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥ ৭৮

শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

গোলাপের কাছে তুমি জলতি ¹ যাও চাই ॥ ৮০

সে যদি হয় রাজি রাজি আছি আমি ।

তবে বিয়ার কথা ঠিক কর তুমি ॥ ৮২

এই কথা দুরগা দাসী যখনি শুনিল ।

গোলাপের কাছে যাই দরশন দিল ॥ ৮৪

শুন শুন গোলাপ চন্দ্র কই তোমার ঠাই ।

কপাল উলটিছে তোগো ভাইগ্যের সীমা নাই ॥ ৮৬

মেহরেকুলীন এক কুমার আইছেগো চলিয়া ।

পাঁচশো টেকা দিছে তোমাগোরে পান খাইবার লাগিয়া ॥ ৮৮

শুন শুন ওগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

মনে মাইন্তে ² বেরলো হইব রঙ্গমালার জামাই ॥ ৯০

টাকা পৈসার কথা সব দিলাগো শুনাই ।

এমন সুন্দর রঙ্গ কেমনগো জামাই ॥ ৯২

এই কথা দাসী যখনই শুনিল ।

মনে মনে দাসী ভাবিতে লাগিল ॥ ৯৪

টেকা পৈসা যত কিছু পুরস্কার দিব ।

জামাই চাইতে ³ কইলে তার গুঁজ কোথায় নিব ॥ ৯৬

এখান হইতে দাসী কৈছে আগমন ।

রামগতির কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৯৮

¹ জলতি = শীত ।

² মনে মাইন্তে = মনে ।

³ চাইতে = দেখিতে ।

শুন শুন রামগতি কইগো তোমার ঠাই ।

আস্তুর বাড়ী নিতে ছকুম হইছে জলতি চল যাউ ॥ ১০০

এই কথা রামগতি যখন শুনিল ।

শাজিপাড়ি ¹ দাসীর সঙ্গে তখনই চলিল ॥ ১০২

ধয়া—অ ধনি ² আমার মতন সোনার রতন কপাল আছে কার ।

আস্তুর বাড়ী যাই যখন দরশন দিল ।

গোলাপ রাইয়া গোলাপ রাইয়া তখন বোলাইতে লাগিল ॥ ১০৪

আলগে থাকি গোলাপ রাইয়া তখন নজর করি চায় ।

রামগৈত্যা গুঁজারে দেখি বোলে হায়রে হায় ॥ ১০৬

একে তোরে রামগতি দাউদে খাইচে অঙ্গ ।

দেখিলে তোর রূপ আনন্দ হয় ভঙ্গ ॥ ১০৮

গুঁচনেচ ³ ভাঙ্গিয়া বুক হইছে মোচা ⁴ ।

মুখের দিকে চেইনতে ⁵ লাগে চৈত মাইয়া পেঁচা ॥ ১১০

টেকার লোভে গোলাপ রাইয়া কিছু না কহিল ।

বিয়ার তারিখ করিয়া যে দিলা ॥ ১১২

(৩)

রঙ্গমালার বিবাহের সাজ

ধয়া—তোরা কে যাইবি জলে

গোকুল নগরে বাঁশী বাজে ঐরে !

পয়লা অন্নতারা পন্নতারা সোণামালা ।

জয়তারা কালীতারা কাকন মালা ॥ ২

¹ শাজিপাড়ি=সাজসজ্জা করিয়া । ² ধনি=সুন্দরী ।

³ গুঁচনেচ=উচু নীচ ।

⁴ মোচা=মোচার মত ।

⁵ চেইনতে=চিনিতে, মুখখানি দেখিতে ঠিক চৈত্র মাসের পেঁচার মুখের মত মনে হয় ।

কলাবতী মুগাদাসী বেত তোলানী * রাই ।

চলনাগো সব সখীরে জল ছেয়ানে ২ যাই ॥ ৪

মাসমিত্রা * বোলাই রঙ্গেরে কহিতে লাগিল ।

গাইট গিল্লা চুয়া চন্দন অঙ্গেতে মাখিল ॥ ৬

চতুরদিগে সখীগণে করে ওলামেলা * ।

মধ্যখানে খাড়া আছে সুন্দর রঙ্গমালা ॥ ৮

এইমতে সখাগণে ছেয়ান করাইল ।

ছেয়ান করাইয়া মাইয়া মউড্‌গা * তলে নিল ॥ ১০

বাড়ীর কাছে বামণ আছিল ডাক দিয়া লইল ।

রামগতি গুঁজারে তখন একত্রে বসাইল ॥ ১২

যে রকম বিয়ার নীতি বামণে করাইল ।

সমস্ত পূজা শেষ করি বিয়ার মন্ত্র পড়াইয়া দিল ॥ ১৪

চারি চৌক্কে দুইজনের দেখা যে হইল ।

অগ্নির ফুলুকী যেন রঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল ॥ ১৬

বাঁশ বনে আগুন দিল গিরা * ফুডি * যায় ।

তেন মত জ্বলি উঠে রঙ্গমালার গায় ॥ ১৮

আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া চক্ষু দুটি খাইল ।

বাড়ীর কাছে রসিক থুই গুঁজার তুন ৮ বিয়া দিল ॥ ২০

টেকার লোভেতে বাপের বিচার না করিয়া ।

রামগতি গুঁজার কাছে আমাকে দিল বিয়া ॥ ২২

যদি আমি রঙ্গমালা পরাণে বাঁচিব ।

কেমনে রামগৈত্যা গুঁজারে নজরে দেখিব ॥ ২৪

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| ১ বেত তোলানী = বেতের কাষে নিপুণা । | ২ ছেয়ানে = স্নান করিতে । |
| ৩ মাসমিত্রা = মাসীমা । | ৪ ওলামেলা = আনাগোনা । |
| ৫ মউড্‌গা = বিবাহের স্থান । | ৬ গিরা = গেৰো, (Joint). |
| ৭ ফুডি = ফুটিয়া । | ৮ তুন = স্থানে, সঙ্গে । |

বিয়া সমাধা হইয়া নিষ্পত্তি হইল ।

কণ্ঠাবর বড় ঘরেতে নিল ॥ ২৬

পালঙ্গেতে রঙ্গমালা শুইয়া রহিল ।

রামগতি গুঁজা পালঙ্গে বসিল ॥ ২৮

আল্গে ১ থাকি রামগতি গুঁজারে রঙ্গমালায় নজর করি চায় ।

কাছে আইয়ে রামগতি এমন দেখা যায় ॥ ৩০

লাথি মারি রামগতির ফালাইয়া দিল ।

কেবাড় ২ ভাঙ্গে রামগতি উড়্‌গা ৩ লড় দিল ৪ ॥ ৩২

যে দিন লাগাত ৫ রঙ্গমালার চিন্‌ল আপন পর ।

এক দিনও না কইরল্য রামগৈত্যা গুঁজার ঘর ॥ ৩৪

ধায় আর রামগতি পিছের দিগে চায় ।

আর কিরে রঙ্গমালায় আমার লাউগ ৬ পায় ॥ ৩৬

দ্বিতীয় অংশ

রঙ্গমালার পীরিত

(১)

গান

১ম ধূয়া—পারিতি এমন কষ্ট জানি কি আগেতে ।

জর জর হইল তনু ভাবিতে ভাবিতে ॥

ভাবি আমি যার দায় সে মোরে ছাড়িয়া যায় ।

হায় হায় দুঃখ কব কায় বাঁচি না দুঃখেতে ॥

১ আল্গে=দূরে ।

২ উড়্‌গা=উঠিয়া ।

৩ লাগাত=হইতে ।

৪ কেবাড়=কপাট, দরজা ।

৫ লড় দিল=দোড় দিল ।

৬ লাউগ=নাগাল ।

কুল মান পরিহরি হইল কিঁকরী ১ তারি।

তবু মোরে যায় ছেড়ে' ধিক্রে পীরিতে ॥

২য় ধূয়া—মনে মনে গোপনে রাখিও পীরিতি।

পীরিতি করিবি পরাণে মরিবি বিচ্ছেদ জ্বালায় মরিবি যুবতী ॥

শুন শুন ইন্দুসভা তোমরা আমার ভাই।

রঙ্গমালার পীরিতের কথা সবারে শুনাই। ২

চৌধুী বাড়ীর দরজায় ছিল শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর ঘর।

ভিক্ষা কৈরতে যায় বৈষ্ণবী আল্লাদি নগর ২ ॥ ৪

সালুম ৩ দিন ভিক্ষা করে ডাইনে আর বাঁয়।

দণ্ড চারিখ ৪ বেলা থাইকতে নর ৫ বাড়ীতে যায় ॥ ৬

ঘাড়ার ৬ আগে যাইয়া প্রিয়ায় ধরিল ঝিকির ৭।

রঙ্গমালায় বোলে আইল ঈশ্বরের ৮ ফকির ॥ ৮

গান

শুনলো শুনলো তোরা ওগো সখী।

থাক থাক দূরে থাক হৈয়া হেঁটমুখী ॥ ১০

দেখিগো দেখিগো আমি একবার দেখি।

সে কূলে কদম্বমূলে মনচোর নাকি ॥ ১২

শুন চাইগো অগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।

ভিক্ষা দিয়া বৈষ্ণবীকে বিদায় করা চাই ॥ ১৪

এই কথা ছুরগা দাসী যখনে শুনিল।

রসাই মণ্ডব ৯ ঘরে যাই দরশন দিল ॥ ১৬

১ কিঁকরী=কিঙ্করী।

২ আল্লাদি নগর=বাকুপুরের দক্ষিণে।

৩ সালুম=সমস্ত।

৪ চারিখ=চারেক, প্রায় চার।

৫ নর=নটেদের।

৬ ঘাড়ার=ঘাটের।

৭ ঝিকির=টীংকার করিয়া গান।

৮ ঈশ্বরের=শিবের।

৯ রসাই মণ্ডব=রামাধর।

আজকের ^১ চাইল একবুড়ী কড়ি খালে উঠাইল ।

খালা হন্তে করি শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল ॥ ১৮

ভিক্ষা লও শ্যামপ্রিয়া আজাইর ^২ কর খালা ।

গোলাপের আশীর্ব্বাদ আর রঙ্গমালা ॥ ২০

রঙ্গমালার কথা প্রিয়া কর্ণেতে শুনিল ।

মনে মনে শ্যামপ্রিয়া ভাবিতে লাগিল ॥ ২২

নামের সুন্দর এত দেইখতে লাগে কি ।

কিরূপে রঙ্গমালারে নয়নে দেখি ॥ ২৪

হেক্‌মত্যা ^৩ শ্যামপ্রিয়া হেক্‌মত ^৪ করিল ।

জুশুলের ^৫ তুন খুঞ্জনিটা টান দিয়া লইল ॥ ২৬

টুন্যুর টুন্যুর করি খুঞ্জনি টোকা দিল ।

ছোট ছোট নরের পোলা তামসা চাইতে আইল ॥ ২৮

খুঞ্জনি বাজায় শ্যামপ্রিয়া আরস্তিলা গীত ।

শুনি যত নড়ের বংশ হইল বিপরীত ^৬ ॥ ৩০

গান

মনের মানুষ ভবে মিলে না সৈগো কি করি তাই বল না ।

মনের মানুষ মিলে পরে মনে মনে মিলে না ॥

মনের মানুষ যদি পেতাম মন প্রাণ সঁপে দিতাম ।

অগো তার মন আমি নিতেম কই সেই মানুষ ত পেলাম না ॥

টুন্যুর টুন্যুর গায় গীত যেন বীণার টান ।

পথ ঘাট বুঝা ^৭ যায় না ভগদে ^৮ পরাণ ॥ ৩২

^১ আজকের = আধের ।

^২ আজাইর = আজাড়, খালি ।

^৩ হেক্‌মত্যা = অতিশয় কৌশলী, ধূর্ত ।

^৪ হেক্‌মত = কিকির ।

^৫ জুশুল = থলি ।

^৬ বিপরীত = আশ্চর্য্য ।

^৭ বুঝা = পদ ও শব্দ বুঝা যায় না, কিন্তু মন আকর্ষণ করে ।

^৮ ভগদে = আকর্ষণ করে ।

ঘরে থাকি রঙ্গমালা কর্ণেতে শুনিল ।

মাসমিত্রা ১ বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৪

শুনে শুনেন মাসমিত্রা কই আমনের ঠাই ।

আমার মনের ছরদ্রা ২ হয় কীর্তন শুনবার লাই ৩ ॥ ৩৬

হৈছ তলক ৪ রইছ তুমি জোড় মন্দির ঘরে ।

এখন কেনে যাইতে চাও আগদরজার পরে ॥ ৩৮

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।

রঙ্গমালারে লৈয়া যাত্রা করিল ॥ ৪০

ধীরে হাটে অনুগতে ৫ কৈছে আগমন ।

তেড়ী বেড়ার ৬ কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৪২

ঐদিকে শ্যামপ্রিয়ার নজর করি চায় ।

কেবা আসে কেবা যায় কে শুনে খাড়ায় ॥ ৪৪

রঙ্গমালার দিকে প্রিয়ার নজর পড়িল ।

হেরিতে হেরিতে প্রিয়ার আঁখি উলটিল ॥ ৪৬

চারি চক্ষের দুইজনে যখন দেখা হইল ।

ভাবে মগন হইয়া প্রিয়া ঢুলিয়া পড়িল ॥ ৪৮

এই কাণ্ড রঙ্গমালায় যখনে দেখিল ।

মনে মনে রঙ্গমালায় ভাবিতে লাগিল ॥ ৫০

রঙ্গমালায় বলে আমি বুঝিবে ভাবিয়া ।

আমার রূপ দেখি পৈড়ছেরে ৭ ঢুলিয়া ॥ ৫২

১ মাসমিত্রা = মাসীমা ।

২ ছরদ্রা = পছন্দ, ইচ্ছা ।

৩ লাই = নাগিয়া ।

৪ হৈছ তলক = জন্মাবধি, হইয়াছ পর্য্যন্ত; তুমি জন্মাবধি জোড় মন্দির ঘরের মধ্যে থাকিয়া আজ বিরূপে বাহির দরজার বাইতে চাহিতেছ ?

৫ অনুগতে = অনুগত হইয়া, সংগীতে যুগ্ম হইয়া ।

৬ তেড়ী বেড়া = ত্রিকোণ বেড়া ।

৭ পৈড়ছেরে = পড়িয়াছে

এমন দয়ালী নৈমিত্তিক যাইবগৈ মরিয়া ।
 কতকাল রাখিব ধর্ম্মে নরকে ঢালিয়া ॥ ৫৪
 ধীরে হাটে অনুগতে কৈছে আগমন ।
 শ্যামপ্রিয়ার কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৫৬
 তৈল পানি দিয়া প্রিয়ার সান্ত্বনা করিল ।
 শাড়ীর অঞ্চল দিয়া বাতাস করিল ॥ ৫৮
 কিছুকাল বাদে প্রিয়া সান্ত্বনা হইল ।
 রাধে কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া উঠিল ॥ ৬০
 শাস্ত হইয়া শ্যামপ্রিয়া চক্ষু মিলি চায় ।
 সোনার পুতুল যেন সামনে দেখা যায় ॥ ৬২
 তুমি নাকি রঙ্গমালা বুঝাই কহ আমারে ।
 তোমার রূপ দেখিয়া আমার পরাণ বিদরে ॥ ৬৪
 এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
 শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬৬
 শুন শুন শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাই ।
 আমার মত কান্ধালিনী পৃথিবীতে নাই ॥ ৬৮
 কিসের কান্ধাল তুমি কহ না আমারে ।
 তোমার রূপের তুলনা আমি না দেখি সংসারে ॥ ৭০
 শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাই ।
 এমন সুন্দর রঙ্গ কেমন গো জামাই ॥ ৭২
 এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
 শ্যাম প্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭৪
 শুন চাই গো শ্যামপ্রিয়া গো উদ্ধব কালিয়া ।
 নিবেছিল চিত্তের আগুন দিলি গো জালিয়া ॥ ৭৬

১ উদ্ধব কালিয়া=উদ্ধবকে পাইয়া যেরূপ পোপীদের পূর্ব কথা সমস্ত মনে
 হইয়াছিল ।

ধনের লোভেতে বাপে বিচার না করিয়া ।

রামগৈত্যা গুঁজীর কাছে আমারে দিছে বিয়া ॥ ৭৮

আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া চক্ষু দুটি খাইল ।

বাড়ীর কাছে রসিক থুই ¹ গুঁজীর তুন বিয়া দিল । ৮০

বাপের বাড়ী থাকি আমি চিন্ছি আপন পর ।

এক দিনও না কৈরল্যাম রামগৈত্যা গুঁজার ঘর ॥ ৮২

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল ।

বাঁশ মুড়ীর ² ইলুবিস ³ যেন ফডকিয়া⁴ উঠিল ॥ ৮

কার বাড়ীত যাইব আমি কার বাড়ীত রইব ।

রঙ্গমালার সুন্দরীর কথা চৌধুরী বাড়ীত কইব ॥ ৮৬

চৌধুরী আছে রাজচন্দ্র রসিয়া নাগর ।

জল টাঙ্গনের ঘরে শোবে দোসরা নাগর ॥ ৮৮

চৌধুরী সঙ্গে রঙ্গের সঙ্গে প্রেম লাগাই দিব ।

অনেক কড়ি দিব টেকা জনম ভরি খাইব ॥ ৯০

এই কথা শ্যামপ্রিয়া মনেতে ভাবিয়া ।

সেখান তুন শ্যামপ্রিয়া গেল গৈ চলিয়া ॥ ৯২

(২)

ধূয়া—ঠম্কে ঠম্কে চলে শ্যাম প্রিয়া নৈষটবী ।

বালমল করে রূপ আহা মরি মরি ;

চৌধুরী বাড়ীর দরজায় যাইয়া দরশন দিল ।

মনে মনে শ্যামপ্রিয়ায় ভাবিতে লাগিল ॥ ২

পদ নাই পরিচয় নাই কইব কার ঠাঁই ।

কেমনে কথা কইবরে রাজচন্দ্রের কাছে যাই ॥ ৪

¹ থুই = ফেলিয়া ।

² বাঁশ মুড়ী = বাঁশ ঝোপ ।

³ ইলুবিস = সজার জাতীয় জন্তু-বিশেষ । ইহার বাঁশ ঝোপে থাকে । বাঁশ
ঝোপে সামান্য ধাক্কা দিলেই ইহার লাফাইয়া উঠে ।

⁴ ফডকিয়া = লাফাইয়া ।

আল্গে থাকি শ্যাম প্রিয়ায় নজর করি চায় ।
 চাচা ভাতিজা তিন জনের দরবারে দেখা যায় ॥ ৬
 আরক * জন বুঝায় কাগজ কাগজ দেখিয়া ।
 রাজচন্দ্র বসি রৈছে তক্যা ২ টেলান দিয়া ॥ ৮
 মনে মনে শ্যামপ্রিয়ায় বুদ্ধি যে করিল ।
 জুস্মুলের তুন খুঞ্জনিগা * টান দিয়া লইল ॥ ১০

ধূয়া—বাঁকা নয়নে ঠারিয়া নিলি প্রাণ ।

কর্মালিনি মধুকর দান ॥

বাজায় অরে শ্যামপ্রিয়া চৌধুরী দিকে চায় ।

এই দিগে রাজচন্দ্র নজর করি চায় ॥ ১২

শ্যামপ্রিয়া আর চৌধুরী চক্ষে যখন এক হইল ।

শ্যামপ্রিয়া বৈফটবী তখন চক্ষে ঠার দিল ॥ ১৪

আল্গে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায় ।

শ্যামপ্রিয়া ঠারণ লৈচে * এমন দেখা যায় ॥ ১৬

শুনেন্ শুনেন্ খুড়া ঠাকুর কই আমনের ঠাই ।

আমার ছদ্দি হইছে প্রাণের খুড়া শৈলে * আরাম নাই ॥ ১৮

এই কথা রাজেন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।

দরবার ক্ষেমা দিয়া * আস্তুর বাড়ীত * রাজচন্দ্রে পাঠাই দিল ॥ ২০

ধীরে হাটে অনুগতে কৈছে আগমন ।

আস্তুর বাড়ীত যাই চৌধুরী দিল দরশন ॥ ২২

* আরক = আর এক ।

২ তক্যা = তাকিয়া ।

* খুঞ্জনিগা = খুঞ্জনিটা ।

* শ্যামপ্রিয়া ঠারণ লৈচে = শ্যামপ্রিয়া

চক্ষের ঠার দিতেছে এমন মনে হইল ।

* শৈলে = শরীরে ।

* ক্ষেমা দিয়া = পরিত্যাগ করিয়া ।

* আস্তুর বাড়ী = অন্তর বাড়ী ।

সোনালী ধুতির কোঁচা তেপেচী ^১ পিঙ্কিল ^২ ।

গোলাপী চাদর কান্ধের মধ্যে তুলি দিল ॥ ২৪

জরির জুতা পায় দিয়া ।

শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল হাঁটিয়া ॥ ২৬

শুন চাই গো শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাই ।

ঠার মারিয়া ভৈন দিদি * গো আইলা কিসের লাই ॥ ২৮

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল ।

মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩০

শুনেন্ শুনেন্ মহারাজ কই আপনার ঠাই ।

অপূর্ব এক তামসা দেইখ্ লাম নর বাড়ীতে যাই ॥ ৩২

এই কথা রাজচন্দ্র চৌধুরী যখনে শুনিল ।

শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৪

শুন শুন শ্যামপ্রিয়া গো কই তোমার ঠাই ।

কিবা তামসা দেখছ তুমি কহ না বুঝাই ॥ ৩৬

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনি শুনিল ।

রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৮

শুনুন্ শুনুন্ নাতিঠাকুর কই আমনার ঠাই ।

পীরিতের দরখাস্তের টেকা দেও মোরে ফেলাই ॥ ৪০

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।

এড়াই বেড়াই শ্যামপ্রিয়ারে ঠাস্তাইয়া ধরিল ॥ ৪২

যদি রাজচন্দ্র চৌধুরী প্রেনের কথা পায় ।

আন্ধাইরগা রাত্র হইলে টাঙ্গন * দৌড়াই যায় ॥ ৪৪

^১ তেপেচী = তিন ভাজে ।

^২ পিঙ্কিল = পরিল ।

* ভৈন দিদি = বহিন দিদি, ভগিনী সস্বাধন ।

* টাঙ্গন = ঘোড়া ।

বেড়াইয়া শ্যামপ্রিয়ারে যখন ধরিল ।

রঙ্গমালার কথা প্রিয়ায় কহিতে লাগিল ॥ ৪৬

আপ্তারামের ঘরে মাইয়া গোলাপের ভগিনী ।

ইছিবাছি রাইখ্ছে নাম রঙ্গমালা রাণী ॥ ৪৮

হাইসে করাইছে বিয়া ফুলেশ্বরী রাই ।

রঙ্গমালাগার ঠেঙ্গের জ্ঞান আট কপালে নাই ॥ ৫০

শুন শুন শ্যামপ্রিয়া গো কই তোমার ঠাঁই ।

নর বাড়ীর পদ্ম গাছ মোরে দেখাই দেও চাই ॥ ৫২

এই কথায় শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল ।

রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৪

এমন কথা কইতাম যদি কোন হাইল্যা চাষার কাছে ।

বক্‌ষিস্‌ বুলি দুই চাইর টেকা ফেলাই দিত পাছে ॥ ৫৬

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।

শ্যামপ্রিয়ার কাছে চৌধুরী বড় সরম পাইল ॥ ৫৮

কি দিব কি দিব বলি ভাবিতে লাগিল ।

জেবে হাত দিয়া একগা টাকা প্রিয়ার হাতে দিল ॥ ৬০

ইহা দেখি শ্যামপ্রিয়া রাগান্বিত হইল ।

হাতের টেকা শ্যামপ্রিয়া ফেলাইয়া দিল ॥ ৬২

আমি হেন জাত বৈরাগী তোমার আগ্‌দরজায় ঘর ।

লক্ষ টেকা আছে আমার জুন্‌মূলের ভিতর ॥ ৬৪

বৈষ্ণবীর কাছে চৌধুরী বড় সরম পাইল ।

মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬৬

শুন চাইগো ভাইন দিদি গো শুন মন দিয়া তুমি ।

এক মুল্লুক তোমার নামে লেখি দিমু আমি ॥ ৬৮

টেকার কিবা রাট্ ¹ আমার যায়গার কিবা রাট্ ।
 দিনে দিনে করি দিমু তোমার নামে রাজগঞ্জের হাট ॥ ৭০
 এই কথা বৈষ্ণবীয়ে যখনে শুনিল ।
 রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭২

বাঁকৌর নামে ফাঁকি দাদা সর্বলোকে জানে ।
 সারিলে আপন কার্য্য ফিরি নাহি মোনে ² ॥ ৭৩
 এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।
 পকেটের তুন চিনের কাগজ ³ টান দিয়া লইল ॥ ৭৬
 আপনার হস্তে কাগজ লিখিতে লাগিল ।
 যাইট ঘর বৈরাগীর যায়গার মালিক লেখিয়া সে দিল ॥ ৭৮
 বৈষ্ণবীর হস্তে যখন কাগজ সে দিল ।
 ইহা দেখি বৈষ্ণবী বড় খুসী হইল ॥ ৮০

শুন শুন নাতিঠাকুর কই তোমার ঠাই ।
 চাইর দণ্ড বেলা থাইক্তে আসিত্ত ভাই ॥ ৮২
 এই কথা রাজচন্দ্র ফিরি যখনে শুনিল ।
 কত দূরা যাইয়া চৌধুরী ভাবিতে লাগিল ॥ ৮৪
 রাজচন্দ্র বোলে আমি কি কাজ করিলাম ।
 ভেদের ⁴ কোন কথা বৈষ্ণবীর তুন না জিজ্ঞাস করিলাম ॥ ৮৬
 কতদূরা যাইয়া চৌধুরী দৌড়িতে লাগিল ।
 শ্যামপ্রিয়া রে বলি চৌধুরী রগধি ⁵ চলিল ॥ ৮৮

পিছু মুখি শ্যামপ্রিয়ায় নজর করি চায় ।
 রাজচন্দ্রে দৌড়ান লাইগ্ছে এমন দেখা যায় ॥ ৯০

¹ রাট্ = অভাব ।

² মোনে = মনে ।

³ চিনের কাগজ = (Writing pad) কাগজ-বিশেষ ।

⁴ ভেদের = মন্ত-তর্ক, ঠাংহাওয়ার। স্বামিন্দ্রীর প্রণয়-ভঙ্গ ও বশীকরণ প্রভৃতি

সাধিত হয় ।

⁵ রগধি = রুখিয়া, জোরে জোরে ।

শুন শুন নাতিঠাকুর কই তোমার ঠাই ।

তুষ্টি মুষ্টি ¹ কথার মধ্যে দৌড়াও কিসের লাই ॥ ৯২

শুন চাই গো ভইন দিদি গো দৌড়াই আইছি আমি ।

জ্জৈয়ান টেয়ান তন্ত্র মন্ত্র জাননি গো তুমি ॥ ৯৪

এই কথা শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল ।

হেকর করি শ্যামপ্রিয়ায় হাসিয়া উঠিল ॥ ৯৬

যেই দিন লাগাত শিখছি আমি টিপরার জ্জৈয়ান ² ।

সাতবার হইয়াছি বুড়া সাতবার যোয়ান ॥ ৯৮

হুঙ্কারে আসমানের তারা পারি নামাইবারে ।

পাতালের বালু আনি পারি ³ গণিবারে ॥ ১০০

যদি আমি বুড়া মুখে পারি দিব পান ।

ভাটা গাঙ্গ ⁴ জোয়ারের জল সে ধরে উজান ॥ ১০২

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।

শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১০৪

শুন চাইগো ভইন দিদি গো কই তোমার ঠাই ।

পান পড়া জ্জৈয়ানে মোরে পৈস্তাল ⁵ দেও চাই ॥ ১০৬

এই কথা শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল ।

মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১০৮

কি দি, ⁶ পৈস্তাল দিমু এখন পৈস্তালের জিনিষ নাই ।

এক মূলের পান সুপারী আনি দেও চাই ॥ ১১০

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।

বৈকালে আনিব বুলি আস্তুর বাড়ীত গেল ॥ ১১২

¹ তুষ্টি মুষ্টি=সামান্ন ।

² টিপরার জ্জৈয়ান=বিশেষ বাহুশব্দ ।

(ত্রিপুর জাতির মধ্যে প্রচলিত একরূপ জাহ ।)

³ পারি=পড়িয়া, মন্ত্র পড়িয়া । যদি

আমি বুকের মুখে মন্ত্র পড়িয়া পান দিই..... ।

⁴ গাঙ্গ=নদী ।

⁵ পৈস্তাল=ফল ।

⁶ কি দি=কি দিয়া ।

ছেয়ান সন্ধ্যা করি খানা যে খাইল ।
 খানা খাই মহারাজ শয়ান করিল ॥ ১১৪
 চাইর দণ্ড বেলা থাইক্তে উঠিয়া বসিল ।
 রাম ভাঁড়ালী * রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ॥ ১১৬
 শুন শুন রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাই ।
 জলতি করি ধল্যা টাঙ্গন ² সাজাই আনা চাই ॥ ১১৮
 এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 ধল্যা টাঙ্গন রামায় সাজাইয়া আনিল ॥ ১২০
 রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন ।
 তা দেখি মহারাজের খুসী হইল মন ॥ ১২২

(.)

ধূয়া—রাধের মন গৈরবিণী * মনত ভালা নারে ।

সাজিপাড়ি মহারাজ টাঙ্গনে চড়িল ।
 কালা বারইর বাড়ী বুলি টাঙ্গন ছাড়ি দিল ॥ ২
 হেইখানে * যাই মহারাজে ঘোড়ারে দিল বাড়ি ।
 চলিলরে দেবের ঘোড়া মহা দর্প ছাড়ি ॥ ৪
 হেইখান তুন * মহারাজ টাঙ্গন ছাড়ি দিল ।
 কালা বারইর বাড়ীত যাই দরশন দিল ॥ ৬
 আম গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল ।
 কালা বারই কালা বারই বোলাইতে লাগিল ॥ ৮

এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল ।
 তিন ডাকের ওক্তে * কালায় স্বর কানে শুনিল ১০

* ভাঁড়ালী = ভাঁড়ারী, ভাণ্ডারী ।

* গৈরবিণী = গরবিণী ।

* তুন = হইতে ।

² ধল্যা টাঙ্গন = সাদা ঘোড়া ।

* হেইখান = সেইখান ।

* ওক্তে = বেলায় ।

ডাক শুনি কালা বারই বাইরে আসিল ।

বাইশ মুল্লকের হাকিম দেখি কাঁপিতে লাগিল ॥ ১২

হাজার টেকা দিয়া কত্তার না পাইল দরশন ।

আম্‌নে আম্‌নে ¹ আইলেন কত্তা কিসের কারণ ॥ ১৪

এই কথা কালা বারই যখনে কহিল ।

কালার আগে মহারাজ কহিতে লাগিল ॥ ১৬

শুন শুন কালা বারই কই তোমার ঠাই ।

তোমার কাছে আইছি আমি এক বিড়া পানের লাই ॥ ১৮

এই কথা কালা বারই যখনে শুনিল ।

মহারাজের কথা কালায় বিশ্বাস না করিল ॥ ২০

বাড়ীত থাকি মহারাজ দিতেন হুকুম করিয়া ।

বাড়ীতে দুই তিন গাড়ী পান আমি দিতাম পাঠাইয়া ॥ ২২

সে পানে নয় কালা বারই কই তোমার ঠাই ।

এক মূল এক বিড়া পান নিজে কিনন চাই ॥ ২৪

এই কথা কালা বারই যখনে শুনিল ।

তখন কালা বারই বিশ্বাস করিল ॥ ২৬

বসিবারে ভাল স্থান করিয়া সে দিল ।

আপনা বাড়ীত যাই দরশন দিল ॥ ২৮

শুন শুন বারুণী ² কই তোমার ঠাই ।

ভালা ভালা বাছি বাছি এক বিড়া পান জল্‌তি আনা চাই ॥ ৩০

এই কথা রাম তারায় যখনে শুনিল ।

ভারল ³ বরে ⁴ বারুণী যাই উপস্থিত হইল ॥ ৩২

বাছি বাছি এক বিড়া পান তুলিয়া আনিল ।

কালা বারইর হস্তে আনি সেই পান দিল ॥ ৩৪

¹ আম্‌নে আম্‌নে = অমনি অমনি ; শুধু শুধু ।

² ভারল = ঘন ।

³ বারুণী = বারুইএর জ্ঞা ।

⁴ বরে = বরজে ।

পান লই কালা বারই কৈছে আগমন ।

মহারাজের কাছে আসি দিল দরশন ॥ ৩৬

পান দেখি মহারাজ বড় খুসী হইল ।

দামের কথা কালা বারইরে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩৮

কালায় বোলে মহারাজ আমি কৈতাম নয় ।

যাহা দেন আপনার মুনাছিব ১ হয় ॥ ৪০

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল ।

কি দিব কি দিব বুলি ছুচুমুচু ২ লইল ॥ ৪১

শ্যামপ্রিয়ার হাতে একবার এউগা ৩ টাকা দিয়া ।

কত সরম দিল মোরে বৈষ্ণবী শ্যামপ্রিয়া ॥ ৪৪

ইহা বুলি মহারাজ ভাবিতে লাগিল ।

জেবে ৪ হাতদি কালরে হাতদি পাঁচগা টাকা দিল । ৪৬

টাকা পাই কালা বারই বড় খুসী হইল ।

হাত জোড় করি কালায় নমস্কার দিল ॥ ৪৮

(৪)

রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী ছকুম করি দিল ।

টাজন সাজাইয়া রাজার সাক্ষাতে আনিল ॥ ২

টাজনের পরে চড়ি মহারাজ মারে কোড়ীর বাড়ি ।

চলিল দেবের ঘোড়া মহাদর্প ছাড়ি ॥ ৪

কত দূরা আসি মহারাজ দরশন দিল ।

রামায় বোলে মহারাজ আমার পেড কামড়াইল ॥ ৬

এইকথা বলিয়া রামায় পাইখানাতে গেল ।

বাড়ীর পূর্ব দিয়া কালার বাড়ীতে গেল ॥ ৮

১ মুনাছিব = খুশী ।

২ এউগা = এক ।

৩ ছুচুমুচু = ইতস্ততঃ ।

৪ জেবে = পকেটে ।

আলুগে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।

কালার বারই বাজায় টেকা এমন দেখা যায় ॥ ১০

রামায় বোলে কালার বারই কই তোমার ঠাই ।

শীঘ্র করি টাকা ফিরাই দে কহিয়া বুঝাই ॥ ১২

কালার বোলে রাম ভাঁড়ালী তুমি বল কি ।

মহারাজে দিছে টাকা আমি খুঁজি লইয়াছিনি ॥ ১৪

রামায় বোলে কালার বারই কই তোমার ঠাই ।

জল্‌তি টেকা দেও তুমি আমি চলি যাই ॥ ১৬

আজগা দিছে টেকা পঞ্চরত্ন ১ দিয়া ।

কাইল নিব টেকা তিন হলদ ২ দিয়া ॥ ১৮

আমারে মহারাজ দিব হুকুম করিয়া ।

তোরে বাড়ীত আইব আ ম টেকার লাগিয়া ॥ ২০

শালের পালার ৩ লগে ৪ তোরে কসিয়া বান্ধিব ।

পায়ের জুতা খুলি খুব তোরে লাগাইব ॥ ২২

এই কথা কালার বারই যখনে শুনিব ।

দিতাম নয় বোলিয়া টেকা কোমরে বান্ধিব ॥ ২৪

আলুগে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।

কোমরে খঁচছে টেকা এমন দেখা যায় ॥ ২৬

ধূয়া—মারেরে অরে আঁখি পোসাও রঙ্গলাল বেরি বেরি ।

লাপ্‌দি ৫ পড়ি কালার বারইর চুল চাবি ৬ ধরিল ।

গুডুম গুডুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল ॥ ২৮

১ পঞ্চরত্ন = পাঁচটি রত্ন ।

২ হলদ = কমুইএর আঁধাত ।

৩ পালার = খুটি ।

৪ লগে = শীর্ষদেশে ।

৫ লাপ্‌দি = লাফদিয়া ।

৬ চাবি = চাপিয়া ।

আশ কিল পাশ কিল, কিল অজাগর ।

চৌদ্দ বুড়ি মাইল্য কিল মেডীর ১ উপর ॥ ৩০

এমন কিল কিলাইল তারে তার কমু কি ।

গুল পিডনী ২ পিডন দিল ভাদির ৩ গৈচা ৪ দি ॥ ৩২

কিল খাইয়া কালা বারই না কাড়িল রাও ।

ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরে রাম ভাঁড়ালীর পাও ॥ ৩৪

আলগে থাকি বারুইনৌ নজর করি চায় ।

বারইয়ারে কিলান লাইগ্ছে এমন দেখা যায় ॥ ৩৬

লাঠি হস্তে কৈরে বারনী সেখানে আসিল ।

রামার সাক্ষাতে লাঠি যখন উঠাইল ॥ ৩৮

লাফদি পড়ি বারনীর চুল চাবি ৫ ধরিল ।

চাইর কিল মারিয়া তাইরে হোতাইয়া ৬ ফেলাইল ॥ ৪০

ইহা দেখি কালা বারই দিসা নাইরে পায় ।

কমরের তুন টাকা খুলি রামার হাতে দেয় ॥ ৪২

টাকা লইয়া রাম ভাঁড়ালী কৈছে আগমন ।

মহারাজের কাছে যাই দিল কি দরশন ॥ ৪৪

মহারাজ বোলে রাম কই তোমার ঠাই ।

এতক্ষণ কোন খানে গেছ কহনা বুঝাই ॥ ৪৬

রামায় বোলে মহারাজ পেটের কামড় হইল ।

পায়খানা করিতে আমার এত দেবী হইল ॥ ৪৮

(৫)

এই কথা শুনি মহারাজ টাঙ্গন দিল ছাড়ি ।

চলিয়া আসিল আপনার বাড়ী ॥ ২

১ মেডী=দাঁতের মাড়ি ।

পিটুনী বা ভীষণ পিটুনী ।

২ গৈচা=ডাল ।

৩ চাবি=চাপিয়া ।

৪ গুল পিডনী=ভীষণ মার ; গোয়াল-

৫ ভাদি=গাছ-বিশেষ ।

৬ হোতাইয়া=শোয়াইয়া ।

আগ দরজার পরে বাই দরশন দিল ।
 শ্যামপ্রিয়া শ্যামপ্রিয়া বোলি ডাকিতে লাগিল ।
 সামনে আসি শ্যামপ্রিয়া হাজির হইল ॥ ৫

শুন শুন ভৈন দিদি গো কই তোমার ঠাই ।
 পান পড়া কেয়ানি মোরে পৈস্তাল * দেও চাই ॥ ৭
 দেও দেও বোলি পান হস্ত বাড়াই লইল ।
 জমিনে † ফেলাইয়া পান পড়িতে লাগিল ॥ ৯
 এক ফুঁক দুই ফুঁক তিন ফুঁক দিল ।
 একটুও নড় চড় পান নাহিক করিল ॥ ১১
 রাজচন্দ্রে বোলে ভৈন দিদি তুমি জান না ।
 একান ‡ কখা কমু আমি বেজার হউও না ॥ ১৩
 যোয়ান মাগী কোরধ § মুখী আঁখি দুইটা লাল ।
 যোয়ান কালে দাঁত পড়িলে টবা ধরে গাল ॥ ১৫
 রূপ গেছে রঙ্গ গেছে গেছে মুখের হাসি ।
 পুরাণ কালে বন্দুরে দেইখ্লে বোলে তুমি আমার মাসী ॥ ১৭
 এই কথা শুনি শ্যামপ্রিয়া বড় সরম পাইল ।
 ঘুরাইয়া পান পড়িতে লাগিল ॥ ১৯

শুন শুন নাতি ঠাকুর কই তোমার ঠাই ।
 এই পান পড়িতে আমার সাধ্য নাই ॥ ২১
 রাজচন্দ্রে বোলে শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাই ।
 তোমার হস্তে লও পান আমি পড়ি চাই ॥ ২৩
 জয় কালীর নাম লইয়া পান পড়ন লইল ।
 থর থর করিয়া হস্ত কাঁপিতে লাগিল ॥ ২৫

* পৈস্তাল=ফল ।

† জমিন=মাটিতে ।

‡ একান=একখান ।

§ কোরধ=ক্রোধ, ক্রুদ্ধ ।

শুন শুন নাতি ঠাকুর কই তোমার ঠাই ।

তোমর পড়া পান রাইখতাম আমার বাপের সাধ্য নাই ॥ ২৭

হাত কাঁপিয়া পড়া পান জমিনে পড়িল ।

জমিনের তুন লই পান জম্বুলে ভরিল ॥ ২৯

পান লইয়া শ্যামপ্রিয়ায় ঘরতে রাখিল ।

ছেয়ান সন্ধ্যা করি প্রিয়ায় খানা বে খাইল ॥ ৩১

রাত্রি পোসা ১ রাত্রি পোসা ঘন ডাক দিল ।

হেন কালে কাইলানি রাত্র প্রভাত হইল ॥ ৩৩

সকালে উঠিয়া প্রিয়ায় সন্ধ্যা করিয়া ।

খানা খাইল খুব আচ্ছদা ২ করিয়া ॥ ৩৫

খানা খাই শ্যামপ্রিয়ায় তৈয়ার হইল ।

নরবাড়ীত যাইব বুলি যাত্রা করিল ॥ ৩৭

এখান তুন শ্যামপ্রিয়ায় কৈছে আগমন ।

আইডা ৩ বাড়ীর কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৩৯

সেইখান তুন শ্যামপ্রিয়ায় কৈছে আগমন ।

নরবাড়ীতে যাই প্রিয়ায় দিল দরশন ॥ ৪১

(৬)

ঘাণ্ডার ৪ আগে যাই প্রিয়ায় ধরিল ঝিকির ।

রঙ্গের মায় বোলে আইল ঈশ্বরের ফকির ॥ ২

শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

ভিক্ষা দিয়া বৈষ্ণবীয়ে বিদায় করা চাই ॥ ৪

এই কথা দুর্গা দাসী যখনে শুনিল ।

ভিক্ষা লইয়া দাসী আগ দরজায় গেল ॥ ৬

১ রাত্রি পোসা = রাত্রি পোহান । ২ আচ্ছদা = আশ্বাদ ।

৩ আইডা = উপাধি-বিশেষ ।

৪ ঘাণ্ডা = বাটা, বহির্বাটা ।

এইখান থাকি মনিস্ত্র বাবু নজর করি চায় ।

কাইলগার ' বৈফটবী দেখি বোলে হায়রে হায় ॥ ৮

একই দৌড়ে দুৰ্গা দাসী রঞ্জের কাছে গেল ।

কাইলগার বৈফটবী ফিরি আইজ কেন আইল ॥ ১০

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।

অগ্নির হলুকা যেন গর্জিয়া উঠিল ॥ ১২

কাইলগার দিছ ভিক্ষা অনেক করিয়া ।

সেই লোভে বৈরাগীর জাত আইছে গো ফিরিয়া ॥ ১৪

আম্না ইচ্ছায় বৈফটবী না যায় চলিয়া ।

বৈইজ্জত কর তাইরে দাসী লাগাই দিয়া ॥ ১৬

একেত নরের দাসী দোস্রা হুকুম পাইল ।

ঘির ঘির করিয়া বৈফটবীকে চোঁ-ঘিরা করিল ॥ ১৮

চাইর দিগে দাসীগণ কলাইতে লাগিল ।

মধ্যে পড়ি শ্যামপ্রিয়া কান্দিতে লাগিল ॥ ২০

মনে মনে শ্যামপ্রিয়া বুদ্ধি যে করিল ।

বুদ্ধি করি শ্যামপ্রিয়ায় কহিতে লাগিল ॥ ২২

শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

বিনা দোষে গরীবেরে মার কিসের লাই ॥ ২৪

ভিক্ষার জন্ম আসি নাই আমি কৈ যে তোমারে ।

ভিক্ষা চাইনা ভিক্ষা চাইনা দিওনা আমারে ॥ ২৬

গান

ছোটুকালে বৈনধন আমার গেছে গৈ মরিয়া ।

ভৈনের শোকে ফিরি আমি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

দুই ভৈন আছিলাম মোরা জোড়ের কবুতর ।

জোড় ভাঙ্গিয়া বিধাতায় কৈরল্য একেশ্বর ॥

যথায় তথায় ফিরি আমি না লাগে আদর ।
 কিঞ্চিৎমাত্র লাইগছে মনে রঙ্গমালা সুন্দর ॥ ২৮
 শুন শুন অগো দাসী কৈ তোমার ঠাঁই ।
 ভৈনের লক্ষণ লাগে তাইরে ভৈন বোলাইতাম চাই ॥ ৩০

এই কথা নরের দাসী যখনে শুনিল ।
 রঙ্গের কাছে যাই সম্বাদ জানাইল ॥ ৩২
 ভিক্ষার জন্ম আসে নাই সে কহিল কান্দিয়া ।
 ভৈনের কথা উঠ্ছে মনে তোমারে দেখিয়া ॥ ৩৪
 যথায় তথায় ফিরে বৈষ্ণব নাই লাগে ভাল ।
 ভৈনের মতন লাগে কিঞ্চিৎ তুমি রঙ্গমালা ॥ ৩৬

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
 আন আন বুলি তখন হুকুম করিয়া দিল ॥ ৩৮
 দাসী যাই বৈষ্ণবীয়ে আনতরে আনিল ।
 বসিবার তরে একখান জল চকি ১ দিল ॥ ৪০
 কৃষ্ণ নাম করিয়া বৈষ্ণবী যখনে বসিল ।
 মট্ মড়াইয়া চকির পায়য়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ ৪২
 মট্ মড়াইয়া চকির পায়য়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ।
 খট্ খড়াইয়া দাসীগণ হাসিয়া উঠিল ॥ ৪৪

ভরণ ২ সভার মধ্যে প্রিয়া বড় সরম পাইল ।
 হাত চাপি ধরিয়া রঙ্গ পালঙ্কে বসাইল ॥ ৪৬
 দাসীগণের তরে রঙ্গ হুকুম করি দিল ।
 বৈষ্ণবীয়ে পান তামুক আনিয়া সে দিল ॥ ৪৮
 পান খায় শ্যামপ্রিয়ায় বুদ্ধি করে মনে ।
 প্রেমের কথা রঙ্গের মনে করিব কেমনে ॥ ৫০

গোপ্ত কথা রঙ্গের মনে কেমনে কহিব ।

রাজচন্দ্রের পড়া পান কেমনে খাবাইব ॥ ৫২

[শ্যামপ্রিয়া রঙ্গমালারে কইল তৌয়ারে ¹ অঁই ² ভৈন বোলাইলাম । তোমার পান তামুক খাইলাম । আঁর ³ সঙ্গত কিছু নাই তৌয়ারে খাবাইতাম । যদি তুঁই রাগ না হও তবে আঁই তৌয়ারে একটা কথা কৈতাম পারি । নিজ খাওনের জন্ম বাড়ীর তুন কিছু পান আইনছি যদি তুঁই খাও তবে দিতে পারি । আজ হইতে তোমার মনে আঁর ধর্মস্তু ভৈন ⁴ বুলি পরিচয় হইল ।]

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।

দেও দেও বুলি পান হস্ত বাড়াইল ॥ ৫৪

শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী পান রঙ্গের হস্তে দিল ।

রাজচন্দ্রের পড়া পান হেকমতে ⁵ চালাইল ॥ ৫৬

হাতের মধ্যে লইয়া পান মুখের মধ্যে দিল ।

আড়া ⁶ চাবান ⁷ করি পান ঢোকতল ⁸ করিল ।

নয়গুণ পীরিতের আগুন জুলিয়া উঠিল ॥ ৫৯

রঙ্গমালা বলে দিদি কৈ তোমার ঠাঁই ।

আমার কাছে আসি ঘনাই বসি কথা শুন চাই ॥ ৬১

শুন শুন ভৈন দিদি কৈ তোমার তরে ।

তোমার পান খাইলাম পরে আমার প্রাণ কেমন করে ॥ ৬৩

বিষ বিষ লাগে মোর আঁফ অলঙ্কার ।

বিষ বিষ লাগে মোর গজমতী হার ॥ ৬৫

শুন শুন শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই ।

কি পান খাবাইয়া মোরে সত্য বলা চাই ॥ ৬৭

¹ তৌয়ারে = তোমারে । ² অঁই = আমি । ³ আঁর = আমার ।

⁴ ধর্মস্তু ভৈন = ধর্ম-ভগিনী ।

⁵ হেকমতে = কৌশলে ।

⁶ আড়া = আলোড়ন ।

⁷ চাবান = চর্ষণ ।

⁸ ঢোকতল = ঢোক গিলিল ।

ভৈন বোলাইলা পান খাবাইলা বাইরবে মনের সুখ ।

কি পান খাবাইলা মোরে লাগে বিষম দুঃখ ॥ ৬৯

শুন শুন ভৈন দিদি কই তোমার ঠাই ।

আমার মনে চৌধুরী চৌধুরী করে কিসের লাই ॥ ৭১

ধূয়া—বিষের কুমীরে খাইল ধরি ।

সখীরে পীরিতি সাগরে ডুবে মরি ॥

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল ।

রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭৩

গরীব দেখিয়া কেন ঠাট্টা কর মোরে ।

ভৈনের সনে ঠাট্টা করা কে শিখাইল তোরে ॥ ৭৫

চৌধুরী চৌধুরী কর তুমি আমি নাহি চিনি ।

চিনিলে এখন তারে দিতাম আমি ॥ ৭৭

অনাহুত ১ কথা কেন কও গো ভগিনী ।

চৌধুরী কেবা বাড়ী কোথায় আমি নাহি চিনি ॥ ৭৯

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।

শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮১

শুন চাইগো ভৈন দিদিগো কই তোমার তরে ।

পানের লাইয়ে ২ ধৈরছে আমার কেমন থাকি ঘরে ॥ ৮৩

গান

অনঙ্গ অনলে মোর প্রাণ জ্বলে যায় ।

প্রেম জ্বরে কলেবর কাঁপিতেছে থর থর ।

উথলিছে কামসিন্ধু বন্ধু বিনা করিবেন শাস্ত কেবা যাইব

কোথায় ॥

[অগো ভৈন দিদি তুমি অনাহুত কথা আরে কও কেন আর পানের
দোষ নাই । পান খাবাইলাম, ভৈন বোলাইলাম মনে ঠাইগ্জে সুখ ।

অনাহত কথা কই অঁর মনে দুঃখ দেও কেন ? আচ্ছা ভৈন দিদি, তুমি
কি তোলা জলে ছেন কর না পুকুরের জলে ছেন কর ? তবে একটা কথা
আছে আমি কমু। রঙ্গমালায় কয় আমি তোলা জলে ছেন করি। তবে
ভৈন দিদি অনাহত আমারে দোষ দেও কেন। আমি ভিক্ষুক মানুষ—ভিক্ষা
কৈরতে চাই। গিরস্ববাড়ী গেলে পান তামুক পাই। তারাত অঁরে ভাল
ভাল সুপারি ভাল পান দেয়না। কড়া সুপারি হোড়া^১ পান দেয়।
একটু কথা আমি তোমারে বুঝাই সে সুপারি পানে একটু কিছু লাই
আছে। লাইআলা সুপারি যখন তোমার পেটে পড়িল। তোলা জলে
ছেন কর তাতে বায়ু উগ্র হইল। যদি অঁর কথা রাখ সাযুর দীঘির জলে
যাই ছেন করি আইয়^২।]

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।

মাসমিত্রা বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮৫

শুন শুন মাসমিত্রা কই তোমার ঠাঁই।

আমার মনে ছরদা^৩ হইল জল ছেয়ানে যাই ॥ ৮৭

এই কথা মাসমিত্রায় যখনে শুনিল।

মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮৯

হৈছ তলক রৈছ তুমি জোড় মন্দির ঘরে।

এখন কেনে যাইতে চাও জল ছেয়ানের তরে ॥ ৯১

[মাসমিত্রা আমি নিশ্চই যামু। আমি কেন কথা শুইনব না। আচ্ছা
যদি যাও তবে তোমার সঙ্গে কারে কারে নিবা। অঁর সঙ্গে দাসীরা যাইব
আর ভৈন ডাইকছি শ্রামপ্রিয়া বৈষ্ণবী^৪রে সে যাইব। আচ্ছা তা হইলে
তুমি যাইতে পাইরবা শীঘ্র আইব।]

পয়লা অন্নতার পন্নতার সোণামালা।

জয়তার কালীতার কলাবতী কাঞ্চনমালা ॥ ৯৩

^১ হোড়া=গুড়। ^২ সাযুর দীঘির জলে যাই ছেন করি আইয়=সাগর দীঘির
জলে গিয়া স্নান করিয়া আইস; সাযুর=সাগর। ^৩ ছরদা=শ্রদ্ধা, পছন্দ, ইচ্ছা।

মুগা দাসী বেততোলানী রাই ।

চল্নাগো সব সখীয়ে জল ছেয়ানে যাই ॥ ৯৫

ধূয়া—চল্ন নাগরী নিয়ে ঘাগরী যমুনায় বারি আইনতে যাব ।

এই কথা দাসীগণে যখনে শুনিল ।

গাইট গিল্লা ১ চুয়া চন্দন তৈয়ার করিল ॥ ৯৭

এই কথা দাসীগণে যখনে শুনিল ।

রঙ্গমালার সঙ্গে তখন সাজিয়া চলিল ॥ ৯৯

আগে আগে রঙ্গমালা জল ছেয়ানে যায় ।

পিছে পিছে শ্যামপ্রিয়ায় বাইচালি ২ খেলায় । ১০১

পিছু মুখী রঙ্গমালায় নজর করি চায় ।

শ্যামপ্রিয়াগা নাচন লাইগুছে এমন দেখা যায় ॥ ১০৩

শুন শুন ভৈন দিদিগো তোরে ভালবাসি ।

বেগার তালে ৩ নাছন লাইগুছে বেপার ৪ লাইগুছে কি ॥ ১০৫

শুন শুন রঙ্গমালা তুমি জান না ।

আমি বুড়াকালে পীরিত বাদে থাইকতাম পারি না ॥ ১০৭

এই কথা রঙ্গমালা যখনি শুনিল ।

অগ্নির ছলুকা যেন গর্জিয়া উঠিল ॥ ১০৯

শুন চাই ভৈন দিদি গো কই তোমার ঠাই ।

এমন অযোগ্য কথা কইলা কিসের লাই ॥ ১১১

দুর্গা দাসী দুর্গা দাসী বোলাইতে লাগিল ।

সামনে আসি দুর্গা দাসা হাজির হইল ॥ ১১৩

শুন চাই ওগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

ঘাড় ধরিয়া শ্যামপ্রিয়ায় বাহির করা চাই ॥ ১১৫

১ গাইট গিল্লা = গিলা একরূপ ফল, গাত্রমার্জনের জন্ত পূর্ববঙ্গের রমণীরা প্রচুর ব্যবহার করে ।

২ বাইচালি = ক্রীড়া-কৌতুক ।

৩ বেগার তালে = বেতালে ।

৪ বেপার = ব্যাপার ।

একেতরে নরের দাসী দোসরা হুকুম পাইল ।

ঘির ঘির করিয়া তারে চোঁঘেরা করিল ॥ ১১৭

ধূয়া—ধর ধর মার মার বল্রে হুমুমান্ ।

লাপ দি পড়ি দাসীগণ চুল চাবি ধরিল ।

গুডুম গুডুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল ॥ ১১৯

আশ কিল পাশ কিল কিল অজাগর ।

চৌদ্দ বুড়ি মাইরছে কিল ঘেঁড়ির ' উপর ॥ ১২১

এমন কিল কিলাইল তাইরে আরে কমু কি ।

গুইল ২ পিডনি পিডন দিল বাঁশের জিঙ্গল ৩ দি ॥ ১২৩

কিল খাইয়া শ্যামপ্রিয়ায় দিশা নাই রে পায় ।

ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরে রঙ্গমালার পায় ॥ ১২৫

শুন শুন ভৈন দিদি গো কই তোমার ঠাই ।

একটী কথা কৈলাম তোমাতে মন বুঝবার লাই ॥ ১২৭

দাসী লাগাই এত মাইর মার কেন মোরে ।

দোষ গুণা মাপ কর চল জল ছেয়ানের তরে ॥ ১২৯

এই কথায় রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।

বৈষ্ণবীর কথা শুনি মনে দয়া হইল ॥ ১৩১

চল চল বলি তখন হুকুম করি দিল ।

এই বুলি রঙ্গমালায় কোন কাম করিল ॥ ১৩৩

এখান তুন রঙ্গমালায় কৈরছে আগমন ।

সায়ুর দীঘির ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ১৩৫

ঘাটে নামি রঙ্গমালায় ঘাটেতে বসিল ।

শ্যামপ্রিয়ায় বোলে আমার সময় বৈয়া গেল ॥ ১৩৭

১ ঘেঁড়=ঘেট, ঘাড় ।

২ গুইল=ভয়ানক ।

৩ জিঙ্গল=ছড়ি ।

উত্তর পারে শ্যামপ্রিয়ায় এক দৌড়ে গেল ।
 ঘটী কাটি ' দৌঘির জল উঠাইয়া লইল ॥ ১৩৯
 ঘটীর মধ্যে রাখি জল পীরিতের পড়া দিল ।
 জল পড়ি শ্যামপ্রিয়ার পানিতে ঢালিল ॥ ১৪১
 উৎরাইতে উৎরাইতে জল রঙ্গের কাছে আঁলি ।
 ঘাট ভরি পড়া জল মাথায় তুলি দিল ॥ ১৪৩
 ঘাট ভরি পড়া জল মাথায় তুলি দিল ।
 নয় গুণ পীরিতের আগুন জলিয়া উঠিল ।
 শ্যামপ্রিয়া শ্যামপ্রিয়া বুলি-ডাকিতে লাগিল ॥ ১৪৬
 শুন চাইগো ভৈন দিদিগো কই তোমার ঠাই ।
 আমার মনে চৌধুরী চৌধুরী করে কিসের লাই ॥ ১৪৮
 এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল ।
 ক্রোধ হইয়া রঙ্গমালারে কহিতে লাগিল ॥ ১৫০

[অগো রঙ্গমালা সুন্দরী যদি তুমি দোষ না ধর তবে আমি কৈতে পারি
 এক কথা । এক চৌধুরী আছে জানি রাজচন্দ্র, জমিদারের পুত্র । যদি কও
 তোমার কাছে তারে আনি দিতাম পারি ।]

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
 যাও যাও বুলি তখন হুকুম করিল ॥ ১৫২

(৭)

এই খান তুন শ্যামপ্রিয়া কৈরছে আগমন ।
 আইড়গা কাছে যাই দিল দরশন ॥ ২
 এই স্থানে এই কথা রত্নক মঞ্জিয়া ২ ।
 রাজচন্দ্রের কথা লই শুন মন দিয়া ॥ ৪

রাজচন্দ্রে বোলে রাম কই তোমার ঠাই ।

এরই আমি কাছে বসি কথা শুন চাই ॥ ৬

[এরে রাম, শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী যে গেল আর ত আইল না । আমারে কোন ধোকা^১ দিল নাকি । রামায় বোলে মহারাজ এই সব বৈরাগীর জাত নানান কথা বান্ধা কয় । কিন্তু টেকা পৈসার লাই এইরূপে বৈরাগীরা যায় যে ঠগাই । তবে রাম উপায় কি । রামায় বোলে মহারাজ যদি হুকুম করেন তবে যাইতাম পারি ।]

রামারে মহারাজ হুকুম করি দিল ।

আশীহাত কাপড় দি কোমর বাঞ্চিল ॥ ৮

এইখান তুন মহারাজেরে বুলি রাম কৈরছে গমন ।

রুস্তিনের^২ পাথারে^৩ যাই দিল দরশন ॥ ১০

আল্গে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।

বৈষ্ণবী আইয়ের লাইগছে^৪ এমন দেখা যায় ॥ ১২

ইহা দেখি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।

বৈষ্ণবী আইয়ের লাইগছে এমন দেখা যায় ॥ ১৪

ইহা দেখি রাম ভাঁড়ালী কোন কাম করিল ।

লাফ দি পাড়ি বৈষ্ণবীর চুল চাবি ধরিল ॥ ১৬

শুন শুন বৈষ্ণবী কই তোমার ঠাই ।

চৌস্ত্রীর তুন যে টেয়া নিছ দেওনাগো ফিরাই ॥ ১৮

শুনিয়া বৈষ্ণবী তখন রামারে কহিল ।

কি টেকা দিছে মোরে তোরে কে শুনাইল ॥ ২০

তুই করি কথা যখন রামারে কহিল ।

দোন হস্ত বৈষ্ণবীর বন্ধন করিল ॥ ২২

^১ ধোকা = ফাঁকি ।

^২ রুস্তিনের = স্থান-বিশেষের নাম ।

^৩ পাথারে = মাঠে ।

^৪ আইয়ের লাইগছে = আস্তে লাগছে, আসিতেছে ।

কিলাইতে কিলাইতে তাইরে চৌধুরী বাড়ীত নিল
কিল খাইয়া বৈষ্ণবী কান্দিতে লাগিল । ২৪

এখান তুন মহারাজ নজর করি চায় ।

শ্যামপ্রিয়ারে কিলায় রামায় এমন দেখা যায় ॥ ২৬

হাতের ঠারে মানা কৈরল্য মারিও না তারে ।

এই কথা শুনি রামায় পলাইয়া গেল ডরে ॥ ২৮

কাইন্তে কাইন্তে শ্যামপ্রিয়ায় চৌধুরী কাছে আইল ।

হাসি হাসি রাজচন্দ্র চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩০

শুন চাইগো ভৈন দিদি কৈগো তোমার ঠাই ।

কাষের কিবা সুসার ' কৈরছ কওনা বুঝাই ॥ ৩২

এই কথা শ্যামপ্রিয়ায় যখনে শুনিল ।

তর্জিয়া গর্জিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৪

অণ্ণের উকিল হইয়া আমি টেকা পৈসা পাই ।

তোমার উকিল হইয়া আমি শূণ্য কিল খাই ॥ ৩৬

যে কিল কিলাইল মোরে কই তোমার ঠাই ।

পাতলা পুতলা আছিল চুল এক গাছও নাই ॥ ৩৮

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।

মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪০

আমি যদি রাজচন্দ্র পরাণে বাঁচিব ।

এদেশের পাটেশ্বরী তোমাতে বানাইব ॥ ৪২

খুসী হৈল শ্যামপ্রিয়া এই কথা শুনিয়া ।

পীরিতের যত কথা কহিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৪

শীঘ্র কর নাতি ঠাকুর শীঘ্র চল যাই ।

দীঘির ঘাটে রঙ্গমালারে আইছিরে বসাই ॥ ৪৬

[অগো ভৈন দিদি কি ভাবে যাইতে হইবে । কতজন লোক লইতাম
না গোপনে যাইতাম ।]

শ্যামপ্রিয়া বোলে নাতি ঠাকুর যেমনে ইচ্ছা তেমনে চল যাই ।

রাজচন্দ্রে বোলে আমি একা কেমনে যাই ।

একখানে যাইতে হইলে কিছু সৈন্য চাই ॥ ৪৯

এই বলিয়া রাজচন্দ্র নাগরায় বাড়ি দিল ।

হাজার বার শ সৈন্য হাজির হইল ॥ ৫১

পিছু মুখী শ্যামপ্রিয়া নজর করি চায় ।

বহুতর সৈন্য দেখি বলে হায়রে হায় ॥ ৫৩

শুন শুন নাতি ঠাকুর কই তোমার ঠাই ।

এত সৈন্য লৈছ তুমি বল কিসের লাই ॥ ৫৫

প্রেম করিতে যায়রে দাদা একজনে দুইজনে

এত সৈন্য লৈছ তুমি কিসের কারণে ॥ ৫৭

এই কথা রাজচন্দ্র যখন শুনিল ।

যত সৈন্য সেনা সব বিদায় করি দিল ॥ ৫৯

রামারে বোলাই তখন হুকুম করি দিল ।

জলুতি করি ধৈল্যা টাঙ্গন সাজাইতে বলিল ॥ ৬১

রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন ।

তা দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন ॥ ৬৩

ধূয়া—ঘোড়ার চাল লাগাইলাম কপালে ।

সোনার নপুর বাজে চরণে ॥

বৈষ্ণবীরে রাজচন্দ্র টাঙ্গনে তুলি লইল ।

রাম ভাঁড়ালীর তরে তখন কহিতে লাগিল ॥ ৬৫

শুন যাই রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাই ।

আমার সোনার মোড়ান্না^১ বাঁশী হস্তে দেও চাই ॥ ৬৭

^১ সোনার মোড়ান্না = সোনা দিয়া জড়ান ।

শুনি রাম ভাঁড়ালী বাঁশী হস্তে দিল ।
হাত বাড়াইয়া মহারাজ বাঁশী হাতে লইল ॥ ৬৯
যখনে মহারাজ বাঁশীর দিল টান ।
নগরুয়া ১ কামিনী গো উড়িল পরাণ ॥ ৭১

এইমতে মহারাজে টাঙ্গন দৌড়াই যায় ।
নগরুয়া কামিনীরা থিয়াই ২ রঙ্গ চায় ॥ ৭৩
কেহ কেহ বোলে অগো মুখে লইয়া পান ।
কথুন ৩ যায় বিদেশী বন্ধু পুন্নিমাসের চান্দ ॥ ৭৫
কোন বধু খাড়াই রইছে চালের কোণা ধরি ।
কথুন যায় বিদেশী বন্ধু প্রাণী নিল হরি ॥ ৭৭
এমন রসিক বন্ধু যেইনা দেশে আছে ।
সে দেশের রমণীরা কেমন করি বাঁচে ॥ ৭৯

(৮)

এই খানতুন মহারাজ টাঙ্গন ছাড়ি দিল ।
আইড্‌গা বাড়ীর পোলে যাই উপস্থিত হইল ॥ ২
সেই খানতুন মহারাজে টাঙ্গনে দিল বাড়ি ।
চলিলরে দেবের ঘোড়া মহাদর্প ছাড়ি ॥ ৪
আলুগে থাকি রঙ্গমালায় নজর করি চায় ।
প্রাণ বন্ধুয়া টাঙ্গনের পরে এমন দেখা যায় ॥ ৬
লজ্জিত হইয়া রঙ্গ জলেতে নামিল ।
দাসীগণের মধ্যে যাইয়া ছাবাইয়া ৪ রহিল ॥ ৮

১ নগরুয়া = নগরের ।

২ কথুন = কোথা হইতে ।

৩ থিয়াই = স্থির হইয়া ।

৪ ছাবাইয়া = লুকাইয়া ।

এই মতে রাজচন্দ্র কোন কাম করিল ।
 আম্গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল ।
 শ্যামপ্রিয়ারে বুলাই কা কহিতে লাগিল ॥ ১১

শুন চাইগো শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই ।
 এ বেড়ীগা ' কে দাঁড়াইছে সত্য বলা চাই ॥ ১৩
 শ্যামপ্রিয়ায় বলে চৌধ্রী তুমি জান না ।
 এই যে দাঁড়াইছে রঙ্গমালার মা ॥ ১৫
 শুন চাইগো শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই ।
 এমন ঘেঁচড়ের ' কাছে আইনুলি কিসের লাই ॥ ১৭
 যেই টেকা নিছ আমার দেওনাগো ফিরাই ।
 জল্‌তি করিয়া আমি বাড়ীত চলি যাই ॥ ১৯
 এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল ।
 মনে মনে শ্যামপ্রিয়ায় ভাবিতে লাগিল ॥ ২১

[আহা নাতি ঠাকুর তুমি এত রাগ হইলা কেন ? দেখ শ্যামপ্রিয়া যার
 মা এমন তার মাইয়া আর কত সুন্দর । আচ্ছা নাতি ঠাকুর তুমি চাওনা ।]

এইখান তুন শ্যামপ্রিয়ায় কইরুছে আগমন ।
 রঙ্গমালার কাছে যাই দিল দরশন ॥ ২৩
 শুন শুন রঙ্গমালা শুন মন দিয়া ।
 তোরে না দেখি মহারাজ চৈলছেগো ফিরিয়া ॥ ২৫
 এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
 দাসীর সঙ্গ হইতে আল্‌গা খাড়া হইল ॥ ২৭
 এখান তুন রাজচন্দ্র চৌধ্রী নজর করি চায় ।
 দীঘির জলে যেন চান হইল উদয় ॥ ২৯
 শ্যামপ্রিয়ারে বোলাই চৌধ্রী বুদ্ধি করণ লইল ।
 কিরূপে কইব কথা জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩১

শ্যামপ্রিয়ায় বোলে চৌধুরী কই তোমার ঠাই ।

রঙ্গমালার মারে আগে কিছু নজর দেও চাই ॥ ৩৩

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল ।

একশ টাকার তোড়া বান্ধি হাড়িয়া ১ মেলা দিল ২ ॥ ৩৫

নমস্কার দিয়া চৌধুরী টাকা নজর দিল ।

ইহা দেখি বুড়ী গর্জিয়া উঠিল ॥ ৩৭

টেকার তোড়া দিল ফেলাইয়া ।

কহিতে লাগিল কথা মনে রাগ হইয়া ॥ ৩৯

তুমি হইলা ভিন্ন পুরুষ মোরা ভিন্ন নারী ।

কি জন্মে জলের ঘাটে কৈরতে চাও চাতুরী ॥ ৪১

আল্গে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।

তর্জিয়া গর্জিয়া কয় কথা এমন দেখা যায় ॥ ৪৩

লাফ্ দি পড়ি রাম ভাঁড়ালী বুড়ীর হাত চাবি ধরিল ।

তর্জিয়া গর্জিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪৫

হাত ধরি রাম ভাঁড়ালী দিল এক মোড়া ।

বুড়ীয়ে বোলে রামা বাবু হাতের ভাঙ্গিল জোড়া ॥ ৪৭

হাত ধরিয়া রাম ভাঁড়ালী মাইরল এক টান ।

বুড়ীয়ে বোলে রামা বাবু উড়ালি পরাণ ॥ ৪৯

জলে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায় ।

মারে মারি খুন করে এমন দেখা যায় ॥ ৫১

লজ্জা ছাড়ি রঙ্গমালা সামনে হাজির হইল ।

মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৩

ছাড় ছাড় মা জননীর হস্তের বন্ধন ।

যে কাষে আসিয়াছ পূরাবে নিরঞ্জন ৩ ॥ ৫৫

হাত ছাড়িয়া রাম ভাঁড়ালী আলুগে খাড়া হইল ।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৭

(৯)

শুনেন মহারাজ কই আম্রের ঠাই ।
কি উদ্দেশে আসিয়াছেন কহেন না বুঝাই ॥ ২

শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাই ।
তোমার হাতের এক খিলি পান খাইতে চাই ॥ ৪
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
ঘোমটার আড়ে আড়ে হাসিতে লাগিল ॥ ৬
আম্রেনে হইলেন শূদ্রের বংশ আমি নরের ঝি ।
আমার হাতে খাইলে পান জাতি রবেনি ॥ ৮

ধূয়া—জাইতের বিচার কেবা করে যদি মজে মন ।

শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাই ।
এরি আসি কাছে বসি কথা শুন চাই ॥ ১০
তোর বাড়ীতে মোর বাড়ীতে রাস্তা বাঁধাই দিব ।
তোর ভাইয়া গোলাপ রাইয়া মোর ঘোড়া দৌড়াইব ॥ ১২
তোর বাপের নামে দিমু দীঘি আগদরজার পারে ।
নবেদ্ ' থানা তুলি দিমু আশীহাতের পরে ॥ ১৪
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৬
প্রেম করিতে আইলে রাজা কত কথা কয় ।
সারিলে আপনা কার্য্য কারো কেহ নয় ॥ ১৮

আগে প্রেম করে হাত পা ধরিয়।

যাইবার কালে বন্ধু না চায় ফিরিয়া ॥ ২০

[তবে আমি বিশ্বাস করি যদি তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে কোন
কিরগা ' কছম হয়। আগে তুমি মইলে আমি কাফ্ট কইরব। আগে
আমি মইলে তুমি কাফ্ট কইরব। এই কথা মহারাজ স্বীকার করিল।]

আম গাছের ডাইল তখল ভাঙ্গিয়া লইল।

আমের কাষ্ঠ হাতে করি কিরগা কাড়িল ॥ ২২

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।

মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৪

এই বেলা প্রাণবন্ধু চলি যাও ঘরে।

আমার বাড়ীত আইস তুমি রাত্রি চাইর দণ্ড পরে।

দুই জনে কমু কথা যত মনে ধরে ॥ ২৭

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।

টান্জন সাজাই রামারে আনিতে কহিল ॥ ২৯

টান্জন সাজাই রাম ভাঁড়ালী সামনে আনিল।

টান্জন দৌড়াই মহারাজ বাড়ীত চলিল ॥ ৩১

আপনা বাড়ীত যাই দরশন দিল।

রাত্রি হউক রাত্রি হউক ভাবিতে লাগিল ॥ ৩৩

(১০)

রাত্রি চাইর দণ্ড যখন হইল।

রামারে লইয়া তখন যুক্তি করণ লইল ॥ ২

মহারাজ বোলে রাম কই তোমার ঠাই ।
 চলনা দুইজনে নর বাড়ীতে যাই ॥ ৪
 সোনালী ধূতি পরিধান করিল ।
 গোলাপী চাদর কাঁধে ফেলাই লইল ।
 জরির জুতা মহারাজ পায়েতে পরিল ॥ ৭
 রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন ।
 তা দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন ॥ ৯

চড়িয়া ঘোড়ার পরে মারে কোড়ার বাড়ি ।
 চলিলরে দেবের ঘোড়া মহাদর্প ছাড়ি ॥ ১১
 নরবাড়ী বুলি চৌধী টাঙ্গন ছাড়ি দিল ।
 নরবাড়ী যাইয়া চৌধী দরশন দিল ॥ ১৩
 আম গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল ।
 দুর্গা দাসী দুর্গা দাসী বোলাইতে লাগিল ॥ ১৫
 আলগে থাকি দাসী নজর করি চায় ।
 বাইশ মুলুকের হাকিম দেখি বোলে হায়রে হায় ॥ ১৭

একই দৌড়ে দাসী রঙ্গের কাছে গেল ।
 রাজচন্দ্র চৌধী আইছে রঙ্গের কাছে কইল ॥ ১৯
 এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।
 চালাকি করিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ২১
 এউগা ১ ওগলাধাড়ী ২ জলতি করি তুমি নেও চাই ।
 স্ময়ারী বাগানের মধ্যে দেওনা বিছাই ॥ ২৩

এইকথা দুর্গা দাসী যখনে শুনিল ।
 ওগলাধাড়ী নিয়া বিছাইয়া দিল ।
 ওগলাধাড়ীর মধ্যে চৌধী বসিয়া রহিল ॥ ২৬

আল্গে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।
 ওগলাধাড়ী বিছাই দিছে এমন দেখা যায় ॥ ২৮
 রামায় বোলে মহারাজ এইটা কর কি ।
 ওগলাধাড়ী বসাইছে তোমায় সহিতে পারিনি ॥ ৩০
 এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল ।
 রামারে আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩২

আমি বলি ওগলাধাড়ী পাইয়াছি ভাই ।
 আর কেহ হইলে যাউত মাইর খাই ॥ ৩৪
 প্রেম করিতে আইলে দাদা সহ্য করতে হয় ।
 কেরমে কেরমে ' হইলে প্রেম চিনা চিনি হয় ॥ ৩৬
 এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 মহারাজের একপাশে বসিয়া রহিল ॥ ৩৮
 রাত্রি দ্বিপ্রহর যখন হইল ।
 মনে মনে রঙ্গমালায় ভাবিতে লাগিল ।
 দুর্গা দাসী বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪১

শুন চাইগো অগো দাসী কহি তোমার ঠাই ।
 মহারাজের আন্তর বাড়ীত জলুতি আনা চাই ॥ ৪৩
 এই কথা দুর্গা যখনে শুনিল ।
 মহারাজের আগে আসি দরশন দিল ॥ ৪৫
 পালঙ্কেতে রঙ্গমালায় চৌকীরে বসাইল ।
 পান তামুক আপন হস্তে দিল ॥ ৪৭
 পান তামুক খাইয়া দুইজনে খুসী হইল মনে ।
 কহিতে লাগিল কথা মধুর বচনে ॥ ৪৯

ধূয়া—অলো সজনি নুতন পীরিতি ।

ফুলপালঙ্গে কর বিছানা ।

রঙ্গমালায় আর মহারাজে আমোদে মাতিয়া ।

তাসখেড়^১ রঙ্গমালায় লইল টান দিয়া ॥ ৫১

আলগে থাকি মহারাজ নজর করি চায় ।

তাসের ভাণ্ডি^২ হাতে রঙ্গের এমন দেখা যায় ॥ ৫৩

পয়লা পীরিতের কালে যদি খেলাই তাস ।

শূদ্রের বংশ নরের বংশ হইয়া যাবে নাশ ॥ ৫৫

এইকথা সুন্দরীয়ে যখন শুনিল ।

তাস ফেলাই পাশা খেড়ুই টান দিয়া লইল ॥ ৫৭

রঙ্গমালায় আর মহারাজে পাশা খেলান লইল ।

হাইর জিত দোন জনের সমান হইল ॥ ৫৯

পাশা খেলাই দোনজন বড় হরাণ^৩ হইল ।

পাশা খুই দোনজন শয়ান করিল ॥ ৬১

* * * *

রাত্রি পোহাইয়া যখন দিবা উদয় হইল ।

রঙ্গমালা আর মহারাজ উঠিয়া বসিল ॥ ৬৮

হেন কালে রামার কথা মনেতে পড়িল ।

রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ॥ ৭০

শুন চাইরে রাম দাদা কই তোমার ঠাই ।

দরজা খুলি দেরে দাদা বাড়ীত চলি যাই ॥ ৭২

এইকথা রাম ভাঁড়ালী যখন শুনিল ।

কোরধ হইয়া কথা রামা কহিতে লাগিল ॥ ৭৪

^১ তাসখেড় = তাসখেলার সরঞ্জাম । ^২ ভাণ্ডি (Bundle) = তড়া ।

^৩ হরাণ = হর্যরণ, শ্রান্ত ।

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আম্‌নের ঠাঁই ।

আম্‌নে করেন রজ তামাসা আমি খোয়া যাই ।

যায়গা না দিতে পাইল্যে এমন খেচরের বাড়ী আইল

+

কিসের লাই ॥ ৭৭

এই কথা রাজচন্দ্র যখন শুনিল ।

মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭৯

আমি যদি রাজচন্দ্র পরাণে বাঁচিব ।

সুন্দর তুন এউগা মাইয়া বিয়া করাই দিব ॥ ৮১

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

মনে মনে রাম ভাঁড়ালী বড় খুসী হইল ॥ ৮৩

কেবাড় খুলিয়া তারে ঘরে আনিল ।

আপনার হাতে পান তামুক রামারে খাবাইল ॥ ৮৫

পান তামুক খাইয়া রাম খুসী হইল মনে ।

কহিতে লাগিল কথা চৌধুরীর সামনে ॥ ৮৭

শুনেন্ শুনেন্ মহারাজ কই আম্‌নের ঠাঁই ।

বেলা অধিক হইল বাড়ীত চলেন যাই ॥ ৮৯

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল ।

সুন্দরীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৯১

শুন শুন সুন্দরীগো কই তোমার ঠাঁই ।

হাসি মুখে দেওনা বিদায় বাড়ীত চলি যাই ॥ ৯৩

এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল ।

রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৯৫

শুনেন্ শুনেন্ মহারাজ কই আম্‌নের ঠাঁই ।

আপনার ছাড়ান হইলে আমার ছাড়ান নাই ॥ ৯৭

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল ।

*

*

*

মধুর বচনে কথা কহিনে লাগিল ॥ ১০০

বাড়ীত আছে কাজ কর্ম্য কহিয়া বুঝাই ।

হাসি মুখে সুন্দরীগো বিদায় দেওনা চাই ॥ ১০২

ধূয়া—যাবে যদি প্রাণনাথ আসিবে কবে বলে যাও আসিবে

কবে বলে যাও ।

খানিকক্ষণ বিলম্ব হইলে এই দুঃখিনীর মাথা খাও ॥

এই মতে রঙ্গমালা কোন কাম করিল ।

হাসি মুখে মহারাজেরে বিদায় করি দিল ॥ ১০৪

টান্জন চড়িয়া চৌধুরী বাড়ীতে চলিল ।

ছেয়ান সন্ধ্যা করি চৌধুরী খানা আগে থাইল ।

খানা খাইয়া মহারাজ দরবারে বসিল ॥ ১০৭

আল্গে থাকি রাজিন্দ্র খুড়া নজর করি চায় ।

সুন্দর শরীর তার মলিন দেখা যায় ॥ ১০৯

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।

খুড়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১১১

শুনে শুনেন খুড়াঠাকুর কই আমনের ঠাই ।

ছদ্দি লইছে প্রাণের খুড়া শৈল্যে ১ আরাম নাই ॥ ১১৩

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল ।

আন্তর ২ বাড়ী যাও বলি হুকুম করি দিল ॥ ১১৫

পীরিত্বগু সমাপ্ত ।

তৃতীয় অঙ্ক

চন্দ্রকলা

(১)

ভাত মাছ খাইয়া রাজিন্দ্র খুড়ায় মুখে দিল পান ।

খবুরগায় ¹ খবর কয় কালমে ² খাইল ধান ॥ ২

মানইষ ³ মইল ⁴ ভাতে গরু খাইল জোঁকে ।

কি বেচিয়া দিব খাজনা করিমপুরগা ⁵ লোকে ॥ ৪

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল ।

রাজচন্দ্র বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬

শুন শুন রাজচন্দ্র কই তোমার ঠাই ।

ধান খাইল কালমে বাবু কি হইবে উপাই ॥ ৮

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।

বাঁশমুড়ার ইলবিষ যেন ফড়কিয়া উঠিল ।

রামভাঁড়ালী রামভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ॥ ১১

শুন চাই রামদাদা কই তোমার ঠাই ।

জলুতি করি ধল্যা টাঙ্গন সাজাই আন চাই ॥ ১৩

এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

ধল্যা টাঙ্গন রামায় সাজাইয়া আনিল ॥ ১৫

তারপরে মহারাজ কহে রামার তরে ।

বন্দুকগুলি আমার সাজাইয়া দেওনা মোরে ॥ ১৭

¹ খবুরগা = বাহারা সংবাদ বহন করে ; চর, messenger ।

² কালম = পত্রপাল ।

³ মানইষ = মানুষ ।

⁴ মইল = মরিল ।

⁵ করিমপুরগা = করিমপুরের ।

একনাইল্লা দোনাইল্লা * বন্দুক রামায় সাজাইয়া লইল ।
 ঘোড়ায় চড়িয়া চৌধী শিকারে চলিল ॥ ১৯
 এখানতুন মহারাজ টাঙ্গন ছাড়ি দিল ।
 করিমপুর জ্বলাতে যাই দরশন দিল ॥ ২১
 আগে থাকি রাজচন্দ্র নজর করি চায় ।
 কত কত পক্ষিগণ উড়া দিয়া যায় ॥ ২৩
 দোনালী বন্দুক চৌধী হাতে তুলি লইল ।
 আগে আগে মহারাজ শিকার করন লইল ॥ ২৫
 আগে আগে রাজচন্দ্র শিকার করি যায় ।
 পিছে থাকি রামভাঁড়ালী টোগাই ² টোগাই লয় ॥ ২৭
 এইখানে এইকথা রহুক মঞ্জিয়া ।
 মাইজদিয়া গো মাইয়ার কথা শুন মন দিয়া ॥ ২৯

(২)

মাইজদিয়া গো এউগা মাইয়া লামছর ³ দিছে বিয়া ।
 বাপের বাড়ীত চলছে মাইয়া নাউরের ⁴ লাগিয়া ॥
 জয়টোল কাড়া কাঁশী বাজিতে লাগিল ।
 ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি সকলে করিল ॥ ৪
 ঠাকুর ঠাকুরাণী সবে খুসী হইয়া মনে ।
 বিদায় করিল মাইয়া নাউরের কারণে ॥ ৬
 আটজন বেরা সোয়ারী কাঁধে লইল ।
 করিমপুর পাঁথরে ⁵ যাই দরশন দিল ॥ ৮
 সেখানে আসিয়া বেরা বড় হয়রাণ হইল ।
 গাছের তলায় সোয়ারী নামাইল ॥ ১০

* একনাইল্লা দোনাইল্লা = একনলা, দোনলা । ² টোগাই = খুঁজিয়া কুড়ানো ।

³ লামছর = লামার চর ।

⁴ নাউরের = বিবাহের পর বাপের বাড়ীতে

ভগিনী প্রভৃতির সঙ্গে একত্র বসিয়া খাওয়ার ।

⁵ পাঁথরে = প্রান্তরে, মাঠে ।

জঙ্গলের তুন রাজচন্দ্র আচম্বিতে আইল ।
 কার সোয়ারী কার সোয়ারী ঘন ডাক দিল ॥
 আটজন বেরায় তখন উত্তর করি ॥ ১৩
 মাইজদিয়া গো এউগা মাইয়া লামছর দিচে বিয়া ।
 বাপের বাড়িতে চইলছে মাইয়া নাউয়ে লাগিয়া ॥ ১৫

আবুদ্ধিয়া^১ রাজচন্দ্রের কুবুদ্ধিয়া^২ পাইল ।
 বেরার সামনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৭
 পালকির দরজা খোল কই তোমার ঠাই ।
 তোমার সঙ্গে একটু কথা কহিতাম চাই ॥ ১৯
 এই কথা অগো মাইয়ার যখনে শুনিল ।
 বেরা বোলাই চন্দ্রকলা হুকুম করি দিল ॥ ২১

পালকি তোল পালকি তোল যখন কহিল ।
 আটজন বেরা আসি পালকি কাঁধে লইল ॥ ২৩
 এই মতে রাজচন্দ্র কোন কাম করিল ।
 আটজন বেরারে হুকুম করি দিল ॥ ২৫
 শুন শুন বেরাগণ কই তোমার ঠাই ।
 জলতি পালা তোরা সোয়ারী ফেলাই ॥ ২৭
 এই কথা বেরাগণ যখনে শুনিল ।
 তরুজিয়া গরুজিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৯
 জঙ্গলের মধ্যে কেন হুলুস্থলু কর ।
 আপনার মান লইয়া পথে পথ ধর ॥ ৩১

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।
 বন্দুকের গোড়া দিয়া পিডা^{*} আরম্ভিল ॥ ৩৩

^১ আবুদ্ধিয়া = নিবুদ্ধি ।

^২ কুবুদ্ধিয়া = দুঃবুদ্ধি ।

^{*} পিডা = পিটান, মারা ।

অষ্টজন বেরা তারা মারি ধাবাই ^১ দিল ।
 লাথি মারি পালকির কেবাড় ভাজিয়া ফেলিল ॥ ৩৫
 আলগে থাকি রাজচন্দ্র নজর করি চায় ।
 সোণার পুতুলা যেন সামনে দেখা যায় ॥ ৩৬

চন্দ্রকলা বোলে বাবু কই তোমার ঠাই ।
 সরল অন্তরে তুমি কথা শুন চাই ॥ ৩৭
 তুমি হইলা শূদ্রের বংশ আমি ঠাকুরঝি ^২ ।
 অপমান কৈরল্যে তোমার লাভ হবে কি ॥ ৪১

* * * *
 জোর করিয়া চন্দ্রকলায় অপমান কৈরল্য ।
 অপমান হইয়া মাইয়ায় কান্দিয়া উঠিল ॥ ৪৩
 আমি যদি চন্দ্রকলা এই নাম রাখিব ।
 শূদ্রের বংশ যত আছ সমাজ বন্ধ করাইব ॥ ৪৫

চন্দ্রকলা ছাড়ি চৌধুরী চলিয়া সে গেল ।
 পালকির কাছে চন্দ্রকলা খাড়াইয়া রইল ॥ ৪৭
 পলাইয়াছিল বেরাগণ ডাক দিয়া লইল ।
 মাইরের ডরে বেরাগণ পলাইয়াছিল ॥ ৪৯
 অষ্টজন বেরা তখন হাজির হইল ।
 অষ্টজন বেরারে তখন হাজির করি দিল ।
 চৌধুরী বাড়ীর দিগে পালকি তখন যাইতে কহিল ॥ ৫২
 এখানতুন বেরাগন কৈরছে আগমন ।
 ✓বাবুপুর চৌধুরী বাড়ীত দিল দরশন ॥ ৫৪

রাজিন্দ্র খুড়ায় বসি রৈছে রাজ্যসভা লইয়া
 রাজকিশোর বুঝায় কাগজ দপ্তর খুলিয়া ॥ ৫৬

^১ ধাবাই = ধাওয়াইয়া ।

^২ ঠাকুরঝি = ব্রাহ্মণের মেয়ে ।

হেনকালে চন্দ্রকলা সেইখানে গেল ।

রাজিন্দ্র খুড়ার কাছে সম্বাদ পাঠাইল ॥ ৫৮

নাম গেরাম রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।

আনতর বাড়ীর দিগে পালকি পাঠাইয়া দিল ॥ ৬০

আনতর বাড়ীত যাইয়া পালকি দরশন দিল ।

পালকি হইতে চন্দ্রকলা বাহির হইল ॥ ৬২

পালকি দেখি সকলে সেখানে আইল ।

মাসমিত্রা আসি তখন জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৬৪

নাম গেরাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল ।

কান্দি কান্দি চন্দ্রকলায় কহিতে লাগিল ॥ ৬৬

শুন শুন মাসমিত্রা কই তোমার ঠাই ।

তোমার পুত্র কালীর পাড়া ¹ পাল কিয়ের লাই ॥ ৬৮

তোমার দুয়ারে মাগো জয়কালী নাই ।

জয়কালীর দুয়ারে পুত্র বলি দেও চাই ॥ ৭০

শুন শুন মাসমিত্রা শুন দিয়া মন ।

বাপের বাড়ীত চলছি আমি নাউরের কারণ ॥ ৭২

জঙ্গলের তুন রাজচন্দ্র আচম্বিতে আইল ।

হাতচাবি ধরিয়া মোরে অপমান করিল ॥ ৭৪

অমৃৎজন বেরা আমার মারি ধাবাই দিল ।

কিবা দোষ পাইয়া আমার অপমান করিল ॥ ৭৬

এই কথা মাসমিত্রা যখনে শুনিল ।

সভার মধ্যে মাসমিত্রায় বড় সরম পাইল ॥ ৭৮

টান দিয়া চন্দ্রকলায় কোলে তুলি লইল ।

মুখে মুখ্য ² দিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮০

¹ পাড়া = পাঠা ।

² মুখ্য = মুখ

শুন শুন চন্দ্রকলা কই তোমার তরে ।

দোষ গুণা অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ ৮২

ছেয়ান সন্ধ্যা কর মাগো খানা কিছু খাও ।

তারপর পালকিত করি বাপের বাড়ীত যাও ॥ ৮৪

আমার লোকজন দিয়া পাঠাইয়া দিব ।

রাজচন্দ্র বাড়ীত আসিলে জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৮৬

এই কথা চন্দ্রকলা যখনে শুনিল ।

মাসমিত্রার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮৮

শুন শুন মাসমিত্রা কথা কইছ দড়^১ ।

নরের ঘরে খাইতাম ভাত গরজ পইড়ছে বড় ॥ ৯০

নর বাড়ীত যায় চৌকী নরের খানা খায় ।

সে খানা খাইতাম মাগো কহিলা আমায় ॥ ৯২

ভরণ সভায় মাসমিত্রায় আরো সরম পাইল ।

চন্দ্রকলার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৯৪

যাও যাও অগো মা বাপের বাড়ীত যাও ।

অষ্টজন বেরা বোলাই ছকুম করল্য নেও ॥ ৯৬

লোক জন দিয়া মাইয়া বিদায় করি দিল ।

অষ্টজন বেরা সোয়ারী নামাইল ॥ ৯৮

(৩)

চন্দ্রকলার মায় আসি নজর করি চায় ।

চন্দ্রকলা আইছে এমন দেখা যায় ॥ ২

আসিয়া সে মাসমিত্রা কোলে তুলি লইল ।

চক্ষের জল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৪

কান্দ কেন চন্দ্রকলা কহিয়া বুঝাও মোরে ।

তোমার চক্ষের জল দেখিয়া আমার পুরাণ কেমন করে ॥ ৬

এই কথা চন্দ্রকলায় যখনে শুনিল ।

রাজচন্দ্রের কথা সব বুঝাইয়া কহিল ॥ ৮

এই কথা ঠাকুরাণী যখনে শুনিল ।

ঠাকুরেরে বোলাই কথা শুনাইয়া দিল ॥ ১০

এই কথা ঠাকুর যখনে শুনিল ।

অগ্নির হলুকা যেন গরজিয়া উঠিল ॥ ১২

যত আছিল ঠাকুর বংশ ডাক দিয়া লইল ।

শ'তশ ঠাকুর আসি উপস্থিত হইল ॥ ১৪

কেহ লইল লাঠি মোটা কেহ রামদা লইল ।

সকলে মিলিয়া তারা যুদ্ধেতে চলিল ॥ ১৬

বুদ্ধিমান একঠাকুর সেইখানে আইল ।

সকলের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৮

দুইশত ইন্দুর দেখি যুদ্ধে চইলাছে ।

যুদ্ধ কইরবা সকলে, মেও ধইরবা কে ॥ ২০

মনে করিয়াছ বুঝি সেখানে যাইয়া ।

পরান লইয়া ফিরি সবে আসিবা ফিরিয়া ॥ ২২

চাঁদা বড় বীর বাবু চাঁদা বড় বীর ।

একলা চাঁদা কাডে নয়শ মাইনষের ¹ শির ॥ ২৪

ছোট্ট মোট্ট চাঁদ ভাঁড়ালী লাল কোত্তা গায় ।

আউড্‌গা দিয়া ² মংরে গোলইন ³ দেলান ⁴ ফাডি যায় ॥ ২৬

এই কথা ঠাকুর বংশ যখনে শুনিল ।

সকলে মিলিয়া তখন পরামর্শ করিল ॥ ২৮

¹ মাইনষের = মাহুষের ।

² আউড্‌গা দিয়া = লাফ দিয়া ।

³ গোলইন = হাঁক ।

⁴ দেলান = দালান ।

যুদ্ধের কাম নাই কই সভার ঠাঁই ।

সমাজ বন্ধ কর অগো কহিয়া বুঝাই ॥ ৩০

যত আছিল ঠাকুর বংশ জানাইয়া দিল ।

অগো কোন কাম-কিরগায় ¹ যাইতে নিষেধ করিল ॥ ৩২

এই যুক্তি ঠিক করিয়া রহে ঘরে ঘরে ।

দেখিনি তাগ ² বংশ কেহ মরে ॥ ৩৪

এইরূপে ঠাকুরগণ সমাজ বন্ধ করিল ।

গোপ্ত কথা কারে আর নাহিক কহিল ॥ ৩৬

চন্দ্রকলার পালা সমাপ্ত ।

¹ কাম-কিরগায় = ক্রিয়া-কর্মে ।

² তাগ = তাহার ।

চতুর্থ অঙ্ক

কালায়ুগীর পালা

(১)

এই স্থানে এই কথা রছক মঞ্জিয়া ।

রাজচন্দ্রের কথা শুন মন দিয়া ॥ ২

চন্দ্রকলা ছাড়ি চৌধুরী শীকারে চলি গেল ।

ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মহারাজ শীকারে মন দিল ॥ ৪

শীকার করি রাজচন্দ্র বড় হয়রাণ হইল ।

রামারে বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬

শুন চাই রামদাদা কই তোমার ঠাই ।

জল তিরিষায় ধৈরছে দাদা কি হবে উপায় ॥ ৮

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১০

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আম্রের ঠাই ।

সায়র দীঘিত চলেন মোরা জল খাইতাম যাই ॥ ১২

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।

সায়র দীঘি বলি টাঙ্গন ছাড়ি দিল ॥ ১৪

সায়র দীঘিত যাই চৌধুরী দরশন দিল ।

আম গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল ॥ ১৬

কলাপাতায় কাড়ি রামায় তখন আনিল ।

কলাপাতা করি জল চৌধুরী খাবাইল ॥ ১৮

জল খাইয়া মহারাজ শান্ত যে হইল ।

দীঘির ঘাটে বৈঠন করিল ॥ ২০

এই খানে এই কথা রছক মঞ্জিয়া ।

ছৈম্যা নাঠার কথা শুন মন দিয়া ॥ ২২

ছৈম্যা নাঠা বলি একজন সে গেরামে ছিল ।
 রাজচন্দ্র শীকারে আইছে কর্ণেতে শুনিল ॥ ২৪
 শুনছি রাজচন্দ্র চৌধুরী প্রেমেতে মজিয়া ।
 কত টেকা পৈসা দেয় বকসীদ বলিয়া ॥ ২৬
 আমি এক খবর লই সেইখানে যাইয়া ।
 টেকা পৈসা আইনব কিছু খবর কহিয়া ॥ ২৮
 এইমতে ছমিরদি কোন কাম করিল ।
 সাযর দীঘির ঘাণ্ডে ১ আসি দরশন দিল ॥ ৩০
 আলগে থাকি ছমিরদি নজর করি চায় ।
 বসি রইছে মহারাজ এমন দেখা যায় ॥ ৩২

হাত জোড় করি ছৈমিয়ায় করিল সেলাম ।
 আশীর্বাদ দিল তারে পড়িয়া কলাম ২ ॥ ৩৪
 শুন চাই ছমিরদি কই তোমার ঠাঁই ।
 কি মনে করি আইলা তুমি কহনা বুঝাই ॥ ৩৬
 এই কথা ছমিরদি যখনে শুনিল ।
 মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৮

মহারাজ শিকারে আইছে কর্ণেতে শুনিয়া ।
 দেখিতে আইলাম আমি এখানে চলিয়া ॥ ৪০
 কিন্তু একটা কথা কহিতে মনে বড় ডর পাই ।
 হুকুম হইলে মহারাজেরে কহিব বুঝাই ॥ ৪২
 এমন সুন্দর আমনে সুন্দরের সীমা নাই ।
 সে কথা কহিতে আমার অন্তরে ডর পাই ॥ ৪৪
 হাইসে করাইয়াছিল বিয়া ফুলেশ্বরী রাই ।
 যুগিনীগার ঠেঙ্গের যুগ্য তার তুলনা নাই ॥ ৪৬

এই কথা রাজচন্দ্র চৌধুরী যখনে শুনিল ।
 এড়াই বেড়াই ' ছমিরদিরে ঠাস্তাইয়া ধরিল ॥ ৪৮
 যদি রাজচন্দ্র চৌধুরী প্রেমের কথা শুনে ।
 দুই চার দিন থাকে চৌধুরী অন্নদানা বিনে ॥ ৫০
 শুন চাই ছমিরদি কই তোমার ঠাই ।
 যুগী বাড়ীর পথগাছ ' মোরে দেখাই দেওনা চাই ॥ ৫২
 এই কথা ছমিরদি যখনে শুনিল ।
 মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৩
 শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাই ।
 যুগী বাড়ীর পথ দেখাইলে কিবা বকসীদ পাই ॥ ৫৬
 এই কথা রাজচন্দ্র চৌধুরী যখনে শুনিল ।
 টাকা পৈসা সঙ্গে নাই ভাবিতে লাগিল ॥ ৫৮
 ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে বুদ্ধি যে করিল ।
 কাঁধের তুন গোলাপী চাদর খুলিতে লাগিল ॥ ৬০
 পাঁচশ টেকার চাদর ছৈম্যার হাতে দিল ।
 মনে মনে ছমিরদি বড় খুশী হইল ॥ ৬২

কথা—চাদর পাইয়ারে ছৈম্যায় ভাবিতে লাগিল । এসব ভাবত বুঝতে পাইলাম না । পথ দেখাই দিলে ফিরি যদি চাদর লই যায় তয় * কি করুম । চাদরের মধ্যখান দি ছিড়ি ফেলাইল । কিরে ছমিরদি তুই আঁর চাদর ছিরি ফেলাইলি যে । মহারাজ আঁরে দিছেন আঁই ছিরি ফেলাই আমনের কিছু ক্ষেতি নাই । তোরে দিছি আঁই গায় দিবি দশজনে দেইখব, আমার নাম হইব । একজনে জিজ্ঞাসা কৈরলো কইবি যে অমুক দিছে । মহারাজ আমনে হে কথা † জানেন না আঁর মনের ভাবে আঁই চাদর চিরছি ‡ ।

১ এড়াই বেড়াই = খুব ঘনিষ্ঠভাবে ; জড়াইয়া । ২ পথগাছ = পথ-খানা পথটা ।

* তয় = তবে ।

† হে কথা = সে কথা ।

‡ চিরছি = ছিঁড়িয়াছি ।

আমার পোলা ^১ আছে যদি লই বাড়ী যাই তবে পোলায় চাদর খান লই যাইব। এখন আর কি করি দুই খণ্ড করি লইলাম একখান পোলারে দিমা এক একখান আমি নিজে রাখমু। আচ্ছা ছমিরদি তোরে দিছি তুই যে মনে ধরে হেই ^২ করদে যুগীবাড়ীর পথ ঘাট আঁরে দেখাই দে। চলেন মহারাজ আঁর সঙ্গে চলেন।

(২)

এই কথা বলি ছমিরদি কোন কাম করিল,
মহারাজেরে লই যুগী বাড়ীত গেল।
পথ দেখাই দি চৈম্যা উডি ^৩ চলি গেল ॥ ৩
বিধির মহিমা ধনী কে বুঝিতে পারে।
হুতার ^৪ তানা ^৫ লই যুগিনী নিকালে ^৬ বাহিরে ॥ ৫
তেড়ী বেডার কাছে যাই গলায় খাওর দিল।
তানা ফেলাই যুগিনী উড়িয়া লড় দিল ॥ ৭
পিছে পিছে রাজচন্দ্র দৌড়াইতে লাগিল।
একই দৌড়ে সৈরপমালা বড় ঘরে সান্ধাইল ॥ ৯
বড় ঘরে সান্ধাই কাড়েতে ^৭ উঠিল।
শালের পালা বাই চৌধুরী কাড়েতে উঠিল ॥ ১১
আঁধারিয়া কৌধারিয়া ^৮ কেবল টোগাইতে লাগিল।
খুলুর করি সৈরপ মালায় এউগ্যা কাশ দিল ॥ ১৩
রাজচন্দ্র চৌধুরী তখন তাহারে ধরিল।
কাঁড়ের পড়ে দোনগায় ^৯ হুড়া হুড়ি লইল ॥ ১৫

^১ পোলা=ছেলে। ^২ হেই=সেই। ^৩ উডি=উঠিয়া।

^৪ হুতার=হুতার।

^৫ তানা=টানা,—হুতার দীর্ঘ

অংশ; warp। টানা=গোড়েন, warp and woof.

^৬ নিকালে=বাহিরে আসে।

^৭ কাড়েতে=মাচার।

^৮ আঁধারিয়া কৌধারিয়া=অন্ধকারে।

^৯ দোনগায়=হুইজনে।

কাঁড় ভাঙিয়া দোনাগায় মাটিতে পড়িল,
তাঁতের খাদে ' পড়ি চৌধুরী আঁধুর ' জরাপ ' পাইল । ১৭

হাতুন ' ছুড়ি ' যুগিনী যে উইড্‌গা ' লড় দিল ॥

দুখ পাইয়া রাজচন্দ্র কোন কাম করিল ।

রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী শোলাইতে লাগিল ॥ ২০

রামায় আছিল খাড়া বাহির কিনারে ।

ডাক শুনি মহারাজের আইল বাড়ীর ভিতরে ॥ ২২

শুন চাইরে রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাই ।

পায়ের গিরা ভাইজছি আমি কি হবে উপাই ॥ ২৪

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

যেমন মজা তেমন সাজা সৈরপমালায় দিল ॥ ২৬

হাসি হাসি রাম ভাঁড়ালী যখনে কহিল ।

শুনিয়া রাজচন্দ্র চৌধুরী কহিতে লাগিল ॥ ২৮

শুন শুন রামদাদা কই তোমার তরে ।

কোন ঔষধ জাননি দাদা জলতি দেও ভৈরে ॥ ৩০

জানি, বলি ঔষধ কহিতে লাগিল,

তখনে রাম ভাঁড়ালী কোন কাম করিল ।

যুগিনীর পাকঘরে যাই দরশন দিল ॥ ৩৩

পাক ঘরে যাইয়া রামায় কুলা একথান লইল ।

উপরের চাল হইতে কালি যে লইল ॥ ৩৫

ঘরের পিছে যাই রামায় কচুর ডোঙ্গা আইনল ।

পাক ঘরে যাই লবণ টোঙ্গান লইল ' ॥ ৩৭

১ তাঁতের খাদে = তাঁতের গর্তে ।

২ জরাপ = ব্যথা ।

৩ ছুড়ি = ছুটিয়া ।

৪ টোঙ্গান লইল = খুঁজিতে লাগিল ।

৫ আঁধুর = হাঁটুর ।

৬ হাতুন = হাত হইতে ।

৭ উইড্‌গা = উঠিয়া ।

আন্ধাইরগা কোন্ধাইরগা লবণ টোগাইতে লাগিল ।
 গৈরের ১ ঢুসা ২ লাগি তার নাকটা ভাঙ্গি গেল ॥ ১৯
 নাক ধরিয়া রাম ভাঁড়ালী চৌধুরী কাছে আইল ।
 নাকে মাতি নাকে মাতি কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪১

শুন শুন মহারাজ তোমারে ভালবাসি ।
 লবণ টোগাইতে আমার ভাঙ্গিল নাকের বাঁশী ॥ ৪৩
 দোনগায় রোগী হইল উপায় করে কি ।
 রামার নাক ফরসা কৈরল্য রুই ৩ ভরি দি ॥ ৪৫
 তারপরে রাম ভাঁড়ালী কোন কাম করিল ।
 ঔষুধ তৈয়ার করি চৌধুরী আগুতে লাগাইল ॥ ৪৭
 যখনে ঔষুধ তার পায়ে লাগাই দিল ।
 যন্ত্রণা কমিয়া কিছু হাটিতে লাগিল ॥ ৪৯

আবুদ্ধিয়া রাজচন্দ্রে কুবুদ্ধিয়া পাইল ।
 আবার ফিরি যুগিনীরে টোগাইতে লাগিল ॥ ৫১
 বাইলের ৪ বেড়ার তলে যুগিনী পলাইয়াছিল ।
 বাইল হেরাইয়া ৫ মহারাজ হাত চাবি ধরিল ॥ ৫৩
 একে তরে যুগিনীর গায়ে বল ছিল ।
 ঝাড়া মারি ৬ যুগিনী উড়িয়া লড় দিল ॥ ৫৫
 বাড়ীর পশ্চিম দিগে যাই গড়ে ঝাপ দিল ।
 গড় পার হইয়া যুগিনী সেই পারে গেল ॥ ৫৭
 পিছে পিছে রাজচন্দ্র সেই পারে গেল ।

জঞ্জলের মধ্যে তখন অপমান করিয়া ।
 দোন হস্ত সৈরপমালার বন্ধন করিয়া ॥ ৬০

১ গৈরে = ঘরে ।

৩ রুই = তুলা ।

৫ হেরাইয়া = সরাইয়া ।

২ ঢুসা = হুসা, ঠেস ।

৪ বাইলের = বন্ধ-বিশেষ ।

৬ ঝাড়া মারি = ঝটকা মারিয়া

কহিতে লাগিল বাক্য তাহার সামনে ।
 আমার নাম বুঝি তুমি না শুনিছ কাণে ॥ ৬২
 বাইশ মুহুরের হাকিম আমি কই তোমার ঠাই ।
 অপমান যেমন কৈরল্লি পাইবি যে সাজাই ॥ ৬৪
 হাত বান্ধিয়া সৈরপমালার বাড়ীত আনিব ।
 তাঁতের খুণ্ডার ১ লগে কসিয়া বান্ধিল ॥
 পায়ের তুন জুতা খুলি পিড়িতে লাগিল । ৬৭

(৩)

এই স্থানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া ।
 ছৈম্যা নাঠা লই কথা শুন মন দিয়া ॥ ২
 বাড়ীর দক্ষিণ দিগে আসি ছৈম্যায় নজর করি চায় ।
 যুগিনীরে মারন লাইগছে এমন দেখা যায় ॥ ৪
 যদি আমি ছৈম্যা পরাণে বাঁচিব ।
 এই কথা আমি যাই কালার কাছে কৈব ॥ ৬
 এই খানতুন ছমিরদ্দি কৈরছে আগমন ।
 রাজগঞ্জের হাডে ২ যাই দিল দরশন ॥ ৮
 কালাযুগী কালাযুগী কই তোমার ঠাই ।
 তোর হাতননাইয়া বউগা মারে হামাইলে ৩ লটকাই ৪ ॥ ১০
 এই কথা কালাযুগী যখনে শুনিল ।
 কাপড় বেচা ফেলাই যুগ্যায় উড়ুগা লড় দিল ॥ ১২
 আপনার বাড়ীত আসি নজর করি চায় ।
 যুগিনীরে ধরি চৌস্ত্রী তখন ঠেঙ্গায় ॥ ১৪

১ খুণ্ডার = খুঁটি ।

২ হাডে = হাটে ।

৩ হামাইলে = তাঁতের খুঁটায় ।

৪ লটকাই = ঝুলাইয়া ।

ইহা দেখি কালায়ুগী ভাবিতে লাগিল ।
 কি করিবে কালায়ুগী বুদ্ধি করণ লইল ॥ ১৬
 সেখান যাইয়া যদি তাহারে ধরিব ।
 অনাহত আমি কেন কিল কনি * খইব ॥ ১৮
 যা হউক সে হউক আমি তার খুড়ার কাছে যাইব ।
 খুড়ার কাছে যাইয়া আমি তার খুড়ার কাছে কইব ॥ ২০
 দৌড়া দৌড়ি কালায়ুগী খুড়ার কাছে গেল ।
 খুড়ার কাছে যাইয়া কালায় কান্দিতে লাগিল ॥ ২২

শুন শুন ওরে খুড়া কই তোমার ঠাই ।
 তোমার ভাতিজা কালীর পাড়া পাল কিসের লাই ॥ ২৪
 তোমার দুয়ারে খুড়া জয়কালী নাই ।
 জয় কালীর দুয়ারে তোমার ভাতিজারে বলি দেও চাই ॥ ২৬
 শীকার কৈরতে গেল চৌধ্রী করিমপুর পাথারে ।
 আমি অধীনের বাড়ীতে গেল কি প্রকারে ॥ ২৮
 গেল গেল অরে খুড়া তারে অধিক নাই ।
 আমার বউগারে মারে বল কিসের লাই ॥ ৩০
 এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল ।
 ভরণ সভার মধ্যে চৌধ্রী বড় সরম পাইল ॥ ৩২

এনুসিং বেনুসিং মঙ্গলসিং ছুরগাসিং ডাক দিয়া লইল ।
 যুগীবাড়ীর তুন রাজচন্দ্রে আইনতে বোলাই
 হুকুম করি দিল ॥ ৩৪
 শুন শুন চাইর পেয়াদা কই তোগ ঠাই ।
 যুগী বাড়ীর তুন রাজচন্দ্রে বান্ধি আন যাই ॥ ৩৬

(৪)

খুড়ার হুকুম যখন পেয়াদারা পাইল ।
লাড়ি হস্তে মোচ তাড়ানি যাত্রা করিল ॥ ২
ধীরে হাটে অনুগতে কৈরছে আগমন ।
কাল যুগীর বাড়ীত যাই দিল দরশন ॥ ৪
ঘরের সামনে যাই চাইর পেয়াদা খাড়া যে হইল ।
রাজচন্দ্র রাজচন্দ্র বলি বোলাইতে লাগিল ॥ ৬

যুগিনীরে ছাড়ি দি তাগো কাছে আইল ॥ ৭
শুন শুন মঙ্গলসিং কই তোরগো ঠাই ।
তোরা যুগী বাড়ী আইলি কিসের লাই ॥ ৯
এই কথা চাইর পেয়াদা যখনে শুনিল ।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১১

শুন রাজচন্দ্র চৌধুরী কই তোমার ঠাই ।
তুমি আইছ পিয়ার ¹ লাই আমি আইছি হিয়ার ² লাই ॥ ১৩
ঠেসারার ³ কথা যখন রাজচন্দ্র শুনিল ।
তরজিয়া গরজিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৫

হারামজাদা গোলাম বাচ্চা হিরি ⁴ কৈবি কথা ।
জবর চোবাড় মারি ভাঙ্গি দিমু মাথা ॥ ১৭
এই কথা চাইর পেয়াদা যখনে শুনিল ।
লাপুদি পড়ি রাজচন্দ্র চুল চাবি ধরিল ॥ ১৯
চাইরগায় মিলি তারে বন্ধন করিল ।
ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে তারে আগদরজায় নিল ॥ ২১

¹ পিয়ার=পেয়ার বা প্রিয়ার । ² হিয়ার=প্রাণের ; তুমি পিরীতের খোজে আসিয়াছ আর আমরা প্রাণের দায়ে, মনিবের হুকুম তামিলের জন্ত আসিয়াছি ।

³ ঠেসারা=ঠাট্টা-ইঙ্গিতের । ⁴ হিরি=ফিরিয়া ; যদি ফের্স্ ঐরূপ কথা বলিস্ ।

ধূয়া—পীরিতের যেমনি মজা তেমনি সাজা মান অপমান নাই ।

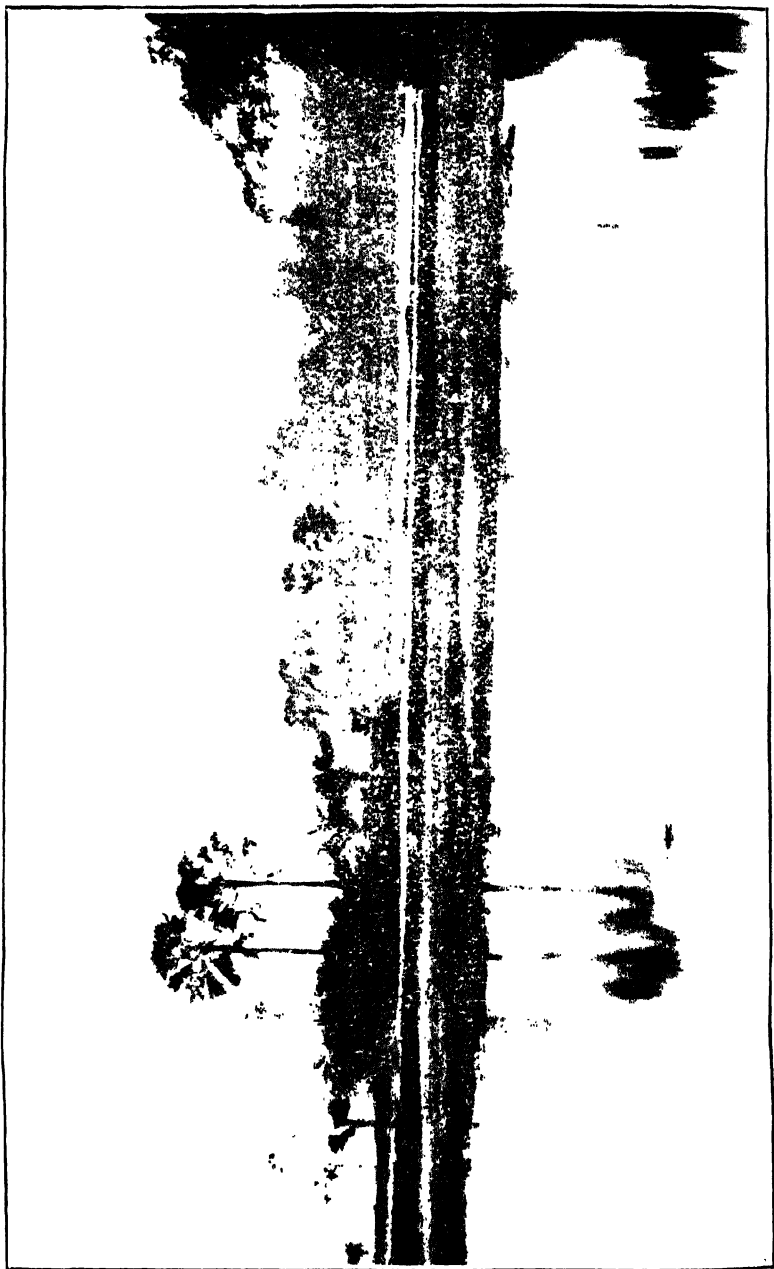
এইখান তুন চাইর পেয়াদা কৈরছে আগমন ।
 খুড়ার দরবারে যাই দিল দরশন ॥ ২৩
 আলগে থাকি রাজিন্দ্র খুড়ার নজর করি চায় ।
 রাজচন্দ্রে বান্ধি আইনছে এমন দেখা যায় ॥ ২৫
 মনে মায়া মুখে রাগ কহিতে লাগিল,
 শুন শুন রাজচন্দ্র কহি তোমার ঠাই ।
 তুমি পোলাকালে বুড়া কারবার কর কিসের লাই ॥ ২৮
 হাইসে করাইছে বিয়া ফুলেশ্বরী রাই ।
 মনে না লাইগলে তোমার বিয়া কর চাই ॥ ৩০

কান্দন

শুন শুন অরে খুড়া কই তোমার ঠাই ।
 এরই আসি কাছে বসি কথা শুনে চাই ॥ ৩২
 তজবিজ ১ করিয়া খুড়া কাট দুই কাণ ।
 বেতজবিজে মাইরলে আমার ত্যজিব জীবন ॥ ৩৪
 কালাঘুগী বাড়ীত গেলাম ঘোড়া চাইবার লাই ।
 কালাঘুগীর ঘোড়ার মত আঙ্গো ২ ঘোড়া নাই ॥ ৩৬
 এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।
 রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৮
 সরকারতুন হাজার টাকা লই যাও গণিয়া ।
 পূববাপুর তুন ধল্যা টাঙ্গন আনগৈ কিনিয়া ॥ ৪০
 শুন শুন রাজচন্দ্র কই তোমার ঠাই ।
 আগদরজায় দৌড়া ঘোড়া আমি দেইখতাম চাই ॥ ৪২

১ তজবিজ = খোঁজ খবর ।

২ আঙ্গো = আমাগো, আমাদের ।



রক্ষমাভার দাঁড়ি—৩৭৯ পৃঃ

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।
পূবাপুর যাইয়া চৌধুরী ঘোড়া কিনি আইনল ।
দেখিয়া রাজচন্দ্র খুড়া বড় খুসী হইল ॥ ৪৫

কালাঘুগীর পালা সমাপ্ত ।

পঞ্চম অঙ্ক

রঙ্গমালার দীঘি কাডার' পালা

গান

এলনা এলনা বন্ধু আমার বন্ধু এলনা ।
মরি মরি একি জ্বালা পরাণে আর সহেনা ॥ ২

শুনেন শুনেন ইন্দ্রসভা কই সভার ঠাই ।
রঙ্গমালার দীঘি কাডার পালা সভাতে শুনাই ॥ ৪
রঙ্গমালায় বোলে দাসী কইগো তোমার ঠাই ।
একখান পত্র লেখ কহিয়া বুঝাই ॥ ৬

পূয়া—অরে অ বন্ধু কোন দেশে গেলা এলানারে ।
বিরহে বিরহে মোর পরাণ বাঁচেনা ॥ ৮

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।
কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল ॥ ১০
রাগেহসে ২ পত্র লিখিতে লাগিল,
পরথমে লিখিল জয়কালীর নাম ।
তারপর লিখিল নিজ মনস্কাম ॥ ১৩

প্রেম করিতে আইলে দাদা কত কথা কয় ।
 সারিলে আপন কার্য্য কারো কেহ নয় ॥ ১৫
 আগে করে প্রেম ধরি হাতে পায় ।
 যাইবার কালে অরে দাদা ফিরে না চায় ॥ ১৭
 এই যদি মহারাজ ছিল তোমার মনে ।
 তবে প্রেম করিলা কেন অভাগিনীর সনে ॥ ১৯
 প্রেম করিয়া দুঃখ দিয়া দেখা না দেও কেন ।
 তুমি না আসিলে আমার ত্যজিব জীবন ॥ ২১
 বড়র সনে প্রেম করিলে বড় মান্য হয় ।
 তেমার সনে প্রেম করিয়া বুঝি দুর্দশা ঘটয় ॥ ২৩

লেখিয়া পড়িয়া পত্র করি দিলা খাম ।
 উপরে লিখিয়া দিলা রাজচন্দ্রের নাম ॥ ২৫
 শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাই ।
 পত্র লইয়া কেবা যাইবা কহনা বুঝাই ॥ ২৭
 এই কথা দাসীয়ে যখনে শুনিল ।
 আমি যাইব বুলি তখন কহিতে লাগিল ॥ ২৯
 এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।
 গোপনে দিবা পত্র কহিতে লাগিল ॥ ৩১

পত্র লইয়া দাসী কইরছে আগমন ।
 কত দূর দাসী দিল দরশন ॥ ৩৩
 হেকমচ্চা নরের দাসী হেকমত করিল ।
 বৈষ্ণবীর বেশ দাসী তখনে ধরিল ॥ ৩৫
 সেখান তুন অগো দাসী কৈরছে আগমন ।
 বাবুপুর চৌধ্রীবাড়ী দিল দরশন ॥ ৩৭

জয় জয় বলি দাসী ধরিল ফিকির ।
 সকলে বোলে আইল ঈশ্বরের ফকির ॥ ৩৯

ভিক্ষা লয় আর বৈষ্ণবীয়ে নজর করি চায় ।
 চাচা ভাতিজা দুইজনে দরবারে দেখা যায় ॥ ৪১
 সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইল ।
 পত্র দিব কি প্রকারে ভাবিতে লাগিল ॥ ৪৩
 ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধি যে করিল ।
 হাতের মধ্যে পত্র তখন বাহির করি লইল ॥ ৪৫
 পত্র হাতে লইয়া দাসী লাড়ে আর চাড়ে ।
 দরবারে থাকি রাজচন্দ্র দেখিল নজরে ॥ ৪৭

রাজচন্দ্রে বলে খুড়া কই আমনের ঠাই ।
 অন্তরে যাইমু আমি কহিয়া বুঝাই ॥ ৪৯
 এই কথা বলি চৌধুরী হাটিয়া মেলা দিল ।
 বৈষ্ণবীয়ে ঠার মারিয়া বাড়ীর দক্ষিণ দিকে গেল ॥ ৫১
 ঠার বুঝিয়া বৈষ্ণবী সেইখানে গেল ।
 রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৩
 শুনে শুনে মহারাজ কই আমনের ঠাই ।
 রঙ্গমালার কথা বুঝি আমনের মনে নাই ॥ ৫৫
 ইহা বলি পত্র খুলি রাজচন্দ্রে দিল ।
 পত্র পাই রাজচন্দ্র বড় খুসী হইল ॥ ৫৭

(২)

যাও যাও করি তখন দাসীরে বিদায় দিল ।
 পত্র হাতে করি চৌধুরী রামার কাছে গেল ॥ ২
 শুন চাই রাম ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাই ।
 কিবা বুদ্ধি দিবা আমার বুদ্ধি ধড়ে ' নাই ॥ ৪

১ ধড়ে=দেহে ; বুদ্ধির স্থান দেহে নয় মস্তিষ্কে । এই ভুলটি গ্রাম্য কবির অজ্ঞতা-প্রসূত ।

হাতের পত্রখানি রামারে শুনাইল ।
মহারাজের আগে রামায় কহিতে লাগিল ॥ ৬

শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই ।
বুদ্ধি বাতাইব আমি কহিয়া বুঝাই ॥ ৮
শীঘ্র করি খুড়ার আগে যাওনা চলিয়া ।
নর বাড়ীর খাজনার কথা দেও উল্লেখ করিয়া ॥ ১০
তোমার হাতে আদাই খাজনা খুড়ায় জানে না ।
তিনচাইর বছরের খাজনা বাকী দেখাওনা ॥ ১২
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখন শুনিল ।
তদগুণে তোমারে পাঠাইয়া দিব ॥ ১৪
এই কথা রাজচন্দ্রে যখন শুনিল ।
খুড়ার কাছে নর বাড়ীর খাজনা বাকী দেখাইল ॥ ১৬

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল ।
খাজনা আদায় করিবারে হুকুম করি দিল ॥ ১৮
হুকুম পাই রাজচন্দ্র কোন কাম করিল ।
রামারে বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ২০
শুন শুন রামদাদা তুমি আমার ভাই ।
চল এখন আমরা নর বাড়ীতে যাই ॥ ২২

রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন ।
দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন ॥ ২৪
এই খানতুন মহারাজ টাঙ্গন দিল ছাড়ি ।
এক দৌড়ে চলি গেল রঙ্গমালার বাড়ী ॥ ২৬
রঙ্গমালা রঙ্গমালা বোলাইতে লাগিল ।
গোস্তা হইয়া রঙ্গমালা জবাব নাহি দিল ॥ ২৮
ঘরে যাই মহারাজ নজর করি চায় ।
পালঙ্কেতে রইছে শুইয়া এমন দেখা যায় ॥ ৩০

আস্তে আস্তে রত্নমালার গায়ে হাত দিল ।
ছাড়ামারি হাত তখন ফালাইয়া দিল ॥ ৩২

রাজচন্দ্র বোলে সুন্দরী কই তোমার তরে ।
দোষগুণা অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ ৩৪
কোন কাজেতে আমি গিয়াছিলাম বাণী ।
এইবার তোমারে আর না যাইব ছাড়ি ॥ ৩৬
এই কথা রত্নমালা যখনে শুনিল ।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৮

পুরুষের কথা যে জন বিশ্বাস করয় ।
ধর্ম কর্ম দুই কুল হারায় ॥ ৪০
তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিয়া ।
জীবন যৌবন ধন দিয়াছি সঁপিয়া ॥ ৪২
এই কথা রাজচন্দ্র চৌধুরী যখনে শুনিল ।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪৪

শুন শুন সুন্দরীগো কই তোমার ঠাই ।
অপরাধ মাপ কর কহিয়া বুঝাই ॥ ৪৬
কিবা আপত্তি তোমার কহনা বুঝাই ।
এখন সে আপত্তি আমি দিমুগো পূরাই ॥ ৪৮
এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল ।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫০

কি কথা কইছিল বন্ধু সায়নবাঁধা † ঘাটে ।
আমার বাপের নামে দীঘি দিতা আগদরজার পরে ।
নবদখানা উড়াই দিবা আশী হাতের পরে ॥ ৫৩

এই কথা রাজচন্দ্র চৌধুরী যখনে শুনিল ।

দিমু দিমু বলি তখন কহিতে লাগিল ॥ ৫৫

হাত মাপা রসি যদি থাকে তোমার ঘরে ।

শীঘ্র করি রসি তুমি আনি দেগো মোরে ॥ ৫৭

কত হাত দিবা দীঘি তুমি লৈবা মাপিয়া ।

সেইমতে দীঘি আমি দিমু কাটাইয়া ॥ ৫৯

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল ।

আপ্তারামের কাছে যাই কহিতে লাগিল ॥ ৬১

শুনেন শুনেন পিতা ঠাকুর কই আপনারে ।

হাত মাপা রসি গাছ আঁচো জলতি দেননা মোরে ॥ ৬৩

এই কথা আপ্তারাম যখনে শুনিল ।

রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬৫

কি করিবা রসি তুমি কহনা আমারে ।

আপনার নামে দিমু দীঘি আগদরজার পরে ॥ ৬৭

এই কথা আপ্তা নর যখনে শুনিল ।

মনে মনে আপ্তা নর বড় খুসী হইল ॥ ৬৯

কারো পুত্র হইয়া সৎকার্য্য করিতে না পারে ।

আমার নামে দীঘি দিব রঙ্গে আগদরজার পরে ॥ ৭১

খুসী হইয়া আপ্তা নরে রসি আনি দিল ।

রসি হাতে লইয়া চৌধুরী কাছে গেল ॥ ৭৩

দেও দেও বলি চৌধুরী রসি হাতে লইল ।

রঙ্গমালারে সঙ্গে লইয়া তখনে চলিল ॥ ৭৫

কোন খানে দিবা দীঘি দেখাই দেও আগে ।

এই কথা শুনি গেল বাড়ীর পশ্চিম ভাগে ॥ ৭৭

শুন শুন সুন্দরীগো কইয়া বুঝাই তোরে ।

কত হাতে দিবা দীঘি মাপি দেওনা মোরে ॥ ৭৯

আপন হস্তে রজ মাপিয়া সে দিল ।

এই মাথায় সেই মাথায় রসি ফালাইয়া দিল ॥ ৮১

এই মাথায় সেই মাথায় যখন কালিক^১ করিল ।

সাড়ে বাইশ দোরণ^২ জমী কালিকের মধ্যে হইল ॥ ৮৩

শুন চাইরে রামদাদা কই তোমার ঠাই ।

এইবার কি বুদ্ধি দিবি আমার ধড়ে বুদ্ধি নাই ॥ ৮৫

এতদূরা জমিন আমি ফালাইমু কাটিয়া ।

শুনিলে খুড়ায় মোরে ফালাইবে মারিয়া ॥ ৮৭

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

বুদ্ধি করিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮৯

শুন শুন রজমালা কই তোমার ঠাই ।

বেজুইতে^৩ দাঘি দিলে কোন লভ্য নাই ॥ ৯১

চৌখুট^৪ করিয়া দাঁঘি দিলে সুন্দর হইব ।

আমার হাতে দেও রসি মাপিয়া যে দিব ॥ ৯৩

এই কথা রজমালায় যখনে শুনিল ।

মাইয়া পোলা মানুষ রজ বুদ্ধিতে নারিল ॥ ৯৫

রামার হাতে রসি মাপিয়া সে লইল ।

এই মাথায় হেই মাথায় তখন রসি ফেলাইয়া দিল ॥ ৯৭

এই সে দিক তখন কালিক করিল ।

আড়াই দোরণ জমীন কালিকেতে পাইল ॥ ৯৯

চাইর কোণায় চাইর রাম কলাগাছ তখনই গাড়াইল^৫,

এই মতে রাজচন্দ্র রজের আগে কইতে লাগিল ।

মগের জন্ত যামু আমি শীঘ্র বাড়ীত চল ॥ ১০২

১ কালিক=কোন একটা পরিমাণ হিসাব করাকে “কাণী” করা বলে ।

২ দোরণ=জোপ ।

৩ বেজুইতে=অযথাস্থানে ।

৪ চৌখুট=চতুষ্কোণ ।

৫ গাড়াইল=রোপণ করাইল ।

বাড়ীত যাইয়া সুন্দরীয়ে দিল দরশন ।

ছেন ¹ সন্ধ্যা খানা আদি করিল তখন ॥ ১০৪

রাজচন্দ্র বোলে সুন্দরী কই তোমার ঠাই ।

শীঘ্র করি দেও বিদায় মগ আইনতাম যাই ॥ ১০৬

এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল ।

মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১০৮

ধূয়া—যাবে যদি প্রাণনাথ আসিবে কবে বলে যাও ।

খানিকক্ষণ বিলম্ব হইলে সে দুঃখিনীর মাথা খাও ॥ ১১০

(৩)

হাসি মুখে রাজচন্দ্রে বিদায় করি দিল ।

রামারে লইয়া চৌধুরী তখন চলিল ॥ ২

এইখানতুন মহারাজ টাঙ্গন দিল ছাড়ি ।

সেইখানতুন চলি গেল রাম্য মগের বাড়ী ॥ ৪

গাছের লগেতে ঘোড়া বন্ধন করিল ।

রাম্য মগ রাম্য মগ বোলাইতে লাগিল ॥ ৬

সোণার খাডে ² হোচে ³ মৈগ্যা রূপার খাডে পাও ।

পঞ্চ দাসীয়ে দাবে ⁴ মগ্যার হস্ত পাও ॥ ৮

এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল ।

ঘরে থাকি রাম্য মগ স্বর কাণে শুনিল ॥ ১০

শুন শুন অগো দাসী কই তোমার ঠাই ।

খাণ্ডার ⁵ আগে কেবা ডাকে কহনা বুঝাই ॥ ১২

¹ ছেন=বান ।

² খাডে=খাটে ।

³ হোচে=শুইয়াছে ।

⁴ দাবে=টিপিয়া দেয় ।

⁵ খাণ্ডার=খাঁড়া । কাহার এমন বৃকের পাটা যে খাঁড়ার আগে আসিয়া পড়ে

এক নাম দরিয়া ১ ডাইকতে পারে আগার মায়ে আর বাপে ।

যৎকিঞ্চিৎ বোলাইতে পারে বাবুঁচাদের পুতে ॥ ১৪

বুড়া যদি হয় তবে দেও শালে উঠাইয়া,

পোলা পাইন ২ হলে তারে দেও বান্ধি পানায় পাঠাইয়া ।

যোয়ান জান ৩ হলে তারে ফেলাইবা কাটিয়া ॥ ১৭

এই কথা মগের দাসী যখনে শুনিল ।

ধামা হাতে করি তখন রংগেতে চলিল ॥ ১৯

কতদূর যাই দাসী নজর করি চায় ।

বাবুঁচাদের দেখি বোলে হায়রে হায় ॥ ২১

একই দৌড়ে অগো দাসী মগ্যার কাছে গেল ।

এই সমাচার তখন মগ্যারে কহিল ॥ ২৩

সোণার খাড়ে শুইতছ তুমি রূপার খাড়ে পাও ।

তোমার দেশের মধ্যে হলুস্কূলি বাত্তা ৪ নাহি পাও ॥ ২৫

বাবুঁচাদের পুত্রের কথা যখনে শুনিল ।

হোতাতুন উডি মগ্যায় আগদরজায় গেল ॥ ২৭

গলাতে কাপড় বাঁধি নমস্কার দিল ।

মহরাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৯

হাজার টেকা দিয়া কর্তা না পাই দরশন ।

আমনে আমনে আইলেন কর্তা ভাগ্যের কারণ ॥ ৩১

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।

রাম্যা মগের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৩

শুন রাম সর্দার তুমি আমার ভাই ।

তোমার কাছে আইছি আমি এউগ্যা দীঘি কাড়াইতাম চাই ॥ ৩৫

১ দরিয়া = ধরিয়া ।

২ পোলা পাইন = ছোট ছেলেপিলে ।

৩ যোয়ান জান = বলশাপী যুবক ।

৪ বাত্তা = বাস্তা ।

এই কথা রাম্যা মগে খনে শুনিল ।

মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৭

বাড়ীত থাকি মহারাজ দিতেন হুকুম করিয়া ।

দুই চাইর হাজার মগ আমি দিতাম পাঠাইয়া ॥ ৩৯

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।

গোপ্ত ভাবে দিমু দীঘি কহিতে লাগিল ॥ ৪১

রাম্যা মগে বোলে আমি বুঝিবে ভাবিয়া ।

গোপ্ত ভাবে দীঘি আমি দিমু কাটাইয়া ॥ ৪৩

বারশত নাতি আমার তেরশত পন্তি ¹ ।

কেহ পাইব তোলা তোলা কেহ রন্তি রন্তি ² ॥ ৪৫

এই কথা বলি মগ্যায় কোন কাম করিল ।

পিতলা নাগরার মধ্যে দমদম বাড়ি দিল ॥ ৪৭

যত আছিল মগের সৈন্য লইল দৌড়াদৌড়ি ।

* * * * *

একে একে রাম্যা মগে নাম ধরিয়া ডাকে ।

ওড়া ³ কোদাল লইয়া মগ চলে লাখে লাখে ॥ ৫০

মগ লইয়া মহারাজ কইরছে আগমন ।

✓ তালেবপুর নরবাড়ীতে দিল দরশন ॥ ৫২

এইদিগে স্তন্দরীয়ে নজর করি চায় ।

মহারাজ আসিয়াছে এমন দেখা যায় ॥ ৫৪

রক্ষন করিয়া অন্ন তৈয়ার করিল ।

দাসীর আগে তখন হুকুম করি দিল ॥ ৫৬

¹ পন্তি = পুতি, নাতি-পুতি ।

² কেহ পাইব.....রন্তি রন্তি = কেউ এক এক তোলা, কেউ বা এক এক রতি পাইবে ।

³ ওড়া = ঝোড়া, মাটি খনন করিয়া তুলিবার পাত্র-বিশেষ ।

খাওয়া লাওয়া শেষ করিয়া আগ দরজায় গেল ।
 যত আছিল মগের সৈন্ত দেখাইয়া দিল ॥ ৫৮
 তোলা জল আনি চৌধুরে ছেয়ান করাইল ।
 পাক ঘরে আনি তারে ভোজন করাইল ॥ ৬০
 সুন্দরীয়ে বলে চৌধুরী কই তোমার চাঁই ।
 রাম্যা মগের নাম শুইনছি দেখিবারে চাঁই ॥ ৬২

(৪)

রামসদ্বার রামসদ্বার যখন ডাক দিল ।
 মহারাজের সামনে আসি খাড়া যে হইল ॥ ২
 আল্গে থাকি সুন্দরীয়ে নজর করি চায় ।
 পাহারের মত মগ্যা এমন দেখা যায় ॥ ৪
 রাম্যা মগেরে দেখি সুন্দরী ভাবিতে লাগিল ।
 মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬
 দীঘির কাষ্য নাই মহারাজ দীঘির কাষ্য নাই ।
 তুমি থাইকলে বাঁচি কত দীঘি পাই ॥ ৮
 আইজগা রামা মগে আমারে যাইবগো দেখিয়া,
 কাইলগা আসি তোমার মুণ্ড ফালাইব কাটিয়া ।
 পরশু আমি দুঃখিনীরে লই যাইব বাঁধিয়া ॥ ১১
 এই কথা মহারাজ কাণেতে শুনিয়া ।
 রক্তমালার আগে কথা কহিল ভাঙ্গিয়া ॥ ১৩
 মগ পাড়ায় গেছি আমি খাজনার লাগিয়া ।
 কত মগ আইনছি আমি কাণচাবি ধরিয়া ॥ ১৫

সুন্দরী তোমার কোন ভাবনা নাই । এই সব মগ আমার পরজা ।
 আর সঙ্গে বেয়াদপি কথা কখনও কইত নয় ।

মহারাজ আমি বিশ্বাস করি না । যদি আমনে এক কাষ করেন তা হইলে
 বিশ্বাস করি যদি রাম্যামগের পায়ের মধ্যে বেড়ী লাগাই দেন ।

রাজচন্দ্রে বোলে রাম তুমি আইও কাছে । রঙ্গমালার লগে আমি
ঠেকলাম মহা পেঁচে ^১ । রঙ্গমালায় কয় রাম্যা মগের পায় বেড়ী লাগাইতাম ।
আঁই কি পরকারে ^২ বেড়ী লাগাই । যদি বেড়ী লাগাইতাম যাই যদি
রাম্যামগে কয় মহারাজ আঁই কি অপরাধ করলাম আমার পায়ে বেড়ী
দিবেন তখন আমি কি উত্তর কইরব ।

রামায় বোলে মহারাজ বুদ্ধি আছে । মাইয়া পোলার পীরিতে মইজলে
ঠেকতে হয় পেঁচে । যখন আমনে বেড়ী লই যাইবেন রাম্যা মগের
কাছে, যদি রাম্যা মগে আমনেরে জিজ্ঞাসা করে আমনে উত্তর করবেন এই
দেখ রামসদ্বার, আমি তোমার পার মধ্যে বেড়ী লাগামু কি জানি যদি
আঁর দীঘি কাডা ফেলাই পলাই টলাই যাও । তা হইলে ত আঁর সরম
হইব । এইজন্তে আমি তোমার পার মধ্যে বেড়ী দিউম ।

এই কথা রাম্যা মগ যখন শুনিল ।

হাসি হাসি কয় মগ্যায় বেড়ী লাগাইল ॥ ১৭

অইয়ারা, কইয়ারা, ইরুসিং বিরুসিং, দীঘি ।

খোয়াসাগর, জগন্নাথ, কমলার দীঘি ॥ ১৯

কমলার দীঘি সকল কাটাইছি ।

দমদমা কাটিতে আঁড়র ^৩ জরাপ পাইছি ॥ ২১

এই কথা কই মহারাজ বড় দিলেন লাজ ।

এই দীঘি কাইটে আমার কতক্ষণের কাজ ॥ ২৩

এই বোলি মগের সৈন্ত হুকুম করি দিল ।

ফারাফারা ^৪ বোলি মগে দীঘির কোব ধরিল ॥ ২৫

^১ পেঁচে = গোলমালে ।

^২ পরকারে = প্রকারে ।

^৩ আঁড়র = হাঁটুর ।

^৪ ফারাফারা = ঝঞ্ঝরকে স্বরণপূর্বক

(৫)

মহারাজ খাড়া ত থাইকতে দল চডি ^১ করিল

ইহা দেখি মহারাজ বড় খুসী হইল ॥ ২

রঙ্গমালার কাছে যাই দরশন দিল ।

মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪

শুন শুন সুন্দরী কই তোমার ঠাই ,

আর কিছু আপত্তি আছেনা কহনা বুঝাই ॥ ৬

সুন্দরীয়ে বোলে চৌধুরী কই আমনের ঠাই ।

নবদখানা তোলাই দিবেন কহিলাম বুঝাই ॥ ৮

শুনি মহারাজ তখন কোন কাম করিল ।

নন্দ ছৈয়াল বোলাই তখন হুকুম করি দিল ॥ ১০

বাড়ীর কায্য ফেলাই এখন নবদ খানার কায্য কর ।

আশী হাতের পরে নবদ শীত্রে তৈয়ার কর ॥ ১২

আর কি আবিস্তি ^২ আছে সুন্দরী কহনা বুঝাই ।

দিনে দিনে আবিস্তি তোমার দিমুগো মিটাই * ॥ ১৪

আর একটি আবিস্তি চৌধুরী আমার মনে আছে ।

সেই আবিস্তিটা কই আমনের কাছে ॥ ১৬

মগে দোধি কাডে, নবদিয়ে নবদ বাজায় কই আমনের ঠাই ।

ছোট বড় সকলেরই একটু জল পান করাইতাম চাই ॥ ১৮

ধূয়া—পীরিতে মজিলে মন দুখ সুখ সহিতে হয় ।

পীরিতে মজিলে মন অর্থ দণ্ড কইরতে হয় ॥

^১ দল চডি=সীমাবদ্ধ করা ।

^২ আবিস্তি=আপত্তি, সখ ।

* মিটাই=মিটাইয়া ।

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল ।

তখন মহারাজ রাজি যে হইল ॥ ২০

কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল ।

দেশ বিদেশ পত্র লিখিতে লাগিল ॥ ২২

একখানা পত্র শিমলা পাঠাই দিল ।

শিমলাগো (৭) হাজার টাকা নজর ধরিল ॥ ২৪

গোলাপ রাইয়া দেয় দীঘি অমূল্য রতন ।

বুধ বাইরগা ১ তারিখে হইল চিড়ার নিমন্ত্রণ ॥ ২৬

ছোট বড় সকলে এইখানে আসিবা ।

পেট ভরিয়া চিড়া খাই জলতোলা চাইবা ২ ॥ ২৮

দেশে বিদেশে পত্র পাঠাইয়া দিল ।

বুধ বাইরগা তারিখে সবায় নিমন্ত্রণ পাইল ॥ ৩০

যার যে রকম অবস্থা হবে নজর ধরিল ।

গোলাপ রাইয়া দীঘি দেয় পত্রেতে লিখিল ॥ ৩২

সুন্দরী তোমার যা চাইবার তা আমি স্বীকার করছি । কিন্তু আর একখান কথা কইবা । সকলেরে নিমন্ত্রণ দিলাম তোমার একালা । আমার এই কথায় তুমি না কইরবান। আমার খুড়া খুড়ীরে নিমন্ত্রণ দিতাম চাই তুমি কি কও । রঙ্গমালায় বোলে চৌধী তোমারে আমি মানা করি । তুমি একাজ কৈরল্যে ভালা হইত না । তুমি ত গোপ্তে ৩ কাজ কর খুড়ায় জানে না খুড়ায়রে জানাইলে তোমার ভালা হইত না ।

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।

মনে মনে রাজচন্দ্রে বড় রাগ করিল ॥ ৩৪

বুধ বাইরগা = বুধ বারে । ২ জলতোলা চাইবা = জলপানি চাহিবে ।

৩ গোপ্তে = গোপনে ।

রাগ হইয়া রাজচন্দ্র কোন কাম করিল,
কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল ।
সোণালী কলমে পত্র লিখিতে লাগিল ॥ ৩৭

গোলাপরাইয়া দেয় দীঘি অমূল্য রতন ।
বুধ বাইরগা তারিখে হইল চিড়ার নিমন্ত্রণ ॥ ৩৯
খুড়া খুড়ী দুইজন একত্রে আসিবা ।
পেট ভরিয়া চিড়া খাই জলতোলা চাইবা ॥ ৪১

রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ;
হাতের পত্র তখন রামার হাতে দিল ॥ ৪৩
পাইরতাম নয় বুলি রামায় বার বার কাঁহল ।
এই কথা শুনিয়া চৌধুরী বড় রাগ হইল ॥ ৪৫
পাইরতাম নয় বলিয়া যদি ফিরি কও কথা ।
জববর চোয়াড় মারি ভাঙ্গি দিমু মাথা ॥ ৪৭

এই কথা শুনিয়া রামায় বেজায় করে মুখ ।
পত্র হাতে করি চলে মনে হইল দুখ ॥ ৪৯
আলুগে থাকি রঙ্গমালায় নজর করি চায় ।
পত্র লইয়া বুঝি রামায় খুড়ার কাছে যায় ॥ ৫১

কান্দন

এই পত্র নয়রে পত্র বিষম কাল ।
এই পত্র হইতে আমার ঘটিবে জঞ্জাল ॥ ৫৩
শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই ।
দিবেন না দিবেন না পত্র কহিয়া বুঝাই ॥ ৫৫
চাঁদা বড় বীর মহারাজ চাঁদা বড় বীর ।
একলা চাঁদায় কাডে নয়শ মাইনষের * শির ॥ ৫৭

* মাইনষের = মানুষের ।

- ছোট মোট্টা চাঁদভাঁড়ালী লাল কোত্তা গায় ।
 ✽ আউড্‌গা দিয়া মারে গোলহীন দেলান ফাডি যায় ॥ ৫৯
 এই পত্র খুড়ায় যখন পাইব ।
 চাঁদারে বোলাই তখন লুকুম করি দিব ॥ ৬১
 তোমার আমার মুণ্ড একত্রে কাটিয়া ।
 ✽ খুড়ার দরবারে চাঁদায় যাইব লইয়া ॥ ৬৩

(৬)

- এই কথা রাজচন্দ্রে কিছূনা শুনিল ।
 পত্র লইয়া রামারে পাঠাইয়া দিল ॥ ২
 পত্র লইয়া রাম ভাঁড়ালী কইরছে আগমন ।
 চৌধুরীবাড়ীর দরজায় যাইয়া দিল দরশন ॥ ৪
 কিক্রপে দিব পত্র ভাবিতে লাগিল ।
 চাঁদার ডরে রাম ভাঁড়ালী কাঁপিতে লাগিল ॥ ৬
 ভাবি চিন্তি রাম ভাঁড়ালী বুদ্ধি করি সার ।
 পত্র হাতে লই গেল রামায় দরবার মাঝার ॥ ৮
 এক পা আউগায় ১ রামায় আরক পা পাছে ।
 সেলাম জানাইল যাই রাজিন্দ্র খুড়ার কাছে ॥ ১০
 হেকমচ্যা রাম ভাঁড়ালী হেকমত করিল ।
 খুড়ার গায় পত্র ফালাই উড্‌গা ২ লড় ৩ দিল ১ ১২
 ধায় আর রাম ভাঁড়ালী পিছের দিগে চায় ।
 আর নিরে চাঁদা গোলমায় আমার লাউগ ৪ পায় ॥ ১৪
 পত্র ফালাইয়া রামায় যখন উঠিয়া দৌড় দিল ।
 খাম খোঁয়াইয়া রাজিন্দ্র খুড়ায় পত্র পড়িতে লাগিল ॥ ১৬

১ আউগায় = অগ্রসর হয় ।

২ লড় = দৌড় ।

৩ উড্‌গা = উড়িয়া, উর্দ্ধ্বাসে ।

৪ লাউগ = নাগাল ।

পত্র পড়ি রাজিন্দ্র খুড়ায় ওয়াকিব ^১ হইল ।
 গেছি গেছি করি খুড়ায় মাথায় মারিল ॥ ১৮
 গেল তার জাইত আমার জাইত মারিল ।
 চিড়া খাইবার নিমন্ত্রণ নর বাড়ীতে দিল ॥ ২০

ধূয়া—কোথায় রইলি রে চাঁদা বুদ্ধির পাথর ^২ !

চান্দভাঁড়ালী চান্দভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ।
 সামনে আসি চান্দভাঁড়ালী হাজির হইল ॥ ২২
 শুন শুন চান্দাবাবু কই তোমার ঠাই ।
 কুল গেল মান গেল কলকৈর ^৩ সীমা নাই ॥ ২৪
 কিবা বুদ্ধি দিবা আমার বুদ্ধি ধড়ে নাই ।
 চিড়া খাইতাম পত্র দিল নর বাড়ীতে যাই ॥ ২৬

চান্দায় বোলে শুনেন শুনেন রাজিন্দ্র খুড়া কই আমনের ঠাই ।
 আমি চান্দা বাঁচি থাইকলে কোন চিন্তা নাই ॥ ২৮
 একবার যদি ওরে খুড়া তোমার হুকুম পাই ।
 নরের বংশ কাড়ি আমি সায়েরে ভাসাই ॥ ৩০
 কচু খেলানি খেলাই ^৪ দুর্গারে ধেয়াই ^৫ ।
 যদি রাজিন্দ্র খুড়া তোমার হুকুম পাই ॥ ৩২

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।
 চান্দভাঁড়ালীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৪
 ভাইর ঘরের ভাতিজা আমার ফেলাইবি কাটিয়া ।
 আমি মইলে কার্ট কইরব কোন পুতে আসিয়া ॥ ৩৬

^১ ওয়াকিব = অবগত ।

^২ পাথর = পাহর, প্রাস্তর, মাঠ ।

^৩ কলকৈর = কলঙ্কের ।

^৪ কচু খেলানি খেলাই = কচুকাটা করি

^৫ দুর্গারে ধেয়াই = দুর্গার ধ্যান করিয়া ।

যাও যাও চান্দভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই ।
তির গুল্লি ১ না লাগে ভাতিজার গায় কহিয়া বুঝাই ॥ ৩৮

(৭)

এই হুকুম চান্দভাঁড়ালী যখন পাইল ।
আশী হাত কাপড় দি ২ কোমর বাঁধিল ॥ ২
দুই হাতে দুই কিরিচ টান দিয়া লইল ।
আপনার সাজে চান্দায় সাজিতে লাগিল ॥ ৪
সাজি পড়ি চান্দভাঁড়ালী কপালে দিল ফোঁটা ।
আচম্বিতে খাড়া হইল জয়কালীর বেটা ॥ ৬
জয় কালী জয় কালী বোলাইতে লাগিল ।
জয়কালীর দুয়ারে পাড়া বলিদান করিল ॥ ৮
বলিদান করি চান্দায় আগ দরজায় গেল ।
গায়ের জোরে চান্দভাঁড়ালী পলট দেওন ৩ লইল ॥ ১০

আলগে থাকি রাজিন্দ্র খুড়ায় নজর করি চায় ।
বাঘের মতন চান্দভাঁড়ালী এমন দেখা যায় ॥ ১২
যদি এই বাঘ নর বাড়ীতে যায় ।
আমার মনে বিশ্বাস না হয় বাছি বাছি খায় ॥ ১৪
নিশ্চয় ভাতিজা আমার ফালাইব মারিয়া ।
সামুনে পড়িলে চান্দায় না দিবে ছাড়িয়া ॥ ১৬

এই মতে চান্দভাঁড়ালী কোন কাম করিল ।
ঘোড়ার পরে চান্দায় শোয়ার হইল ॥ ১৮

১ তির গুল্লি = তীর অথবা বন্দুকের গুলি ।

২ দি = দিয়া ।

৩ পলট দেওন = লাফান ।

সাওরাম নামে ঘোড়া চান্দার আছিল ।

কতদূর যাইয়া ঘোড়া মাজা ভাঙ্গি গেল ॥ ২০

আরবারে ঘোড়ার পরে সোয়ার হইল ।

সেই ঘোড়া সেই রকম আউড্গা^১ দিয়া গেল ॥ ২২ .

গায়ের রাগে চান্দভাঁড়ালী হাটিয়া চাছিল ।

✓ আইডগা বাড়ীর পোল চান্দায় পার হইয়া গেল ॥ ২৪

সেইখানে যাই চান্দভাঁড়ালী কোন কাম করিল ।

গায়ের পোষাক খুলি চান্দায় বৈষ্ণব হইল ॥ ২৬

ধীরে ধীরে চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন ।

তালেবপুর গেরামে যাই দিল দরশন ॥ ২৮

নর বাড়ীর পশ্চিমদিগে নজর করি চায় ।

মগেরা কাডে দীঘি এমন দেখা যায় ॥ ৩০

আর কদর যাইয়া চান্দায় করিল নজর ।

নবদিয়ে নবদ বাজায় আশী হাতের পর ॥ ৩২

এইখান তুন চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন ।

নরবাড়ী যাই চান্দায় দিল দরশন ॥ ৩৪

আউগ দেউড়ি মাইজ^২ দেউড়ি দেউড়ি সারি সারি ।

হাইস করি তোলাইছে রাজচন্দ্রে এক কাছারি ॥ ৩৬

কতদূর যাই চান্দায় করিয়া নজর ।

পশু পক্ষী করে খেলা গাছের উপর ॥ ৩৮

ফুলের উপর বসি ভোমরা মধু খায় ।

নটুয়া নাটুনী কত খেমটা নাচায় ॥ ৪০

বাজীকরে বাজী করে দেখিতে সুন্দর ।

হংসা হংসী খেলা করে জলের উপর ॥ ৪২

^১ আউড্গা = হোঁচট খাইয়া মরিয়া গেল । ^২ মাইজ = মধ্যম ।

ইহা দেখি চান্দভাঁড়ালী তাজ্জুব হইল ।

অপূর্ব তামাসা বুঝি নরবাড়ীতে আইল ॥ ৪৪

যদি আমি চান্দভাঁড়ালী এই নাম রাখিব ।

• নরের বংশ কাড়ি আমি সায়েরে ভাসাইব ॥ ৪৬

হেকমতে রাজচন্দ্রে বাড়ীত লইয়া যাইব ।

অপরে ১ আসিয়া আমি কাষ সমাধা দিব ॥ ৪৮

সেই খানতুন চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন ।

আন্তর বাড়ীর কাছে যাই দিল দরশন ॥ ৫০

জয় জয় বলি চান্দায় ধরিল ঝিকির ।

রঙ্গমালায় বোলে আইল কোথাকার ফকির ॥ ৫২

চৌধুরী লইয়া রঙ্গ শোয়ইয়া রহিল ।

বৈরাগীর তরে রঙ্গে ভিক্ষা না যে দিল ॥ ৫৪

আবার ফিরি বৈষ্ণবে ভিক্ষা যে খুঁজিল ।

টেন্ টেনাইছনা বৈরাগীর জাত ধাবাইয়া দিল ॥ ৫৬

দিলানা দিলানা ভিক্ষা চলিলাম আমি ।

আশীর্বাদ করি যাই সুখে থাইক্কা তুমি ॥ ৫৮

ইহা কহি চান্দভাঁড়ালী কৈরছে আগমন ।

✓ আইড্গা বাড়ী আসি দিল দরশন ॥ ৬০

আপনা পোষাক চান্দায় পরিধান করিল ।

চৌধুরী বাড়ীত আসি চান্দায় দরশন দিল ॥ ৬২

(৮)

চান্দায় বোলে খুড়াঠাকুর না ভাবিও তুমি ।

কাজের সুসার করি আইছি আমি ॥ ২

শুনে শুনে খুড়াঠাকুর কই আমনের ঠাই ।

একখান পত্র আমনে শীঘ্র লেখেন চাই ॥ ৩

এই কথা খুড়াঠাকুর যখনে শুনিল ।

কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল ॥ ৬

শুন শুন রাজচন্দ্র কই তোমার ঠাই ।

কি কায করিলে তুমি আমারে না জানাই ॥ ৮

কৈরল্যা কৈরল্যা এই কায্য মনে ভালবাসি ।

কিছু পরামিশ কর তুমি আমার সঙ্গে আসি ॥ ১০

তোমার টেকা না কুলাইলে আমার টেকা দিব ।

নতুবা সভার মাঝে বড় লজ্জা পাইব ॥ ১২

পত্র পাইয়া জলতি আইবা কই তোমার ঠাই ।

কায্য সমাধা কইরব তুমি আমি যাই ॥ ১৪

লেখিয়া পড়িয়া পত্র করি দিল খাম ।

উপরে লিখিয়া দিল রাজচন্দ্রের নাম ॥ ১৬

মঙ্গলসিং বোলাই তারে পত্র হাতে তুলি দিল ।

নরবাড়ীতে রাজচন্দ্রের কাছে যাইতে কহিল ॥ ১৮

পত্র হাতে করি মঙ্গলসিং কৈরছে আগমন ।

নরবাড়ীতে যাই মঙ্গল দিল দরশন ॥ ২০

দাসী দাসী বলি মঙ্গল যখন ডাক দিল ।

সামনে আসি দাসী তখন হাজির হইল ॥ ২২

দাসীর হাতে পত্রখান দিল যে ঠেলিয়া ।

রাজচন্দ্রের হাতে দিবা পত্র কহিলাম ভাঙ্গিয়া ॥ ২৪

এই কথা বলি মঙ্গল বাড়ীতে চলি আইল ।

খুড়ার কাছে আসি তখন জানাইল ॥ ২৬

এইখানে পত্র দাসী রাজচন্দ্রেরে দিল,

পত্র খুলি রাজচন্দ্র পড়িতে লাগিল ।

রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৯

শুন শুন সুন্দরীগো কই তোমার ঠাই ।
 তুমি মানা কইরছ মোরে পত্র দিবার লাই ॥ ৩১
 পত্র পড়ি খুড়া আমার বড় খুসী হইল ।
 আমারে যাইতে বুলি পত্রেতে লিখিল ॥ ৩৩
 আমার টেকায় না কুলাইলে খুড়ায় দিব টেকা ।
 আনন্দে আসিয়া এথায় নিমন্ত্রণ খাইব ॥ ৩৫

রঙ্গমালায় বোলে চৌধুরী কই তোমার তরে ।
 পত্রের কথা শুনি আমার কলিজা বিদরে ॥ ৩৭
 এই পত্র পত্র নয় পত্র বিষম কাল ।
 এই হইতে আমার ঘটিবে জঞ্জাল ॥ ৩৯
 নিমন্ত্রণার কায্য নাই খাবার কায্য নাই কই তোমার ঠাই ।
 তুমি আমি থাইকলে বাঁচি কোন চিন্তা নাই ॥ ৪১
 যাইওনা যাইওনা তুমি মানা করি আমি ।
 বাড়ীত গেলে মহারাজ ফিরি আইসবান। তুমি ॥ ৪৩

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল ।
 নিশ্চয় যাইব আমি রঙ্গেরে কহিল ॥ ৪৫
 ইহা বলি মহারাজ বিদায় হইতে চায় ।
 রঙ্গমালা উঠি চৌধুরীর ধরে দোন পায় ॥ ৪৭

মাইওনা মহারাজ আমারে ছাড়িয়া ।
 বড় খুসী হইছি তোমারে পাইয়া ॥ ৪৯
 এই কথা রাজচন্দ্রে কিছু না শুনিল ।
 রঙ্গমালার হাত তখন ঠেলিয়া ফেলিল ॥ ৫১
 আলগে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায় ।
 মজবুতে বাইনছে ' কেবাড় এমন দেখা যায় ॥ ৫৩

লাথি মারি আনার ' কেবাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল ।
 রামারে বোলাই তখন হুকুম করিল ॥ ৫৫
 জলতি করি ধল্যা টাঙ্গন সাজাই আন চাই ।
 সাজইয়া আনিল টাঙ্গন রামায় হুকুম পাই ॥ ৫৭
 টাঙ্গনে চড়িয়া চৌধুরী যখন দিল বাড়ি ।
 চলিল দেবের ঘোড়া ২ মহাদর্প ছাড়ি ॥ ৫৯
 এই খানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া ।
 চান্দভাঁড়ালীর কথা শুনে মন দিয়া ॥ ৬১

(৯)

হেকমত্যা * চান্দভাঁড়ালী হেকমত ৩ করিল ।
 রাজচন্দ্রের ভৈনের কাছে দরশন দিল ॥ ২
 শুন শুন দুঃখগামলা কই তোমার ঠাই ।
 একখান কথা তোমারে আমি কহিয়া বুঝাই ॥ ৪
 তোমার ভাই রাজচন্দ্র নরবাড়ীতে গেল ।
 নরের হাতে খাইয়া ভাত জাতি ডুবাল ॥ ৬
 টাকা পৈসা যায়গা জমি দিল নরিনীরে ।
 এই ঘোষণা শূদ্রের বংশ করে ঘরে ঘরে ॥ ৮
 তুমি একটি কায্য যদি পার করিবারে ।
 ইহার কিছু অনুসন্ধান করি দি তোমারে ॥ ১০
 একটা সরবৎ পড়া শিখিয়াছি আমি ।
 যদি তারে খাবাইতে পারগো তুমি ॥ ১২
 নরবাড়ীর কথা চৌধুরী মুখে না লইব ।
 যত দিছে টেকাকড়ি লইয়া আসিব ॥ ১৪

' আনার=আয়নার, (Glass doors) প্রাচীন গাথায় আয়নার কপাটের অনেক স্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ২ দেবের ঘোড়া=দৈবীশক্তি-সম্পন্ন (পক্ষিরাজ) ঘোড়া ।

* হেকমত্যা=চতুর । ৩ হেকমত=চাতুরী ।

আর কারো হাতে খাইত নয় মনে হইয়া খুসী ।
 তোমার হাতে খাইব সরবৎ মনে ভালবাসি ॥ ১৬
 এই কথা ছুরগামালায় যখনে শুনিল ।
 পারিব পারিব বুলি ছুরগায় কহিতে লাগিল ॥ ১৮
 এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 এক গেলাস ভাঙ্গের সরবৎ তৈয়ার কারল ॥ ২০
 সরবৎ তৈয়ার করি ছুরগার হাতে দিল ।
 ছুরগামালা লইয়া সরবৎ পরীক্ষা করিল ॥ ২২
 হাতের অঙ্গুলীদ্বারা মুখে তুলি দিল ।
 মিঠা বুলি ছুরগামালায় ঢোকতল^১ করিল ॥ ২৪
 কতক্ষণ পরে দেখে পরীক্ষা করিয়া ।
 কিছু না হইল তার সরবৎ মুখে দিয়া ॥ ২৬
 মনের চিন্তা ছুরগামালার দূর হইয়া গেল ।
 খাবাইব সরবৎ আমি চান্দারে কহিল ॥ ২৮
 এই সরবৎ দিয়া চান্দায় গেল পলাইয়া ।
 এই দিগে মহারাজ আইল হয়রাণ হইয়া ॥ ৩০
 টাঙ্গন ছাড়ি দিয়া চৌধুরী বাড়ীত আসিল ।
 চুপে চুপে রাজচন্দ্র আন্তর বাড়ী গেল ॥ ৩২
 আন্তর বাড়ী যাই চৌধুরী নজর করি চায় ।
 ছুরগামালা খাড়াই রইছে এমন দেখা যায় ॥ ৩৪
 ছুরগারে দেখিয়া চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিল ।
 কবে আইছ তুমি আহত ভাল ॥ ৩৬
 * * * * *
 মধুর বচনে কথা ছুরগারে বোলে ॥ ৩৮
 শুন চাইগো ছুরগামালা কই তোমার ঠাই ।
 কার লাগি রাইখছ সরবৎ সত্য বল চাই ॥ ৪০

এই কথা ছুরগামালা যখনে শুনিল । ●
 ভাইর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪২
 সরবৎ বানাইছি আমি আপনার লাই ।
 শুনি চৌধুরী বোলে তবে দেও নাগো খাই ॥ ৪৪
 দেও দেও বলি সরবৎ বাড়াইয়া লইল ।
 একদমে সরবৎ সব খাইয়া ফেলিল ॥ ৪৬
 ভাঙ্গের সরবৎ চৌধুরী যখনে খাইল ।
 ঢুলু মুলু কেবল ঢুলিতে লাগিল ॥ ৪৮
 শুন চাইগো ছুরগামালা কই তোমার ঠাই ।
 তোমার সরবতে আমায় ঘুরায় কিসের লাই ॥ ৫০
 এই কথা ছুরগামালায় যখনে শুনিল ।
 আমারে বুঝি আপনার অবিশ্বাস হইল ॥ ৫২
 রৌদ্রমধ্যে আসিয়াছেন হয়রাণ হইয়া ।
 সেই জন্তে ঘুরায় দাদা কহিলাম ভাঙ্গিয়া ॥ ৫৪
 কহিতে বুলিতে কথা ঢুলিয়া পড়িল ।
 সকলে ধরিয়া তারে পালঙ্কে শোয়াইল ॥ ৫৬

(১০)

আল্গে থাকি চান্দভাড়ালাী নজর করি চায় ।
 ভাঙ্গের নিশায় ধৈরছে তারে এমন দেখা যায় ॥ ২
 আপনার সাজে চান্দায় তখন সাজিল ।
 জয়কালী বোলি চান্দায় তখনে চলিল ॥ ৪
 এখান তুন চান্দভাড়ালাী কৈরছে আগমন ।
 আইডা বাড়ীর পোলের কাছে দিল দরশন ॥ ৬
 সেইখানে যাইয়া চান্দায় তৈয়ার হইল ।
 (যেইখানে) রামা মগে দীঘি কাডে সেইখানে গেল ॥ ৮
 আচম্বিতে চান্দভাড়ালাী যুদ্ধ আরম্ভিল ।
 ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সৈন্স কাডিতে লাগিল ॥ ১০

ধূয়া—অসখের বলি যুদ্ধ লাগিলরে ।

দুই হাতে দুই কিরিচ ১ মারিয়া যে যায় ।
ছাগলের পালে যেন বাঘ সাক্ষায় ২ ॥ ২২
সৈন্য কাটিতে চান্দায় না ভাবিল মনে ।
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাটে যত সৈন্য গণে ॥ ১৪

আলগে থাকি রাম্যা মগে নজর করি চায় ।
চান্দভাঁড়ালী কাড়ে সৈন্য এমন দেখা যায় ॥ ১৬
পায়ের মধ্যে লোহার বেড়ী ভাবিতে লাগিল ।
কিরূপে ছিড়িবে বেড়ী যুক্তি যে করিল ॥ ১৮

হারা তারা বলি মগ্যায় যখন দিল টান ।
ছিড়িয়া লোহার বেড়ী হইল খান খান ॥ ২০
কোদাইল ৩ হাতে করি মগ্যায় রণখেড়ে ৪ নামিল ।
চান্দভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ২২
চান্দভাঁড়ালী মারে কোব রাম্যা মগের গায় ।
কোদাইলের বাড়ীয়ে মগ্যায় ফিরাইয়া ফেলায় ॥ ২৪
রাম্যা মগে মারে বাড়ি চান্দভাঁড়ালীর গায় ।
লোহার জামা কাটি চান্দার চাইর আঙ্গুল বসায় ॥ ২৬
রাম্যা মগের লগে চান্দায় কিছুতে না পারে ।
হাতের কিরিচ ফেলাই চান্দায় কিল কিলি করে ॥ ২৮
রাম্যা মগে চান্দভাঁড়ালীয়ে করে কিল কিলি ।
তারপরে দোনগায় করে ঠেলা ঠেলি ॥ ৩০
একবার আছাড়ে চান্দায় আরবার মগ্যায় ।
এইরূপ দোনগায় যুদ্ধ যে করয় ॥ ৩২

১ কিরিচ=তলোয়ার ।

২ সাক্ষায়=প্রবেশ করে ।

৩ কোদাইল=কোদাল ।

৪ রণখেড়ে=যুদ্ধে ।

চান্দভাঁড়ালী বলে আমি কি উপায় করি ।
 এইবারকার যুদ্ধে বুঝি মগ্যার হাতে মরি ॥ ২৪
 হেকমত্যা চান্দভাঁড়ালী হেকমত করিল ।
 মগ্যার হাত তুন ছুড়ি ' চান্দায় উড্‌গান লড় দিল ॥ ৩৬
 বনের ভিতরে যাইয়া উপস্থিত হইল ।
 জয় কালী জয় কালী বোলাইতে লাগিল ॥ ৩৮

এইবারকার সমরে মাগো উদ্ধার কর মোরে ।
 জোরের পাড়া বলি দিমু তোমার ছুয়ারে ॥ ৪০
 এইকথা জয়কালী যখনে শুনিল ।
 চান্দার অগ্রেতে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪২
 দুই দিগে সমান শিষ্য করে দিমু বল ।
 কাহারে করিব আমি একেবারে তল ॥ ৪৪
 এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 কান্দি কান্দি চান্দভাঁড়ালী জয়কালীরে কইল ॥ ৪৬
 যদি মাগো মগের হাতে মুণ্ড হারাইব ।
 তোমার সাক্ষাতে এখন পরাণ ত্যাজিব ॥ ৪৮
 এই বলিয়া চান্দভাঁড়ালী কিরিচ লইল হাতে ।
 আপনি মারিতে চায় আপনার মাথে ॥ ৫০
 জয়কালী বোলে চান্দ কই তোমার তরে ।
 জিতিবি আজিকার সমর রাম্যা মগের লগে ॥ ৫২
 এই বলিয়া জয়কালী চান্দার গায়ে সোয়ার হইল ।
 আবার ফিরি চান্দভাঁড়ালী যুদ্ধেতে চলিল ॥ ৫৪

রাম্যা মগের লগে যুদ্ধ আরম্ভ করিল ।
 কোদাইল হাতে লইয়া মগ্যায় যুদ্ধেতে নামিল ॥ ৫৬

রাম্যা মগ মারে কোচ চান্দভাঁড়ালীর গায় ।
 কিরিচের আগে চান্দায় ঠেলিয়া ফেলায় ॥ ৫৮
 ডাইনে বায়ে চান্দভাঁড়ালী পল্টন^১ দেওন লইল ।
 রাম্যা মগের পরে চান্দায় কিরিচ মারিল ॥ ৬০
 এক কোবে রাম্যা মগের মুণ্ড যে কাটিল ।
 হাতীর কল্যা^২ যেন জমিনে পড়িল ॥ ৬২

(১১)

যুদ্ধ জিনি চান্দভাঁড়ালী বড় খুসী হইল ।
 একদমে কালীর নাম হাজার বার লইল ॥ ২
 শাস্ত হইয়া চান্দভাঁড়ালী কোন কাম করিল ।
 নরবাড়ীর দিগে চান্দায় যাত্রা করিল ॥ ৪
 আউগ দেউড়ী মাইজ দেউড়ী সকল ভাঙ্গিল ।
 ষোল দুয়ারী টঙ্গির^৩ ঘরে উপস্থিত হইল ॥ ৬
 লাথি মারি ঘরের কেবাট ভাঙ্গিয়া ফেলাইল ।
 রঙ্গমালা কই রঙ্গমালা কই টোগাইতে লাগিল ॥ ৮
 আল্গে থাকি চান্দভাঁড়ালী নজর করি চায় ।
 দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন পালঙ্কে দেখা যায় ॥ ১০

ধূয়া—অ দারুণ বিধিরে লাহোরে^৪ নিঠুর কালের ঘুম নাইরে ।

ঘুমে আছিল রঙ্গমালা কইব কার ঠাঁই ।
 চান্দভাঁড়ালী বলে তার পালঙ্কেতে বাই ॥ ১২
 ঘুরাই ঘুরাই রূপ তার হেরিতে লাগিল ।
 নিদারুণ চান্দভাঁড়ালীর দয়া না হইল ॥ ১৪
 জববর চোয়ার তার গালেতে মারিল ।
 বিগ্ বিগাইয়া রঙ্গমালা কান্দিয়া উঠিল ॥ ১৬

^১ পল্টন = পালটিয়া লক্ষ ।

^২ কল্যা = গলা, মুণ্ড ।

^৩ টঙ্গি = জল-টুঙ্গির ঘর, বিলাস-কক্ষ ।

^৪ লাহোরে = রাখো রে ।



চক্ষু মেলি রঙ্গমালা নজর করি চায় ।

চান্দভাঁড়ালী মাইরছে চোয়ার এমন দেখা যায় ॥ ১৮

আমি এই কথা দিব চৌধুরে লাগাইয়া ।

তোমার মুণ্ড মহারাজ ফেলাইব কাটিয়া ॥ ২০

এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

রঙ্গমালার দোন হস্ত তখনই বাঁধিল ॥ ২২

রঙ্গমালায় বোলে চান্দা এই কি তোর মনে ।

এত জোরা জোরি কেন কর আমার সনে ॥ ২৪

চান্দায় বোলে সুন্দরী কই তোমার ঠাঁই ।

আমার হস্তে তোমার মরণ কহিলাম বুঝাই ॥ ২৬

দোন হস্ত রঙ্গের যখন বন্ধন করিল ।

ইহা দেখি রঙ্গমালায় কান্দিতে লাগিল ॥ ২৮

রঙ্গে বলে চান্দ ভাই ধরি তোমার পায় ।

আমারে মারিলে আমার মা দুঃখিনীর না থাকিবে উপায় ॥ ৩০

চৌধুরে কৈরাছে প্রেম শুন আমার কথা ।

তার জন্ম কেন চান্দ কাট আমার মাথা ॥ ৩২

রাজচন্দ্রে কৈরাছে প্রেম ধরি হাতে পায় ।

আমারে কাট তুমি কাহার কথায় ॥ ৩৪

এই সময়ে যদি দেইখতাম রাজচন্দ্রের মুখ ।

তুই চান্দা কইটতি কল্লা ' না পাইতাম দুখ ॥ ৩৬

এই সময় শুইনতাম যদি রাজচন্দ্রের কথা ।

তুই চান্দ কাটতি কল্লা না পাইতাম ব্যথা ॥ ৩৮

মাইর না মাইর না চান্দা তোমায় ভালবাসি ।

খুসী থাক মোরে লই হই তোমার দাসী ॥ ৪০

এই কথা চান্দভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪২

নিদয়া নিঠুর আমি কই তোমার ঠাঁই ।

✓ তোমায়ে রাইখ্তাম আমার খুড়ার জুকুম নাই ॥ ৪৪

ধাক্কা মারি রঙ্গমালারে বাহির করিল ।

উঠানে আনিয়া তারে খাড়া যে হইল ॥ ৪৬

আলগে থাকি গোলাপ রাইয়া নজর করি চায় ।

ভৈনেরে মারে চান্দায় এমন দেখা যায় ॥ ৪৮

ছিল ডাকে গোলাপ রাইয়া রণ খেউরে ১ নামিল ।

চান্দভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ৫০

চান্দভাঁড়ালী গোলাপ রাইয়া করে কিলা কিলি ।

এউগ্যার ২ উপরে আর এউগ্যা করে ঠেলা ঠেলি ॥ ৫২

চান্দারে গোলাপ রাইয়া আছাড়ি ফেলাইল ।

নীচে পড়ি চান্দভাঁড়ালী ধড় ফড় লইল ॥ ৫৪

জয়কালীর নাম লইয়া লাথি মারিল ।

পোনর হাতের পরে যাইয়া গোলাপ রাইয়া পড়িল ॥ ৫৬

লাথি খাইয়া গোলাপ রাইয়া নরম হইল ।

নরম শরীর পোলামাইনষ ৩ কান্দিয়া উঠিল ॥ ৫৮

ভাই ভাইন দোনগার হস্ত একত্রে বান্ধিল ।

কেলা গাছ কাড়িয়া চান্দায় যন্তুর ৪ বানাইল ॥ ৬০

ইহা দেখি রঙ্গমালায় কান্দিতে লাগিল ।

চান্দভাঁড়ালীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৬২

শুন শুন চান্দভাঁড়ালী কই তোমার তরে ।

ছোট্ট ভাই আমার মার কি প্রকারে ॥ ৬৪

১ খেউরে = ক্ষেত্রে ।

২ এউগ্যার = একের ।

৩ পোলামাইনষ = ছেলে মানুষ ।

৪ যন্তুর = ফাঁসির যন্ত্র ।

আমি কইরাছি দোষ মারিবা আমারে ।
 আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া কোন দোষ না করে ॥ ৬৬
 ইহার তুন অধিক দুঃখ আর কিছু নাই ।
 তার তুনও অধিক দুঃখ মা'র গোদের ভাই ॥ ৬৭
 তার তুন অধিক দুঃখ মা'র মনে হয় ।
 যাহার সামনে এমন ভাজন বেটা * মারা যায় ॥ ৭০
 বিদেশে বিঘাটে যাব বেটা মরি যায় ।
 পশু পক্ষী না জানিতে আগে জানে মায় ॥* ৭২
 মায় সে কেমনে জানে গৃহেতে বসিয়া ।
 দিবানিশি আঙ্গুন ২ জ্বলে পুত্রের লাগিয়া ॥ ৭৪
 দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় খণ্ডন ।
 কাটা ঘায়ের মধ্যে যেন মাখিল লবণ ॥ ৭৬
 কান্দা কাটি চান্দ ভাঁড়ালী কিছু না শুনিল ।
 ভাই ভৈন দোনগারে ৩ যন্তরেতে দিল ॥ ৭৮

ধূয়া—ভাবে বুঝি দুঃখের কপাল আমার রে ।

যে গাছ ধরি আমি সে গাছ ভাঙেরে ॥ ৮০

আল্গে আল্গে চান্দ ভাঁড়ালী কিরিচ ভাজন লইল ।*

ভাই ভৈন দোনগার মুণ্ড একত্রে কাটিল ॥ ৮২

গোলাপ রাইয়ার মুণ্ড চান্দায় শালে উঠাই দিল ।

রঙ্গমালার মুণ্ড চান্দায় চাদরে বাঁধিল ॥ ৮৪

এখান তুন চান্দ ভাঁড়ালী ঘোড়া ছাড়ি দিল ।

বাবুপুর চৌধুরী বাড়ীত দরশন দিল ॥ ৮৬

১ ভাজন বেটা=মেহভাজন পুত্র । ২ আঙ্গুন=আগুন ।

৩ দোনগারে=দুইজনকেই ।

৪ কিরিচ ভাজন লইল=থুঙ্গাটা ভাঁজিতে

(উদ্ধে মোলাইতে) লাগিল ।

* বিদেশে.....মায় ॥*—এই ছত্র দুইটি আমরায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,
 'মহর্য' গীতিকায় এবং অশ্ব দু'একটি স্থানে প্রায়ই একই রকমে পাইতেছি ।

রাজিন্দে খুড়ার কাছে যাই দরশন দিল ।

✓ সেলাম করিয়া চান্দায় রঙ্গের মুণ্ড নজর ধরিল ॥ ৮৮

চাদর খুলিয়া খুড়ায় যখনে দেখিল ।

✓ দরবারেতে রাজিন্দে খুড়ায় ঢুলিয়া পড়িল ॥ ৯০

ধূয়া—হায়রে দারুণ বিধি লাগিল কাল গুণে ।

(কি করিছ চান্দ ভাঁড়ালী না জানাইয়া মোরে ।

এমন সুন্দর রঙ্গ কাইটলা কি প্রকারে ॥ ৯২

রঙ্গের মুণ্ড কাটিয়াছ তাতে ক্ষতি নাই ।

ভাতিজা হইব পাগল রঙ্গমালার লাই ॥ ৯৪

এই মাইয়া হইত যদি শূদ্রের বংশের ঘরে ।

লক্ষ টাকা দান করিতাম কালী নামের পরে ॥ ৯৬

আগে যদি জাইন্থাম আমি সুন্দর রঙ্গমালা ।

সহ করিতাম ভাতিজার জ্বালা ॥ ৯৮

যত টাকা লাইগত আমার সমাজে লাগাইতাম ।

পর্যাপ্ত ১ করাইয়া বিয়া করাইতাম ॥ ১০০

শুন শুন চান্দ ভাঁড়ালী কই তোমার গাঁই ।

ভাতিজা হইব পাগল রঙ্গমালার লাই ॥ ১০২

এই খানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া ।

রাজচন্দ্র লই কথা শুন মন দিয়া ॥ ১০৪

(১২)

ভাঙ্গের নিশা ছাড়ি চৌধুরী উঠিয়া বসিল ।

লোটা হাতে করি * * * চলিল ॥ ২

আগ দরজার পরে চান্দায় ঘোড়া দৌড়ায় ।

রক্ত রুষ্টি দেখে চান্দার গায় ॥ ৪

রাজচন্দ্রে বলে চান্দা কই তোমার ঠাই ।

রক্ত কেন তোমার গায় কহনা বুঝাই ॥ ৬

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

হরিণের মাংস খাইত তোমার খুড়ায় কহিল ॥ ৮

হরিণের রক্ত লাগিয়াছে গায় ।

ইহা শুনি রাজচন্দ্র মনেতে ভাবয় ॥ ১০

* * * * *

নরবাড়ীর দিগে চৌধ্রী নজর করিল ॥ ১২

নরবাড়ীর দিগে চৌধ্রী নজর করি চায় ।

হুহু শব্দে আগুন জ্বলে এমন দেখা যায় ॥ ১৪

* * রাজচন্দ্র চৌধ্রী দৌড় ভালা দিল ।

নরবাড়ী যাই চৌধ্রী দরশন দিল ॥ ১৬

ষোল দুয়ারগা টঙ্গীর ঘরে আগুন দেখা যায় ।

ইহা দেখি রাজচন্দ্র বোলে হায়রে হায় ॥ ১৮

অগ্নি মধ্যে চৌধ্রী ঝাঁপ দিয়া পড়িল ।

রঙ্গমালা কই রঙ্গমালা কই টোগাইতে লাগিল ॥ ২০

রঙ্গ রঙ্গ করি চৌধ্রী কান্দিতে লাগিল ।

চান্দার কাণ্ড এই মনেতে ভাবিল ॥ ২২

রঙ্গমালা কই রঙ্গমালা কই টোগাইতে লাগিল ।

উঠানের মধ্যখানে ধড়খানি পাইল ॥ ২৪

রঙ্গমালার ধড় লই নাহির হইল ।

বহুত বিচারি ২ মুণ্ড নাহিক পাইল ॥ ২৬

যদি আমি রাজচন্দ্র এই নাম রাখিব ।

বাবুপুর মধ্যে আমি আগুন লাগাই দিব ॥ ২৮

খুড়ার মুণ্ড আমি ফেলাইব কাঁটিয়া ।
 চান্দার মুণ্ড আমি দিব শালে উঠাইয়া ॥ ৩০
 পাগলের মত চৌকী পাগল হইল ।
 রঙ্গ রঙ্গ করি চৌকী কান্দিতে লাগিল ॥ ৩২

(১৩)

এইখানে এই কথা রহক মঞ্জিয়া ।
 রাজিন্দ্র খুড়ার কথা শুন মন দিয়া ॥ ২
 রাজিন্দ্র বোলে চান্দা কই তোমার ঠাই ।
 বাড়ীঘর ছাড়ি মোরা পলাই চল যাই । ৪
 এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 খুড়ারে লইয়া চান্দায় পলাইয়া গেল ॥ ৬
 ছোড খুড়ী বোলে আমার কোন দোষ নাই ।
 রাজচন্দ্রের ডরে কেন যামুগৈ পলাই ॥ ৮
 এই কথা বলিয়া খুড়ী রহিল ।
 ছোট্ট এউগা দুধের পোলা কোলেতে লইল ॥ ১০

এইখানে রাজচন্দ্র বাড়ীত আসিল ।
 পাগলের মতন কেবল টোগাইতে লাগিল ॥ ১২
 খুড়া কই চান্দা কই মুখেতে ফুকারে ।
 অগ্নির হলুকা যেন জ্বলয়ে অন্তরে ॥ ১৪
 চাইর দিগে টোগাইল নাহিক পাইল ।
 আস্তুর বাড়ীত যাই চৌকী দরশন দিল ॥ ১৬

আলুগে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায় ।
 ঘরে বসি ছোড খুড়ী পোলারে দুধ খাবায় ॥ ১৮
 উড়িয়া মারি কোলের পোলা টান দিয়া লইল ।
 আছাড়িয়া মাইরত বলি উপরে তুলিল ॥ ২০

ইহা দেখি ছোড খুড়ী বেড়াইয়া ধরিল ।

বাবু বাবু করি কান্দিতে লাগিল ॥ ২২

ছুন্ধের ছাবাল^১ আমার কোন দোষ নাই ।

এই কথা বলিয়া খুড়ী যখন ধরিল ।

আতাইল্যা পাতাইল্যা^২ কেবল কিলাইতে লাগিল ॥ ২৫

কিল খাইয়া ছোড খুড়ী দিশা নাইরে পায় ।

ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরে রাজচন্দ্রের পায় ॥ ২৭

হস্তের বালক তার ফেলাইয়া দিল ।

আবার ফিরি খুড়ারে টোংগাইতে লাগিল ॥ ২৯

না পাইয়া মনের মধ্যে গোস্তা যে হইয়া ।

বড় বড় আট্‌চালাতে অগ্নি দিল লাগাইয়া ॥ ৩১

জঙ্গলে থাকিয়া চান্দায় নজর করি চায় ।

বড় ঘরে আগুন দেয় চৌকী এমন দেখা যায় ॥ ৩৩

চান্দায় বোলে খুড়ঠাকুর লুকুম দেও মোরে ।

দেখি রাজচন্দ্র কি করিতে পারে ॥ ৩৫

এই কথা রাজচন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।

চান্দার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩৭

শুন শুন চান্দ ভাড়ালা কই তেমার ঠাই ।

আমিত এই অগ্নি দিয়াছি লাগাই ॥ ৩৯

ভাতিজার মনের কষ্ট যাউক পানি হইয়া ।

জায়গা জমিন না থাকিলে খাইব ভিক্ষা করিয়া ॥ ৪১

যদি পার সকেঁপেতে^৩ কায করিবার ।

মারামারির কিছু আর নাহিক দরকার ॥ ৪৩

^১ ছাবাল=ছাওয়াল, ছেলে ।

পাখালি, এলোমেলো ভাবে ।

^২ আতাইল্যা পাতাইল্যা=আখালি-

^৩ সকেঁপেতে=সংক্ষেপে ।

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 লুকির ^১ তাবিজ চান্দা মস্তকে বাঙ্কিল ॥ ৪৫
 লুকি ধরি রাজচন্দ্রের পিছেতে আসিল ।
 দুই চাইর কিল ঘেণ্ডির ^২ পরে দিল ॥ ৪৬
 কিল খাইয়া রাজচন্দ্র পিছের দিগে চায় ।
 মানুষ গরু না দেখিয়া মনেতে ভাবয় ॥ ৪৭
 ছাড়ার ^৩ মধ্যে আসি বুঝি ভূতে কিলায় ।
 মনের ডর পাইয়া চোঁক্খী সেখান থেকে যায় ॥ ৫১
 রাম ভাঁড়ালীর কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল ।
 দুইজনে বসি কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৩

ঝগড়া ফাছাদের ^৪ আর কোন কায্য নাই ।
 সকেঁপে করিব কায্য কহিয়া বুঝাই ॥ ৫৫
 চুপ করিয়া কতদিন থাক বসিয়া ।
 রাজিন্দ্র খুড়ায় বসুক দরবারে আসিয়া ॥ ৫৭
 এইকথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।
 রামার কথা প্রবোধ মানিল ॥ ৫৯

রঙ্গমালার দাঘি কাটার পালা সমাপ্ত ।

^১ লুকির = (?) জামুয়া

^৩ ছাড়া = জনশ্রুত স্থান ।

^২ ঘেণ্ডি = ঘাড় ।

^৪ ফাছাদের = ফ্যাসাদের ।

ইঙ্গা চৌধুরীর পালা

(১)

রাজচন্দ্রে বলে রাম কহি যে গোনারে ।

আর কিবা পরামিশ দিবা কহনা আমারে ॥ ২

রামায় বোলে রাজচন্দ্র কই আমনের ঠাই ।

ইঙ্গা চৌধুরীর বাড়ী চলেন পরামিশের লাই ॥ ৪

খুড়ার তুন ও বড় জমিদার ইঙ্গা চৌধুরী হয় ।

পরামিশের লাই চল যদি মনে লয় ॥ ৬

চাইর আনি হিঙ্গা ১ তারে দিবা ছাড়িয়া ।

তোমার বাপেব বাড়ীর জমিদারী লই দিব আনিয়া ॥ ৮

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল ।

রামার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১০

রাজচন্দ্রে শুনি কথা বলে হয় রে হয় ।

তুমি যে কইছ কথা আমার মনে লয় ॥ ১২

এইখান তুন দোনজনে কইরছে আগমন ।

বৈঠকখানা ঘরে যাই দিল দরশন ॥ ১৪

রাজচন্দ্র বোলে রাম কহিয়া বুঝাই তোরে ।

রঙ্গমালার কিরগা ২ আছে আমার উপরে ॥ ১৬

আমার আগেতে যদি রঙ্গমালা মরে ।

করালে ৩ আবদ্ধ আছি কাষ্ঠ কইরতাম তারে ॥ ১৮

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

রঙ্গমালার ধড় যেইখানে দোনজনে সেইখানে উপস্থিত হইল ॥ ২০

১ হিঙ্গা = অংশ ।

২ কিরগা = শপথ ।

৩ করালে = শপথে ।

রাজচন্দ্রে বোলে রাম ঠাকুর আন তুমি ।
 কাঠের আয়োজন করিতেছি আমি ॥ ২২
 এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 মাইজ দি ঠাকুরবাড়ী রওনা হইল ॥ ২৪
 ধীরে হাটে অনুগতে কইরছে আগমন ।
 চন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী দিল দরশন ॥ ২৬
 ঠাকুর বোলি রামায় যখন ডাক দিল ।
 ঘরে থাকি চন্দ্রনাথ স্বর কাণে শুনিল ॥ ২৮

তেড়ী বেড়ার কাছে আসি নজর করি চায় ।
 রাজচন্দ্রের পেয়াদা রাম দেখিবারে পায় ॥ ৩০
 পূর্বের কথা তার স্মরণ পড়িল ।
 মনে মনে ঠাকুর ভাবিতে লাগিল ॥ ৩২
 বাড়ীর পশ্চিম দিগ দিয়া ধাইবার চেষ্টা করিল্য ।
 বাড়ীত নাই বলিয়া ঠাকুরাণীরে কৈল ॥ ৩৪

আবার ফিরি রামায় যখন ডাক তারে দিল ।
 বাড়ীত নাই ঠাকুরাণীয়ে মানা করিল ॥ ৩৬
 শুনি রাম ভাঁড়ালী বুঝিতে পারিল ।
 বাড়ীর পশ্চিম দিগ দিয়া ঘুরিতে লাগিল ॥ ৩৮
 এইখানে ঠাকুর কোন্ কাম করিল ।
 রামারে দেখিয়া ঠাকুর লুকাইয়া গেল ॥ ৪০
 রামায় দেখিয়া তারে চিনিতে পারিল ।
 পথ আগুলি রাম ভাঁড়ালী খাড়া যে হইল ॥ ৪২
 এই ভাবে দুইজনে কতক্ষণ রইল ।
 রামায় বলে ঠাকুর তোমার দশা ' যে ঘনাইল ॥ ৪৪

কাছে যাইয়া রাম ভাঁড়ালী ডাক দিয়া কয় ।
 ভেঙ্গচা ধৈরাছ ¹ ঠাকুর আমার মনে লয় ॥ ৪৬
 যাইবা কিনা যাইবা সত্য করি বল ।
 যাইতে যদি হয় শীঘ্র করি চল ॥ ৪৮
 সে কথা শুনিয়া ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইল ।
 যাইতাম নয় বলিয়া ঠাকুর কহিতে লাগিল ॥ ৫০
 যেই কায়ে আইসাছ মাপ কর মোরে ।
 সমাজীরা ধৈর্যব মোরে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ৫২

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 লাপ দি পড়ি চন্দ্রনাথের গলায় কাপড় দিল ॥ ৫৪
 গুড়ুম গুড়ুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল ।
 চাইর কিলে ঠাকুরেরে হোতাইয়া ফেলিল ² ॥ ৫৬
 যামু যামু বাপের ঠাকুর কই যে তোমারে ।
 পায়ে ধরি তোমার মারিওনা মোরে ॥ ৫৮
 এই কথা বলিয়া ঠাকুর রওনা হইল ।
 আপনা বাড়ীতে আসি দরশন দিল ॥ ৬০
 পাঁজি পাতা লইয়া ঠাকুর কৈরছে আগমন ।
 রামার সঙ্গে বাবুপুরে দিল দরশন ॥ ৬২
 এই থানে আসিয়া কোন্ কাম করিল ।
 কাফ্ট কিরগার মন্ত্র ঠাকুর পড়াইয়া দিল ॥ ৬৪

(২)

কাফ্ট সমাধা করি আদায় হইল ।
 রাজচন্দ্র রামার আগে কহিতে লাগিল ॥ ২

¹ ভেঙ্গচা ধৈরাছ = ভাণ করিতেছ ।

² হোতাইয়া ফেলিল = 'শোতাইয়া', 'শুতিয়া' ইত্যাদি শোধান বা শোয়ার স্থলে
 প্রাচীন সাহিত্যে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় । শোয়াইয়া ফেলিল ।

শুন শুন রাজচন্দ্র তুমি আমার ভাই ।
 ইচ্ছা চৌধুরী বাড়ীত চল পরামিশের লাই ॥ ৩
 যুক্তি করি দুইজনে কৈরছে আগমন ।
 মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ৬

ধূয়া—যবুনা^১ পার করি দেরে মাধব ।

মাধব পাটনীর ঘাট তারা পার হইয়া গেল ।
 ইচ্ছা চৌধুরী দরবারে যাই উপস্থিত হইল ॥ ৮
 আলগে থাকি ইচ্ছা চৌধুরী নজর করি চায় ।
 বাবুচান্দের পুত্র দেখি কাছেতে বসায় ॥ ১০
 কি জন্তে আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করিল ।
 খুড়ার হাল সমাচার^২ সকলি কহিল ॥ ১২

এই কথা ইচ্ছা চৌধুরী যখনে শুনিল ।
 রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১৪

চাইর আনি হিন্দ্ৰা মোরে দিবা লেখিয়া পড়িয়া ।
 তোমার বাপের জমিদারি দিমু যে লইয়া ॥ ১৬
 আলগে থাকি ভেলুচন্দ্র নজর করি চায় ।
 রাজচন্দ্রেরে পরামিশ দেয় এমন দেখা যায় ॥ ১৮
 দাদা বুলি ভেলু কাছেতে আসিল ।
 পরামিশ দিবার লাই মানা যে করিল ॥ ২০

ইচ্ছায় বলে ভেলু তুমি জান না ।
 রাজচন্দ্র খুড়ার ভাতিজা এই তুমি চিন না ॥ ২

^১ যবুনা = যমুনা ।

^২ হাল সমাচার = বর্তমানের সংবাদ ।

চাইর আনি হিস্তা লইব লেখিয়া পড়িয়া ।

তার বাপের জমিদারি দিমু যে লইয়া ॥ ২৪

হিস্তার কায্য নাই দাদা হিস্তার কায্য নাই ।

আমরা বাঁচি থাইকলে বহুত যায়গা পাই ॥ ২৬

চান্দা বড় বীর দাদা চান্দা বড় বীর ।

একলা চান্দায় কাডে নয়শ মাইনষের শির ॥ ২৮

ইঙ্গা চৌধী বলে ভেলু হয় রে হয় ।

আমার কথা হুইনলে ১ মাথা তুইলত নয় ॥ ৩০

এই কথা ভেলু চৌধী যখনে শুনিল ।

ইঙ্গার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৩২

এক দিন পাঠাইছিল মোরে টেকা কর্জের লাই ।

লাডির ২ গুতা গড়ের পানি দিছেরে খাবাই ॥ ৩৪

যত মাইর মাইরছে মোরে কমু কার ঠাই ।

মারি ধরি আমারে দিছেরে খাবাই ॥ ৩৬

এই কথা ইঙ্গা চৌধী যখনে শুনিল ।

অগ্নির হলুকা যেন গর্জিয়া উঠিল ॥ ৩৮

আম্না ইচ্ছায় জমিদারি না দিলে ছাড়িয়া ।

বাবুপুরের মধ্যে অগ্নি দিমুরে লাগাইয়া ॥ ৪০

রাজচন্দ্রে তখন হুকুম করি দিল ।

খুড়ার কাছে যাইবারে কহিতে লাগিল ॥ ৪২

আমার কাষে আমি আছি তুমি যাও চলি ।

আমার বাপের জমিদারি দেও খুড়ার কাছে বলি ॥ ৪৪

এই কথার উত্তর জানাইবা আমারে ।

বুঝিয়া করিবা কাম জানাইবা অন্তরে ৩ ॥ ৪৬

১ হুইনলে = শুনিলে ।

২ লাডির = লাঠির ।

৩ অন্তরে = পরে ।

(৭)

ইহা শুনি রাজচন্দ্র রামারে লইয়া ।
 আপনা বাড়ীর দিগে আসিল চলিয়া ॥ ২
 এই খানে রাজিন্দ্র খুড়া কোন্ কাম করিল ।
 চান্দার পরামিশ মত দরবারে বসিল ॥ ৪
 আল্গে থাকি রাজচন্দ্রে নজর করি চায় ।
 খুড়া চান্দায় দরবারে দেখা যায় ॥ ৬
 দরবারে যাইয়া রাজচন্দ্রে দরশন দিল ।
 খুড়ার সাম্নে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮

শুন শুন রাজিন্দ্র খুড়া কই তোমার ঠাই ।
 আমার বাপের জমিদারি দেওনা বুঝাই ॥ ১০
 পাশা খেলাই আমার বাপে জমিদারি পাইল ।
 সেই কালে রাজিন্দ্র খুড়ায় কোথায় আছিল ॥ ১২
 উদয়চন্দ্র রাজকমল তাগরে ^১ নিল যমে ।
 যোল আনা জমিদারি তুমি খুড়ার নামে ॥ ১৪
 এত দিন খাইচ খুড়া পোলারে ভাড়াইয়া ।
 এখন কালে লইব আমি মোগরে ^২ ঠেঙ্গাইয়া ॥ ১৬
 তুমি কর জমিদারি আমি মাগি খাই ।
 বুঝি চাইলাম রাজিন্দ্র খুড়ায় দয়া ধন্য নাই ॥ ১৮

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় যখনে শুনিল ।
 সাননের ^৩ কাগজ তখন বাহির করি লইল ॥ ২০
 যোল আনা জমিদারি হিসাব করিল ।
 সাত আনি অংশ সাননেতে পাইল ॥ ২২

^১ তাগরে = তাহাদিগকে ।^২ মোগরে = মুগুর, মুঙ্গুর, গদার স্থান ।^৩ সানন = সনন্দ ।

তারপর সানন এক লিখিতে লাগিল ।

সাত আনি হিস্তা পিরথেক করিল ॥ ২৪

আল্গে থাকি চান্দ ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।

রাজচন্দ্রে দেয় হিস্তা এমন দেখা যায় ॥ ২৬

কাছে আসি চান্দ ভাঁড়ালী সানন হাতে লইল ।

মধ্যস্থান দি সানন চিরিয়া ফেলিল ॥ ২৮

শুন শুন রাজিস্ত্র খুড়া কই তোমার ঠাই ।

দম থাকিতে রাজচন্দ্রে হিস্তা দিব নাই ॥ ৩০

আইজ দিবা জমিদারি লিখিয়া পড়িয়া ।

কাইল হারাইব চৌধুরী পীরিতে মজিয়া ॥ ৩২

* * * * *

* * * * * ॥ ৩৪

সাননের কাগজ যখন ছিরিয়া ফেলাইল ।

বাপ দি পড়ি চান্দ ভাঁড়ালীর চুল চাবি ধরিল ॥ ৩৬

আমার বাপের জমিদারি দিব আমারে লিখিয়া ।

তুই কারে হারামজাদা ফেলাইলি চিরিয়া ॥ ৩৮

তিন চাইর কিল মারে তারে ঘেণ্ডির ' উপর ।

খাড়াই রইছে চান্দ ভাঁড়ালী যেমন পাথর ॥ ৪০

খুড়ার ডরে রাজচন্দ্রে কিছু না কহিল ।

কিল খাইয়া চান্দ ভাঁড়ালী চুপ করিয়া রইল ॥ ৪২

মার ধর রাজচন্দ্র মনে পাইয়া দুঃখ ।

আমার কথা মজা লাইগব যখন পাইব সুখ ॥ ৪৪

(৪)

এই কথা এইখানে রহুক মঞ্জিয়া ।

ইন্না চৌধুরী কথা শুন মন দিয়া ॥ ২

এইখানে ইঙ্গা চৌধুরী কোন্ কাম করিল ।

ইঙ্গা চৌধুরী যুদ্ধের সাজসজ্জা করিল ॥ ৪

এইখানে রাজচন্দ্র মনে রাগ পাইয়া ।

ইঙ্গা চৌধুরী কাছে পত্র দিল পাঠাইয়া ॥ ৬

পত্র পাইয়া ইঙ্গা চৌধুরী কোন্ কাম করিল ।

রাজচন্দ্রে যাইবারে চিঠিতে লিখিল ॥ ৮

চিঠি পাইয়া রাজচন্দ্র সেইখানে গেল ।

সামনে বসাইয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ১০

চাইর আনি হিষ্টা দিব বলি যে কাগজ হইল ।

রাজচন্দ্রের নিজের হাতের দস্তখত লইল ॥ ১২

কাছে আছিল চনের কাগজ টান দিয়া লইল ।

রাজচন্দ্রের আগে পত্র লিখিতে লাগিল ॥ ১৪

রাজকমল উদয়চন্দ্র ভাগরে নিল যমে ।

ষোল আনা জমিদারি রাজচন্দ্রের নামে ॥ ১৬

তুমি কর জমিদারি ভাতিজা মাগে ।

এই কীর্ত্তি গেছে তোমার দেশে আর বৈদেশে ॥ ১৮

তার বাপের জমিদারি তারে না দেও কেন ।

পাইয়া পরের মাল বাপের তালুক জান ॥ ২০

তার্কজয়া গর্জজয়া পত্র দিল যে লিখিয়া ।

অনেক রকম তার অসন্মান^১ করিয়া ॥ ২২

যদি তার জমিদারি না দেও ছাড়িয়া ।

বাবুপুরের জঙ্গলা কাড়ি দিমু ভাসাইয়া ॥ ২৪

লেখিয়া পড়িয়া পত্র ভরি দিল খাম ।

নৌচে লিখিল ইঙ্গা চৌধুরীর নাম ॥ ২৬

পেয়াদা ডাকিয়া দিল হুকুম করিয়া ।
 বাবুপুরে যাও তুমি পত্র লইয়া ॥ ২৮
 পত্র লইয়া পেয়াদায় কৈরছে আগমন ।
 সিন্দুরকাইত বাবুপুরে দিল দরশন ॥ ৩০
 আল্গে থাকি জান মহান্নদ নজর করি চায় ।
 চান্দা খুড়া দুইজনে দরবারে দেখা যায় ॥ ৩২
 পত্র নিয়া জান মহান্নদ খুড়ার হাতে দিল ।
 কুলুপ^১ খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিল ॥ ৩৪
 পত্র পড়িয়া খুড়া ওয়াকিব^২ হইল ।
 চান্দারে ডাকিয়া খুড়া কহিতে লাগিল ॥ ৩৬

১।—কোথায় গেলিরে চান্দা বুদ্ধির পাথর ।

শুন শুন চান্দ ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাই ।
 আগুন লাগাইছে পাগলায় সদর ঘরে যাই ॥ ৩৮
 এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 খুড়ার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪০
 যদি রাজিন্দ খুড়া হুকুম কর মোরে ।
 ইহার কিছু অনুসন্ধান পারি করিবারে ॥ ৪২
 এই কথা রাজিন্দ খুড়ায় যখনে শুনিল ।
 চান্দ ভাঁড়ালীর পরে সব ভার পোকা^৩ দিল ॥ ৪৪
 তুমি জান তোমার কায্য আমি জানি না ।
 আর এসব জ্বালা যন্ত্রনা সহ্য হয় না ॥ ৪৬
 তার বাপের জমিদারি তারে দিতাম ছাড়িয়া ।
 পারিনা আমি কেবল তোমার লাগিয়া ॥ ৪৮

১ কুলুপ=Seal, ঝামের উপরকার মোহর ।

২ ওয়াকিব=অবগত

৩ পোকা=বোকা ।

শুন শুন অ খুড়া দোষ দিওনা মোরে ।
 দেখ কিবা হয় প্রভুয়ে কি করে ॥ ৫০
 পত্র দিছে ইঙ্গা চৌধুরী যুদ্ধের লাগিয়া ।
 বাঘের সামনে পানি ঘেমন যাইমু হইয়া ॥ ৫২
 তুমি একথান পত্র লিখ খুড়া ইঙ্গা চৌধুরীর কাছে ।
 তোমার আমার মনোবাদের কি আবশ্যক আছে ॥ ৫৪
 তুমি মোছলমানের পুত্র আমি হিন্দুর ছেলে ।
 বড় খুসী হই আমি দোস্তী মায়া হইলে ॥ ৫৬
 তার বাপের জমিদারি সে যাইব লইয়া ।
 তোমার আমার যুদ্ধ হইব কিসের লাগিয়া ॥ ৫৮
 তোমার আমার মনোবাদে কোন কায্য নাই ।
 দোস্ত বলি মনে করি তোমাতে কহিলাম বুঝাই ॥ ৬০
 আমি আসিব কই তোমার ঠাই ।
 পরামিশ করিব দোন দোস্তে তোমার বাড়ী যাই ॥ ৬২
 দোস্তীর কারণ পত্র দিল যে লেখিয়া ।
 মঙ্গল সিং বোলাই পত্র দিল পাঠাইয়া ॥ ৬৪
 পত্র লইয়া মঙ্গল সিং কৈরছে আগমন ।
 মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ৬৬
 ঘাট পার হই মঙ্গল হাটিয়া মেলা দিল ।
 ইঙ্গা চৌধুরীর বাড়ী যাই দরশন দিল ॥ ৬৮
 পত্র নিয়া ইঙ্গা চৌধুরীর নিজ হাতে দিল ।
 পত্র খুলি ইঙ্গা চৌধুরী পড়িতে লাগিল ॥ ৭০

ধূয়া—অরে লিখন এসাছেরে ভেলু লিখন এসাছে ।

পত্র পড়ি ইঙ্গা চৌধুরী ওয়াকিব হইল ।
 ভেলু চৌধুরী বোলাই কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭২
 শুন চাই ভেলু চৌধুরী কই তোমার ঠাই ।
 দোস্তীর কারণে পত্র দিয়াছে পাঠাই ॥ ৭৪

আমি হেন জমিদার ভাটীর বাজালায় নাই ।

কত জন আছে চলে আমারে ডরাই ॥ ৭৬

পত্র দিছি আমি যুদ্ধের লাগিয়া ।

(সে) দিন তারিখ করি দিছে দোস্তীর লাগিয়া ॥ ৭৮

দিন তারিখ করি দিছে আসিবারে লাই ।

এইখানে আসিয়া হিস্যা দিবরে বুঝাই ॥ ৮০

এই কথা ভেলু চৌধুরী যখনে শুনিল ।

কচর করি ভেলু চৌধুরীর পেড়ে কামড় দিল ॥ ৮২

শুন শুন বড় দাদা কই তোমার ঠাই ।

আগে দোস্তী পাছে কোস্তী ' দিবরে লাগাই ॥ ৮৪

ইজায় বোলে ভেলু কই তোমার ঠাই ।

সেই কারণে তোমার কোন চিন্তা নাই ॥ ৮৬

এইখানে ইজা চৌধুরী কোন্ কাম করিল ।

খানার সামগ্রী তৈয়ার করিতে লাগিল ॥ ৮৮

আসিবার দিন তারিখ মত তৈয়ার করিল ।

স্থানে স্থানে পাড়া খাঁসী বান্ধিয়া রাখিল ॥ ৯০

(৫)

এইখানে এই কথা রছক মঞ্জিয়া ।

চান্দা খুড়ার কথা শুন মন দিয়া ॥ ২

শুনেন্ শুনেন্ রাজিন্দ খুড়া কই আমনের ঠাই ।

তারিখ উপস্থিত হইল চলেন মোরা ইজার বাড়ীত যাই ॥ ৪

লোকজন লইয়া খুড়ায় তৈয়ার হইল ।

বন্ধু তরে সামগ্রী সঙ্গেতে লইল ॥ ৬

১ কোস্তী = লড়াই ।

পাল্কিত চড়ি রাজিন্দ্র খুড়া বন্ধুর বাড়ীতে চৈল্য।
 অষ্টজন বেরা আসি পাল্কি কাছে লইল ॥ ৮
 এইখান তুন রাজিন্দ্র খুড়ায় কৈরছে আগমম।
 মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ১০

ধূয়া—যমুনা পার করি দেরে মাধব, যমুনা পার করিঙ্গে।

মাধব পাটনী মাধব পাটনী বোলাইতে লাগিল।
 নৌকায় থাকি মাধব পাটনী নজর করিল ॥ ১২
 পাল্কির কাছে আসি মাধব বকসীষ চাহিল।
 পাঁচশ টেকা রাজিন্দ্র খুড়া পাটনীর হাতে দিল ॥ ১৪
 বকসীষ পাইয়া মাধব পাটনী বড় খুসী হইল।
 পাল্কি সহ রাজিন্দ্র খুড়ায় নৌকাতে তুলিল ॥ ১৬
 বাও বাও করি ডিঙ্গা বাইতে লাগিল।
 নদীর মধ্যখানে যাই উপস্থিত হইল ॥ ১৮
 বালুচরে যাইয়া নৌকা আটকিয়া রইল।
 তা দেখি মাধব পাটনী ভাবিতে লাগিল ॥ ২০

কি করিবে মাধব পাটনী মনে ভাবি সার।
 নৌকা চলিব ফিরি আসিলে জোয়ার ॥ ২২
 চান্দায় বোলে মাধব পাটনী কি ভাবিতেছ তুমি।
 ইহার অনুসন্ধান ১ কিছু করি দিব আমি ॥ ২৪

এই কথা মাধব পাটনী যখনে শুনিল।
 বিনয় বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৬
 কি করিব নৌকা চরেতে আটকিল।
 এই কথা চাঁদ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ॥ ২৮

জয়কালীর নাম লইয়া নদীতে নামিল ।

নৌকার গোলইর^১ কিনার ধরি এক ঠেলা দিল ॥ ৩০

একই ঠেলায় নৌকা সেই পারে গেল ।

ইহা দেখি মাধব পাটনী তাজ্জব হইল ॥ ৩২

দেওর^২ মতন চান্দায় যখন ঠেলা দিল

পানিতে নামাইবার নৌকা যো না রহিল ॥ ৩৪

সেখান তুন বেরাগণে সোয়ারী কান্দে লইল ।

মাধব পাটনী আসি চান্দার পায়েতে পড়িল ॥ ৩৬

তোমরা যাইবা নিমজ্জণায় আমার উপায় কি ।

শুকুনা^৩তে রইল নৌকা নামাই দিবা নি ॥ ৩৮

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

গোলই ধরি নৌকাখান জলে নামাই দিল ॥ ৪০

এইখান তুন লোকজন লই কৈরছে আগমন ।

ইজা চৌধুরী আগ-দরজায় দিল দরশন ॥ ৪২

একখান পাল্কিতে ইজা চৌধুরী উঠিল ।

অষ্টজন বেরা আসি সোয়ারী কান্দে লইল ॥ ৪৪

বন্ধুরে আউগাইত বুলি^{*} আগবাড়ানী দিল^১ ।

দোন বন্ধু দেখাশুনা ছেলাম আদাব হইল ॥ ৪৬

পাল্কি লইয়া বন্ধুরে বাড়ীত আনিল ।

বসিবার তরে ভাল জায়গা দিল ॥ ৪৮

যার যেমন নিয়মমত বসিবারে দিল ।

তার বাদে খানার আয়োজন করিতে লাগিল ॥ ৫০

^১ গোলইর = গোলুইয়ের, নৌকার অগ্রভাগকে গোলুই বলে ।

^২ দেও = দৈত্য । * আউগাইত বুলি = আগাইতে বলিয়া ।

^৩ আগবাড়ানী দিল = অগ্রদর হইবার পথ ছাড়িয়া দিল ।

পোলাউ কোরমা তৈয়ার করিল ।

পাঠাখালী বহুত মারিল ॥ ৫২

(৬)

এইখানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া ।

চান্দ ভাঁড়ালী লই কথা শুন মন দিয়া ॥ ২

চান্দায় বলে আমি বসি রইলাম কেন ।

এমন সময় আমি করি অনুসন্ধান ॥ ৪

এই মতে চান্দ ভাঁড়ালী কোন্ কাম করিল ।

বাড়ীর চৌতুরদিগে * হাটিতে লাগিল ॥ ৬

চারিদিগে ছাদ দেওয়াল ঢুকবার সাধ্য নাই ।

এক ছুয়ারী পথ রাইথছে দেখিবারে পাই ॥ ৮

চৌতুরদিগে রণগড় দেখিবারে পায় ।

কার বাপের সাধ্য আছে রণগড় পারই † যায ॥ ১০

হেকমচ্যা * চান্দ ভাঁড়ালী হেকমত করিল ।

কান্ধে আছিল জল গামছা পরিধান করিল ॥ ১২

গামছা পিঙ্কি চান্দ ভাঁড়ালী রণগড়ে নামিল ।

এই পারে হেই † পারে মাপ দিয়া চাইল † ॥ ১৪

মাপিয়া চান্দ ভাঁড়ালী যখন চাইল ।

যাইট হাত লম্পা * গড় মনেতে রাখিল ॥ ১৬

এইখান তুন চান্দ ভাঁড়ালী কৈরছে আগমন ।

খুড়ার কাছে যাই দিল দরশন ॥ ১৮

খানাপিনা যাই সমাধা করিল ।

ইঙ্গা চৌত্রী বোলাই খুড়া যুক্তিকরণ লইল ॥ ২০

* চৌতুরদিগে = চতুর্দিকে ।

† পারই = পার হইয়া ।

* হেকমচ্যা = ধূর্ত, প্রত্যাৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান ।*

† হেই = সেই ।

* মাপ দিয়া চাইল = মাপিয়া দেখিল ।

* লম্পা = লম্বা ।

কি জন্তেতে রাগ হইয়াছেন আমার উপরে ।

তার বাপের জমিদারি দি ফালামু ' তারে ॥ ২২

এই কথা ইঙ্গা চৌধুরী যখনে শুনিল ।

'বাড়ীত যাইয়া সানন খুলি, দিমু হিস্তা' বুঝাইয়া দিল ॥* ২৪

(আচ্ছা) আমি আপনার বাড়ীত গেলাম যে বেড়াই .

আম্নে কবে যাইবেন আমার বাড়ী কহেন না বুঝাই ॥ ২৬

এই কথা ইঙ্গা চৌধুরী যখনে শুনিল ।

হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৮

এক মাসের পরে আমি যাইব চলিয়া ।

কিন্তু জমিদারি আম্নে দিবেন হিস্তা যে করিয়া ॥ ৩০

এই কথা রাজিন্দ্র খুড়ায় স্বীকার করিল ।

দেশে যাইবার তরে বিদায় চাইল ॥ ৩২

শুনিয়া ইঙ্গা চৌধুরী বিদায় করি দিল ।

কায্য সাধন হইছে বুলি মনেতে জানিল ॥ ৩৪

এইখান তুন রাজিন্দ্র খুড়ায় কৈরছে আগমন ।

মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ৩৬

ঘাটি পার হই খুড়া বাড়ীত চলি গেল ।

চান্দ ভাঁড়ালীর কথা তখন স্মরণ পড়িল ॥ ৩৮

হেকমচ্যা চান্দ ভাঁড়ালী কোন্ কাম করিল ।

বাজ্জারাম বাড়ইর বাড়ীত যাই দরশন দিল ॥ ৪০

বাজ্জারাম বাজ্জারাম যখন ডাক দিল ।

চান্দ ভাঁড়ালীর কাছে আসি হাজির হইল ॥ ৪২

* দি ফালামু = দিয়া দিব ।

* রাজেন্দ্রখুড়া ইঙ্গা চৌধুরীকে বুঝাইয়া দিল, "আমি বাড়ী গিয়া রাজচন্দ্রকে সনাক্ত খুলিয়া তাহার ভাগের সম্পত্তি দিয়া দিব ।"

শুন শুন চান্দ ভাঁড়ালী কই তোমার ঠাই ।

আমার কাছে আইছ তুমি কিয়ের লাই ॥ ৪৪

তোমার কাছে আইছি আমি একটা চঙ্গা^১ বানাইতাম চাই ।

ষাইট-হাতী^২ একখান চঙ্গা দিবা বানাই ।

উচিতমত পুরস্কার দিমু কহিলাম বুঝাই ॥ ৪৭

এই কথা বাজারাম যখনে শুনিল ।

চান্দ ভাঁড়ালীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪৯

ষাইট-হাতী চঙ্গা দিয়া কি কাম করিবা ।

নাকি দাদা তুমি হাতীর হাল যোড়াইবা ॥ ৫১

মাতিচ্ না^৩ মাতিচ্ না বাজা কই তোমার ঠাই ।

গোপ্ত কথা আছে আমার কহিলাম বুঝাই ॥ ৫৩

বাজায় বোলে দাদা ঠাকুর কই আম্‌নের ঠাই ।

কিবা গোপ্ত কথা আমি শুনিলারে চাই ॥ ৫৫

এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

বাজারামের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫৭

যদি কারো কাছে তুমি গোপ্ত কথা না কইবা ।

তবে গোপ্ত কথা আমার শুনিনতে না পাইবা ॥ ৫৯

যদি বাবু কারো কাছে এই কথা কইবা ।

স্ত্রীপুত্র সবার পরাণ হারাইবা ॥ ৬১

কৈতাম নয় কৈতাম নয় বুলি বাজায় কিরগা যে কাড়িল ।

তবে বাজারামের আগে কথা ভাজিয়া কহিল ॥ ৬৩

ইঙ্গা চৌস্ত্রীর লগে যুদ্ধ দিমু যে লাগাইয়া ।

এই চঙ্গা দিয়া পথ করুম বাড়ীর পিছন দিয়া ॥ ৬৫

^১ চঙ্গা=চোঙ্গা, নল।

^২ ষাইট-হাতী=ষাঠ হাত লম্বা।

^৩ মাতিচ্ না=কথা বলিস্ না,—এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিস্ না।

যদি বাড়ীর মধ্যে যুদ্ধ দি লাগাইয়া ।

এক দুয়ারগা পঁথ তার দিমু দুই পঁথ করিয়া ॥ ৬৭

এইদিগে মাইর লাইগলে ঐদিগে দি যাইব ।

ঐদিগে দি মাইর লাইগলে এই দিগে দি ধাইব ॥ ৬৯

এই কথা বাঞ্ছারামে যখনে শুনিল ।

চান্দারে লইয়া তখন বাঁশ মুড়াতে গেল ॥ ৭১

মধ্যখানের বাঁশ ধরিয়া কাটিতে লাগিল ।

বাঁশ ধরিয়া বাঞ্ছারাম টানাটানি লইল ॥ ৭৩

আল্গে থাকি চান্দ ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।

টানাটানি করে বাঞ্ছায় এমন দেখা যায় ॥ ৭৫

আঁজা ১ করি বাঁশের মুড়া একত্রে ধরিল ।

গোড়াসহ মুড়াসহ উপাড়িয়া দিল ॥ ৭৭

আল্গে থাকি বাঞ্ছারাম নজর করি চায় ।

মুড়াসহ তুইল্ছে বাঁশ এমন দেখা যায় ॥ ৭৯

কি করিলা দাদাঠাকুর কই তোমার ঠাই ।

এই বাঁশ-মুড়ার গতিকে ২ মোরা বাল-বাচ্চা বাঁচাই ॥ ৮১

মুড়াসহ তুইল্যে বাঁশ যাইব শুখাইয়া ।

ক্রমে ক্রমে কাইটতাম বাঁশ খাইতাম বসিয়া ॥ ৮৩

এইকথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।

বাঞ্ছারামের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৮৫

ইঙ্গা চৌধুরী বাড়ীত হইতে যামু যেদিন যুদ্ধ জিনিয়া ।

ধন কড়ি দিয়া যামু বক্সীষ বলিয়া ॥ ৮৭

শুনি বাঞ্ছারাম বড় খুসী হইল ।

ষাইট হাত মাপি বাঁশ বাড়ীত লইয়া গেল ।

ঘরের পিছে নিয়া চন্ডায় কুন্দিতে লাগিল ॥ ৯০

এই স্থানে এই কথা রছক মঞ্জিয়া ।

রামধনার কথা কিছু শুন মন দিয়া ॥ ২

বাঞ্ছারামের ছোট ভাই রামধনা হয় ।

ইজা চৌধুরী বাড়ীত সে চাকরী করয় ॥ ৪

সেই রাত্রে রামধনা বাড়ীত আইল ।

খানা খাই রামধনা শুইয়া রহিল ॥ ৬

ঘরের পিছে বাঞ্ছারাম চঙ্গা কুন্দন^১ লইল ।

রামধনার কাণেতে আবাজ^২ শুনিল ॥ ৮

রামধনায় বলে বড় বিবি কই তোমার ঠাই ।

ঘরের পিছে বাঁশের কোব শুনি কিসের লাই ॥ ১০

এই কথা বোউ ঠাকুরাণ যখনে শুনিল ।

রামধনার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ১২

ঘরের পিছে আমগাছ গেছে শুকাইয়া ।

কুড়াইল্যা^৩ পৈথে^৪ মারে ঠোকর কহিলাম বুঝাইয়া ॥ ১৪

এই কথা রামধনায় যখনে শুনিল ।

বাড়ইয়ার^৫ পুত্রু ধনা বুঝিতে পারিল ॥ ১৬

বাইশের কোব আর পৈথের কোব বুঝিতে পারিয়া ।

* * * যাইব আমি কহিলাম বুঝাইয়া ॥ ১৮

গড়ু^৬ হস্তে রামধনা বাহির হইল ।

আস্তে আস্তে রামধনা ঘরের পিছে গেল ॥ ২০

আল্গে থাকি রামধনায় নজর করি চায় ।

চঙ্গা কুন্দে বাঞ্ছারাম এমন দেখা যায় ॥ ২

১ চঙ্গা কুন্দন = মই তৈরী করিতে ।

২ আবাজ = আওয়াজ, শব্দ ।

৩ কুড়াইল্যা = কোড়া, কাঠ-ঠোকরা

৪ পৈথে = পাখীতে ।

৫ বাড়ইয়ার = বাড়ইয়ের ।

৬ গড়ু = গাড়ু ।

পিছের কিনারা দি' রামধনায় যাইয়া খাড়া হইল ।

আন্তে আন্তে রামধনা ঘরের পিছে গেল ॥ ২৪

আলগে থাকি রামধনায় নজর করি চায় ।

চঙ্গা কুন্দে বাঞ্জারাম এমন দেখা যায় ॥ ২৬

পিছের কিনারা দি রামধনায় যাইয়া খাড়া হইল ।

দাদা বুলি বাঞ্জারামে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ২৮

রাতে বসি চঙ্গা কুন্দ বল কিসের লাই । *

এত বড় চঙ্গা তুমি বানাও কার লাই ॥ ৩০

এই কথা বাঞ্জারাম যখনে শুনিল ।

মাতিচ্ না মাতিচ্ না ' রামধনা কহিতে লাগিল ॥ ৩২

তুমি যাও তোমার কাজে ঘরেতে চলিয়া ।

কি লাভ হইবে তোমার এই কথা শুনিয়া ॥ ৩৪

এই কথা রামধনায় যখনে শুনিল ।

এড়াই বেড়াই বাঞ্জারামেরে ঠাইস্তায়া ধরিল ॥ ৩৬

কহ কহ বড় দাদা আমারে ভাঙ্গিয়া ।

এই চঙ্গা কুন্দ তুমি কিসের লাগিয়া ॥ ৩৮

শুন শুন রামধনা কইয়া বুঝাই তোরে ।

এই কথা যে কহিব সেইজন মরে ॥ ৪০

তুইও মৈরবি আমারে মাইরবি কই তোমার ঠাই ।

সেই কথার প্রয়োজন তোমার কিছু নাই ॥ ৪২

এই কথা রামধনায় যখন শুনিল ।

বাঞ্জারামের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৪৪

হেকমচ্যা রামধণ্ডা হেকমতে কহিল ।

চঙ্গার কথা কইলে মানুষ মরে, কোন যাগায় কহিল । ৪৬

* মাতিচ্ না মাতিচ্ না = বকিস্ না, বকিস্ না ।

রামধনায় বলে আমি এই নাম রাখিব ।

চঞ্জার কথা আমি বাজার তুন লইব ॥ ৪৮

আচ্ছা আমি শুইনলে আমি সে মরিব ।

আমার মরণের পর আর না শুনিব ॥ ৫০

এই কথা বাজারামে যখনে শুনিল ।

ঠেকাঠেকি ' লাইগছে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৫২

রাজিন্দ্রের লগে যুদ্ধ ইজা চৌধুর হইব ।

এই চজা দিয়া গড় পার হইব ॥ ৫৪

এই কথা কারো কাছে না কহিবা তুমি ।

কিস্ত কইলে কথা মারা যাইব আমি ॥ ৫৬

এই কথা রামধনায় যখনে শুনিল ।

ঘরেতে আসিয়া ধনায় বুদ্ধি-করণ লইল ॥ ৫৮

যার নুণ খাই আমি তার গুণ গাই ।

এই কথা কমু আমি ইজার বাড়ীত যাই ॥ ৬০

রাত্রি পোসা রাত্রি পোসা ঘন ডাক দিল ।

হেনকালে কাইলানী রাত্রি প্রভাত হইল ॥ ৬২

খানা পিনা না খাইয়া হাড়িয়া মেলা দিল ।

ইজা চৌধুর কাছে যাই দরশন দিল ॥ ৬৪

শুনেন শুনেন চৌধুরী সাহেব কই আম্রের ঠাই ।

একখান কথা কহিতে আমার পরাণে ডরাই ॥ ৬৬

সুখের খানা খাও চৌধুরী সুখের নিদ্রা যাও ।

রাজ্যের মধ্যে হলুসুলী বাস্তা নাহি পাও ॥ ৬৮

ধূয়া—তোমার মুল্লুকে লাগিল আবাজ, রাজ্য ছাড়া হইলরে মহারাজ

রাজিন্দ্র খুড়ার সনে দোস্তী দিছ লাগাইয়া ।

দোস্তীর মধ্যে কোস্তী লাইগব কহিলাম ভাঙ্গিয়া ॥ ৭০

ইহার কিছু অনুসন্ধান পাইয়াছি আমি ।

আধাইরগা গুঁতা দিব ' চৌধুরী হুসিয়ার হইও তুমি ॥ ৭১

এই কথা ইঙ্গা চৌধুরী যখনে শুনিল ।

রামধনীর আগে কথা কহিতে লাগিল ॥ ৭৪

ছোটমুখে বড় কথা কইল কিসের লাই ।

তুই শালা আইছত ' বন্ধের ' দোস্তী ভাইজবার লাই ॥ ৭৬

পা'রতুন ' জুতা খুলি মারিতে লাগিল ।

মাইর খাইয়া রামধনী কাঁদিতে লাগিল ॥ ৭৮

রাজা হইয়া রাজ্যের বিচার যে না করে ।

তাহার রাজ্য যায় ছাড়েখাড়ে ' ॥ ৮০

আমি আইলাম সম্বাদ দিতাম, মাইর খাইলাম, মনে হইল দুখ ।

আচ্ছা ইঙ্গা চৌধুরী তোমার হউক মনে সুখ ॥ ৮২

হিতে বিপরীত বুঝে যেই জন ।

তাহার মঙ্গল নাই হয় কদাচন ॥ ৮৪

কান্দি কাডি রামধনা চুপ করিয়া লইল ।

আপনা কাজেতে যাই মকরা হইল ॥ ৮৬

(৮)

এইস্থানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া ।

চান্দ ভাঁড়ালী কথা লই শুন মন দিয়া ॥ ২

সাতদিন পরে চান্দায় বাজারামের বাড়ীত আইল ।

হইছেন চঙ্গা বানান জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১

১ আধাইরগা গুঁতা দিব = অন্ধকারে অক্রমণ করিবে ।

২ আইছত = আসিয়াছিস ।

৩ পা'রতুন = পা' হইতে ।

৪ বন্ধের = বন্ধুর ।

৫ ছাড়েখাড়ে = সর্বনাশে ।

হইছে বুলি বাঙারামে চঙ্গা দেখাই দিল ।
 কান্দের পর চান্দ ভাঁড়ালী চঙ্গা তুলি লইল ॥ ৬
 চঙ্গা লইয়া চান্দ ভাঁড়ালী কৈরছে আগমন ।
 আপনা বাড়ীত যাই দিল দরশন ॥ ৮
 আপনা সাজনে চান্দা সাজিতে লাগিল ।
 যত ছিল ঢাল তরোয়াল পৃষ্ঠেতে বাঁধিল ॥ ১০
 রাজিন্দ্র খুড়ার আগে যাই বিদায় লইল ।
 দোয়া কর চান্দা যুদ্ধেতে চলিল ॥ ১২

যখনে চান্দ ভাঁড়ালী জানাইল ছেলাম ।
 আশীর্ব্বাদ করিল খুড়া পড়িয়া কলাম^১ ॥ ১৪
 সাজি পড়ি চান্দ ভাঁড়ালী কপালে দিল ফোঁটা ।
 আচম্বিতে খাড়া হইল জয়কালীর বেটা ॥ ১৬
 একদমে কালীর নাম হাজার বার লইল ।
 চঙ্গা কান্ধে করি চান্দায় যাত্রা করিল ॥ ১৮

এখান তুন চান্দ ভাঁড়ালী কৈরছে আগমন ।
 মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥ ২০
 রাত্রি নিশিকালে সেইখানে গেল ।
 ঘাটে নাই মাধব পাটনী দেখিতে পাইল ॥ ২২
 কি করিব চান্দ ভাঁড়ালী মনেতে ভাবিল ।
 কালীর নাম লইয়া চান্দায় নদীতে নামিল ॥ ২৪
 জলহাচুরী^২ সেই পারে গেল ।
 নিশিরাতে যাইয়া ইজ্জার বাড়ীতে উঠিল ॥ ২৬
 এক দুই সাত দেউড়ী মারিয়া ফালাইল ।
 বাড়ীর মধ্যে বড় গণ্ডগোল হইল ॥ ২৮

^১ কলাম=কোরানের প্রার্থনা,—লা ইলাহা ইল্ ইল্লা... ।

^২ জলহাচুরী=জলে সঁতরাইয়া ।

ঘরের বাহির হইয়া ইঙ্গায় নজর করি চায় ।
 চান্দ ভাঁড়ালী কাডে সৈন্ত এমন দেখা যায় ॥ ৩০
 সাজিয়া ইঙ্গা চৌধুরী বাহির হইল ।
 মনে ভাবি চান্দ ভাঁড়ালী ফালাইয়া গেল ॥ ৩২
 দরজায় আসিয়া চান্দায় বুদ্ধি করিল ।
 চক্ষাখান লইয়া চান্দায় পিছন দিয়া গেল ॥ ৩৪
 এই পারে সেই পারে গড়ের চক্ষা ফেলাই দিল ।
 দুই দিগে দুই পথ করিয়া লইল ॥ ৩৬
 আচম্বিতে রণ খেউড়ে আসিয়া পড়িল ।
 ইঙ্গা চৌধুরীর লগে যুদ্ধ লাগাই দিল ॥ ৩৮

সিংহে আর বাঘে যেন করে গড়াগড়ি ।
 চারিদিকে সৈন্ত সেনা করে দৌড়াদৌড়ি ॥ ৪০
 এমন যুদ্ধ কভু আর শুনি নাই ।
 আঁধাইরগা রাইত, করে কাডাকাডি, চিন পরিচয় নাই ॥ ৪২
 এউগারে তুলি মারে অরে এউগার গায় ।
 ছোট্ট মোট্ট পাইলে চান্দায় হাল্লাইয়া ' ফেলায় ॥ ৪৪
 কিরিচে কিরিচে করে খান খান ।
 কিরিচ হইল যেন করাতের সমান ॥ ৪৬
 কিরিচ এড়িয়া দোন বাহুযুদ্ধ করে ।
 দুইদিগে সমান সমান কেহ নাহি হারে ॥ ৪৮
 ছাড়ি দিয়া চান্দ ভাঁড়ালী তীর হাতে লইল ।
 তীরে তীরে দুইজনে লড়িতে লাগিল ॥ ৫০
 বাঁ দিগ দিয়া চান্দ ভাঁড়ালী ডাইন দিগে যায় ।
 এমন সময় মারে তীর ইঙ্গা চৌধুরীর গায় ॥ ৫২

বুকেতে লাগিয়া তীর পৃষ্ঠে পার হইল ।
গোছ করি ^১ ইঙ্গায় ঢুলিয়া পড়িল ॥ ৫৪

আল্গে থাকি ভেলু চৌধ্রী নজর করি চায় ।
বড় ভাই মারা যায় এমন দেখা যায় ॥ ৫৬
ছিল ডাকে ^২ ভেলু চৌধ্রী রণ খেড়ে ^৩ নামিল ।
চান্দ ভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ৫৮
পোলা মইনষ ভেলু চৌধ্রী যুদ্ধ জানে কি ।
হোতাইয়া ফেলাইল চান্দায় তিন কান ^৪ দি ॥ ৬০
আল্গে আল্গে চান্দ ভাঁড়ালী কিরিচ ভাজন লইল ।
ভেলু চৌধ্রীর মাথা কাড়ি ছুই খান করিল ॥ ৬২
ঘরে ছিল মহাম্মদ রাজা নজর করি চায় ।
ছুই ভাই মারা গেছে এমন দেখা যায় ॥ ৬৪
ধনের ডরে মহাম্মদ রাজা পলাইয়া গেল ।
ঘরে থাকি তিন বিবি যুদ্ধ করন লইল ॥ ৬৬

(৯)

হিরা বিবি মুছা বিবি তিন বিবি আর ।
তারা তিনজনে যুক্তি করি বুদ্ধি কইরলেন সার ॥ ২
তিনজনে তিন কিরিচ টান দিয়া লইল ।
চান্দ ভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ৪
হিরা বিবি মারে কিরিচ চান্দ ভাঁড়ালীর গায় ।
লোহার জামা কাড়ি চান্দরে চাইর আঙ্গুল বসায় ॥ ৬
তিন দিগে তিনজন যুদ্ধ করণ লইল ।
মধ্যে পড়ি চান্দ ভাঁড়ালী ভাবিতে লাগিল ॥ ৮

^১ গোছ করি = (৭)

^২ ছিলা ডাকৈ = (৭)

^৩ খেড়ে = ক্ষেত্রে ।

^৪ কান = কহুই ; কহুইয়ের আঘাতে ।



মহম্মদ রেজা ও সৈয়দদল—৪৩৮ পৃঃ

রণে ভঙ্গ দিয়া চান্দায় উড়গা লড় দিল ।
 আগ দরজার পরে যাই দরশন দিল ॥ ১০
 জয় কালী জয় কালী বোলাইতে লাগিল ।
 হেনকালে জয়কালী সাক্ষাতে আসিল ॥ ১২

অধম্ম চান্দা তোর ধম্ম নাই মনে ।
 কেন যুদ্ধ কর তুমি নারীদের সনে ॥ ১৪
 আইজগের যুদ্ধে তুমি পরাজয় হইবা ।
 নারীদের সঙ্গে যুদ্ধ আর না করিবা ॥ ১৬
 অবলা নারীগণ পড়িয়া পেচেতে ¹ ।
 জন্ম হইব কেন তোমার হাতেতে ॥ ১৮
 ধর্ম্মেতে কস্ম হয় জানে সর্ব্বলোকে ।
 অধর্ম্ম করিলে সে যাইব নরকে ॥ ২০
 আইজগার রণে তুমি যাও ক্ষেমা দিয়া ।
 যদি নাহি যাও তুমি আমার কথা শুনিয়া ॥ ২২
 এই কথা চান্দ ভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
 বিনয় বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥ ২৪

মাঝালোকের হাতে মাগো লজ্জা পাইলাম আমি ।
 আইজগার সমরে মাগো উদ্ধার কর তুমি ॥ ২৬
 এই কথা জয়কালী যখনে শুনিল ।
 তেজ্ঞ ² হইয়া জয়কালী চলিয়া গেল ॥ ২৮
 এইখানে তিন বিবি কোন কাম করিল ।
 চান্দা কই চান্দা কই টোগাইতে লাগিল ॥ ৩০

বেধশ্মিয়া চান্দ ভাঁড়ালী ধম্ম নাহি তার মনে ।
 আবার ফিরি যুদ্ধ কর নারীগণের সনে ॥ ৩২

আলুগে থাকি চান্দ ভাঁড়ালী তীর মারণ লইল ।
 এক তীর হীরা বিবির ঘেণিতে লাগিল ॥ ৩৪
 বিযাক্ত তীর যখন গায়েতে লাগিল ।
 গেছি গেছি করি হীরা তুলিয়া পড়িল ॥ ৩৬
 ইগতে ছোট্ট বিবি কোন্ কাম করিল ।
 আল্লার নাম লইয়া বিবি রণ-খেউড়ে নামিল ॥ ৩৮
 বড় ভাসুর ছোট ভাসুর গেছে মারা, মারা গেছে জাল ১ ।
 নুর বিবি বোলে আল্লা ঘটাইলে জঞ্জাল ॥ ৪০
 জীবনের নাই সাধ বাঁচিয়া যে আমি ।
 মারা গেল তিন জন পলাই গেল স্বামী ॥ ৪২
 দুইহাতে দুই কিরিচ টান দিয়া লইল ।
 চান্দ ভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥ ৪৪

ডান হাতে বাম হাতে মারিতে লাগিল ।
 যুদ্ধ দেখি চান্দ ভাঁড়ালী মনে ডর পাইল ॥ ৪৬
 মনে মনে চান্দ ভাঁড়ালী ভাবিতে লাগিল ।
 বিপক্ষে বুঝি মোর জয়কালী আইল । ১৮
 এইকথা বলিয়া চান্দায় পলাইয়া গেল ।
 কতদূর আসি চান্দায় দরশন দিল ॥ ৫০
 আর না যাইব আমি নারীদের কাছে ।
 মনের সাধনত আমার পূর্ণ হইয়াছে ॥ ৫২

সমাপ্ত

গোপিনী-কীର୍ତ্তন

ভূমিকা

মৈমনসিংহ নেত্রকোণার অন্তঃপাতি ঠাকুরকোণা গ্রামবাসিনী স্নলা নাম্নী মহিলা কবি কর্তৃক গোপিনী-কীর্তন রচিত। ‘স্নলা’ শব্দটি স্নলক্ষণার অপভ্রংশ। এই রমণী আনুমানিক ইংরাজি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নমঃশূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন; পিতার নাম রামদেব ও মাতার নাম জয়তারা। রবা এবং দুখিয়া নামক স্নলার দুইটি ভ্রাতা ছিল।

বিবিধ কারণে হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণী হইতে নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যার চর্চা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কোকিলের পক্ষে গান যেরূপ স্বাভাবিক, নারীদিগের পক্ষে নৃত্যগীতও সেইরূপই অপরিহার্য স্বাভাবিক গুণ। সর্বদেশেরই মহিলারা কলাবিদ্যার চর্চা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে পাহাড়ীয়া জাতিদের মধ্যে এখনও নৃত্যগীতের চর্চা বিশেষরূপে বিদ্যমান। শুধু নিতান্ত দৈববিপর্য্যয়ে আমাদের মহিলা-সমাজ হইতে এই শোভন কলাবিদ্যার অনুশীলন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুরাজত্বকালে রমণীদের নৃত্যগীতাদি শিক্ষা অপরিহার্য ছিল। ‘পদ্মিনী’ শ্রেণীর নারীদিগের ‘নৃত্য-গীতানুরক্তি’ একটি সর্বপ্রধান গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে রাজকুমারী উত্তরা অর্জুনের নিকট নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে এই বিদ্যার চর্চা যে এক সময়ে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার উদাহরণস্বরূপ বেহুলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেহুলাকে সকলে “বেহলা নাচুনী” বলিয়া ডাকিত। কৈশোর অতিক্রম করিবার পরও তিনি নৃত্যদ্বারা বাটীর সকলের মনোরঞ্জন করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কেতকাদাস লিখিয়াছিলেন “বেহুলার নৃত্য দেখি অমলা মোহ যায়।” অমলা, বেহুলার মাতা। সমস্ত ‘পদ্মাপুরাণে’ই দৃষ্ট হয়,—বেহলা স্বর্গে যাইয়া দেবসভায় নৃত্যদ্বারা সমস্ত দেবতাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় মনসাদেবীর নিকট স্বামী প্রাপ্তিলাভ

করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবপদে রাধার নৃত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে। একটিতে লিখিত আছে, একটি ধনুকের মত স্থানে গণ্ডী নির্দেশপূর্বক কৃষ্ণ রাধাকে নাচিতে অনুরোধ করিতেছেন। এত দ্রুতগতিতে নাচিতে হইবে যে নূপুর-গুঞ্জন স্থির হইয়া যাইবে, শাড়ীর আঁচল ছলিতেছে এরূপ বোধ হইবে না,—অতিগতিতে স্তৈর্য্যের বিভ্রম জন্মাইবে। কি তাহা নাচিতে হইবে, কবি তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সখীরা বাজীর সর্ভ ঠিক করিয়া দিয়াছেন,—যদি রাধা হারেন, তবে কৃষ্ণ তাঁহার বেশর ও কাঁচলী লইবেন, এবং জয়ী হইলে কৃষ্ণকে তাঁহার বড় সাধের মুরলীটি রাধাকে দিতে হইবে। বঙ্গদেশের গীতিকথায় কোন রাজকন্য়ার বা সদাগরের কন্য়ার কৌশলপূর্বক দেবসভায় যাইয়া নৃত্য করিবার প্রসঙ্গ অনেকগুলিতেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ইতিহাস নাই। এই সমস্ত উপাখ্যান অলীক হইলেও ইহাতে চিত্তস্তন কোন প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলি পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে হিন্দুরমণীরা মধ্যযুগে কিরূপ ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। একদিকে পর্তুগীজ জলদস্যু, অপরদিকে দুর্দান্ত মগ তস্কর এবং মুসলমান গুণ্ডারা তাঁহাদের প্রতি অবশিষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। কোন হিন্দুরমণীর নৃত্যগীতাদি গুণের সংবাদ পাইলে ঐ সকল দস্যুরা লোলুপদৃষ্টিতে ভাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিত। মল্লয়া, শোনাই প্রভৃতি পল্লী-নায়িকাদের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এখন পুনরায় সেইরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, ইহার শেষ কোথায় জানি না। তবে মুসলমান নবাব ও আমিরদিগের নিযুক্ত “সিন্দুকী” নামক গুণ্ডারদের দ্বারা সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ভয়ে স্ত্রীলোকেরা কলাবিহার চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যদিও সমাজের উচ্চস্তর হইতে উক্ত বিহার অনুশীলন তিরোহিত হইয়াছিল, তথাপি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল। সাবেকী কবিগানের আসরে আমরা নৃত্যপরায়ণা রমণীগণের নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর ও তান-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে এ কথাটি মনে রাখা উচিত যে, যদিও গণিকাদিগের মধ্যেই এই

প্রথার বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে, কুলললনারাও যে সময়ে সময়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। নিম্নশ্রেণীর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মধু কাণের পরিবারের মধ্যে এখনও স্বামী, স্ত্রী ও দুহিতারা একত্র হইয়া আসরে গান করিয়া থাকে।

সুলা কবি মৈমনসিংহ জেলায় প্রায় এক শতাব্দী পূর্বের সঙ্গীতবিজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ঐ জেলার ভদ্রপরিবারের মধ্যে যত উৎসব হইত, সুলার গান না হইলে তাহা জমিত না। আমরা নিম্নে তাহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শিশুকাল হইতেই সুলা তাহার মধুরকণ্ঠের পরিচয় দিয়াছিল। বালক-বালিকাদিগকে লইয়া সে সেই বয়সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গানের দল বাঁধিত এবং সে স্বয়ং মূল গায়নের ভূমিকার অভিনয় করিত। তাহার পিতা রামদেব কণ্ঠার গানে মুগ্ধ হইয়া সর্বদা তাহাকে কাছে-কাছে রাখিত। সুলার চেহারা খুব সুন্দর ছিল না; কিন্তু “কোকিল যে কালো তা’তে কিবা আসে যায়?” যখন এই বালিকা মধুর কণ্ঠে গান করিত, তখন ঠাকুরকোণা গ্রামের লোকেরা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। রামদেব সুলার কৈশোরেই জয়হরি নামক একটি সুদর্শন বালকের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিল। এই বালক দেখিতে যেরূপ সুশ্রী ছিল সেইরূপই নানাবিধ গুণে বিভূষিত ছিল। রামদেবের ইচ্ছা ছিল তাহাকে ঘর-জামাই করিয়া রাখা। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে দৈববিধান অনেক সময়ে তাহার প্রতিকূল হয়। অতি অল্পবয়সেই জয়হরি সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হইল এবং একদিন সে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার সন্ধান আর জীবনে মিলিল না। সুলা চিরদিন স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় পথের পানে চাহিয়াছিল। তাহার দীর্ঘ জীবনের মধ্যে একদিনও সে আশা ত্যাগ করে নাই; তাহার সীঁথিতে আজীবন সিন্দূর-লেখা চিহ্নিত ছিল; তাহার হাতের শাঁখা সে ভাঙ্গে নাই এবং যদিও সমস্ত বিষয়ে সে জীবনে বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াছিল তথাপি তাহার স্বামীর আগমনের জ্ঞাত সে যেন নিত্য নিত্য নবভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এই গোপিনী-কীর্তনে প্রথমাংশে (২, ২৯-৩৪ ছত্রে) যেরূপ করুণ ভাবে সুলা তাহার স্বামীর উল্লেখ করিয়াছে তাহাতে একদিকে তাহার নিদারুণ

মনস্তাপ যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে সে যে কত আগ্রহে তাহার স্বামীকে পুনরায় দেখিতে আশা করিয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। স্তোত্রের শেষাংশে সে প্রার্থনা করিতেছে, যেন অন্ততঃ মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও সে তাহার স্বামীর পদারবিন্দ দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারে। কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা, এত সাধনা ব্যর্থ হইল, যে গিয়াছে সে আর আসিল না। মাতাপিতার জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্না তাহার ভ্রাতা রবা এবং দুখিয়ার সঙ্গে ঠাকুরকোণার বাড়ীতে বাস করিয়াছিল। মাতাপিতার মৃত্যুর পর সে ছত্রশাল গ্রামে তাহার ভগিনীপুত্রের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। এইখানে লেখাপড়া শিখিবার জন্ম তাহার মনে একটা আগ্রহ জন্মিল। নমঃশূদ্রের মেয়েকে কে পড়াইবে? এ যেন বামনের চাঁদ ধরিবার ইচ্ছার মত। কিন্তু মানুষের অন্তরের নিভৃতকোণের তপস্যার সন্ধান যিনি রাখেন তিনি সে বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। ছত্রশাল গ্রামে ছন্নুনাথ নামক পাঠশালার শিক্ষক অতি দয়াদ্রি-চিত্ত ছিলেন। তিনি স্নার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। স্তোত্রের একাংশে (২, ৩৯-৪০ ছত্রে), স্না ছন্নুনাথকে যে প্রণিপাত জানাইয়াছে তাহা কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। একবার বেড়া ভাঙিতে পারিলে জীব-বিশেষের পক্ষে বাগানের শাক-সজ্জা ও ফলমূলাদি যেরূপ সহজলভ্য হইয়া পড়ে, অক্ষর-পরিচয়ের পরে বাঙ্গলা-সাহিত্যের ক্ষেত্র স্নার তদ্রূপই অধিগম্য হইল। বিশেষ করিয়া সে পড়িতে লাগিল—ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ। সংসারের সর্বপ্রধান সূত্রে বঞ্চিত হইয়া স্না কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত-মনা ও নির্ভরশীল হইয়াছিল। এখন স্বয়ং সে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে গান বাঁধিতে লাগিল। তাহার গানগুলি তাহার মুখে যে শুনিত, সে আর ভুলিতে পারিত না। গোপিনী-কীর্তন পড়িয়া পাঠকবর্গ অবশ্য আনন্দলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ইহার ভাষা যেরূপ সরলতাপূর্ণ তেমনি নির্ব্বারের মত নিম্নলিখিত ও অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ-স্বরূপ। এই লেখা একান্ত অনাড়ম্বর। কবি তাঁহার নিজের হৃদয়পটে তাঁহার দেবতাকে অঙ্কিত করিয়া ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর যে কাব্য-সৌন্দর্য্য, যে গূঢ় আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রবাহ এবং উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের যেরূপ অজস্র সাজ-সজ্জা, পাঠক গোপী-

কীর্তনে তাহার প্রত্যাশা করিবেন না। কবির সারল্য ও অকপট ভক্তির এই কবিতাগুলির প্রাণ। পল্লীর প্রাপ্তিতে যে সকল ফুল অনাড়ম্বরে ফুটিয়া থাকে, তাহা পদ্মও নহে, গোলাপও নহে, অথচ তাহাদের স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তির অভাব নাই; গোপিনী-কীর্তন তাহাদের মতই একটি। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সুলার নাম মৈমনসিংহ জেলার সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। এই জেলা নী ব্রাহ্মণ জমিদারদের আবাসভূমি। তাঁহাদের সমস্ত পার্বণ ও উৎসবে সূলা আহৃত হইত। যে আসরে সূলা নাই, সে আসর জমিত না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সূলা প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছিল। প্রতিটি পালাগানের জন্য এক রাত্রে সূলা দশ হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক পাইত। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধ ঘরের মহিলারা সূলাকে মুক্তহস্তে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দান করিতেন। ঘাগুরার রাণী সূলাকে ছত্রশাল গ্রামে অনেক নিষ্কর জমি প্রদান করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, বৃদ্ধবয়সে সুলার ভবলীলার অবসান হয়। বিদেশীয় পাঠকেরা ইহার কবিতার মূল্য কতটা দিবেন তাহা জানি না। সূলা নিজে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ছিল এবং তাহার কবিতা হিন্দুদের চিরন্তন সংস্কারের বিশেষরূপ অনুকূল। অপরের পক্ষে তাহা কতটা উপযোগী হইবে তাহা বলা যায় না। ইংরাজি কবি মিসেস্ হিম্যান্সের লেখায় যেরূপ অনাড়ম্বর সারল্য দৃষ্ট হয়, সূলা গায়নের কবিতাতেও সেইরূপ একটা সরলতা আছে। সে স্বীয় বিশ্বাসের উন্মাদনায় যখন নিজের গানগুলি গাহিত তখন তাহা শ্রোতৃবর্গের যেরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত, এখন কবিতা হিসাবে পাঠ করিয়া আমাদের পক্ষে ততটা আনন্দলাভ করা সম্ভব নয়। তথাপি ইহাদের একটা নিবিড় ভক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাস আছে, যাহা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেই করিবে। আমরা শিক্ষার অভিমানে আমাদের হৃদয় যতই অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখি না কেন, কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য তাহাতে প্রবেশ করিবার অবকাশ করিয়া লইবে। যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী তাঁহারা এই কীর্তনগুলির মধ্যে বাইবেলের একটা সাদৃশ্য অনুভব করিবেন। খৃষ্টীয় এবং কৃষ্ণসম্বন্ধীয় লীলার স্থানে স্থানে একটা অজ্ঞাত সাম্য ও ঐক্যেরাখার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বাইবেলের স্তোত্রগুলির (Psalms) ২৫, ১১; ৩১, ৩;

৩৪, ৩ ; ৬৬, ২ ; ৬৯, ৩০ ; ৭২, ১৭ ; ১৪৫, ১ ; ১৪৮, ৫ ; ১৪৮, ১৩ ; ১৪৯, ৩ ; ১৫০, ৪—সংখ্যার প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বৈষ্ণব-পদে ও কীর্তনে ইহাদের অনুরূপ বহু পদ পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া ‘সোলেমানের গানের’ অনেক কথা বৈষ্ণব-পদাবলীর, এমন কি এই গোপিনী-কীর্তনেও পাওয়া যাইবে। সুধী পাঠকের এই সমস্তার সমাধান করা একটা গুরুতর কর্তব্য। অবশ্য ‘গ্রাউজ’ (Growse) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই বিষয় লইয়া সামান্যরূপ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও কোন পূর্ণাঙ্গ বিচার হইয়া যায় নাই।

সুনার কলঙ্কভঞ্জনর অধ্যায়টি বিশেষরূপ উপাদেয়। ভগবানকে যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে অথচ মুখে কথাটি নাই—অপরদিকে যে আচার-বিচার লইয়া চীৎকার-ফুৎকার পূর্বক ধর্মের মূল সূত্রটি ভুলিয়া যায়, এই উভয় শ্রেণীর প্রকৃত বিচার ভগবান্ নীরবে করিয়া থাকেন। দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত কলঙ্কভঞ্জনর আখ্যায়িকার রূপকে এই তত্ত্বটি বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবির উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সব পৌরাণিক গল্পকে অলৌকিক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না ; ইহার ভিতরে একটা গূঢ় মর্ম্মকথা আছে ; সেটি কি, বুঝিতে হইবে। অলৌকিক গল্পে ত চক্ষু অশ্রুতে আর্দ্র হয় না, মন এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠে না। আরব্যোপন্যাস পাঠ করিলে বালকদের মনে উৎসাহ, কৌতুক ও স্ফূর্তি বাড়িতে পারে, কিন্তু কলঙ্কভঞ্জন পড়িয়া মন করুণায় ভাসিয়া যায়। সুলা গায়নের কবিতাটি পাঠ করিলে পাঠক এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

‘গোপিনী-কীর্তন’ পালাটি মৈমনসিংহের জমিদার, বিজয়নারায়ণ আচার্য্য মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি সুলা গায়নের জীবনীর উপকরণ দিয়াছিলেন ; চন্দ্রকুমার দে মহাশয় এই সংগ্রহ আমাকে পাঠাইয়াছেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

শ্রীশ্রীগোপিনী-কৌতুহ

বন্দনা

দিশা—আমি প্রথমে বন্দনা করি শ্রীগুরু চরণ ।

কৃপা করি দিল গুরু মন্ত্র মহাধন ॥

এই দেহ ছিল আমার পাষণ সমান ।

মন্ত্র দিয়া কৈলা গুরু ফুলের বাগান ॥ ২

আমি লোহা, গুরু আমার পরশ-রতন ।

পরশে করিলা গুরু আমাকে কাঞ্চন ॥ ৪

দ্বিতীয়ে বন্দনা করি শিক্ষাগুরু পায় ।

কৃপা করি জ্ঞান দান যে কৈলা আমায় ॥ ৬

অজ্ঞানেতে ছিলাম আমি অন্ধের সমান ।

দয়া করি দিলা গুরু মেলিয়া নয়ান ॥ ৮

তৃতীয়ে বন্দনা করি দেব নারায়ণ ।

লক্ষ্মী সরস্বতী যার ভার্য্যা দুইজন ॥ ১০

হরগৌরী বন্দিলাম কৈলাস পর্বতে ।

মহাবিশু বন্দিলাম ক্ষীরোদের জলেতে ॥ ১২

ব্রহ্মাঠাকুর বন্দিলাম সৃষ্টি অধিপতি ।

পালনের কর্ত্তা বন্দি বিশ্ব মহামতি ॥ ১৪

সংহারের কর্ত্তা বন্দি দেব পশুপতি ।

তান ভার্য্যা বন্দিলাম গঙ্গা আর পার্বতী ॥ ১৬

দশদিক্ বন্দিলাম দশদিকে পাল ।

আনন্দে বন্দনা করি নন্দের গোপাল ॥ ১৮

করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর ব্রাহ্মণ ।
 যাহার চরণ গুণে তরে ত্রিভুবন ॥ ২০
 পিতামাতা বন্দিলাম সংসারের সার ।
 যাহার প্রসাদে আমি দেখিলাম সংসার ॥ ২২
 সরস্বতী মাও বন্দি যুড়ি দুই হাত ।
 যাহার প্রসাদে আইলাম সভার সাক্ষাৎ ॥ ২৪

সভার চরণ বন্দি গলে দিয়া বাস ।
 পদভঞ্জে কেহ না করিবেন উপহাস ॥ ২৬
 করিবেন সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ ।
 পদভঞ্জে কেহ না লইবেন অপরাধ ॥ ২৮

স্বামীর চরণ বন্দি ভক্তিয়ুক্ত হইয়া ।
 বিদেশে গেলা আর না আইল ফিরিয়া ॥ ৩০
 যেখানে সেখানে থাক মোর প্রাণপতি ।
 তোমার চরণে যেন থাকে মোর মতি ॥ ৩২
 যা হবার হইয়াছে কপালের লেখা ।
 মরণের দিনে দিও এ দাসীরে দেখা ॥ ৩৪

রাধাকৃষ্ণ বন্দিলাম মধুর বৃন্দাবনে ।
 যার নামে কীৰ্ত্তন করিব এইখানে ॥ ৩৬
 বৈষ্ণব ঠাকুর বন্দি, দয়ার সাগর ।
 কৃপা কর প্রভু মোরে আমি যে পামর ॥ ৩৮
 ছাড়ু নাগের পায় বন্দি লুটাইয়া ধরা ।
 হাতে ধরি যে মোরে শিখাইলা লেখাপড়া ॥ ৪০
 কি জানি বন্দনা আমি কিবা জানি গান ।
 কৃপা করি মান রক্ষা কর ভগবান্ ॥ ৪২
 চণ্ডালিনী বলে প্রভু না করহ ঘৃণা ।
 শ্রীচরণে দিও স্থান, স্থলার প্রার্থনা ॥ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

দিশা—জন্মিলা অনাদি কৃষ্ণ শুভলগ্ন পাইয়া ।

কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী ।
 শুভদিনে জনমিলা কৃষ্ণ গুণমণি ॥ ২
 ভাদ্রমাসে নিশা কালে কংস কাণ্ডাগারে ।
 হইল কৃষ্ণের জন্ম দৈবকীর উদরে ॥ ৪
 দেবগণ করে তখন পুষ্প বরিষণ ।
 ত্রিশ কোটি দেব-দেবীর আনন্দিত মন ॥ ৬
 ছাওয়ালের রূপ যেন কোটি কোটি চান ।
 শুভক্ষণে জনমিলা পূর্ণ ভগবান্ ॥ ৮

অপরূপ রূপ দেখি দৈবকিনী কয় ।
 কেন বিধি দিল মোরে এ হেন তনয় ॥ ১০
 বসুদেব বলে পুত্র দেব অবতার ।
 মনুষ্য বলিয়া মনে না হয় আমার ॥ ১২
 আসিয়া দেখিলে কংস লইবে কাড়িয়া ।
 পাষাণে আছাড় দিয়া ফেলিবে মারিয়া ॥ ১৪
 এই পুত্র রাখি আসি নন্দ ঘোষের ঘরে ।
 যেমতে ছরন্তু কংস জানিতে না পারে ॥ ১৬
 পুত্র কোলে করি বসু হইল বাহির ।
 ঘোর অন্ধকার নিশি চিন্তা নাহি স্থির ॥ ১৮

ফুটি ফুটি বৃষ্টি পড়ে পিছলয়ে পাও ।
 শোকে ভয়ে সাধুর কম্পিত হইল গাঁও ॥ ২০
 সাবধানে চলে বসু অতি ধীরে ধীরে ।
 কতক্ষণে উপনীত যমুনার তীরে ॥ ২২
 কণা কণা বৃষ্টি পড়ে ছাওয়ালের শিরে ।
 কণা ফেলি অনন্ত শিরেতে ছদ ধরে ॥ ২৪

যমুনার তরঙ্গ দেখি বসু পাইল ভয় ।
 অকূল অগাধ নদী কেমনে পার হয় ॥ ২৬
 ভবপারের কর্তা হরি কোলেতে করিয়া ।
 চিন্তাযুক্ত হইল বসু পারের লাগিয়া ॥ ২৮

অগাধ গম্ভীর কাল যমুনার মাঝে ।
 ঘেরে অন্ধকার নিশি কালো মেঘের সাজে ॥ ৩০
 চিন্তাযুক্ত বসুদেব পড়িল বসিয়া ।
 উপরেতে কালো মেঘ উঠিল গর্জিয়া ॥ ৩২
 বসুদেবের দুঃখে কান্দে দেবতা সকল ।
 ছুটিছে পবন অতি হইয়া প্রবল ॥ ৩৪

বিজুলীর ছটা হইল বসুর সহায় ।
 বিজুলী পশরে বসু দেখিবারে পায় ॥ ৩৬
 এক শৃগালিনী সেই যমুনার জলে ।
 হাঁটিয়া যমুনা পার হয় অবহেলে ॥ ৩৮
 দেখিয়াত বসুদেবের সাহস বাড়িল ।
 জলধর কোলে করি জলেতে নামিল ॥ ৪০
 অনন্ত কৃষ্ণের লীলা দেব অগোচর ।
 জানিয়া দেবের কার্য্য গাঙ্গে দিল চর ॥ ৪২
 হেন কালে চক্রধারী কি কার্য্য করিল ।
 মধ্য যমুনা জলে পড়িয়া যে গেল ॥ ৪৪

শিরে করাঘাত করি বসুদেব কান্দে ।
 বসুর কান্দনে কান্দে সূর্য্য আর চান্দে ॥ ৪৬
 পাইয়া নিধি হারাইলাম আমি অভাগিয়া ।
 পুত্র হেন ধন দিলাম জলে ডুবাইয়া ॥ ৪৮

জলমধ্যে বসুদেব করে অন্বেষণ ।
 খুঁজিতে খুঁজিতে পায় আপন নন্দন ॥ ৫০
 পুত্র কোলে করি বসু তীরেতে উঠিল ।
 দরিদ্র হঠাতে যেন মহারত্ন পাইল ॥ ৫২
 অন্ধ যেন চক্ষু পাইয়া আনন্দিত মন ।
 পুত্র পাইয়া বসুদেবের হইল তেমন ॥ ৫৪
 মৃত্যুদেহে প্রাণ পাইল বসুদেব ঠাকুর ।
 দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দে বিভোর ॥ ৫৬
 পুত্র কোলে করি বসু তীরেতে উঠিল ।
 ধীরে ধীরে নন্দ-গৃহে উপনাত হইল ॥ ৫৮

যশোদার ঘরে যাইয়া করে দরশন ।
 কন্যা এক কোলে রাণী ঘুমে অচেতন ॥ ৬০
 পুত্র থৈয়া কন্যা লৈয়া বসু গেল ঘরে ।
 দিল নিয়া সেই কন্যা দুর্ঘট কংসাসুরে ॥ ৬২
 বসু বলে কংস রাজ কর অবধান ।
 এই কন্যা হইয়াছে নাহি সুসন্তান ॥ ৬৪
 এত শুনি কন্যা লইয়া বসুদেব যায় ।
 পাষাণে আছাড় দিয়া মারিবারে চায় ॥ ৬৬
 শূন্যে উড়ি যায় কন্যা দেবী রূপ ধরি ।
 কংসেরে বলয়ে কিছু তিরস্কার করি ॥ ৬৮
 ওরে দুর্ঘট কংসাসুর তোরে নাহি ভয় ।
 তোরে যে বধিবে সে আছে নন্দালয় ॥ ৭০
 আমারে বধিতে তোর কিছু সাধ্য নাই ।
 হের দেখ শূন্যপথে আমি চলি যাই ॥ ৭২
 এত কহি মহামায়া হইল অন্তর্ধান ।
 স্নলা বলে অন্তকালে পদে দিও স্থান ॥ ৭৪

গোষ্ঠ

দিশা—আয়রে গোপাল যাই ধেনু চরাইতে ।

প্রভাতে উঠিয়া যত ব্রজের রাখাল ।

নন্দ ঘোষের দ্বারে আইল লৈয়া ধেনুর পাল ॥ ২

“আবা আবাব” ধ্বনি করে যত রাখুয়াল ।

শ্রীদাম সুদাম ডাকে আয়রে গোপাল ॥ ৪

বলরাম শিজ্ঞা ধরি ঘন ডাক ছাড়ে ।

আয়রে কানাই ভাই আয় শীঘ্র করে ॥ ৬

নিত্য নিত্য তোরে কেবা সাথে নিবে ভাই ।

আইসরে গোপাল শীঘ্র গোচারণে চাই ॥ ৮

তুই না গেলে কানন-মাঝে যায় না ধেনু ।

কাণ পাতিয়া আছেরে শুনিতে তোর বেণু ॥ ১০

শুনিয়া বাঁশীর গান ধেনু চলে বনে ।

* * * * ॥ ১২

রাখালের আবাবধ্বনি শুনি নন্দরাণী ।

কোলেতে তুলিয়া লইল কৃষ্ণ গুণমণি ॥ ১৪

গোপালের কোলে করি নন্দরাণী কয় ।

বনেতে দিব না আজি দুখিনীর তনয় ॥ ১৬

শুনরে শ্রীদাম সুদাম শুন হলধর ।

আজি গোষ্ঠে নাহি দিব পুত্র জলধর ॥ ১৮

সাত নাই পাঁচ নাই একটি ছাওয়ালা ।

পাছে আছে শত্রু আমার কংস রাজা কাল ॥ ২০

শ্রীদাম সুদাম বলে কি বল জননী ।

না দিলে গোপাল মোরা ত্যজিব পরাণী ॥ ২২

সাধে কি গোপাল তোর বনে নিতে চাই ।

রাখালের জীবন ধন তোমার কানাই ॥ ২৪

মরিলে পরাণ পাই গোপালের গুণে ।

জানি না গোপাল তোর কিবা মন্ত্র জানে ॥ ২৬

সাবধানে রাখিব, না যাব দূর বনে ।

সকালে সাজায়ে দে মা তোর কৃষ্ণধনে ॥ ২৮

এত শুনি নন্দরাণী সাজায়ে গোপালে ।

বয়ান ভাসিল রাণীর নয়ানের জলে ॥ ৩০

গোপালের সাজন

দিশা—আয়রে গোপাল তোর দেই সাজাইয়া ।

গোষ্ঠেতে যাইবে যদি মায়েরে কান্দাইয়া ॥

অঙ্গিনার মাঝে গোপাল ধূলা খেলায় ছিল ।

লক্ষ চুম্ব দিয়া মায় কোলে তুল্যা লৈল ॥ ২

মুছাইয়া সর্ব অঙ্গ পরাইল ধড়া ।

গলায়ে তুলিয়া দিল নবগুঞ্জা ছড়া ॥ ৪

মন্ত্র পড়ি চূড়া বান্ধে মউর পাখা দিয়া ।

বান্ধিল মোহন চূড়া বামে হেলাইয়া ॥ ৬

অলকা তিলকা দিল করিয়া উজ্জ্বল ।

কর্ণেতে কুণ্ডল দিল নয়ানে কাজল ॥ ৮

নূপুর পরায়ে দিল যুগল রাস্তা পায় ।

কটিতে কিঙ্কিণী দিল পীতাম্বর গায় ॥ ১০

করেতে তুলিয়া দিল পাঁচনী আর বাঁশী ।

বাছুরি বান্ধিতে দিল এক গাছি রশ্মী ॥ ১২

সুবর্ণের খাড়ু দিল কৃষ্ণের দুই করে ।

তার বাজু বান্ধি দিল বাহুর উপরে ॥ ১৪

গলায় বান্ধিয়া দিল সুবর্ণের পাটা ।

সোণায় বান্ধা বাঘের নউখ^১ কাঁচ কড়ি কয়টা ॥ ১৬

সাজাইয়া কাচাইয়া রাণী গোপাল লৈয়া কোলে ।

অঝোরে ঝুরিছে রাণী নয়ানের জলে ॥ ১৮

গোপালের বাম হস্তের কাণি আঙ্গুলখানি ।

দশনে দংশন তবে কৈলা নন্দরাণী ॥ ২০

মায়ে দংশন কল্লৈ তারে অশ্রু না দংশয় ।

এতেকে দংশিল রাণী আপন তনয় ॥ ২২

ধড়ার অঞ্চলে বান্ধি ক্ষীর ছানা ননী ।

কাননে খাইবে বলি দিল নন্দরাণী ॥ ২৪

বামপদের ধূলা দিল গোপালের শিরে ।

শিরে থুথু দিয়া কত রক্ষামন্ত্র পড়ে ॥ ২৬

হেনকালে সাজি আইল ব্রজের রাখাল ।

সুলা বলে গোপাল গোষ্ঠে দেও মা সকাল ॥ ২৮

রাখালগণের প্রতি যশোদার উক্তি

দিশা—আমার গোপালরে না নিয়ে দূর বনে ।

রে রাখুয়াল, আমার হরিরে না নিও দূর বনে ॥

নিকটে থাকিয়া সবে চরাইও ধেনু ।

ঘরে থাকি আমি যেন শুনি কানুর বেণু ॥ ২

সঙ্গে সঙ্গে থাক্য তুমি বাছা হলধর ।

তোমা সব ছাড়ি যেন না যায় স্থানান্তর ॥ ৪

হুধের ছাওয়াল মোর কিছু নাহি বুঝে ।

আসা যাওয়া কালে তারে সবে রাখ্যা মাঝে ॥ ৬

দুরন্ত কংসের চর ফিরে বনে বনে ।

সর্বনাশ জানি বা ঘটায় কোন্ দিনে ॥ ৮

সাত নাই পাঁচ নাই একমাত্র কানু ।

তোমরা তাহারে নেও চরাইতে ধেনু ॥ ১০

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে ক্ষুধা লাগে তার ।
 ক্ষীর সর ননী বিনে না করে আহার ॥ ১২
 ধর বাপু হলধর এই নেও ননী ।
 ক্ষুধায় যেন কষ্ট নাহি পায় নীলমণি ॥ ১৪
 দারুণ ভান্নুর তাপে কান্না যে না সাম্যে ।
 শীতল বটের তলে রাখিও আরামে ॥ ১৬
 চঞ্চল বাছুরি পাছে, যেন নাহি ধায় ।
 দেখিও কুশের কাঁটা না ফুটে যে পায় ॥ ১৮
 দুর্ঘট গরু যে সকল যারে তাবে মারে ।
 সাবধান ! কান্না যে না যায় তার ধারে ॥ ২০
 হাঁটিতে না পারে যদি কোলে তুল্যা লৈও ।
 করিলে অশ্রায় কিছু দোষ ক্ষমা দিও ॥ ২২
 খেলিবার কালে কেহ না করিও দ্বন্দ্ব ।
 বাড়ী আসি বরঞ্চ আমারে কৈও মন্দ ॥ ২৪
 দুঃখিনীর ধন আমার কান্না গুণনিধি ।
 কত না ভাগ্যের বলে মিলাইল বিধি ॥ ২৬
 গোকুলে নন্দের ধেনু হইয়াছে কাল ।
 কে দেয় গোষ্ঠেতে হেন দুধের ছাওয়াল ॥ ২৮
 আমার মনের দুঃখ কহিবাম কারে ।
 এই পুত্র পাইয়াছি শিবদুর্গার বরে ॥ ৩০
 বনে দিতে মনে কয় আমি যাই মরি ।
 নতুবা মরিয়া যাউক নন্দের বাছুরি ॥ ৩২
 যত দুঃখের গোপাল আমার রোহিণী সে জানে ।
 তোমারা দুধের শিশু জানিবা কেমনে ॥ ৩৪
 সকালে আসিও বাপ গোপালে লইয়া ।
 স্ত্রী বলে পন্থপানে রহিবাম চাইয়া ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা ও বনে রাখাল সহ খেলা

দিশা—গোষ্ঠে যায়ের নন্দের কানু বেনু বাজাইয়া ।

গোষ্ঠে যায় নন্দলাল, লৈয়া ধেনুর পাল ।

হৈ হৈ করি চলে যত রাখুয়াল ॥ ২

আগে চলে হলধর শিঙ্গা বাজাইয়া ।

শ্রীদাম সুদাম চলে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ৪

আগে পাছে সখাগণ চলে সারি সারি ।

শুনিয়া কৃষ্ণের সেই মোহন মুরলী ॥ ৬

ব্রজ মাইয়া সবে উলু উলু ধ্বনি ।

আনন্দে গোষ্ঠে যায় গোপাল গুণমণি ॥ ৮

লীলায় চলিয়া গেল যমুনার কোলে ।

বসিল সকলে কেলিকদম্বের তলে ॥ ১০

খেলিছে বিবিধ খেলা যত রাখুয়াল ।

না জিতিলেও সবে বলে জিতেছে গোপাল ॥ ১২

ছুই চারি বালক বলে নয়, নয়, নয়, নয় ।

এইবার গোপালের হইল পরাজয় ॥ ১৪

কেহ বলে রাগ করি, শুনরে শ্রীদাম ।

গোপালের সঙ্গে মোরা আর না খেলিবাম ॥ ১৬

না জিতিলেও সবে বলে জিতেছে গোপাল ।

কেন বা ব্রজেতে তার এত ঠাকুরাল ১ ॥ ১৮

হেন মতে নানা খেলে খেলে রাখুয়াল ।

দৈবে কালিদেহের তীরে আইল ধেনুর পাল ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণের কালিদহে ঝাঁপ

দিশা—ওরে ডুবিল নন্দের কানু কালিদয় সাগরে ॥

কালিদহে কালনাগ, সদা করে বাস ।
 পর্বত পুড়িয়া যায়, যদি লাগে শ্বাস ॥ ২
 তাহার বিষের তেজে বিষময় জল ।
 সবে জানে এই হৃদেব জলেতে গরল ॥ ৪
 কালিদহের উপর দিয়া পাখী উড়্যা গেলে ।
 বিষের তেজে ঢল্যা পড়ে সেই বিষ-জলে ॥ ৬
 তৃষ্ণায় কাতর হৈয়া ধেনু বৎসগণ ।
 কালিদহের জল খাই ত্যজিল জীবন ॥ ৮
 খেলা ভাঙ্গ রাখুয়াল ধেনু অশ্বেষণে ।
 কানুরে লইয়া সঙ্গে ফিরে বনে বনে ॥ ১০
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল কালিদহের কূলে ।
 দেখে সব ধেনু বৎস পড়িয়াছে ঢইলে ॥ ১২

অন্তর্যামী ভগবান্ অন্তরে জানিল ।
 কালিদহের জল খাই ধেনু বৎস মৈল ॥ ৪
 এত ভাবি ভগবান্ কদম্বে উঠিল ।
 কালিদহের জলে তার ছায়া যে পড়িল ॥ ১৬
 ছায়া দেখি দূর হৈতে পাইয়া অতি রাগ ।
 ধাইয়া আইল দংশিবারে দুষ্ক কালিনাগ ॥ ১৮
 কালিনাগ আইল দেখি কৃষ্ণ কুতূহলে ।
 ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন কালিদহের জলে ॥ ২০
 কালির মস্তকে চড়ি কৃষ্ণ জলধর ।
 নৃত্য করেন মহানন্দে হরিষ অন্তর ॥ ২২
 কত জন্মের পুণ্যফল কালির জানি ছিল ।
 ব্রহ্মাদির আরাধ্য পদ অনায়াসে পাইল ॥ ২৪

কালির ফণাতে চড়ি নাচে কালাচান ।
 সংবাদ পঁউছিল কালির পত্নী বিজ্ঞমান ॥ ২৬
 সংবাদ পাইয়া তবে নাগ-পত্নীগণ ।
 ধাইয়া আইল সবে পতির সদন ॥ ২৮
 স্বামীর মস্তকে নাচে ভবরাধ্য ধন ।
 দেখি নাগ-পত্নীগণে বন্দিল চরণ ॥ ৩০
 ঘোড় হাতে স্তব করে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ।
 দেখিছে কৃষ্ণের রূপ নয়ান ভরিয়া ॥ ৩২
 ফণি-শিরে নীলমণি খেলে কত খেলা ।
 আনন্দে মোহিত যত নাগ নাগবালা ॥ ৩৪

নাগের আলায় হৈল দিব্য গোলোকধাম ।
 তীরে বসি কৃষ্ণশোকে কান্দে বলরাম ॥ ৩৬
 স্নুলা বলে না কান্দিও শ্রীদাম স্নুদাম ।
 এখন উঠিবেন তীরে নব ঘনশ্যাম ॥ ৩৮

রাখালগণের খেদ

দিশা—কান্দেরে রাখালগণ বলিয়া কানাই ।
 কই থইয়া গেলে তোর শ্রীদাম স্নুদাম ভাই ॥
 কই গেলে কানাই ভাই শীঘ্র দেরে দেখা ।
 তোর মার কেউ নাই তুই বিনে একা ॥ ২
 শ্রীদাম স্নুদাম কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি ।
 স্নুদাম সখা কান্দে কোথা গেলেরে শ্রীহরি ॥ ৪
 কালিদহের বিষ-জলে ঝাঁপ দিলে কেনে ।
 তোরে বিনে আমরা কি বাঁচিব পরাণে ॥ ৬
 শ্রীদাম কহিছে আর সহেনা সন্তাপ ।
 আইস সবে মিলি দেই বিষ-জলে ঝাঁপ ॥ ৮



কেমনে এ পোড়ামুখ দেখাইব যাইয়া ।
 পথ পানে চাহি আছে নন্দরাণী মাইয়া ১ ॥ ১০
 কিবা ধন লইয়া যাইব নন্দরাণী ঠাঁই ।
 এক কৃষ্ণ বিনে মায়ের অন্ম লক্ষ্য নাই ॥ ১২
 যখনে শুনিবে ইহা নন্দরাণী মাতা ।
 ত্যজিবে পরাণ ভাঙ্গি পাষণেতে মাথা ॥ ১৪
 যত সব আছে এই গোকুলে গোয়াল ।
 সকলি পাগল হবে বলিয়া গোপাল ॥ ১৬
 শীঘ্র উঠ কানাই ভাই বলে কোন জন ।
 কেহ বলে এখনো কি আছেরে জীবন ॥ ১৮

হেনমতে সবে মিলি করে হায় হায় ।
 জল হইতে তখনি উঠিলা শ্যামরায়া ॥ ২০
 কৃষ্ণকে দেখিয়া তখন যত সখাগণ ।
 মরণ শরীরে যেন পাইলা জীবন ॥ ২২
 দূরে গেল শোক তাপ আনন্দিত মন ।
 একে একে সকলে করিল আলিঙ্গন ॥ ২৪
 তবে কৃষ্ণ এক অঞ্জলি জল হাতে লৈয়া ।
 মৃত গরুর উপরেতে দিল ছিটাইয়া ॥ ২৬
 জলে ছিটা পাইয়া ধেনু পূর্ব্বমত হৈয়া ।
 বৎস সহ উঠিলেক গা ঝাড়া দিয়া ॥ ২৮
 আনন্দে রাখালগণ ধেনু বৎস সঙ্গে ।
 বনে প্রবেশিল, খেলা আরম্ভিল রঙ্গে ॥ ৩০
 স্নুলা বলে এইবার খেলিবাম আমি ।
 চরণের দাসী হৈয়া কৃষ্ণ করি স্বামী ॥ ৩২

ফিরা গোষ্ঠ

দিশা—চলেরে ব্রজের রাথুয়াল ।

হৈ হৈ করি চলে লয়ে ধেমুর পাল ॥

বেলা অবসান হইল দেখিয়া বলাই ।

বলে এখন গৃহে চল ভাইরে কানাই ॥ ২

এত বলি হলধর শিঙ্গা ফুকানিল ।

বৎস সহ ধেমু সব এক ঠাঁই হৈল ॥ ৪

শ্যামলী ধবলী আইল হাস্য হাস্য করি ।

উচ্চ পুচ্ছ করি নাচে যতেক বাছুরি ॥ ৬

আগে চলে হলধর শিঙ্গা বাজাইয়া ।

তার পাছে ধেমু সব যায় ধাইয়া ধাইয়া ॥ ৮

তার পাছে আনন্দিত চলিয়াছে আনন্দেতে কানু ।

নাচিয়া নাচিয়া যায় বাজাইয়া বেণু ॥ ১০

তার পাছে চলে যত রাখালের দল ।

‘আবা আবা’ হৈ হৈ করি কোলাহল ॥ ২

যশোদা রোহিণী আদি যত ব্রজ মাইয়া ।

আগুবাড়ি^১ দাঁড়াইল ধাত্ত দূর্ব্বা লৈয়া ॥ ১৪

উলু উলু ধ্বনি করে যত নারোগণ ।

ব্রজের গোণ্ডায়ে কত বাজায় বাজন ॥ ১৬

আগুবাড়ি আইলা কৃষ্ণ লৈয়া ধেমুপাল ।

নন্দরাণী কোলে তুল্যা লইলা গোপাল ॥ ১৮

অঞ্চলে মুছাইয়া তার চান মুখখান ।

লক্ষ চুম্বা দিয়া কৈলা আশীর্ব্বাদ কল্যাণ ॥ ২০

যার তরে মরে গেল যত রাখুয়াল ।

যশোমতী নিজগৃহে লইলা গোপাল ॥ ২২

মধুময় কৃষ্ণলীলা কি তার তুলনা ।

তাহে ডুব মন মোর কহে স্থলক্ষণা ১ ॥ ২৪

কৃষ্ণ নাবিক-বেশে ব্রজগোপীগণকে পার করিতেছেন

গোপীদের উক্তি

দিশা—পার করহে ওহে নুতন নাইয়া ।

মথুরায় বেচা কিনার সময় গেল বইয়া ॥

শীঘ্র পার করহে !

কৃষ্ণ-লীলাসিদ্ধু তার কুল কিনারা নাই ।

খেয়ানীর বেশে একদিন সাজিলা কানাই ॥ ২

ভাঙ্গা নৌকা রাজা বৈঠা পাছার মাঝে বসি ।

কত লীলা খেলা করে কৃষ্ণ কালোশশী ॥ ৪

মদ্যি গাঙ্গে নৌকা লৈয়া করে আনাগুনা ।

কে বুঝিতে পারে তান মনে কি বাসনা ॥ ৬

গোপিকার সঙ্গে রঙ্গ করিবে বলিয়া ।

পার ঘাটের মাঝি হৈলা শ্রীকৃষ্ণ রঞ্জিয়া ॥ ৮

হেন কালে ঘাটে আইলা ভৃষভানুর ঝি ২ ।

আসি দেখে ভাঙ্গা নায়ে শ্যামনাগর মাঝি ॥ ১০

ললিতা বিশাখা সঙ্গে রাই কমলিনী ।

হাসিতে লাগিলা দেখি নুতন খেয়ানী ॥ ১২

বিশাখা ডাকিয়া বলে ওহে নুতন নাইয়া ।

মথুরাতে যাব শীঘ্র দেও পার করিয়া ॥ ১৪

১ স্থলক্ষণ = স্থলা শব্দ “স্থলক্ষণ”র অপভ্রংশ ।

২ বৃষভানুর ঝি = বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাপা ।

পার কর পার কর নাইয়া ভীরে ভিড়াও তরী ।
 আমাদের সঙ্গে আছেন রাধিকা সুন্দরী ॥ ১৬
 নাবিক বেশে নায়ে আছেন কৃষ্ণ কালশশী ।
 তা দেখিয়া শ্রীরাধিকার মুচ্চিকি মুচ্চিকি হাসি ॥ ১৮
 ঘুমটা খুলে বারে বারে দেখিবারে চায় ।
 বৈঠা হাতে শ্যাম নাগরে কেমন দেখা যায় ॥ ২০

ললিতা বলয়ে যাব দধি বেচিবারে ।
 শীঘ্র করি পার কর আমরা সবাকারে ॥ ২২
 দধির পসার মাথে, মোদের তপ্ত হৈল তনু ।
 আর কত দাঁড়াইয়া রব মাথায় উঠল তানু ॥ ২৪

নাইয়া বলে ভাঙ্গা নৌকায় কেমনে করি পার ।
 শুনিয়াছি গোয়ালিনীর গায়ে বড় ভার ॥ ২৬
 আরো ভারি হইয়াছে দধির পসারে ।
 আরো ভারি করিয়াছে যুগ্ম পয়োধরে ॥ ২৮
 দৈবে আমার ভাঙ্গা নৌকা ভাঙ্গ্যা যদি যায় ।
 কেমনে ভরিব পেট কি হবে উপায় ॥ ৩০

সখীগণ বলে তুমি বড়ই নিলাজ ।
 করিতে আইলে কেন খেওয়ানীর কাজ ॥ ৩২
 আসা যাওয়া করে লোক কেমনে কর পার ।
 ভাঙ্গা নৌকা লৈয়া কেনে হৈলে কর্ণধার ॥ ৩৪

কৃষ্ণ কহেন মর্শ্বকথা জান না ত তুমি ।
 এক এক জন করি পার করি আমি ॥ ৩৬
 পার হইবারে যদি ইচ্ছা থাকে তোমরার ।
 আগে আন শ্রীরাধারে করে দেই পার ॥ ৩৮

সখী বলে আমরা সব কুলের মুবতী ।
 একা গেলে তব নায় কেমনে থাকে জাতি ॥ ৪০

নব নারী হব মোরা একবারে পার ।
তারেতে লাগাও তরী শীঘ্র কর্ণধার ॥ ৪২

এক কথা কহি আমি, তোমাদের ঠাই ।
তোমাদের ইচ্ছাতে অনিচ্ছা মোর নাই ॥ ৪৪
পাছের কথা আগে কিছু কইয়া রাখি ঠাই ;
নৌকা যদি ডুবে তবে মোর দোষ নাই ॥ ৪৬
তোমরা মরিল প্রাণে আমার ডুববে নাও ।
এমত কস্মেতে সাহস কেনবা দেখাও ॥ ৪৮
সখী বলে তরী ডুবলে অখ্যাতি তোমার ।
ডুবিল তরণী থাকতে কৃষ্ণ কর্ণধার ॥ ৫০
ভাঙ্গা নাও বাইতে জানে মাঝি কই তারে ।
নূতন তরণী বাইতে সকলেই পারে ॥ ৫২
নৌকারে না দিও দোষ ছিঃ ছিঃ লাজে মরি ।
বুঝিয়াছি মাঝি তুমি আসলে আনারি ॥ ৫৪

মাঝি বলে কিবা দিব আগে দেহ দান ।
তার পাছে বুঝা যাবে পারের বিধান ॥ ৫৬
বিনা দানে কেহ নাহি পার হইতে পারে ।
কেবা কিবা দান দিবা আগে কহ মোরে ॥ ৫৮

সখা বলে পার কর নবীন কাণ্ডারী ।
ফিরিয়া যাইবার কালে দিব পারের কড়ি ॥ ৬০
এখন মোদের সঙ্গে কিছুমাত্র নাই ।
সঙ্গে আছে যা তোমাদের তাহা আমি চাই ॥ ৬২

সখা বলে সঙ্গে আছে বেচিবার দই ।
কৃষ্ণ বলে স্বপনেও তাহা নাহি চাই ॥ ৬৪

সঙ্গে আছে তোমাদের নওয়ালী * যৌবন ।

তাহা যদি দান দিবা তুষ্ট হয় মন ॥ ৬৬

সখী কহে কথা কহ মুখ সামালিয়া ।

দেওয়াব উচিত শাস্তি কংস রাজায় কৈয়া ॥ ৬৮

ছোট মুখে বড় কথা শোভা নাহি পায় ।

দেবতার ভোগ কি কাউয়ায় কভু খায় ॥ ৭০

কৃষ্ণ কহে গোয়ালিনী নাহি কর চোট ।

মধ্যে মধ্যে দেব-ভোগে কাউয়ায় দেয় ঠোট্ ॥ ৭২

সখী কহে সাবধান না বল বেজায় ।

পাটুনীর মুখে কি এ কথা শোভা পায় ॥ ৭৪

লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ কন আর বার ।

বান্ধা দিয়া যাও তবে অঙ্গের অলঙ্কার ॥ ৭৬

অন্য জনে পার করি লৈয়া আনা আনা ।

গোপিনী করিতে পার চাই কাণের সোণা ॥ ৭৮

হাসি বলে গোপীগণ শোন নূতন নাইয়া ।

যাহা দিবার দিব পরে দেও পার করিয়া ॥ ৮০

তবে কৃষ্ণ নৌকা নিয়া ভিড়াইল † তীরে ।

একে একে গোপীগণ নৌকামধ্যে চড়ে ॥ ৮২

কৃষ্ণ কহেন সাবধান ধর্ম্মের দোহাই ।

নৌকা যদি ডুবে তবে মোর দোষ নাই ॥ ৮৪

আগার দিকে পসার খুইয়া গোড়ার উপর বইও ।

ভান্সা নৌকায় পানি চুয়ায় সৈঁওতে সিঁচিও ॥ ৮৬

এত বলি নৌকা ছাড়ি দিল কর্ণধার ।

গোপিকা সকলে দিল মঙ্গল জুকার ‡ ॥ ৮৮

* নওয়ালী = নূতন ।

† ভিড়াইল = লাগাইল ।

‡ মঙ্গল জুকার = শুভ উল্লেখনি ।

আধাঅধি গাঙ্গে ১ গিয়া নায় দিল লাছা ২ ।
 কীপিল গোপিকার গাও নায়ের ভাঙ্গল পাছা ॥ ৯০
 হাহাকার করে তত গোপিনী সকল ।
 থৈ থৈ করে যত যমুনার জল ॥ ৯২
 তরঙ্গে পড়িয়া তরী হেলি তুলি যায় ।
 ভয় পাইয়া গোপীগণ কৃষ্ণ মুখ চায় ॥ ৯৪
 ললিতা বিশাখা বলে শুন কর্ণধার ।
 তরী যদি ডুবে তবে কলঙ্ক তোমার ॥ ৯৬
 কিছু কিছু করি তরী পাইল কিনারা ।
 তীরেতে উঠিল রাধা সহ গোপিনীরা ॥ ৯৮
 কৃষ্ণ কহেন শুন শুন রাধা চন্দ্রমুখী ।
 যাবার কালে দিও দান নাহি দিও কীকি ॥ ১০০
 এই আমি ঘাট কূলে বাঙ্কিলাম তরী ।
 আবার করিব পার আইস শীঘ্র করি ॥ ১০২
 সূলা বলে শুন মাঝি প্রার্থনা আমার ।
 তুমি যদি কর অস্ত্রে ভবনদী পার ॥ ১০৪

শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরি

দিশা—রাধার মনচোর চুরি করে ননী—
 খায় রাধারসে ভোরং ॥
 শ্রীরাধিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে ।
 ননী চুরি করেন কৃষ্ণ আয়ান ঘোষের ঘরে ॥ ২
 নিত্য নিত্য কমলিনী জলের ঘাটে যায় ।
 গোপনে লইয়া ননী কৃষ্ণেরে খাওয়ায় ॥ ৪

১ গাঙ্গে = নদীতে । ২ লাছা = নাচা, নাচন, দোল, নাড়া ।

৩ রাধারসে ভোর = রাধার ভাবে বিভোর হইয়া ।

আর দিন কুটিলায় জানিয়া সে সব ।
 রাধিকারে গালি দেয় বড় অসন্তব ॥ ৬
 সেই হইতে ননী দিতে পারে না কৃষ্ণেরে ।
 মনোদুঃখে শ্রীরাধিকা দিবা নিশি বুঝে ॥ ৮
 লুকাইয়া রাখে ননী আয়ান ঘোষের মায় ।
 বোঁয়ে পাছে চুরি করি কৃষ্ণেরে খাওয়ায় ॥ ১০
 চাঙ্গের^১ উপর রাখে ছিক্যা^২ টাঙ্গাইয়া^৩ ॥
 অন্তরে জানিলা সব নন্দের কালিয়া ॥ ১২
 আর দিন শ্রীরাধারে কহিলেন হরি ।
 তব বাঞ্ছা পূরাইতে ননী কর্বেবা চুরি ॥ ১৪
 কেন তুমি মনে এত দুঃখ ভাব রাই ।
 যুচাব তোমার দুঃখ আমি ননী খাই ॥ ১৬

এত বলি রাধিকারে শাস্ত করি হরি ।
 নিত্য নিত্য জটিলার ঘরে করেন চুরি ॥ ১৮
 ভাণ্ড ভাঙ্গেন ছিক্যা ছিঁড়েন খান ননী ছানা ।
 জটীলা কুটীলা চোর ধরিতে পারে না ॥ ২০
 আর দিন দেখে কৃষ্ণ ননী খাইয়া যায় ।
 ধরিতে না পারে বুড়ী করে হায় হায় ॥ ২২
 সহিতে না পারে আর কৃষ্ণের উৎপাত ।
 দুঃখে করে করাঘাত নিজের মাথাত ॥ ২৪
 আঙ্গুল ফুটাইয়া কয় সর্ববিনাশ্য মর ।
 কোন কালে ভাল আর না হইবে তোর ॥ ২৬
 অল্প আয়ু হউক তোর মোরে দিস্ দুখ ।
 ধরিতে পারিলে তোর চিবিয়া দিব মুখ ॥ ২৮

^১ চাঙ্গের = মাচার

^২ ছিক্যা = শিকা ।

^৩ টাঙ্গাইয়া = বুলাইয়া ।

জুলিয়া পুড়িয়া গরে জটীলা কুটীলা ।
 দরমের আড়ালে হাসে ভূষভানু বাল। ॥ ৩
 আর দিন নড়ী হাতে সে জটীলা বুড়ী ।
 কাঁপিতে কাঁপিতে গেল নন্দ ঘোষের বাড়ী ॥ ৩২
 যশোদার ঠাই কয় দিয়া ওলাহন ১ ।
 সূলা বলে আর নাগো ! পোড়ে মোর মন ॥ ৩৩

যশোদার প্রতি জটীলার ওলাহন বাক্য

দিশা —রাণী গোপালকে সাম্লাইও ।

নিত্য নিত্য পরের ঘরে যায় না যে অরে কৈও ॥

ঘরে গিয়া প্রতিদিন তোমার গোপাল ।

তঞ্চ লঞ্চ করে যত ঘরের মালামাল ॥ ২

গৃহকর্ম্মে থাকি মোরা আনমনা হৈয়া ।

ভাণ্ড ভাঙ্গে ছিক্যা ছিঁড়ে তোর গোপাল গিয়া ॥ ৪

বৌকে লৈয়া ঘাটে যাই দোয়ারে দিয়া বান্ ২ ।

কেমনে জানি ঘরে যায় তোমার কালাচান ॥ ৬

ধর্ত্তে নারি ৩ এমনি সয়তান থাকে লুকাইয়া ।

সর্ব্বনাশ করে আমার খালি ঘর পাইয়া ॥ ৮

দৈবে যদি দেখি তারে মাখন খাইয়া যায় ।

গালি দিলে ঘাড় বাঁকাইয়া হাসি মুখে চায় ॥ ১০

কত মতে পোড়ামুখা আমারে জ্বালায় ।

হাত নাচাইয়া ননীর দলা আমারে দেখায় ॥ ১২

কালী করে কোন দিন লাগাল পাই তারে ।

দুই হাতে মুচুর্নাইয়া ঘাড় ভাঙ্গিব ভাল করে ॥ ১৪

১ ওলাহন=অভিযোগ, দোষ ।

২ বান্=বন্ধ, বাঁধ ।

৩ ধর্ত্তে নারি=ধরিতে পারি না ।

এমন নিলাজ পুলা^১ জন্মিল তোর পেটে ।
 না লয় ঘর না লয় বাড়ী থাকে পথে মাটে ॥ ১৬
 পরের ঘরে চুরি করে ছি ছি লাজে মরি ।
 হেন পুত^২ পেটে সয় কোন আভাগ্যা^৩ নারী ॥ ১৮
 এমন হৈলে যমের মুখে ডাক দিয়া দেই তারে ।
 এমন পুত মরে না কেন ? যদি চুরি করে ॥ ২০
 আরো কয় দিন কইচি তোমায় গোপাল করে চুরি ।
 আজও কিছু কইয়া গেলাম দুই হাত যুড়ি ॥ ২২
 আর কোন দিন যায় না যে গো মানা^৪ কৈর তারে ।
 দধি দুগ্ধ মাখন ছানা নাই কি তোমার ঘরে ॥ ২৪
 বারে বারে কহিলাম সহ কত করি ।
 আর কোন দিন গেলে কিন্তু হাতে দিব দড়ি ॥ ২৬
 ভাগ্যে পাইলে একটি পুত দুর্গার ছিল বর ।
 পাঁচ সাতটা হৈলে ভাঙ্গত গোকুল নগর ॥ ২৮
 ঠোট রাঙ্গা তার বর্ণ কালা কোন্ বা ঢকের^৫ পুত ।
 সদায় থাকে কদম গাছে আমলা^৬ গাছের ভূত ॥ ৩০
 তিনের মাঝে বড় গুণ জানে কেবল চুরি ।
 গোপের কূলে খোটা^৭ হৈল ছি ছি লাজে মরি ॥ ৩২
 জটিলাকে যোড়হাতে জানায় তখন সূলা ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু বাঞ্ছা করে এই চোরের ধূলা ॥ ৩৪

যশোদা কর্তৃক গোপাল-বন্ধন

দিশা—আয়রে হা পুত বান্ধিবাম আজ তোরে ।

শুনিয়া জটিলার গালি কটু ককর্শ রাও^৮ ।

আগুন জ্বালাইয়া দিল নন্দরাণীর গাও ॥ ২

- ১ পুলা = ছেলে । ২ পুত = পুত্র । ৩ আভাগ্যা = অভাগী ।
 ৪ মানা = নিষেধ । ৫ ঢকের = শ্রী, রূপ । ৬ আমলা = আমলকী ।
 ৭ খোটা = দোষ । ৮ রাও = শব্দ ।

ক্ৰোধে রাণী নড়ি^১ হাতে ধাইয়া ধাইয়া যায় ।
 দেখিয়া মায়েৰ ক্ৰোধ গোপাল পলায় ॥ ৪
 গোপালে ধৰিতে রাণী পাছে পাছে ধায় ।
 কাছে কাছে থাকে গোপাল ধৰিতে না পায় ॥ ৬

কে তাৰে ধৰিতে পাৰে ধৰা নাহি দিলে ।
 যশোদা পাইয়াছে কোলে কোটি পুণ্য-ফলে ॥ ৮
 কে বুঝে কৃষ্ণেৰ লীলা ভক্তজন বিনে ।
 অন্ধে কি বুঝিতে পাৰে কি গুণ দৰ্শনে ॥ ১০
 যাব নামে শমন পলায়, দুঃখ যায় দূৰে ।
 সে পুত্ৰ পলায় আজ গোয়ালিনীৰ ডরে ॥ ১২
 কি লীলা কৰিলা হৰি মধুৰ বৃন্দাবনে ।
 কি তপস্বী কৰাছিল ব্ৰজের গোপীগণে ॥ ১৪
 পুত্ৰ ৰূপে পালন কৰে ভৱাৰাধ্য ধন ।
 গোপালে দেখিলে নারীৰ আপনে ঝৰে স্তন ॥ ১৬

এমন বাৎসল্যেৰ ধনে আপনে রাণী কয় ।
 আজ তোৰে বান্ধিবাম নিশ্চয় নিশ্চয় ॥ ১৮
 পৰেৰ ঘৰে চুৰি কৰে লোকে বলে মন্দ ।
 আমাকেই বা কি বলিবে যদি শুনে নন্দ ॥ ২০
 ঘৰে কি মোৰ মাখনেৰ আছেৰে অভাব ।
 এত খাইয়াও গোপাল তোৰ এমন স্বভাব ॥ ২২
 যেখানেতে পাই তোৰে নিশ্চয় ধৰিয়া ।
 হাতে পায় দড়ি দিয়া রাখিব বাঁধিয়া ॥ ২৪
 এত বলি নন্দরাণী পাছে পাছে ধায় ।
 অতিশ্ৰমে যশোদাৰ ঘৰ্ম্ম বহে গায় ॥ ২৬

দেখিয়া মায়ের কষ্ট কৃষ্ণ চূড়ামণি ।
 মনে ভাবেন বড় দুঃখ পাইল জননী ॥ ২৮
 দেখিয়া মায়ের দুঃখ দয়ার ঠাকুর ।
 পড়িলা মায়ের পদে ধরা পৈল চোর ॥ ৩০
 ধরিয়া আনিয়া রাণী দড়ি লইলা হাতে ।
 গোপালের দুই হাতে বান্ধে ভাল মতে ॥ ৩২
 শব্দ করি বান্ধিতেও প্রাণে কষ্ট পায় ।
 তবু শব্দ করি বান্ধে প্রাণের জ্বালায় ॥ ৩৪
 মায়া করি বলেন হরি নন্দরাণীর ঠাই ।
 দিব্য করি আর যদি চুরি করি খাই ॥ ৩৬
 বেকো না বেকো না মাগো ধরি তোমার পায় ।
 পাইব বড়ই দুঃখ বান্ধের জ্বালায় ॥ ৩৮
 রাগে রাণী নাহি শুনে গোপালে যা বলে ।
 পলাইবে বলি বান্ধি থৈল ' উদখলে ॥ ৪০
 পায়ে পড়ি স্নলা বলে যশোমতি মাও ।
 বন্ধন খুলিয়া দেও মোর মাথা খাও ॥ ৪২

গোপাল-বন্ধনে ব্রজবালকের খেদ

দিশা—ওগো ছেড়ে দে মা নন্দরাণী গোপালের বন্ধন ।

শুনিয়া রাখাল সবে কৃষ্ণের বন্ধন ।
 দৌড়া দৌড়ি আসি সবে জুড়িল ক্রন্দন ॥ ২
 শ্রীদাম স্নদাম দাম স্নবল বসুদাম ।
 সিঙ্গা হাতে ধাইয়া আইল বলরাম ॥ ৪
 আসিয়া দেখিল কৃষ্ণ বান্ধা উদখলে ।
 দেখিয়া ভাইয়ের দশা ভাসে নয়ান-জলে ॥ ৬

নন্দরাণীর পদে পড়ি সকল রাখাল ।
 বলে মাগো গোপালেরে ছাইড়া দে সকাল ॥ ৮
 মায়া করি কান্দে কৃষ্ণ বন্ধন জ্বালায় ।
 দেখিয়া রাখাল সবে করে হায় হায় ॥ ১০
 কোন রাখুয়াল বলে হের দেখ রাণী ।
 দুই চক্ষে গোপালেরে ঝরিতেছে পানি ॥ ১২
 পাষণ মিলায়ে যায় দেখি চান্দমুখ ।
 কি দিয়া বান্ধিছ রাণী আইজ তোমার বুক ॥ ১৪
 কোন রাখাল ক্রোধে বলে রাণী যাশোদায় ।
 এমন করিয়া বান্ধে কার মায় ॥ ১৬
 কেহ বলে ছেড়ে দে মা আর কর্বে না চুরি ।
 আমরা সকলে ইহা কহি দিব্য করি ॥ ১৮
 কেহ বলে শীঘ্র করি ছাড়িয়া গোপালে ।
 আমাদের বান্ধিয়া রাখ তাহার বদলে ॥ ২০
 কেহ বলে গোপালেরে নাহি দিলে ছাড়িয়া ।
 মরিব আমরা সবে জলে ঝাঁপ দিয়া ॥ ২২
 কেহ বলে আমরা আর না খাইব ননী ।
 আমাদের ননী থাকে তোর নীলমনি ॥ ২৪
 বলাই কহিছে তখন শিঙ্গা ফুকানিয়া ।
 সকালে গোপালে রাণী দেওগো ছাড়িয়া ॥ ২৬
 নতুবা লাঙ্গল লই বিনাশিব সৃষ্টি ।
 এত কহি হলধর করে কোপ দৃষ্টি ॥ ২৮
 মাটিতে লুটাইয়া কান্দে কত শতজন ।
 কতজন ধরে নন্দরাণীর চরণ ॥ ৩০

দেখিয়া শুনিয়া তবে রাখালের হুথ ।
 বাৎসল্য ভরিয়া উঠলো নন্দরাণীর বুক ॥ ৩২

দূরে গেল ক্রোধ রাগীর শাস্ত হৈল মন ।
 তখনি খুলিয়া দিল কৃষ্ণের বন্ধন ॥ ৩৪
 বন্ধন মোচন কথা শুনে যেইজন ।
 তাহার না থাকে কভু ভবের বন্ধন ॥ ৩৬
 যোড়হাতে জানাই আমি কৰ্ম্মকর্তার পায় ।
 এ হেন সময়ে তবে গাইনে কাপড় পায় ॥ ৩৮

লক্ষ চুম্ব দিয়া রাগী গোপাল কোলে লয় ।
 মুছাইয়া চক্ষুর জল কত কথা কয় ॥ ৪০
 ধূলা ঝাড়ি কোলে লৈল গোপালের রাগী ।
 আনন্দে রাখাল করে আবা আবা ধ্বনি ॥ ৪২
 বুকে মুখে চক্ষুর জল তায় ফুটিল হাঁসি ।
 শিশিরেতে ভিজা যেমন ফুল রাশি রাশি ॥ ৪৪
 দেখি দেখি করি যত রাখালে প্রত্যেকে ।
 পুনঃ পুনঃ গোপালের হাতখানি দেখে ॥ ৪৬
 বন্ধনের দাগ দেখি কেহ বলে উঃ ।
 জ্বালা জুড়াইবে বলি কেহ দেয় ফুঁ ॥ ৪৮
 কৃষ্ণের বন্ধন মুক্তি শুনে যেই জনে ।
 ভবের বন্ধন তার নাই কোন দিনে ॥ ৫০
 আনন্দে পূর্ণিত হৈল নন্দের ভবন ।
 স্নান বলে কৃষ্ণ-রসে মজে মোর মন ॥ ৫২

গোপিনী-কীৰ্ত্তনে গোপাল-বন্ধনের সময় গাইনেরা সত্তাপমক্ষে এক সুন্দর ব্রজভাবে অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গাইন অর্থাৎ কীৰ্ত্তন-গায়িকা একটি বালককে গোপাল দাজ্জাইয়া কোলে করিয়া বসেন। গোপালের হাতে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন দেওয়া হয়। বাটীস্থ স্ত্রীলোকেরা গোপালের বন্ধন মোচন করিতে আসেন এবং গোপালকে গাইনের কোল হইতে ছাড়াইয়া লইতে চাহেন। গাইন, ভালরকম একখানা নতুন কাপড় না পাইলে গোপালকে ছাড়িয়া দেন না।

শ্রীমতীর কলঙ্ক-ভঞ্জন

দিশা—হরি বলরে পামর মন দিন বইয়া যায় ।

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা কেবা জানে সীমা ।

বেদাগমে নাহি জানে তাহান মহিমা ॥ ২

একদিন রাধা সহ কৃষ্ণের মিলন ।

হইল নিকুঞ্জ বনে সহ সখীগণ ॥ ৪

রাধা কহে কৃষ্ণ তুমি জগতের স্বামী ।

তোমাতে ভজনা করি কলঙ্কিনী আমি ॥ ৬

ঘরে পরে কত জ্বালা প্রাণে কত সয় ।

কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলি সবে মোরে কয় ॥ ৮

শুনিয়া রাধার কথা কৃষ্ণ গুণধাম ।

কহিলেন প্রিয়া আমি সব বুঝিলাম ॥ ১০

কলঙ্ক-ভঞ্জন তব করিব সকালে ।

শুনি হরষিত হইলা সখীরা সকলে ॥ ১২

তারপর কতদিন গত হইয়া যায় ।

কৃষ্ণ কোলে নন্দরাণী আজিনা বেড়ায় ॥ ১৪

হেনকালে ব্রজ মাইয়া আইল কতজন ।

দেখিবারে গোপালের মধুর নাচন ॥ ১৬

রাণী বলে বাছা কৃষ্ণ নাচ দেখি চাই^১ ।

নাচন দেখিতে আইল যত ব্রজ মাই ॥ ১৮

যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী ছানা ।

না নাচিলে ক্ষীর সর কিছুই দিব না ॥ ২০

এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র লাগিলা নাচিতে ।

করতালি দেয় রাণী আনন্দিত চিতে ॥ ২২

^১ চাই=এই শব্দটির বিশেষ কোন অর্থ নাই। কোন কোন কথার পরে
ঠেকার মত ইহা এখনও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কঙ্কণের কিনি কিনি নূপুর ঝঙ্কার ।
 মিশিয়া হইল ধ্বনি বড় চমৎকার ॥ ২৪
 গোপালের পায় বাজে সোণার নূপুর ।
 জিতং জিতং শব্দ করে অতি সুমধুর ॥ ২৬
 নাচিছে গোপাল দেখি যত ব্রজমাই ।
 বলে হেন নাচনিয়া সংসারেতে নাই ॥ ২৮
 হেলিয়া ঢুলিয়া তবে নাচে পীতবাস ।
 নারীগণে বলে ধন্য সাবাস্ সাবাস্ ॥ ৩০
 সবে মিলি করতালি দেয় চারিভিতে ।
 মধ্যে নাচে কালোমাণিক ননীর দলা হাতে ॥ ৩২
 নাচিতে নাচিতে পরে হইল স্মরণ ।
 করিবারে রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন ॥ ৩৪
 কপটে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল ভূতলে ।
 কি হৈল ! কি হৈল ! বলি রাণী লৈল কোলে ॥ ৩৬
 দেখে কৃষ্ণের শ্বাস বন্ধ কণ্ঠাগত শ্রাণ ।
 মুখেতে ঝরিছে ফেণা উর্দ্ধে দুই নয়ান ॥ ৩৮
 সর্বদা তিতিয়া গেল শরীরের ঘামে ।
 লাগিয়া রহিছে হায় দশনে দশনে ॥ ৪০
 দেখিয়াত নন্দরাণীর উড়িল পরাণ ।
 কাঁদিতে লাগিল রাণী ভাবি অকল্যাণ ॥ ৪২
 ব্রজমাই সবে কান্দে সঙ্কেতে রোহিণী ।
 শিরে করাঘাত করি কান্দে নন্দরাণী ॥ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণের মুচ্ছার সকলের খেদ

দিশা—কোথায় যাওরে দুঃখিনীর ধন জননী ছাড়িয়া ।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়িল যৈমন ।

যশোদার কান্দনে কান্দে গোপগোপীগণ ॥ ২

আছাড় খাইয়া ভূমে পড়ে নন্দ ঘোষ ।
 উপানন্দ^১ বলে হায় কপালের দোষ ॥ ৪
 ব্রজবাসী সবে কান্দে শিরে হানে কর ।
 কানাইরে কানাইরে বলি কান্দে হলধর ॥ ৬
 শ্রীদাম সুদাম কান্দে ভূমে গাড়ি দিয়া ।
 বলে কোথা যাও ওরে তাইরে কানাইয়া ॥ ৮
 আমরা মরিব সবে জলে ঝাপ দিয়া ।
 নতুবা বিরহে তোর মরিব জুলিয়া ॥ ১০
 বনফল তুলি আর দিব কার মুখে ।
 এ বড় দারুণ দুঃখ রহিলরে বুকে ॥ ১২
 বনফুল তুলি আর দিব কার গলে ।
 রাজা সাজাইব কারে কদম্বের মূলে ॥ ১৪
 কার সঙ্গে কানন-মাকে চরাইব ধেনু ।
 কে আর বাজাবে তোর সুমধুর বেণু ॥ ১৬
 মনের আনন্দে আর কারে লব কাঁধে ।
 কে আর করিবে রক্ষা পড়িলে বিপদে ॥ ১৮
 নন্দরাণী বলে বাপ হের দেখ চাইয়া ।
 শ্রীদাম সুদাম কান্দে তোমার লাগিয়া ॥ ২০
 হেন মতে কান্দিতেছে ব্রজবাসী জন ।
 কান্দিছে সুলার প্রাণ, বরিছে নয়ন ॥ ২২

নন্দালয়ে বৈতের প্রবেশ

দিশা—আমার গোপালের প্রাণ দান কর বৈষ্ঠ তুমি ।

নন্দের ভবন হৈল নিরানন্দময় ।

কৃষ্ণ-শোকে কান্দে সবে পাগলের প্রায় ॥ ২

লীলাময় ভগবান্ কত লীলা জানে ।
 চিনা নাহি দিলে আর কে চিনিবে তানে ॥ ৪
 মায়া করি ভগবান্ বৈষ্ণ্বরূপ ধরি ।
 হেনকালে আইলেন নন্দ ঘোষের বাড়ী ॥ ৬
 এক মূর্তি মূর্চ্ছিত হৈয়া রৈলা মায়ের কোলে ।
 আর মূর্তি বৈষ্ণু হৈয়া আইলা সেকালে ॥ ৮
 হাতে লাঠি ভাঙ্গা ছাতি ঔষধের পুটলী ।
 আইলেন বৈষ্ণবর হরি হরি বলি ॥ ১০
 বৈষ্ণবেরে দেখিয়া রাণী করযোড়ে কয় ।
 মোর ভাগ্যে তুমি আসি হইলা উদয় ॥ ১২
 বাঁচে না গোপাল মোর কি হইল তার ।
 দয়া করি বৈষ্ণ্বরাজ দেখ একবার ॥ ১৪
 তোমার ঔষধে মোর বাঁচুক বাছাই ।
 তোমাতে ধরিয়া দিব নয় লক্ষ গাই ॥ ১৬
 আর দিব যত মোর অঙ্গের অলঙ্কার ।
 নন্দ উপনন্দ করিবেন পুরস্কার ॥ ১৮
 কবিরাজের পায় পড়ি বলিছে বলাই ।
 আমি এই শিক্ষা দিব বাঁচউক কানাই ॥ ২০
 শ্রীদাম সুদাম বলে কবিরাজ ভাই ।
 আত্মা দিব বনফল যেখানে যা পাই ॥ ২২
 গাব গোটা বেত গোটা ভাল ভাল ফল ।
 যতনে খাওয়াব ভাই তোমাতে সকল ॥ ২৪
 গোপালেতে ভাল করি ভাল ঔষধ দিয়া ।
 থাকউক তোমার যশ সংসার জুড়িয়া ॥ ২৬

এতেক শুনিয়া বৈষ্ণু ধীরে ধীরে গিয়া ।
 ধরিলা কৃষ্ণের নাড়ী পরীক্ষা লাগিয়া ॥ ২৮

নাড়ী ধরি বৈষ্ণব বলে শুন বলি মাই ।
 হইয়াছে কঠিন রোগ তোমাকে জানাই ॥ ৩০
 এই রোগ হৈলে মানুষ বাঁচে না ত প্রায় ।
 বড়ই শঙ্কট রাণী ভাবে বুঝা যায় ॥ ৩১
 শুনিয়া বৈষ্ণবর বাক্য নন্দরাণী মায় ।
 দুই হাতে সাপুটি ধরে সেই বৈষ্ণবর পায় ॥ ৩২
 বৈষ্ণব বলে চিন্তা নাই স্থির কর মন ।
 আগে কিছু করগো ঔষধের আয়োজন ॥ ৩৩
 বাণী বলে কিবা চাহ বল মোর ঠাঁই ।
 তোমার আশীর্ব্বাদে নন্দর কোন অভাব নাই ॥ ৩৪
 বৈষ্ণব বলে শুন আগে এক নিবেদন ।
 নৃতন কলসী এক কর আনয়ন ॥ ৩৫
 করিব সহস্র ছিদ্ৰ কলসী ভিতরে ।
 এক জন সতী চাই জল আনিবারে ॥ ৩৬
 ছিদ্ৰ কুন্তে সতী নারী আনি দিবে জল ।
 সেই জলে ঝাড়া দিলে বাঁচিবে গোপাল ॥ ৩৭
 নতুবা এ রোগের আর অন্য ঔষধ নাই ।
 অতএব শীঘ্র একটি সতীনারী চাই ॥ ৩৮
 এত শুন নন্দরাণী কলসী আনিল ।
 কলসী তলাতে ছিদ্ৰ সহস্র করিল ॥ ৩৯
 যশোদা কহিল শুন রমণী সকল ।
 তোমরা কেহ আনি দেও ছিদ্ৰ কুন্তে জল ॥ ৪০
 এত শুন চিন্তাযুক্ত যত নারীগণ ।
 পরস্পর চাওয়া চাওয়া করিল তখন ॥ ৪১
 কিছু কিছু করি নারী সকলি পিছায় ।
 এমন সঙ্কট্য্য^১ কামে বল কেবা যায় ॥ ৪২

দৈবে যদি কলসীর পড়ি যায় জল ।
 লাভ হবে গোকুলেতে কলঙ্ক কেবল ॥ ৫৬
 না পারিব আমরা শুন নন্দরাণী মাই ।
 সতীর পরীক্ষা দিতে কেন মোরা যাই ॥ ৫৮

এত শুনি নন্দরাণী হইলা আকুল ।
 মনে ভাবে সতীশৃঙ্গ হইলা গোকুল ॥ ৬০
 বৈষ্ঠ বলে একি লজ্জা গোয়ালের কূলে ।
 একটিও নাই সতী এই যে গোকুলে ॥ ৬২
 শুনিয়া বৈষ্ঠের কথা আয়ানের মায় ।
 শক্ত শক্ত দুইটা কথা বৈষ্ঠেরে শুনায় ॥ ৬৪
 কি বলিলা বৈষ্ঠ তুমি বাড়ী কোন্ দেশে ।
 গোকুলেতে সতী নাই বলে কাপুরুষে ॥ ৬৬
 অসম্ভব কথা তুমি শুনাইলে বৈষ্ঠ ।
 আছে কি না আছে সতী দেখাইব অস্ত ॥ ৬৮
 শুনিয়া জটিল মুখে এতেক বয়ান ।
 যশোদার দেহে যেন আইল পরাণ ॥ ৭০
 যশোমতী বলে মাও ধরি তব পাও ।
 ছিদ্ৰ কুস্তে জল আনি কৃষ্ণেরে বাঁচাও ॥ ৭২
 বাঁচাব বাঁচাব আমি দিব জল ভরি ।
 আর যেন মোর ঘরে নাহি করে চুরি ॥ ৭৪
 আরো কথা আছে কব গোপনে বসিয়া ।
 ঘর ভাঙ্গাইল মোর তোর গোপালিয়া ॥ ৭৬
 দিন রাইতে ফিরে কেবল বাজাইয়া বাঁশী ।
 শুনিয়া পাগল হয় বৌ সর্বনাশী ॥ ৭৮

রাণী বলে বাঁশী দিব জলে ভাসাইয়া ।
 কেমনে করিবে চুরি রাখিব বাঙ্কিয়া ॥ ৮০

এত শুনি ছিদ্র কুস্ত কঁখে করি বুড়ী ।
 নড়ী হাতে জল আনিতে যায় ঘুড়ি ঘুড়ি ॥ ৮২
 তা দেখিয়া কুটিলায় গর্ব করি যায় ।
 বি থাকিতে জল আনিতে যাবে কেন মায় ॥ ৮৪
 এই আমি জল আনি থাকহ স্নিয়া ।
 এত কহি কলসীটা লইল কাড়িয়া ॥ ৮৬
 ছিদ্র কুস্ত জল আনিতে কুটিল চলিল ।
 রঙ্গ দেখিবারে লোক সহস্রেক গেল ॥ ৮৮
 সারি সারি সকলে দাঁড়াইয়া রঙ্গ চায় ।
 দপ করি কুটিল সে কলসী বুড়ায় ১ ॥ ৯০
 কলসী বুড়াইয়া যখন কঁখে তুল্যা লৈল ।
 ঝর ঝর করি জল সকলি পড়িল ॥ ৯২
 চারিদিকে সব লোকে দেয় টিটকারী ।
 বেশ বেশ ধন্য ধন্য বেশ সতী নারী ॥ ৯৪
 হাসি বলে বৈষ্ণবরাজ এবে গেল জানা ।
 তোমার মনের পাপ তুমি কি জান না ॥ ৯৬
 লাজে অপমানে সে কুটিল মৃত্যুপ্রায় ।
 যশোদা বলিছে হায় কি হবে উপায় ॥ ৯৮

বিয়ে পাইল অপমান দেখিয়া জটিল ।
 জল আনিতে নড়ী হাতে আপনি উঠিল ॥ ১০০
 ছিদ্র কুস্ত কঁখে ক'রে বুড়ী যায় জলে ।
 তামাসা দেখিতে লোক চলে দলে দলে ॥ ১০২
 কলসী বুড়াইয়া বুড়ী কঁকেতে লইল ।
 ঝর ঝর করি জল সকলি পড়িল ॥ ১০৪

১ বুড়ায় = ডুবায় ।

হাসিতে লাগিল সবে দিয়া টিট্কারী ।
 অধোমুখ শিরে কর ভূমে বৈল^১ বুড়ী ॥ ১০৬
 মায়ে বিয়ে লজ্জা পাইল যারা ছিল সতী ।
 ভয়ে কেহ নাহি চায় কলসীর প্রতি ॥ ১০৮

বৈত্বে বলে যশোদাগো সতী শীঘ্র চাই ।
 বিলম্ব হইলে তবে মরিবে কানাই ॥ ১১০
 যশোমতী বলে বাপ শুন কবিরাজ ।
 জল আনিতে জটিল কুটিল পাইল লাজ ॥ ১১২
 এবে আর কেহ না যাইবে জল আনিতে ।
 আমার গোপাল তবে বাঁচিবে কিমতে ॥ ১১৪
 আমি যাই জল আনিব শুন বাপ বলি ।
 এত বলি ছিদ্র কুস্ত কক্ষে লৈল তুলি ॥ ১১৬

বৈত্বে রূপী ভগবান্ ভাবিলেন মনে ।
 রাখার কলঙ্কভঞ্জন হইবে কেমনে ॥ ১১৮
 মায় যদি আনে জল পারিবে আনিতে ।
 মায়েরে অসতী আর করিব কিমতে ॥ ১২০
 এত ভাবি বৈত্বে বলে যশোদার ঠাই ।
 শুনগো মা নন্দরাণী তোমাকে জানাই ॥ ১২২
 মায়ের ঔষধে নাই সন্তানের উপকার ।
 বরঞ্চ বাড়িয়া উঠে রোগের বিকার ॥ ১২৪
 মায় যদি সন্তানেরে ঔষধ খাওয়ায় ।
 নিজ হাতে বাটিয়া, সন্তান মরি যায় ॥ ১২৬
 অতএব জল আনিতে তুমি না যাইয়া ।
 ভাল এক সতী শীঘ্র ডাকহ আনিয়া ॥ ১২৮

যশোমতী বলে বাপ সবে পাইল ভয় ।
 কে আনিবে জল তবে কি উপায় হয় ॥ ১৩০
 বৈথ বলে সাক্ষী দেয় আমার অন্তরে ।
 অবশ্যই আছে সতী গোকুল নগরে ॥ ১৩২
 ঠিক ধরি দেখিয়াছি কৈতে নাহি বাধা ।
 গোকুলেতে আছে সতী নাম তার রাধা ॥ ১৩৪
 তার মত সতী এই ত্রিজগতে নাই ।
 শীঘ্র তানে ডাকি আন নন্দরাণী মাই ॥ ১৩৬

রাধারে আনিতে যদি নন্দরাণী যায় ।
 জটিল কুটিল উঠে বামুনীর প্রায় ॥ ১৩৮
 যাইও না যাইও না রাণী আনিতে বউয়েরে ।
 আমরাই লজ্জা পাইলাম সভার মাঝারে ॥ ১৪০
 বাকী আছে বৌ এখন আন্তে যাও তারে ।
 কলঙ্কিনী নাম যার গোকুল নগরে ॥ ১৪২
 আমরা পুরাণ সতী জানে ভগবান্ ।
 কুচক্রিয়া^১ বৈথ বেটা কৈল অপমান ॥ ১৪৪
 এখন আছে বৌ বাকী তারে আন্তে কয় ।
 জাত মারা বেটা এই কবিরাজকে কয় ॥ ১৪৬
 দিনান্তে দুইদিনে বুঝি নাহি মিলে ভাত ।
 আসিয়াছে মারিবারে গোপ গোষ্ঠীর জাত ॥ ১৪৮

জটিলার পায় ধরি বলে নন্দরাণী ।
 তুমি যদি বল তবে শ্রীরাধারে আনি ॥ ১৫০
 বাঁচউক গোপাল আমার সবে দেও বর ।
 বিলম্ব না সহে মাগো শীঘ্র আজ্ঞা কর ॥ ১৫২

^১ কুচক্রিয়া = ছরভিসঙ্গিপূর্ণ ।

যশোদার স্তুতিবাক্যে জটিল। পড়িল ।
 হয় নয় ভাল মন্দ কিছু না কহিল ॥ ১৫৪
 তবে রাণী শ্রীরাধারে আনিতে চলিল ।
 সকল বৃত্তান্ত যাই রাধারে কহিলা ॥ ১৫৬

রাধা বলে গোকুলেতে কলঙ্কিনী আমি ।
 আমারে আনিতে জল কেন কহ তুমি ॥ ১৫৮
 রাণী বলে সে কথায় নাহি কিছু কাষ ।
 মরিবে গোপাল মোর হইলে বিয়াজ^১ ॥ ১৬০
 তবে রাণী হাতে ধরি রাধারে লইয়া ।
 ক্ষণকাল মধ্যে তেই আসিলা চলিয়া ॥ ১৬২
 আসিয়া বৈষ্ণবের কাছে নন্দরাণী কয় ।
 এই রাধা সতী দেখ হয় নাকি হয় ॥ ১৬৪

বৈষ্ণ বলে এই নারী সতী-শিরোমণি ।
 এঁ পারিবে ছিদ্র কুস্তে ভরিবারে পানি ॥ ১৬৬
 ছিদ্র কুস্ত দেখাইয়া দিল নন্দরাণী ।
 কলসী তুলিয়া লৈল রাধা ঠাকুরাণী ॥ ১৬৮
 বৈষ্ণ বলে যশোদা রে ক্ষণেক দাঁড়াও ।
 আরো কিছু কার্য আছে শুন বলি মাও ॥ ১৭০
 করিব কেশের সাকু^২ যমুনা উপরে ।
 তাহাতে হাঁটিয়া পার যে হইতে পারে ॥ ১৭২
 সেই সে ভরিতে পার্বে ছিদ্র কুস্তে জল ।
 নতুবা হইবে সার কলঙ্ক কেবল ॥ ১৭৪
 এত বলি বৈষ্ণবর কেশ কিছু লইয়া ।
 বাঙ্কিল কেশের সাকু কেশে জুড়া দিয়া ॥ ১৭৬

কেশ-সেতু নির্মাইয়া তবে বৈজবরে ।
 হাটিয়া হইতে পার বলে শ্রীরাধারে ॥ ১৭৮
 ধর এই ছিদ্র কুস্ত্র কাঁথে করি লও ।
 দেখুউক সকল লোকে হাঁসি, পার হও ॥ ১৮০

রাধিকা আনিবে জল এ বড় বৌতুক ।
 দেখিতে আসিল কত লক্ষ লক্ষ লোক ॥ ১৮২
 নগর ভাঙ্গিয়া আইল তামাসা দেখিতে ।
 কলঙ্কিনী আনিবে জল ছিদ্র কুস্ত্রতে ॥ ১৮৪
 সূলা বলে সাবধান না ভুলিও তাঁরে ।
 জীবন যৌবন ধন সঁপিয়াছ যাঁরে ॥ ১৮৬

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার স্বগত আত্মনিবেদন

দিশ—দাসীর মান রাখহে ভগবান্
 লজ্জা দিও না দাসীরে ।

কলসী লইয়া কাঁথে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
 মনে মনে জপে কৃষ্ণ নাম ।
 দুইখান হস্ত যুড়ি, উল্ল দিকে দৃষ্টি করি
 উদ্দেশেতে করিল প্রণাম ॥ ২
 বলে প্রভু রক্ষা কর, দাসীর এ বিপদ হর
 মান রাখ দেব দয়াময় ।
 ছিদ্র কুস্ত্র কাঁথে করি, বিপদে পড়েছি হরি
 তব পদে মাগিহে আশ্রয় ॥ ৪
 তুমি বিনে কেবা আছে, কব দুঃখ কার কাছে
 আজি যদি আমি লজ্জা পাই ।
 নামেতে কলঙ্ক হবে, * জগতে অখ্যাতি হবে
 এই ডর মনেতে ডরাই ॥ ৬

কলঙ্কিনী বলি' মোরে, ঘরে পরে নিন্দা করে
আমি কিন্তু নাই জানি আর ।

রমণী-জনম পাইয়া, সর্ব্ব ধর্ম্ম তেয়াগিয়া
 তোমার চরণ কৈলাম সার ॥ ৮

বিপদ-সাগরে পড়ি, তোমাকে স্মরণ করি
বিপদ-ভঞ্জন দয়াময় ।

তোমার করুণা হৈলে, পার হব অবহেলে
তবে আর আছে কিবা ভয় ॥ ১০

একবার নিজ গুণে, কালী হৈলে নিধুবনে
এ দাসীরে করিবারে রক্ষা।

তুমি যে আমার নাথ, তখনি বুঝেছি তা' ত
পাইয়াছি দয়ার পরীক্ষা ॥ ১২

সেই বলে করি বল, আশ্বে ছিদ্র কুন্তে জল
নির্ভয়ে চলিয়াছি হরি ।

এই মোর নিবেদন, রাধিকা-জীবন-ধন
এ ঘোর বিপদে যেন তরি ॥ ১৪

জগতের পতি হরি, তোমাতে ভজনা করি
অসতী হইছি লোক মাঝে ।

যাই না কাহার কাছে, শত্রু আছে পাছে পাছে
বদন ঢাকিয়া রাখি লাজে ॥ ১৬

ছিদ্র কুন্তে আশ্তে বারি,
উলটিয়া না আসিব ঘরে ।

তাজিব এই ছার প্রাণ, শুন ওহে ভগবান
ঝাঁপ দিব যমনার নীরে ॥ ১৮

[illegible]

এই দুঃখ মনে হয়, * কি করিব দয়াময়
কলঙ্ক রহিবে কৃষ্ণ নামে ॥ ২০

সতী কি অসতী যাহা, তুমিই ত জান তাহা
তুমি বিনে আমি নাহি জানি ।

তোমারে ভজিয়া কালা, মুই অভাগী কুলবালা
নাম হইল কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী ॥ ২২

কলঙ্ক তার অলঙ্কার, ইহাই ভাবিছি সার
স্বামী যার শ্যাম চিস্তামণি ।

লোক-লাজ ঘৃণা ভয়, ছাড়িয়াছি সমুদয়
ভাবি তব চরণ দুইখানি ॥ ২৪

দেখি কেশের সাকুখান, আগেই কাঁপিছে প্রাণ
প্রাণনাথ কি উপায় করি ।

পড়িছি বিপদ ঘোরে, রক্ষা কর এ দাসীরে
ভকত-বৎসল বংশীধারী ॥ ২৬

গুরুজনের পায়ে পড়ি, সবারে প্রণাম করি
এত বলি চলিলেন রাই ।

করিলেন আশীর্বাদ, পুরউক মনের সাধ
যশোমতী আদি ব্রজরাই ॥ ২৮

সুলা বলে সাবধান, না ভুলিও কৃষ্ণ নাম
না করিও অন্তরে বড়াই ।

ছিদ্র কুন্তে ভরি জল, দেখাও সতীত্বের বল
শত্রুর মুখেতে পড়উক্ ছাই ॥ ৩০

শ্রীমতীর কেশ-সেতু পার হওন ও ছিদ্রকুস্তে জল আনয়ন

দিশা—তোরা দেখরে নাগরিয়া লোক

জল ভরে রাধা কলঙ্কিনী ।

সাকুতে তুলিতে পাও, কাঁপিল রাধার গাও

কৃষ্ণ রূপ ভাবিয়া অশ্রুরে ।

শ্রীহরি স্মরণ করি, ভূষভানু কুমারী

উঠিলেন সাকুর উপরে ॥ ২

চারি দিকে জয় জয়, হরি হরি সবে কয়

নারীগণে দেয় উলুধ্বনি ।

জয় রাধা রাধা বলি, কেহ দেয় করতালি

আনন্দে বিভোর নন্দরাণী ॥ ৪

সবে বসি রঙ্গ চায়, লীলায় হাঁটিয়া যায়

অবহেলে হইলেন পার ।

কেহ কেহ ডাকি কয়, দেখি দেখি কিবা হয়

সাকু পার হও পুনর্ব্বার ॥ ৬

বৈষ্ণব বলে হয় হয়, তবে সে হইবে প্রত্যয়

ক্রমে পার হও সাতবার ।

তবে ভূষভানু সূতা, শুনিয়া বৈষ্ণবের কথা

সাতবার হইলেন পার ॥ ৮

ছিদ্র কুস্ত কাঁখে লইয়া, সাতবার পার হইয়া

কলসীতে ভরিলেন জল ।

এক বিন্দু না পড়িল, দেখিয়া অবাক হৈল

গোকুলের গোপিনী সকল ॥ ১০

সবে বলে ধন্য ধন্য, ভূষভানু রাজা ধন্য

কথা যার সতী-শিরোমণি ।

রাধিকারে সঙ্গে কইরে, ৭ বৈষ্ণবসহ নিজ ঘরে

আনন্দে চলিলা নন্দরাণী ॥ ১২

গোকুলে হইল খ্যাতি রাধা সম নাহি সত্তা
কলঙ্কিনী নাম হইল দূর ।

কৃষ্ণনাম যাঁর অন্তরে লোকে কি করিতে পারে
যার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর ॥ ১৪

কলঙ্কভঞ্জন হায় যেবা শুনে যেবা গায়
রাধাকৃষ্ণ-পদে রাখে মন :

সুলা বলে শত বার কলঙ্ক নাহিক তার
অস্ত্রে পায় নিতা বৃন্দাবন ॥ ১৬

কলঙ্ক-ভঞ্জন হৈল সবে হরি হরি বল
হরিনাম শেষের সম্বল ।

শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি বৃষভানু-কুমারী
ছিদ্র কুন্তে ভরিলেন জল ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণকে ঔষধ প্রয়োগ এবং বৈগবিদায়

দিশা—উঠ হরি নন্দের কুমার ।

তবে কৃষ্ণ ছিদ্র কুন্তের জল কিছু লৈয়া ।

মন্ত্র পড়ি কৃষ্ণের গায় দিল ছিটাইয়া । ২

জল-ছিটা পাইয়া কৃষ্ণ মেলিলা নয়ান ।

নন্দরাণীর দেহে তবে আইল পরাণ ॥ ৪

আনন্দে শ্রীনন্দ বলে উঠ বাপধন ।

উঠিয়া বসিলা কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৬

আনন্দিত হৈল যত গোপগোপীগণ ।

জটীলা কুটীলা মাত্র বাকী দুইজন ॥ ৮

চৈতন্ত হইলা যদি চেতনার সার ।
 বৈষ্ণ বলে নন্দরাণী বিদায় আমার ॥ ১০
 কিবা দ্রব্য দিবা মোরে আন দেখি চাই ।
 বর্তিল ' তোমার কৃষ্ণ আমি ঘরে যাই ॥ ১২
 রাণী বলে কি বিদায় দিব বাপু আর ।
 আমার যতেক ধন সকলি তোমার ॥ ১৪
 যাহা চাহ তুমি বাপু তাহা দিব আমি ।
 আমার গোপাল ধন বর্তাইলা তুমি ॥ ১৬
 বৈষ্ণ বলে ধনে মোর নাহি প্রয়োজন ।
 বিদায়ের কালে করি এক নিবেদন ॥ ১৮
 গোপালের মত তুমি আমারে দেখিও ।
 জন্মে জন্মে তুমি মোর জননী হইও ॥ ২০
 কোলে করি যত্নে মোরে পিয়াইও স্তন ।
 অপরাধ পাইলে কৈর স্নেহেতে বন্ধন ॥ ২২
 অভেদ ভাবিও গোপালের সঙ্গে মোরে ।
 আমার বাসনা সদা থাকি গোপ-ঘরে ॥ ২৪

এত বলি বৈষ্ণবর হইল বিদায় ।
 সম্ভ্রমে প্রণাম করি নন্দরাণী-পায় ॥ ২৬
 কে বুঝে কৃষ্ণের খেলা কিবা লীলা তান ।
 দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণ হৈল অন্তর্দ্বান ॥ ২৮
 করযোড়ে স্ত্রীলা বলে কস্মকর্তার পায় ।
 বৈষ্ণের বিদায় কালে গাইনে কলসী পায় ॥ ৩০
 শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন হইল এতক্ষণে ।
 আনন্দে হরি হরি বল সর্ববজনে ॥ ৩২

কৰ্মকৰ্ত্তাকে জয়দান

দিশা—হরি জয় হরি জয় মঙ্গল রে ।

তানে দেও দয়াল হরি ধনপুত্ৰে বর ।

চিরকাল লক্ষ্মী বাঙ্কা থাকউক তান ১ যব ॥ ২

আপদ বালাই তান সব যাউক দূরে ।

সকল কল্যাণ হউক শিবদুৰ্গার বরে ॥ ৪

দিনে দিনে বুদ্ধি হউক ভাণ্ডারের ধন ।

দিনে রাইতে সেবা হউক লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ৬

গোয়াইল ভরিয়া থাকউক গাভী দুগ্ধবতী ।

এই গরে থাকে যেন লক্ষ্মীর বসতি ॥ ৮

অন্তকালে স্বৰ্গপুরে হউক তান স্থান ।

তেরিশ কোটি দেবগণে করাইল কল্যাণ ॥ ১০

যক্ষ-দানব ভূত-প্ৰেতের ভয় যাউক দূরে ।

নরসিংহ রক্ষা করইন ২ তাহান ৩ কুমাৰে ॥ ১২

মাপে বাঘের ভয় যেন কিছু নাহি হয় ।

শ্রীহরি নামেতে সব রিষ্টি হউক ক্ষয় ॥ ১৪

সুলা বলে হরি হরি বল সৰ্বজন ।

সমাপন হৈল এই গোপিনী-কীৰ্ত্তন ॥ ১৬

১ তান = তাঁহার ।

২ করইন = করন ।

৩ তাহান = তাঁহার ।

ସୁଜା-ତନୟାର ବିଳାପ

ভূমিকা

এই পালা গানটী-সম্বন্ধে, ইহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়া দিয়াছেন :—

“সাহ সূজার জীবনৈতিহাসের শেষ অধ্যায় টিমিরাচ্ছন্ন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এবং মোগল আমলের সমসাময়িক সেই ফরাসী পর্য্যটক বাণিয়্যার এই হতভাগ্যের পরিণাম-সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সূজা আপন অশুভ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বিতাড়িত হইয়া ঢাকায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এই পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রায় এক্যভাব দৃষ্ট হয়। বাণিয়্যারের মতে তৎপরে তিনি পর্তুগীজ পরিচালিত জাহাজে চড়িয়া ঢাকা হইতে আরাকানে গমন করেন। চার্লস ফ্যুয়াট নানাবিধ পারসী গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিবার পর মুসলমান ঐতিহাসিকগণের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, ‘ঢাকা হইতে সূজা হস্তপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন মোসুমবায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। এইখানে তাঁহার মক্কা যাওয়ার আশা বিলীন হয়। উল্টা বাতাসে কোন জাহাজ বা সুলুপের অধিকারী সমুদ্রপথে মক্কা যাইবার সাহস করিল না। মীরজুল্লার সৈন্যদল পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, এই আশঙ্কা তাঁহাকে পদে পদে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি দ্রুত-গতিতে চট্টগ্রামের পার্বত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া আরাকানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।’

“ভারতব্যাপী ভ্রাতৃদ্বন্দের যুগে তখন ত্রিপুরার রাজপরিবারের মধ্যেও এই রকমের একটী বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তদায় বৈমাত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইয়া চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব ডেপুটী কমিশনার লেউইন (Lewin)

সাহেব এই বাসভূমির অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। এই স্থানে ভ্রাতৃবন্ধে বিতাড়িত সম অবস্থাপন্ন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সুলতান সুজার সাক্ষাৎ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের এত প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল যে বিদায়কালে সুজা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বহুমূল্য “নেম্‌চা” হার ও একটা হোরকাজুরীয় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে উপহার প্রদান করেন। সুজার শোচনীয় পরিণামের পর গোবিন্দমাণিক্য গোমতী নদীর তীরে একটা মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন। কুমিল্লা সহরের অনাতদূরে ঐ সুজা মসজিদ এখনও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কুমিল্লার অন্তর্গত “সুজানগর” গ্রামটী এক সময়ে এই মসজিদের ওয়াক্‌ফ্‌ (wakf) সম্পত্তি ছিল বলিয়া “রাজমালায়” উল্লেখ আছে।

“সুলতান সুজা কিছুকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। সহরের বক্ষঃস্থলে আন্দরকিল্লার অনূচ্চ পাহাড়ের উপর যে সুবৃহৎ মসজিদ দৃষ্টি-গোচর হয়, অনেকেই ইহাকে সুজা মসজিদ নামে অভিহিত করেন। চট্টগ্রাম সহরে “সুজা কাট্‌গর” নামে একটা মহল্লা আছে। এই সকল প্রামাণিক তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বার্নিয়ারের উক্তি খণ্ডন করিবার সাহস হয়। বিশেষতঃ তখন সমুদ্রপথ নিরাপদ ছিল না। অপরিমিত ধনরত্ন লইয়া পর্তুগীজ জলদস্যুর সঙ্গে ঢাকা হইতে সমুদ্রপথে সুজা যে আরাকান রওনা হইয়াছিলেন এইরূপ বর্ণনা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আমরা এখানে বার্নিয়ারের সহিত এক মত না হইয়া স্থিরভাবে বিশ্বাস করি যে সুজা মেঘনা নদী পার হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমায় নাফ্‌ নদীর তীরে উপনীত হন। চার্লস ফ্‌য়ার্ট লিখিয়াছেন, ‘সুজা নাফ্‌নদীর পরপারে উপস্থিত হইলে আরাকানের রাজপ্রতিনিধি তাঁগকে অতিশয় সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সুজার প্রতি আরাকানরাজের সহৃদয়তার কথা সমস্ত ঐতিহাসিকের মুখে শুনা যায়, সুজা ও তাহার পরিজনবর্গের বাস করিবার জন্য আরাকানরাজ একটা রমণীয় প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব অধিকদিন স্থায়ী হইল না। সুজার কণ্ঠার

রূপে বিমোহিত হইয়া আরাকানরাজ যখন তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তখন বন্ধুত্বের ভিতর মতলবের চালবাজি চলিতে লাগিল। এইখানে একটা খণ্ডযুদ্ধের উল্লেখ আছে। বাণিয়্যার বলেন—সুজা একজন খোজা, একজন স্ত্রীলোক ও দুইজন শরীর-রক্ষীর সমভিব্যাহারে আদাকানের পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। এমন কি আগ্রায় পর্য্যন্ত এই জনশ্রুতি পৌঁছিয়াছিল। আরঙ্গজীব একদিন পরিহাসচ্ছলে বদিয়াছিলেন, ‘সুজা মক্কায় গমন করিয়া হাজি হইয়াছেন।’ তখনও আগ্রার লোকের বিশ্বাস ছিল যে সুজা কনকটানোপালে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া পারস্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং বিপুল বাহিনী সহ ভারতাক্রমণে উদ্দেশ্যী হইয়াছেন। এই সময় এইরূপ আর একটি জনশ্রুতি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইয়াছিল যে, পেগু ও শ্যামের রাজা কর্তৃক উপহৃত রক্তবর্ণের পতাকা-সুশোভিত দুইখানি জাহাজ সহ সুজা সুরাট বন্দরের নিকট দিয়া গমন করিয়াছেন। এই সমস্ত আখ্যানের কোন ভিত্তি না থাকিলেও সতত সশস্ত্র আরঙ্গজীবের অন্তঃকরণে তখন ভীতির সঞ্চার হইতেছিল। ষ্টুয়ার্টের মতে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সুজাকে বন্দী করা হয় এবং বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সুনীল জলধি-গর্ভে তাঁহার সমাধি রচিত হইয়াছিল।

“আরাকানের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার আশা করা যায়। আশ্রয়দাতৃস্বরূপ আপন কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া যে আরাকানরাজ হতভাগ্য সুজাকে বঙ্গোপসাগরের লবণ-সলিলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ‘সন্দ-সু-ধর্ম’ বলিয়া রাজমালায় উল্লেখ আছে। আরাকানের এই সুধর্ম নরপতির কথা সম-সাময়িক মুসলমান কবি আলওয়াল ও দৌলত কাজির বর্ণনায় মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। “ছয় ফলমল্লুক” নামক অতিশয় প্রাচীন এক কাব্যগ্রন্থে সুধর্ম নরপতির প্রশংসার বাণী আছে। যথা—

“ক্ষিতিতে অনুপাম

রোসাং সহর নাম

শ্রীমন্ত সুধর্ম নরপতি।”

এই গ্রন্থে সুজার আরাকান-বাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

“পরদেশী আইসে শুনি হরষিত নৃপমণি
স্নেহ করি সাদরে আনন্ত।”

পরদেশীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে—

“পশ্চিমে মুল্লুকভার চিন না পায় তার
ভুবনে নাইক সম বীর ।
দক্ষিণে সাগর-সীমা উত্তরে পর্বত হিমা
মধ্যে যত পর্বত কানন ।
* * *
নৃপতি মহত্ব শুনি ভক্তি ভাবে মনে গণি
সুখে থাকে দিয়া রাজকর।”

“রাজমালার গ্রন্থকার কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, ‘সুজার পত্নী পরিভানুর রূপ ও গুণগাথা এক সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। সেই সকল গ্রাম্যগীতি এখন বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়াছে।’ সুজা-পুত্রার এই বিলাপোক্তির ক্ষুদ্র গীতিকাটিও এই জাতীয়। ইহা একটা বৃহৎ পালাগানের ভগ্নাংশ বলিয়া আমার মনে হয়। রচনাভঙ্গী ও গ্রাম্য শব্দের বহুলতা দেখিলে বুঝা যায় যে সমসাময়িক কোন অজ্ঞাতনামা চাষা-কবির দ্বারা এই গীতিকাটি বিরচিত হইয়াছিল। সুজার পরিবারবর্গের শোচনীয় পরিণাম এবং বঙ্গোপসাগরে সেই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যপট এই অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রদান করিয়াছিল। তখন চট্টগ্রামে দলে দলে মুসলমানগণ উপনিবিষ্ট হইতেছিল। ইতিহাসের দিক হইতে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় তখন এই অঞ্চলের মুসলমানগণ আরাকানের মগের উপর অতিশয় ঈর্ষার ভাব পোষণ করিত। হয়ত আরাকানের সভাসদ মুসলমান কবি রাখিয়া-ঢাকিয়া সসঙ্কোচে যে বর্ণনাটুকু করিয়াছেন সেইদিকে ত্রুষ্কপ না করিয়া মিরন্সের নির্ভীক চাষা-কবি সতেজ ভাষায় সহজ সুরে গান গাহিয়া মনের আগুন নির্বাপিত করিয়াছিলেন।

এই গীতিকাটি বাড়বানলের মত—ইহার একদিকে তরঙ্গায়িত নয়নবারি এবং অণুদিকে ধূমায়মান বহিঃ! শোকে মুহূমানা সূজাপুত্রী এক সময়ে বলিতেছেন—

“দুরগত্যা পরাণ আমার ন যায় নিকলি।

তুইষর আইল্যা হৈয়েরে বুগ উডেব জলি জলি ॥”

আবার অন্য সময় রোষকষায়িত চক্ষু এবং অগ্নিস্কুলিঙ্গের মত গালিবর্ষণ। এখনও এই অঞ্চলের নীচজাতীয়া মুহুলমান রমণীর মুখে “হতীনর পুত” (সপত্নীপুত্র) সম্বোধনে গালাগালি করিতে শুনা যায়। সূজা-পুত্রীর মুখেও সেই সুর শুনা যাইতেছে—

“কন সতীনর পুতর সঙ্গে করিলি ছল্লুক ॥”

এইরূপ গালাগালি ঐতিহাসিকের চোখে বিসদৃশ মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা চাষা-কবির ভাবপ্রবণতার একটা নিদর্শন।

“বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ‘নাইয়র’ শব্দটির প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা কিছুদিনের জন্য গমন করিলে তাহাকে ‘নাইয়র করা’ বলা হয়। সূজাপুত্রীকে আরাকান-রাজ-অন্তঃপুরে নাইয়র দেওয়া হইয়াছিল। এই গীতিকার প্রথম ছত্রের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে হয় ত প্রথমেই উভয়ের বন্ধুত্ব অতিশয় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। আরাকানরাজের উপর এতদূর প্রত্যয়স্থাপন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নানাদেশ হইতে বিতাড়িত ও বিড়ম্বিত হাজার পক্ষে এই কার্য্য একবারেই অসম্ভব বলিয়া ধারণা হয় না। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত তাঁহার মনকে ভগ্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময়ে আরাকানরাজের আশ্বাসবাণীতে ও আশ্রয়দানে সূজার মন গলিয়া পড়া অসম্ভব নহে। কিন্তু পরে যখন আরাকানরাজ এই কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন সূজা শিহরিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার বংশ-মর্যাদার কথা মনে হইল এবং শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত উছলিয়া উঠিল।

“এই গীতিকার কোন কোন ছত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টের আভাস পাওয়া যায়, যথা—

“সাইগরের তলে মা-বাপ করিলি কয়বর।

হাস্যাত্মক মুল্লুকে আমার কে লৈব খবর ॥”

‘হাস্যাত্মক’ শব্দে জলদস্যু বুঝায়। এই শব্দটি স্পেনিস্ আর্মাদা শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু ইহা জলদস্যুর অর্থজ্ঞাপক-স্বরূপে, প্রবাদ-বাক্যরূপে এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। সেই সময় আরাকানরাজ পর্দুগীজ জলদস্যুর আশ্রয়দাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। “মগের মুল্লুক” কথাটি তখন সমগ্র বঙ্গদেশে ভীতি সঞ্চার করিত। আরাকানের মগ ও পর্দুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার-কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে।

“এই ক্ষুদ্র গীতিকাটি আমি চারিজন গায়কের মুখে শুনিয়াছি। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে একজন বেদে-জাতীয় গায়ক আমাকে ইহার আভাস দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহা সংগ্রহোপযোগী ছিল না। তৎপরে আমি চরচাক্তাই-নিবাসী আঁধা মকবুল নামক একজন গায়কের নিকট হইতে গত মাসে এই গানটির অনেকাংশ উদ্ধার করি। বেলায়ৎ আলী নামক একজন সংসার-বিরাগী মুসলমান এই গানটি গাহিতে পারে। চট্টগ্রাম সহরের মধ্যে একটি দরগাহে তাহাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় কিন্তু তাহার মাথায় এক রকম রোগ আছে। আমার নিকট এই গানটি কিছুদূর গাহিয়াই সে থামিয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক কাতরোক্তিতেও ইহার মুখ হইতে আর শব্দ বাহির হইল না। এমন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক আমি আর দেখি নাই। গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি পালা-গান-সংগ্রহকার্যে আমি সূদূর পল্লীগামে গমন করিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে একটা ছোট খালের মধ্য দিয়া সাম্পান-যোগে আসিতেছিলাম। সাতকানিয়ার একখানি বৃহৎ সারঙ্গা নৌকা আমাদের অগ্রগামী ছিল। রাত্রির অন্ধকারে সেই সারঙ্গার মাঝি উচ্চকণ্ঠে এই গানটি গাহিয়াছিল।”

এই পালা-গানটি-সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই আশুবাবুর উদ্ধৃত লেখায় পাওয়া যাইবে। ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে

আরাকানাদিধিপতি রাজা সুধর্মের সভায় সাহ সুজার যে সাক্ষাৎকার হয় তৎ-সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে, ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আরাকানে আগমন করেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট সাহ সুজাও আরাকানে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্য আরাকান রাজসভায় একটা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সাহ সুজা এই সময় সভায় উপস্থিত হইলে ত্রিপুররাজ সসম্মানে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সাহ সুজাকে তথায় বসিতে অনুরোধ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের এই ব্যবহারে আরাকানরাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি একজন স্বেচ্ছকে এত সম্মান দেখাইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন কেন?” উত্তরে গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, “মহারাজ, এই সাহ সুজা অতি প্রবল সন্তাট, আমার ও আপনার ন্যায় অনেক রাজা ইঁহার অধীন; এমন অনেক প্রবল নরপতি আছেন, যাঁহারা সাহ সুজার মন্ত্রী নিকটেও সিংহাসনে বসিতে সাহসী হইবেন না।”

সুজা বাদশাহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দমাণিক্য অপর এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সভা শেষ হইলে ত্রিপুররাজ সুজার সঙ্গে একত্র বাহির হইয়া গেলেন। পথে উভয়ের মধ্যে আলাপ-মালাপ চলিল। সাহ সুজা বলিলেন, “আপনি আজ মগরাজার সভায় আমাকে বিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। আপনি আমার বর্তমান অবস্থা সকলই অবগত আছেন। আমি আপনাকে আমার বর্তমান অবস্থায় কি আর পুরস্কার দিতে পারি?” এই বলিয়া সাহ সুজা তাঁহার বক্ষোবিলম্বিত বহুমূল্য “নিমুচা”-খানি রাজাকে উপহার দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মূল্যবান হীরার আংটিও প্রদান করিলেন।

রাজমালা-বর্ণিত এই বৃত্তান্তের উল্লেখ, আশুবারু অতি সংক্ষেপে করিয়াছেন।

পালা-গানটা ক্ষুদ্র হইলেও আমরা ইহা হইতে স্পষ্টরূপে জানিতে পাই যে, রাজা সুধর্ম সাহ সুজাকে, তাঁহার পত্নী পরিভানু ও একটা কন্যাসহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করেন। আরাকানের সর্বত্র এই প্রবাদ

আছে। তাঁহাদের জীবন নাশ করিয়া মগরাজা স্জার অপ্রমেয় ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক কন্যাকে বলপূর্বক তাঁহার অন্তঃপুরে বন্দী করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কন্যাকে লইয়াই সাহ স্জার সহিত আরাকানাদ্বিপতির মনোমালিন্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। জগজ্জয়ী মোগল সম্রাট সাজাহানের পৌত্রী “নাপ্পী” খাইতে, “কালো খামী” পরিতে এবং কর্ণে সোণার “নাথং” ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইহা যে তাঁহার পক্ষে কত বড় দুঃখের কথা ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা ফুটনোটে ‘নাপ্পী’ প্রস্তুত করিবার উপকরণের তালিকা দিয়াছি। তাহা হইতেই পাঠক রাজকুমারীর দুর্দশার কতকটা আভাস পাইবেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, সাহ স্জার পত্নী পরিভানু সম্বন্ধেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক পালা-গান বিদ্যমান আছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পালা-গানগুলি উদ্ধার করিতে পারিলে হতভাগ্য সাহ স্জা ও তাঁহার স্বজনবর্গের শেষ-জীবনী-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া মনে করি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সুজা-তনয়ার বিলাপ

ধূয়া—নছিব একি ছিলরে ।

কি নাইয়র ¹ করালি মা বাপ ঠেইক্লাম মঘ্যার হাতে ।

এত দুখখ খোদা মোর লেখিলা বরাতে ² ॥ ২

মা ভৈনরে হারাইলাম—হারাইলাম বাপ তোরে ।

মঘ্যা রাজা ছল করিয়া লুইট্যা লৈল মোরে ॥ ৪

হায় লুইট্যা লৈল মোরে—

নছিব একি ছিলরে—

কুছাহাতে ³ আইলিরে বাপ মঘ্যা রাজার দেশে ।

কুলও দিলি মানও দিলি জানও দিলি শেষে ॥ ৬

ধন দৌলত লৈয়ারে তুই পোলালি ⁴ কার ডরে ।

সোনার জেয়র ⁵ হীরা মোতি রাখিলি কার ঘরে ॥ ৮

হায় রাখিলি কার ঘরে—

নছিব একি ছিলরে—

দেশে দেশে ঘুরিলামরে মুল্লুকে মুল্লুক ।

কন ⁶ সতীনর ⁷ পুতর ⁸ সঙ্গে করিলি ছুল্লুক ⁹ ॥ ১০

¹ নাইয়র=কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের অবস্থিতি করার নাম নাইয়র

² বরাতে=কপালে ।

³ কুছাহাতে=কুক্ষণে ।

⁴ পোলালি=পলায়ন করিলি ।

⁵ জেয়র=অলঙ্কার, জহরত ।

⁶ কন=কোন ।

⁷ সতীনর=সপত্নীর ।

⁸ পুতর=পুত্রের ।

⁹ ছুল্লুক=পরামর্শ

কি লালছে ' আইলি ' শেষে রসাং সহরে ।

মা ভৈনরে ডুপালিরে ' ডুপিলি ' সাইগরে ' ॥ ১২

হায় ডুপিলি সাইগরে—

নছিব একি ছিলরে—

দুরগত্যা ' পরাণ আমার ন যায় নিকলি ' ।

তুইষর ' আইল্যা ' হৈয়েরে বুগ ' ' উডের ' ' জলি জলি ॥ ১৪

বারে বারে কৈলামরে ' ' বাপ নাইয়র নদিছ ' ' মোরে ।

জী'য়তা ' ' রাখিয়া কেন মেডি ' ' দিলি গোরে ' ' ॥ ১৬

হায় মেডি দিলি গোরে—

নছিব একি ছিলরে—

ক্ষুধা তিফা ' ' মালুম নাইরে কাঁদির ' ' রাইত দিন ।

মব্যা রাজার খানা ' ' খাইতে মনত ' ' আইয়ে ' ' ঘিন ' ' ॥ ১৮

১ লালছে = লালায় ।

২ আইলি = আসিলি ।

৩ ডুপালিরে = ডুবাইতিরে ।

৪ ডুপিলি = ডুবিলি ।

৫ সাইগরে = সাগরে ।

৬ দুরগত্যা = দুর্দশা গ্রস্ত ।

৭ ন যায় নিকলি = বাহির হইয়া যাইতেছে না ।

৮ তুইষর = তুষের ।

৯ আইল্যা = আগুন রাখিবার মৃন্ময় পাত্র । কুষকেরা ঐ মৃন্ময় পাত্রে ভূষ

পরিপূর্ণ করিয়া আগুন রাখিয়া থাকে ।

১০ বুগ = বুক ।

১১ উডের = উঠিতেছে ।

১২ কৈলামরে = কহিলামরে

১৩ নদিছ = দিস্ না ।

১৪ জী'য়তা = জীবিত ।

১৫ মেডি = মাটি ।

১৬ গোরে = কবর স্থানে ।

১৭ তিফা = তৃষ্ণা ।

১৮ কাঁদির = কাঁদিতেছি ।

১৯ খানা = খাদ্য ।

২০ মনত = মনে ।

২১ আইয়ে = আসে ।

২২ ঘিন = ঘৃণা ।

এক সোনাই * রাধেরে ভাত বাড়ীছন্দা ২ খায় ।

বাছন * ভরা নাপুফি-পৌচা * গিলা যে ন যায় ৩ ॥ ২০

আমার গিলা যে ন যায়রে -

নছিব একি ছিলরে—

রাইতে দিনে চোগর জলে * বালুশ * ভিজাই আমি :

পিন্‌বার ৮ লাগি মঘ্যা রাজা দিয়ে কালা থাম ৮ ॥ ২২

* সোনাই = পাচিকা বিশেষ । ২ বাড়ীছন্দা = বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ।

* বাছন = বাসন, পাত্র ।

* নাপুফি-পৌচা = আবাকানিজেরা মংস্তকে “ঙা” বলে। “নাপুফি-পৌচা” শব্দে পচা মংস্তের খাণ্ড বুঝায়। মগেরা বঙ্গোপসাগরে জাল পাতিয়া প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মংস্ত ধৃত করে। বড় বড় মাছগুলি তুলিয়া লইয়া ছোট ছোট মাছগুলি তাহার সমুদ্রতীরে রাখিয়া আসে। তন্মধ্যে অধিকাংশ চিংড়ি, কঁকড়া, চৈঁউয়া (ইহা কেঁচো জাতীয় সামুদ্রিক মংস্ত), কুকুর জিহ্বা (ইহা দেখিতে কুকুরের জিহবার গ্রায়) ভাইসোকা, লইটা ও ফাইট্রা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের মংস্তাদি থাকে। সাত কি আট দিন ঐ মাছগুলি সমুদ্রতীরে শুপাকারে রাখিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে পচিয়া বিকট গন্ধ বাহির হইলে দুইজন মগ কাঠনির্মিত একরকম গদা লইয়া দুইদিক্ হইতে ঐ পচা মাছ পিটাইতে আরম্ভ করে। তখন সকল রকমের পচা মাছগুলি মিশিয়া এটেল পদার্থের মত হয়। এই পদার্থগুলি পিণ্ডাকার করিলেই “নাপুফি” প্রস্তুত হয়। এখনও আরাকানে এই “নাপুফি” আট আনা এবং সময় সময় দশ কি বার আনা সের দরে বিক্রয় হয়। ইহা মগেদে বড় প্রিয় খাদ্য। সকল রকমের তরকারীতে ইহার একটুকু “নাপুফি” দিয়া থাকে। পার্শ্বত্যা চট্টগ্রামে জুমিয়া ও চাকমা প্রভৃতি জাতিরাও “নাপুফি”কে উপাদেয় খাদ্য স্বরূপ মনে করে।

* গিলা যে ন যায় = গিলা যাইতেছে না । ৩ চোগর জলে = চক্ষুজলে ।

* বালুশ = বালি ।

* পিন্‌বার = পরিধান করিবার ।

* থামি = মগরমণীর পরিধেয় লুঙ্গির মত বস্ত্র বিশেষ। লুঙ্গি ও থামির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। লুঙ্গি পুরুষেরা ব্যবহার করে, আর থামি স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য।

দশ মঘিনী আইসা আমার বসে গায়র ' কাছে ।

কানত ২ দিতাম কহি মোরে সোনার নাধং ৩ যাচে ॥ ২৪

হায় সোনার নাধং যাচেরে—

নছিব একি ছিলরে—

আচ্‌মানেরি ৪ ফুলরে ছিলাম আচ্‌মানেরি ফুল ।

মঘা রাজার হাতত ৫ পড়ি দিলাম জাতি কুল ॥ ২৬

সাইগরের তলে মা-বাপ করিলি কয়বর ৬ ।

হার্মাওয়ার ' মুল্লুকে আমার কে লৈব খবর ॥ ২৮

মা-বাপ কে লৈব খবর—

(নছিব একি ছিলরে)

১ গায়র = গায়েব ।

২ কানত = কানে ।

৩ নাধং = মগরমণীর কর্ণভরণ ।

৪ আচ্‌মান = আস্‌মান ।

৫ হাতত = হাতে ।

৬ কয়বর = কবর ।

৭ হার্মাওয়ার = স্পেনিস্ “হার্মাজ” হইতে ‘হার্মাদ’ শব্দের উৎপত্তি । এখানে
জন্মস্থানের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

ভারতীয়েৰ গান

ভূমিকা

মধুপুরের জঙ্গলে এই বার্তার্থ এখনো বিদ্যমান। ইহা মৈমনসিংহ পরগণার জোয়ানসাহীর অন্তর্গত। মধুপুর জঙ্গল এক সময়ে কামরূপের রাজগণের বিবিধ কীর্তিরাঙ্গী বহন করিত। এখনও এই বিস্তৃত আরণ্য ভূমিতে সেই সকল কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কামরূপ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সৌভাগ্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই কীর্তিসমূহ উক্ত সময়ে কিংবা তাহারও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গীতিকায় যে ভগদত্তের নাম উল্লিখিত আছে তৎসম্বন্ধে এবং মধুপুর জঙ্গলের ইতিহাস কীর্তন উপলক্ষে মৈমনসিংহ গেজেটীয়ারে কিছু বিবরণ আছে। আমরা তাহা হইতে নিম্নে প্রদত্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

“মধুপুর জঙ্গলের কঠিন রক্তবর্ণ ভূমি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জামালপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই জঙ্গল মৈমনসিংহ জেলার স্বাভাবিক একটি সীমানা। ডাক্তার টেলার লিখিয়াছেন, পূর্বকালে মধুপুর জঙ্গল এবং টাঙ্গাইল কামরূপের রাজগণের অধিকৃত ছিল। কামরূপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণী আমরা সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত ও চীনদেশের পরিব্রাজক-দিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে পাইয়াছি। ঐ সময় মৈমনসিংহ সমধিক পরিমাণে বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত ছিল। হিন্দুরা সে স্থানে কতকটা হীনবল ছিলেন। যে সব প্রাচীন কীর্তি মধুপুরের এই জঙ্গলে দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় বড় দীর্ঘিকা-গুলি বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের অনেকগুলি ভগদত্ত নামক রাজার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভগদত্তকে অনেকে কামরূপের বিখ্যাত ভগদত্তের সঙ্গে গোল করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কামরূপ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সৌভাগ্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল।”

এই গানে পরগণা জোয়ানসাহীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পরগণাটি কস্তাহলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের জনৈক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী বংশধর কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার নাম সাধারণতঃ মনুরখান্ বলিয়া

পরিচিত। হিন্দুরা ইহা মনোহরখাঁতে রূপান্তরিত করিয়াছে। মৈমনসিংহ গেজেটীয়ার ভ্রমক্রমে মনোহরখাঁকে ইশাখাঁর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। এ কথা অবশ্যই সত্য যে ইশাখাঁ এক ক্ষত্রিয় হিন্দুরাজার সন্তান কিন্তু কস্তাইলের দত্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আর একটি প্রবাদ এই যে, এই পরগণার যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি ফতেখাঁর বংশসম্ভূত। ত্রিপুরার রাজমালায় উল্লিখিত আছে যে, ইশাখাঁ ত্রিপুরা রাজার সেনাপতি-স্বরূপ শ্রীহট্টের নবাব ফতেখাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ইশাখাঁর গানের ভূমিকায় দিয়াছি। জনপ্রবাদ এই যে, নূর হায়দার চৌধুরী, যাঁহার নামে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এই পরগণার জরীপ ও পুনরায় স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হয়, তিনি ফতেখাঁর বংশধর। কিন্তু কস্তাইলের দত্ত পরিবারের সঙ্গে মনুরখাঁনের কি সংস্রব তাহা ভাল করিয়া বোঝা গেল না। ফতেখাঁর সঙ্গে শেরসাহের কোন সম্পর্ক ছিল, ইহা আমরা সেই ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি। ইশাখাঁর পৌত্র বিখ্যাত মনুরখাঁর সঙ্গে জোয়ানসাহীর প্রতিষ্ঠাতা মনুরখাঁর কোন সংস্রব ছিল না।

এই গীতের নায়ক ভগদত্তের সঙ্গে মহাভারতের প্রসিদ্ধ ভগদত্তের কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক যুগের কোন কীর্ত্তিমান পুরুষের নাম পাইলেই সাধারণে তাহার পৌরাণিক যুগের জগদ্বিখ্যাত বীরগণের নামের সঙ্গে এক করিয়া ফেলে এবং ইতিহাসচর্চার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ততা লাভ করে। এই ভাবে ভীম কৈবর্তের জাঙাল পাণ্ডুপুত্রের রচিত এই বিশ্বাস এতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, এবং সাভারের দ্বাদশশতাব্দীর রাজা, ওড়ুনা-পতুনার পিতা হরিশ্চন্দ্র এতদিন পর্য্যন্ত লোককল্পনায় স্বর্গমর্ত্যের সন্ধিস্থলেস্থিত হরিশ্চন্দ্র হইয়াছিলেন। সুতরাং ভগদত্তকে টানিয়া লইয়া পৌরাণিক যুগে প্রতিষ্ঠিত করাতে আমরা বিস্ময়াস্বিত হই নাই। ইনি সম্ভবতঃ ৯ম খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা এই গীতিকার শুধু এই অংশটি বিশ্বাস্ত বলিয়া মনে করি যে, ভগদত্ত নামক কোন রাজা তাঁহার মাতৃঅজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অতি বৃহৎ একটি দীর্ঘিকা খনন করুন এবং সেই দীর্ঘিকায় ভারতীয় দ্বাদশতীর্থের জল ঢালিয়া উহা পবিত্র করেন। এ কথার মধ্যেও কতকটা

ঐতিহাসিকতত্ত্ব থাকিতে পারে যে তদেগীয় প্রজারা ভগদত্তের ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি কতকটা দুর্ব্যবহার ক'রেয়াছিল। আর সমস্ত কথাই লোক-কল্পনাস্রষ্ট অবাস্তুর কাহিনী।

এই গানে কথিত হইয়াছে যে রাজমাতা এক ভাড়া চরকার সূতা ভগদত্তকে দিয়া বলিয়াছিলেন তুমি আমার প্রীতির জন্য এমন একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দাও, যাহা এই সূতার পরিমাণানুযায়ী হইবে। একগাও লিখিত হইয়াছে যে এই নলি সূতা খুলিতে চারদণ্ড বেলা হইয়াছিল। সূত্রাং সূত্রটি যে অতি দীর্ঘ ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাজা মাতার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করার পর মন্ত্রীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল একরূপ বৃহৎ দারিণিকা খনন করিতে যে অর্থের দরকার তাহা রাজকোষে নাই। কিন্তু রাজা উত্তরে বলিলেন— ইহা মাতৃআজ্ঞা, আমার রাজত্বের মূল্য এক কড়া। মাতৃআজ্ঞার ন্যায় জগতে আমি কিছু মূল্যবান মনে করি না। ভারতের দ্বাদশতীর্থে স্বয়ং যাইয়া তিনি নিজে তীর্থসলিল-সংগ্রহ করিবেন, ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল। যেহেতু অপর কেহ যদি তীর্থোদক সম্বন্ধে তাঁহাকে ফাঁকি দেয়, তাহা হইলে ধরিবার উপায় থাকিবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের উপর রাজ্যভার দিয়া এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রবাসী হইলেন। রামচন্দ্র শাস্ত্রশিক্ষণে বসিলেন, দাদা, তুমি বনে জঙ্গলে অনাহারে আনন্দ্রায় ঘুরিয়া বেড়াইবে আর আমি স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিব, এ কখনই হইতে পারে না। তথাপি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নানারূপ প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে অবশেষে স্বীকৃত হইতে হইল। রামচন্দ্র প্রকৃতই অযোধ্যার রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। ধানের বদলে তিনি তৃষ লইয়া রাজকর গ্রহণ করিতেন। কোন প্রজাকে রাজসভায় ডাকিতে হইলে পাছে পথশ্রম হয় এই আশঙ্কায় তান তাহাদিগের জন্য হাতা পাঠাইয়া দিতেন। গরীব দুঃখীদের তিনি মা-বাপ হইলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন রাজা ভগদত্ত ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রজারা তাঁহার নিকট রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বলিল। মর্ম্মাহত হইয়া রামচন্দ্র নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে প্রজাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তাহারা কখনই সুখী হইবে না এবং এই বৃহৎ সাম্রাজ্যটি জঙ্গলে পরিণত হইবে। এই স্বপ্নায়তন

পালাগানটির ইহাই বিষয়। খুব সরল উত্তেজনার সঙ্গে কৃষক-কবি তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়টি রচনা করিয়াছেন, এবং প্রতি দুই ছত্রের পরে পরে ‘হে, হে, হে’ এইরূপ পরিসমাপ্তি পদ প্রদান করিয়া গায়কদের সুরটি পর্য্যন্ত আমাদের কাণে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। মুসলমান কবির বেশ একটু পরিহাসপ্রিয়তাও ছিল। সেই পরিহাসে কোন বিদ্বেষের চিহ্ন নাই, অথচ একটু আমোদ আছে। পাঠক তাহা উপভোগ করিবেন। কবি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে কৰ্দমাক্ত বিষবীজাপূর্ণ এই সব তীর্থের জল খাইলে পরকালে কি হইবে তাহা স্মৃতিকারই জানেন, কিন্তু ইহকালে তাহার ফল কলেরা। আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন অল্পবয়স্ক স্তন্দরীর বিশেষ তরুণী বৈষ্ণবললনারা খুব আগ্রহ সহকারে তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিতে আসিয়া গুণ্ডাদিগকে তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইতে বেশ সুবিধা দেন।

এই পালা গানটির গায়ক বাসুইরাগার সজুব্যাতি মধ্যে মধ্যে পদ সংযোজনা করিয়া গান গাওয়ার পক্ষে ইহা বেশী উপযোগী করিয়া দিয়াছেন এ কথা ভণিতায় আছে। রামচন্দ্রের অভিশাপ হয়ত ফলিয়াছিল। অন্ততঃ এখন এই লোক-বিরল ইষ্টকন্তু-প-সঙ্কুল এবং জলীয় লতায় পরিপূর্ণ দীঘি-পূর্ণ বৃহৎ বনভূমি দর্শন করিলে সহজেই মনে হয় যেন মর্য্যাহত ব্যক্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস এই দেশের উপর এক সময় বহিয়া গিয়া লোকালয়কে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। পালার শেষে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া যাইতেছে—

“রাজা গেছে প্রজা গেছে গেছেরে ভাই ঠাট ঠমক।

উজাড় ভিটা পইরা রইছে এ্যাঁহন শিয়ালের বৈঠক ॥

হে-হে-হে

গাড়া রইছে দালান কোঠা মালবেসাতি কত যে ভাই।

লোকে বলে বহুৎ মালের লেহা জোহা নাই ॥

হে-হে-হে

কত জোনে দেইখ্যাছেরে ভাই কত জোনে মাল নিছে।

আবার কত জোনে মাটি খুইছা জিহ্বা চট্কাইছে ॥

হে-হে-হে”

এই ক্ষুদ্রপালাটি পড়িয়া আমাদের সেই চিরপরিচিত “যদুপতেঃ কৃগতা মথুরাপুরৌ” প্রভৃতি শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ মনে পড়িয়াছে।

বারতীর্থের পালাটি স্বর্গীয় বেহারীলাল রায় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই পালা সংগ্রহের হয়ত সপ্তাহকালের মধ্যেই তিনি সহসা প্রাণত্যাগ করেন।

পালাটি ১২৮০ বাং সনে সজুয়াতি নামক এক কৃষক-কবি রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা খুব প্রাচীন নহে—কিঞ্চিদুর্দ্ধ অন্ধশতাব্দী পূর্বের রচিত হইয়াছিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বারতীর্থের গান

বোঙ্গদেশে ^১ জোঙ্গলরে ভাই নইস্রাবাজের জেলা ।

জয়ানসাইয়ের গড়ে বইস্কাছে বারতীর্থের মেলা ॥

হে-হে-হে ২

বৈশাখ মাসের আমাবৈশাখ ভাইরে রৈদে ^২ চান্দি ^৩ ফাটে ।

ছাতি মুরায় দিয়া ^৪ গেলাম সেই বারতীর্থের ঘাটে ॥

হে-হে-হে ৪

চাইরদিকে তার শাল গজারা মদ্যে ^৫ আছে পুকুনী ^৬ ।

(ওরে) সেই পুকুনীর মতো গাছে বারতীর্থের পানি ॥

হে-হে-হে ৬

এই খানেতে চান করিলে হিন্দু লোকেরা ভেস্তে যায় ।

প্যাকের পানি খাইয়া তারা ওলাটা নাগায় ॥

হে-হে-হে ৮

কাছে বিতে নাইক্কা পানি নাইক্কা নদীর নাম গোন্দ ^৭ ।

পানির তিলাস ^৮ নাইগো লোকের হয় যে দোম বোন্দ ॥

হে-হে-হে ১০

^১ বোঙ্গদেশ = বঙ্গদেশ ।

^২ রৈদে = রৌদ্রে ।

^৩ চান্দি = মাথার খুলি ।

^৪ মুরায় দিয়া = ঢাকিয়া ।

^৫ মদ্যে = মধ্যে ।

^৬ পুকুনী = পুষ্করিণী ।

^৭ গোন্দ = গর ।

^৮ তিলাস = তিয়াস, পিপাসা ।

বৈষ্ণবী^১ আর এব্যা সেবা (৭) মাইয়া লোকেরা চান করে ।
 দুষ্টি লোকের হস্তে পৈরা জাইত বদল করে ॥

হে-হে-হে ১২

বারতীথের পুঙ্কুনী ভাই যে কারাণে নাম হৈল ।
 সেই কথাটি বৈলব আমি মুরুবিবরা যা কৈল ॥

হে-হে-হে ১৪

পুঙ্কুনীর কাছে পাইবা ইট পাইটখালের চিন^২ কিছু ।
 সূতানড়ার দীঘিরে ভাই আছে তার পিছু ॥

হে-হে-হে ১৬

বড় কোদাইলা ছোট কোদাইলা দুই পুঙ্কুনী তার কাছে ।
 আম কাঠালের বাগ্‌বাগিচার চিন কিছু আছে ॥

হে-হে-হে ১৮

কামার গোরে^৩ আঙ্গরা মিলে কামারের বাগ কয় তারে ।
 দুগ্‌গা ঠাইরাণ^৪ বুরাইত^৫ যে দুগ্‌গাদ'য়ের পারে ॥

হে-হে-হে ২০

বারতীথ্য বানাইয়াছিল ওয়ে ভগদত্ত নাম রাজা ।
 তার ছোট ভাই রামচোন্দ্র যে ও তার মোন বড় সোজা ॥

হে-হে-হে ২২

ভগদত্ত রাজ্য করে প্রেজা^৬ লইয়া মোন স্নকে^৭ ।
 রামচোন্দ্র তার রাজ্য ছাহে^৮ হাইতার বাইন্দা বুকে ॥

হে-হে-হে ২৪

^১ বৈষ্ণবী = বৈষ্ণবী ।

^২ চিন = চিহ্ন ।

^৩ কামার গোরে = কামার গোর নামক স্থানে (কামার গোর = কামার-গৃহ)

^৪ দুগ্‌গা ঠাইরাণ = দুর্গা ঠাকুরাণী ।

^৫ বুরাইত = ডুবাঁইত ।

^৬ প্রেজা = প্রজা ।

^৭ স্নকে = স্নখে ।

^৮ ছাহে = দেখে ।

ঘরে আছে নির্দ ১ মাতা গাও চালনা খুন্খুনা ।

রাজাক কৈল তরাও বাবা আমার যত গুণা ॥

হে-হে-হে ২৬

হস্ত জুইরা ২ রাজা কৈল মস্ত গুণক তুমি মাও ।

তোমার গুণা ক্যামনে ৩ ছাড়াই কিবাম তুমি চাও ॥

হে-হে-হে ২৮

মাও কৈল শোন বাবা বারতীর্থ্যে কৈরব চান ।

ঘাটে বৈয়া ৪ পিণ্ডি দিয় সোনা কর্মু দান ॥

হে-হে-হে ৩০

মায়ের বচন শুন রাজা চৈমকা ৫ উইঠা কয় কথা ।

(মাগো) কন্তে ৬ শুইয়া তোমার কথা মোনে পাই ত্রেথা ৭ ॥

হে-হে-হে ৩২

তোমার শরীল ভাইয়া গেছে রক্ত হইচে যান ৮ পানি ।

থরথরাইয়া মাথা কাঁপে (আর) পা-ও যে দুইখানি ॥

হে-হে-হে ৩৪

চোকে ৯ দেহ ১০ না মাগো কথা শোন না দুই কানে ।

তোমাকে নিয়া তীর্থ্যে যাওয়া হয়বা ক্যামনে ॥

হে-হে-হে ৩৬

১ নির্দ = বৃদ্ধ ।

২ ক্যামনে = কল্পে ।

৩ চৈমকা = চমকিত ।

৪ ত্রেথা = ব্যথা ।

৫ চোকে = চক্ষুতে ।

৬ জুইরা = জড়িয়া ।

৭ বৈয়া = বসিয়া ।

৮ কন্যে = কর্ণে ।

৯ যান = যেন ।

১০ দেহ = দেথ ।

চরণ ধরি মা জননী আমার কথায় ১ ৩ কান ।

(এই) বারতীথের পানি আইনা ২ করামু তোমাক ৩ চান ৪ ॥

হে-হে-হে ৩৮

বেবাক ৫ তীথ্য ঘুইরা আনমু ৬ তীথের পাক পানি ।

সেই পানি মা ঢাইলা ৭ দিমু বানাইয়া পুঙ্কুনী ॥

হে-হে-হে ৪০

বারতীথের সেই জলে মা নিত্যি তুমি কইরবা চান ।

অস্ত্রিম ৮ কালে ভেস্তু ৯ যাবা ঠাণ্ডা হবো জান ১০ ॥

হে-হে-হে ৪২

এই তীথ্যে চান করিলে তইরা যাবো ছাশের লোক ।

পুণ্য কইরা ধৈন্ন ১১ হবো ভুইলবো ১২ মনের শোক ॥

হে-হে-হে ৪৪

পুতের কথা শুইয়া কৈল আইছা আইছা ভালোই বাপ ।

তোমার কথা বজায় থাইক বাপ ঘুচাও মনের তাপ ॥

হে-হে-হে ৪৬

এই কথা শুনিয়া রাজা রামচন্দ্রকে ডাক দিল ।

ভাইয়ের হস্ত ধইরা রাজা বুজাইয়া ১৩ যে কৈল ॥

হে-হে-হে ৪৮

১ আইনা=আনিয়া ।

২ তোমাক=তোমাকে ।

৩ চান=স্নান ।

৪ বেবাক=সমস্ত ।

৫ ঢাইলা=ঢালিয়া ।

৬ অস্ত্রিম=অস্ত্রিম ।

৭ ভেস্তু=বেহেস্তু, স্বর্গে ।

৮ জান=জীবন, দেহ ।

৯ ধৈন্ন=ধন ।

১০ ভুইলবো=ভুলিব ।

১১ বুজাইয়া=বুঝাইয়া ।

পাঞ্জি খুইলা দিন পাইয়াছি
তীথ্যে যাইয়া জল আইয়াছে আমারে ॥

হে-হে-হে ৫০

যাইতে যাইতে দেবীর কাষ্য থাইকবা তুমি রাজপাটে ।
প্রেজাগোরে স্নকে রাইখ কোলঙ্ক যান না ঘটে ॥

হে-হে-হে ৫২

ভাইয়ের কথা শুইনা তহন * রামচোন্দ্র কয় কৈশ্ব তা ।
তোমাক ছাড়া যে কাম্‌নে থাক্‌মু তা ভাইবা † বাচিনা ॥

হে-হে-হে ৫৪

ছাশ বিদাশে ‡ ঘুইরা তুমি কন্টে যাইব দিন তোমার ।
ঘরে বইয়া স্নকে খামু সেই দুঃখু আমার ॥

হে-হে-হে ৫৬

তহন ভগদত্ত বলছে ভাইরে দুঃখু কইর না ।
এই না দেহ পয়দা করচে আমার সোনার মা ॥

হে-হে-হে ৫৮

সেইত মায়ের মোন বাসনা মিটাইবার যদি না পারি ।
ধন বেসাতি বেবাক মিথ্যা দালান কোঠাবাড়ী ॥

হে-হে-হে ৬০

তাইত বলি রামচোন্দ্র ভাই মিষ্ট মুখে দেও বিদায় ।
রাজ্য দেইখ প্রেজা লইয়া আর দেইখরে মায় ॥

হে-হে-হে ৬২

* তহন=তখন ।

† ভাইবা=ভাবিয়া ।

‡ ছাশ বিদাশে=শেষ-বিদেশে ।

আর এ্যাক^১ কাব্য কইরোরে ভাই মানুষ জোন^২ দিয়া ।

(এই) বাড়ীর ছামনে^৩ তৈয়র রাইখো পুকুনী কাটিয়া ॥

হে-হে-হে ৬৪

এই কথা বলিয়া রাজা তীথ্য কইরবার যায় চইলা ।

বাড়ীত বইয়া রামচোন্দ্র ভাই পুকুনী কাটিলা ॥

হে-হে-হে ৬৬

দুষ্টী প্রেজারে ক্ষেমা করে যত আইসে তার কাছে ।

প্রেজাগোরে সুখে রাইখো ভাই যে বইলাছে ॥

হে-হে-হে ৬৮

সেই কথা মানিয়া চলে রামচোন্দ্র তার গুণের ভাই ।

তুষ নিয়া নেয় খাজনা সাইরা^৪ গোটা ধানের ঠাই ॥

হে-হে-হে ৭০

প্রেজাগোরে তলপ দিলে প্যায়দাগোরে ডাইকা কয় ।

হাইটা আইলে কফ্ট হবে পথে কত ভয় ॥

হে-হে-হে ৭২

হাতিয়^৫ পিফ্টে আইনবা প্রেজা হয়না জানি কফ্ট তার ।

মিফ্ট কথায় আইনবা ডাইকা প্রেজা যে আমার ॥

হে-হে-হে ৭৪

হাতিয় নিয়া প্যায়দা চলে প্রেজার ঘরে ডাক দিয়া ।

যত্ন কইরা তুইলা আনে হাতিয়তে বসাইয়া ॥

হে-হে-হে ৭৬

^১ এ্যাক = এক ।

^২ জোন = জন ।

^৩ ছামনে = নামনে ।

^৪ সাইরা = শোধ করিয়া ।

^৫ হাতিয় = হস্তী ।

মিষ্ট কথা কইয়া বুঝায়ে দুষ্টি প্রেজার মোন গলে ।

এই রকমে রামচোন্দ্র তার ভাইয়ের কথায় চলে ॥

হে-হে-হে ৭৮

তীথ্য কইরা আইল রাজা মাফেরে কৈল সব কুশল ।

পুঙ্কনীতে ঢাইলা দিল বারতীর্থের ভাল ॥

হে-হে-হে ৮০

সেই জলেতে রাজার মাও যে মোনের সুখে কৈল চান ।

ঘাটে বৈয়া সোনা রূপা গরু কৈল দান ॥

হে-হে-হে ৮২

বাওনেরা ^১ খাইল লইল বস্ত্র কড়ি দান পাইল ।

মোনের সুকে রাজার বাড়ী মজার ফলার খাইল ॥

হে-হে-হে ৮৪

মায়র যে আশা পূত্র ^২ হৈল তীথ্য হৈল বাড়ীর ঘাটে ।

রাজা আবার রাজ্য করে বৈসা রাজপাটে ॥

হে-হে-হে ৮৬

প্রেজাগোরে ডাইকা বোলে মোনেত কোন ছুঃখু নাই ।

ক্যামন সুখে রাইখছে আমার রামচোন্দ্র ভাই ॥

হে-হে-হে ৮৮

প্রেজারা কৈল রাজামশয় আর কমু ^৩ সেই বঃপা ।

ছুঃখের কথা মোনে হৈলে মোনে পাই রেপা ॥

হে-হে-হে ৯০

^১ বাওনেরা = ব্রাহ্মণেরা ।

^২ পুত্র = পুত্র ।

^৩ কমু = কহিব ।

রাজা হৈয়ে রামচোন্দ্রে যে নিচে ধানের তুষ তরি ।

মাইয়া ছাওয়াল ¹ কফে পইরা কুড়াইচে যে খড়ি ॥

হে-হে-হে ৯২

সেপাই দিয়া বাঁইধা পিঠে প্রেজাগো ধইরা নিছে ।

আছুরাইতে আছুরাইতে হায়গো শরীলের হাড়ি ² ভাইঙ্গা দিছে ॥

হে-হে-হে ৯৪

কথা শুইনা রামচোন্দ্র যে ব্রেথা পাইল নিজ মোনে ।

নিরাবিলা ³ দাদার কাছে বৈল্ল কানে কানে ॥

হে-হে-হে ৯৬

টাহা ⁴ কড়ি মাপ কইরাছি ক্ষ্যামা ⁵ দিচি ⁶ ক্ষ্যাতের ⁷ ধান ।

হস্তীর পিষ্টে আনুচি প্রেজা বাড়াইচি যে মান ॥

হে-হে-হে ৯৮

প্রেজাগোরে সাপ দিল যে দুঃখে পইড়া রামচোন্দ্র ।

তোমাগোরে কপাল পুইড়বো ভাগ্য হবো মোন্দ ॥

হে-হে-হে ১০০

ভাত বেগারে ⁸ মরবি তরা ঘরে থাইক পোনা বেড়া ছোন ।

খাওয়ার দোস্তে ⁹ ঘুইরা মরবি ভাইঙ্গা কাটাবোন ¹⁰ ॥

হে-হে-হে . ১০২

¹ মাইয়া ছাওয়াল = মেয়েছেলে ।

² হাড়ি = হাড় ।

³ নিরাবিলা = নিরিবিলা ।

⁴ টাহা = টাঙ্গা ।

⁵ ক্ষ্যামা = ক্ষমা ।

⁶ দিচি = দিয়াছি ।

⁷ ক্ষ্যাতের = ক্ষেতের ।

⁸ ভাত বেগারে = ভাতের অভাবে ।

⁹ দোস্তে = জ্ঞাত ।

¹⁰ কাটাবোন = কাঁটা বন ।

(ওরে) সেই হইতে প্রেজার ঘরে ভাতের দুঃখু নাইগুলো ভাই।

রাজার শাপে প্রেজাগো মুখে পইড়া গেল ছাই ॥

হে-হে-হে ১০৪

তার পোরে ভাই মোনে হইল শোন শোন সর্বজন।

সূতানাড়ার দীঘির কথা বৈল্ব বিবোরণ ১ ॥

হে-হে-হে ১০৬

ভগদত্ত রাজার মাও যে ছুই পুত্রে ভাইকা কয়।

মরণ কালে আমার মোনে আর এক বাজা হয় ॥

হে-হে-হে ১০৮

পুণি যদি কর বাবা প্রেয়াশ ২ কইরা বন্মু তা।

টাহার যদি মোনতা কর তা অইলে কমু না ॥

হে-হে-হে ১১০

রাজা কৈল কান্গো মাগা টাকা কড়ির নাইকা ভয়।

তোমার নিগা ৩ কৈরতে পারি রাজিঙ্গি খয় ৪ ॥

হে-হে-হে ১১২

মাও কৈল বুইজা ৫ দেইখ ছাসে ৬ দিওনা ভোগা ৭।

কথা কৈয়া না কৈলে বাপ দোজকে ৮ হবো জাগা ॥

হে-হে-হে ১১৪

ভগদত্ত কৈল মাগো পিরতিজ্ঞা ৯ যে কইরা কই।

তোমার কথা না রাইখা মাও অন্ম কাজ নাই ॥

হে-হে-হে ১১৬

১ বিবোরণ=বিবরণ।

৪ খয়=ক্ষয়।

৬ ছাসে=শেষে।

৮ দোজকে=নরকে।

২ প্রেয়াশ=প্রকাশ। ৩ নিগা=জন্তু।

৫ বুইজা=বুঝিয়া।

৭ ভোগা=ফাঁকি।

৯ পিরতিজ্ঞা=প্রতিজ্ঞা।

তহন মাতা কৈল শোন্‌রে বাবা সূতা কাটুবি এক নড়া ।

চরুকা গোণে তুইলা আইনা কাটিতে থুইচি ভইরা ॥

হে-হে-হে ১১৮

সেই যে সূতার সোমান সোমান দেখি কাইটা দিবারে বাপ ।

তেইসে বুঝি রাজার বেটা ঘুচাইলি মোনের তাপ ॥

হে-হে-হে ১২০

এই কথা শুনিয়া রাজা শুনিয়া লইল নিজের হাতে ।

মুন্সী গোরে হুকুম দিল নাও আমার সাথে ॥

হে-হে-হে ১২২

কোনায়ে গাইল্লা একটা খোটা দাঁঘির যাগা ঠিক কইরা ।

(ওরে) তারি মধ্যে বাইন্দলো রাজা সূতার মাথা ধইরা ॥

হে-হে-হে ১২৪

ধীরে ধীরে সূতা ছাইড়া ভগদত্ত যায় চইলা ।

সূতা ছাইড়তেই নাইগলো রাজার দোণ্ড চাইরেক বেলা ॥

হে-হে-হে ১২৬

মুন্সীরা কয় রাজামশয় কথা বইলুতে হয় যে ভয় ।

এই দাঁঘি কাটিতে হৈলে রাজ্য হবো ক্ষয় ॥

হে-হে-হে ১২৮

রাজা কৈল মায়ের হুকুম পিরতিজ্ঞা কইরাছি যা ।

রাজিহি আর পরাণ গেলেও কৈরব আমি তা ॥

হে-হে-হে ১৩০

জাঙ্গালে জাঙ্গালে আইল কোদাল লইয়া লোক যত ।

মাটি চৈল মাথায় চৈরা টুপ^১রী শতে শত ॥

হে-হে-হে ১৩২

জুয়ানে মারে মস্ত কোদাল কুইদা কাটে তার মাটি ।

নিম্পি মারে ছোট কোদাল মুখেই মালশাটি ॥

হে-হে-হে ১৩৪

দীঘির কাছে আর এক জাগুয় বাইজা আছাল পুটি পানি ।

সেই পানিতে কোদাল ধোয় যে নাইগলে জিরানি ॥

হে-হে-হে ১৩৬

পিরতি জোনে এ্যাক কোপ মাটি তুইলা ফালায় পিরতি দিন ।

কোদাল ধুইতে হৈয়া গেল এই রহমের ১ দিন ।

হে-হে-হে ১৩৮

বড় কোদাইলা ছোট কোদাইলা নাম যে হৈল সেই কারোণ ।

পয়সা ছাড়া দুই পুকুনা হৈল যে তখন ॥

হে-হে-হে ১৪০

সূতা নড়ার দাঘিরে ভাই দেইখ্তে হইল চোমৎকার ।

এ্যাপার গোনে নজর চলেনা কচ্ছে যে ওপ ১ ॥

হে-হে-হে ১৪২

ফটিকের মত পানি জুটি তার মছে হৈল গম্ভীরা ।

মানুষ গরু পোক পাকালী পানি খায়া যায় ফিরা ॥

হে-হে-হে ১৪৪

কীর্তি থুইয়া মইরা গেছে ভগদত্ত রাজার মাও ।

(ওরে) দিনে দিনে জোঙ্গলা হৈল পায়না বাতাস ব ও ॥

হে-হে-হে ১৪৬

রাজা গেছে প্রেজা গেছে গেছেরে ভাই ঠাট ঠমক ।

উজাড় ভিটা পইরা রইছে এ্যাহন শিয়ালের বৈঠক ॥

হে-হে-হে ১৪৮

গাড়া রইছে দালান কোঠা মালবেসাতি কত যে ভাই ।
লোকে বলে বহুৎ মালের লেহা জোহা নাই ॥

হে-হে-হে ১৫০

কত জোনে দেইখ্যাছেরে ভাই কত জোনে মাল নিছে ।
আবার কত জোনে মাটি খুইছা জিহ্বা চটকাইছে ॥

হে-হে-হে ১৫২

বারতৌথ্যের কবিতা ভাই সান্ন হইল এইখানে ।
এই কবিতার জন্ম হইল বারশ আশী সোনে ॥

হে-হে-হে ২৫৩

বাসুইর্গার সজুবয়াতি ধূয়া বাইন্দা যে গান করে ।
রহম কর দুনিয়ার মালিক আল্লা বলরে ॥

হে-হে-হে । ২৫৬

রেঃ

৬

ছাঃ

সমাপ্ত

শব্দ-সূচি

অ

অছি মিঞা—১৪৯
অদেল্লা খান—২৬৯
অমর সাগর দোস্তাল—১৪৯
অলিগর রহমান—৩৮, ৪০

আ

আইন-ই-আকবরী—১৪৩
আউল কাউল—১৩৫
আওরঙ্গজেব—৪২৭
আজিম—৫৫, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬
আজানর—৩০৩
আদিশুর—২৯৮, ২৯৯
আঁধা মকবুল—৫০০
আমোদার—৭৭
আপ্টারাম—৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০
আবুল ফজল—১৪৩
আমির—৭৭, ৭৮, ৮৯, ৮১, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০,
৯৭, ৯৮, ১০০, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১৭,
১১৮, ১২১, ১২৫, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮
আয়না—১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৮, ২০০, ২০৩,
২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১৩, ২১৪, ২১৫
আয়রা—৫৫, ৫৬, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬
আয়নি—৪৮০
আবুতৌব চৌধুরী—৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৭৫, ৭৬,
১৬০, ২২১, ২২২, ৪৯৫
আসমান তারা শাড়ী—২০৩

উ

আসদিয়া—২৯৭
আসাম—১৪৫
(কবি) আলোহাঙ্গ—৪২৭
আড়াই চাঁদ—৮০

ই

ইক্বা চৌধুরী—৩০৫, ৪১৫, ৪১৮, ৪১৯, ৪২১,
৪২২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১,
৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৭
ইচ্ছামতী—১২৫
ইটগড়—১৬৬
ইশা খাঁ—৫১০
ইয়নস মিঞা—২৯৭, ২৯৮
ইয়াকুব আলি—২৯৭
ইয়ানিন আলি—৭৬

উ

উইচারলি—৩০০
উম্মুল সনাগর—১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮,
১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১,
২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২১২
উজ্জানি নগর—১০২, ১২১
উজির আলি—৭৭
উস্তরা—৪৪২
উলুহস—৪৯

এ

এজা খাঁ—২২৮

ঐ ঐরাবতী—১৫৫		কুসুমফুল—১৫৪, ১৫৫ কুনকী—১৭৮
	ও	কুম্মনশিনী—২২০ কুটীলা—৪৬৮, ৪৮১
ওজু পাগলা—৩৮ ওমর বৈদ্য—৭৬		কুমিল্লা—৪২৬ কুর্মাই—৪২, ৫৮, ৬১, ৬৬, ৬৪
ওছনা পছনা—৫১০		কুর্জিয়া—১৮৬, ১৮৮, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৫ কুড়া—৬৭
	ক	কুড়ালমুখা—৭৭ কুৎ—৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৪
কঙ্ক—১২০ কনট্টিনোপল—৪২৭		কেনারাম—৪০ কৈলাসচন্দ্র সিংহ—৪২৮, ৫০২
কমল ধাঁ দোরালা—১৪৯ কমল সর্বাগর—২২১, ২২২, ২৩০, ২৩২, ২৩৫, ২৪৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩		কৈলাসচন্দ্র সোম—২৬৯ কৈল্যাণ—১০৫
কমল হাস—২৭০ কর্ণফুলী—৩৭, ৪২, ৭৭		কোতোয়ালী—৩৮ ক্যাম্বাটিকা—১৪৪
করম ফুল—৫৫ কন্ডওয়েল—১৪৪		
কড়াইলের দল—৫১০ কংস—৪৫১, ৪৫৩, ৪৬৬		খ খামি—৪৫ খামাং—১৬৯
কাউখালির পাক—৭৮, ১২৫ কাগজজার—১৫৯		খিরসা—১৫০ খুস্তাখালি—১৪৯, ১৭০
কাস্তাল হরিদাধ—২১৯ কাভাল—৫৪, ১৫৯		খেদা—১৪৮, ১৭৩, ১৭৪, ২১৮ খেয়াপটী—১৩৫
কাজীর পাড়া—৭৭ কাঞ্চনমালা—১৩৫, ১৮২		গ গয়াল—৩৭, ৪৪ গর্জন—২৬০
কাটিলী—৭৭, ১১৭, ১২৬, ১৩৪, ১৩৭ কামরূপ—৫০৯		গর্জানিমার পাছাড়—১৪৯, ১৬১, ১৬৮, ১৭০ গলাক—৪৯
কালধর—৮৪, ৮৫, ৯২, ১৩৫ কালাবারই—৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭		গলাক বেত—১৫৯ গাজীর গীত—৩৯
কাল্যুগী—৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮ কাঁইচা—৪৪, ৪৭, ৬৮, ২২৩, ২২৭		গাজীর পালা—৪০ গাহুরিরা—২৮৬, ২৮৭, ২৮৮
কাঁইচনীর মা—১৫৭ কালীদহ—৪৫৮, ৪৫৯		গারেন—১৮৬
কুকীজাতি—৩৭, ৫৪		

গুজরা—৭৪
 গুয়াথর—১৩৫
 গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২১৯
 গুইয়া—১০
 গোপাল—৪৫৬, ৪৬৯, ৪৭৬
 গোপিনী কীর্তন—৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮
 গোবর্দ্ধন—২২১, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬,
 ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৩
 গোবিন্দ মাণিক্য—১৪৬, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০০
 গোলবদন—১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৫,
 ১৭৯
 গোলমামুদ—৩
 গোলাপ—৩০২, ৩০৫, ৩১৫, ৩১৯, ৩২০, ৩২৪,
 ৩৩০, ৩৪৪, ৩৯২, ৩৯৩, ৪০৮, ৪০৯
 গৌরপদ তরঙ্গিনী—৩
 গৌরলধর—৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০২, ১২২,
 ১৩৪, ১৩৮
 গৌরেশ্বর—১৪৫
 গ্রাউজ—৪৪৮

ঘ

ঘাঘরার রাণী—৪৪৭

চ

চট্টগ্রাম—৩৭, ৭৩, ৭৪, ৮০, ১৪৫, ১৫৭, ২২৭,
 ৩১৩
 চণ্ডীকাব্য—২২০
 চণ্ডীদাস—৪, ২৬১, ২৭০
 চল্লকলা—৩৫৪, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯
 চল্লকুমার—২৬৯
 চল্লনাথ—৪১৭
 চর চাকতাই—৩৮, ৫০০
 চাউন্সার কুল—১৬৩
 চাকমা জাতি—১৮, ১৫৮
 চাডেশ্বরী রাই—৩১৩
 চার্লস ষ্ট্রুয়ার্ট—৪২৫, ৪২৬

ছ

ছত্র মাণিক্য—৪৯৫, ৫০১
 ছত্রশাল—৪৭৭
 ছম্মুনাথ—৪৪৬
 ছমিরদ্দি—৩৭০, ৩৭২
 ছম্বকল মুজুক—৪২৭
 ছাইমা দোয়াল—১৪৯
 ছুয়ালী—২৩৬
 ছৈমান ধার—৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৫

জ

জমকুচি—৪৪
 জমাচার—১৭৮
 জটীলা—৪৬৯, ৪৭০, ৪৮০, ৪৮৩
 জয়হরি—৪৪৫
 জান মহম্মদ—৪২৩

জামালদি ককির—১৩

জারেল পাখারী—১৬২

জিন্নালনী—২২০

জুয়া—৪৪, ১৫৮

জুয়া চোম্বোরা—৫৪

জুমিরা—১৪৫

জেরল হোসেন—৭৫

জোহান বাহী—৫০২

ট

টেনিসন—২

টেঙেল—২৩৬

টোনাবারাই—৭৮, ১২৫

ঠ

ঠেগার খাল—৪৬

ড

ডবল মুরিং—৭৭

ডালা শিকারী—১৪৬

ডাঃ টেলার—৫০২

ডুলা হাজর—১৪২, ১৫৮

ড

ডারিখী হামিদ—৭২, ৮০

ডেল ঘোপ—৭৭

ডেলান্তা—২০, ২৩, ২৪

জিপুয়া—১৭৫

ধ

ধনু ফালুম—১৪৮, ১৫৫

ধামি—১৬৩

দ

দরাক খাঁ—৩

দশভুজা—৩২

দহিনালী—৫১

দাম—৪৭২

দামোদর দেব—২২১

দুখিরা—৪৪২, ৪৪৬

দুর্গাদাসী—৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩৩২, ৩৪৫, ৩৬৭,

৪০২, ৪০৩

দুর্কলা দাসী—২১০

দুর্মুখ্যা পাড়া—৪২, ৪৬

দেওগী দোয়াল—১৪২

দেয়র—৫০

দেলাই সাবের—৩১১

দৈবকী—৪৫১

দোজক—৫০

দৌলত—১৫

ধ

ধলাই দোয়াল—১৪৮

ধর্মপুত্র—২৩১

ধোপার পাট—৪, ১০, ২৭০, ২৭১

ধোলরা—৩৮

ন

নইসরারাজ—৫১৫

নগেন্দ্রচন্দ্র দে—১০

নছিরাম—৩১৬, ৩১৭

নন্দ—৪৫৩, ৪৫৭, ৪৭৪, ৪৭৭, ৪৭৯

নন্দরাণী—৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬২, ৪৭২, ৪৭৩,

৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৭৭

নরাপাড়া—৭৪

নলুয়াড়ড়া—১৪২, ১৫৮

নাগেরা—৮৬

নাক—৪২৬

নাধর—৪৬

নারাইন থালা—১২১

নিজ্জিপুর—৪২

নিজাম ডাকাইত—৪০

নিভাই চাঁদ—২৭৬, ২২৪, ৩৮৪

নিবারণচক্ৰ স্মৃতিধর—৩৯

নীলকৃষ্ণ রায়—১৪৯

নূর বিবি—৪৪০

নূর হায়দার চৌধুরী—৫১০

নৈদে (নদীয়া)—২২৩

নোয়াখালী—৭৩, ২৯৭, ৩০৬

নোয়াখালী গেজেটিয়ার—২৯৮

প

পটিয়া থানা—৩৯

পদ্মপুরাণ—৪৪২

পপোকাটি পেটেল—১৪৪

পরতালা শীকার—১৪৮

পৰ্ব্ব গীত—৭৭, ৩০৪, ৪৪৪, ৪২৬

পরিভাসু—৪২৮, ৫০১, ৫০২

পাঞ্জালী—১৫৯, ১৭০, ১৭১

পালকাপা—১৪৩

পাহাড়তলি—৭৫

পীর পোরাচাঁদ—৩১২

পীর মাদার—১২৪

পোসরা—৬৭

পোহানাপরী—১৪৮, ১৫৫

ফ

ফতে থা—৫১৩

‘ফরা’—১৭৭

ফাঁসি শীকার—১৪৮

ফুলেশ্বরী—৩৭০, ৩৭৮

ফোরকান—১৩৪

কৈত্যাবাদ—১২৬

ব

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৭৩

বহু মিঞা—৩১৩

বহুনিয়া—২৯৭

বদর—৮৬, ১৩৬

বদলাল সেব—২৯৯

বলাই—৪৬১, ৪৭৩

বহুদেব—৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩

বাইবেল—৪৪৭

বাগোয়ান—৭৫

বাঘখালী—১৫১

বাজাল হালিঙ্গা—১৪৯

লাজারাম দারাই—৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩,

৪৫৪, ৪৩৫, ৪৩৬

বার্ত্তীর্থ—৪০৯, ৫১৩, ৫১৫, ৫১৬

বার্ণিয়ার—৪১৭, ৪২৫, ৪২৬

বারাণসী—৩২

বাবু থা—৩০০

বাবু চাঁদ—৩৮৭, ৪১৮

বাবুপুত্র—৩০০, ৪১১

বাবুরাম—৩০০

বাসন্তী নগর—২২৩, ২৬১

বাহাই রাগার—৫১২

বিহমিলা—৪৩

বিজয়-বসন্ত—১১৯

বিদ্যাহন্দর—২২০

বিভলা—১২২, ১২৩, ১২৯, ১৩০

বিষম্বর হর—২৯৮, ২৯৯

বিশাখা—৪৬৩, ৪৬৭

বৃষভাসু—৪৬৩, ৪৮৮

বেগমগঞ্জ—৩০০

বেলায়াত আলি—৬০০

বেহারীলাল রায়—৫১৩

বেহলা—৮০, ৪৪২

বেহেন্ত—৩২

বৈকব পদাবলী—৪৪৬

বৈকব সাহিত্য—২২০

বৈরাভী—৫১

বোয়াল হালি থানা—৩৮

ব্রহ্মপুত্র—১৪৩

ব্রহ্মদেশ—১৪৫, ১৫৫

ড

ভগদত্ত—৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১৬, ৫১৯, ৫২৩,
৫২৪, ৫২৫
ভারতচন্দ্র—২২৭
ভীম কৈবর্ত—৫১০
ভুলুয়া—৩১৩
ভেলুয়া—৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৯০, ৯৮, ১০৫,
১০৩, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৮, ১২২, ১২৭,
১২৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯
ভেলু চৌধুরী—৪১৮, ৪২৪, ৪২৫, ৪৩৮
ভেরামনা—১১১, ১১৩, ১৮৩
ভোলা—৬৯, ৭৭, ৭৮, ১১৫, ১১৯, ১২৭, ১৩১,
১৩৮

ম

মইফুলা—২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩২, ২৩৯, ২৪০,
২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০,
১৫১, ২৫৩, ২৬৫
মকবুল মহম্মদ—৭৪, ১৪৯
মবা—১৬৩, ৪৪৪
মদল সিং—৩০১, ৩৭৭, ৪২৪
মধুপুর—৫০৯
মনপবন—১২৬
মনসুর—৩৭, ৪০, ৪১, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৬১,
৬৩, ৬৬, ৬৮, ৭০
মনাই—৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৮
মনাই সদাগর—৩১১
মনিপুর—১৪৫
মণির—৬, ৯, ২৬
মল্লদোয়াল—১৪৯
মমুর ণা—৫০৯
মমুহর—৯০
মনোমোহন সাধু—২৬৯
মনোরঞ্জন চৌধুরী—৩০৭
মনোহর থা—৫১০

মনোহর গাজি—৩০৬

মহুয়া—২২০
মলুয়া—১৮৯, ৪৪৪
মহাম্মদ রাজা—৪৩৮
মহিষখালি—৭৭
মহুয়া—৪, ১০, ২৭০, ২৭১, ৪৮৫
মংলা—১৪৪, ১৬৪, ১৭৯
মাইজদিয়া—৩৬৩
মাইয়নীতে—৫৪
মাইয়নি—১৫৯
মাইয়নির মুখ—১৪৯
মাজুর মা—৪, ৬, ১৮, ৬২, ২৭, ২৯, ২২০, ২৭১
মাহিলি বদর—১১৫, ১১৭, ১২১
মাধব পাটনী—৪২৬, ৪২৭
মাণিক—৮২, ৮৫, ৯৩, ৯৪, ১৪১, ২৪২, ২৪৩,
২৪৪, ২৪৫
মারকা—৪৪
মিখিলার রাজা—২৯৮
মিসেস্ হিমাঙ্গ—৪৪৭
মীর্জা হোসেন—৩
মীরজুমলা—৪৯৫
মুছা বিবি—৩৪৮
মুনাপগাতি—৭৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৩
মুলী মোহাম্মদী—৭৩
মুরজ জাতি—৩৭
মুরদ—১৪৫
মুড়ার—৪৪
মুর্শিদাবাদের নবাব—৩৭
মেন্দি—২১২
মৈমনসিং গেজেটিয়ার—৫০৮
মৈশাল বজু—৪

য

য

যশোদ—৪৫৩, ৪৬২, ৪৭১, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮২,
৪৮৪

ব্র

রাশিগতি নর—৩০২, ৩০৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮,
 ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৭

ব্রজমালা—২৯৮, ৩০২, ৩০৫, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৯,
৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭,
৩৩০, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪,
৩৪৫, ১৪৬, ৩৪৭, ৩৪৯. ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩,
৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৯,
৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩,
৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০
৪১১, ৪১৫

ସ୍ୱତ୍ୱକା—୧୫୬

ବହୁମାଣିକ୍ୟ—୧୪୮

बहिष्म वक्ष्यो—२७८

রংমালা—১৩৫

ब्राह्मण्य—१२६

ब्राह्मनिष्ठा—४२, १७

রাজকিশোর—৩৬৪

রাজগঞ্জের হাট—৩৩১

[illegible]

রাজমালা—৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৫০১

৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩,
 ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৪, ৩২৮, ৩৪০, ৩৬১-
 ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৯৪, ৩৯৫,
 ৩৯৬, ৪১০, ৪১২, ৪১৪, ৪১৮, ৪২০, ৪২১,
 ৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩৪, ৪৩৬

ৱাখা—৪৪৪, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮৩,
 ৪৮৪, ৪৮৫

ब्राम्हणेन—४५७

রাম ভাগ্যারী—৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮,
৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫,
৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪,
৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪,
৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩

ব্রাহ্মধনা—৩৩২, ৪৩৩, ৪৩৫

स्वायम्भुव—२२०

ସାମାନ୍ୟ—୩୫, ୩୬, ୩୭, ୩୮, ୩୯, ୪୦,
୪୧, ୪୨, ୪୩, ୪୪

ব্রহ্মসঙ্গী—১৫৯

রোহিণী—২২০, ৪৬২

८

ମାଳିତା—୫୬୭, ୫୬୮, ୫୬୯

ଜାମ୍ବର ଘାଟ—୧୫

मामपत्री-१

ਲੀਲਾ—੧੨੦

লখাগাজী—৩৭.

লেডইন—৪৯৫

କାହାଣୀ (ପ୍ରଥମ)—୪୪

କୋଷି—୪୯

মোহিত নদ—১৪৩

३१

ਖਡਾ ਸਲੀ—੧੧,੧੨੪

শচিনা সোম—২৬৯

श्रीफल—८१, २४, १०६, ११६, १२१, १७४, १७८

শাকল পপ্পর—৬৭

ਸ਼ਾਤਿਪਤ—੨੨੭

पिण्डक—७८

निवात्र बाक—१२७

শীত বসন্ত—১১৯

শীতলা—১৩১

শুভলং—১৫৯

শ্যাম গায়ন—১৪৩, ১৪৪

শ্যাম—৩১৬, ৪১৭

শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী—৩০১, ৩০২, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬,

৩১৭, ৩২৪, ৩২৮, ৪২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২,

৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩,

৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০,

৩৫২, ৩৫৩

শ্যামরায়—১০, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৭,

১৮৫, ১৮৭, ১৯১

শ্যামলসুন্দর—১৩৫

শ্রীদাম—৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৭৮

শ্রীমাই—৭৮, ১২৪

স

সজুবরতি—৫১২

সঙ্গ স্বপ্ন—৪৯৭, ৫০১

সরোজ—৫৪, ৫৬

সরবতী প্রেম—১৪৯

সহজিয়া—২৭০, ২৭১

সহালা—৮০

সাবিত্রী—১৮১

সাতার—৫১০

সারের—১৯৮

সারিন্দা—১২৬

সালথারা—৫৪

সাহসজা—৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০২

সিদ্ধুকী—৪৪৪

সীতা—১৮২

সুজা কটিগর—৪৯৬

সুদাম—৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৭৮

সুবল—৪৭২

সুরঙ্গিণী—২২৪, ২২৬, ২২৮

সুসুপ—২৩২

সুতানড়া—৫১৬, ৫২৩, ৫২৫

সুলা—৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮

সুৰ্য্যমণি—১২৫, ২২৬, ২২৯, ২৩১, ২৩৬, ২৩৮,

২৪২, ২৪৭, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮,

২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫

সেকেন্দর গাইন—৩৮, ৩৯

সেখ মণির—৫

সৈননগর—১২৫

সৈরপমালা—৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫

সৈরদ জাকর খাঁ—৩

সোণাই—২২১, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮,

২৩৯, ২৪৪, ২৪৫, ২৫১, ২৫২, ২৬১, ২৬৩,

৪৪৪

সোলোমান—৪৪৮

স্পেনিস আর্গাডা—৫০০

ষ্টেটসম্যান—১৪৪

হ

হকচুর—১৩৫

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ডাঃ)—১৪৩

হরিশ্চন্দ্র—৫১০

হস্তানুর্বেণ—১৪৩

হংসমালা—১৩৫

হাইদা গাঁও—৩৮

হাজরা—১৩৫

হাঁছলি—৫২

হাজারী—৩৭

হাতি-বেদা—১৪৪, ১৫৩

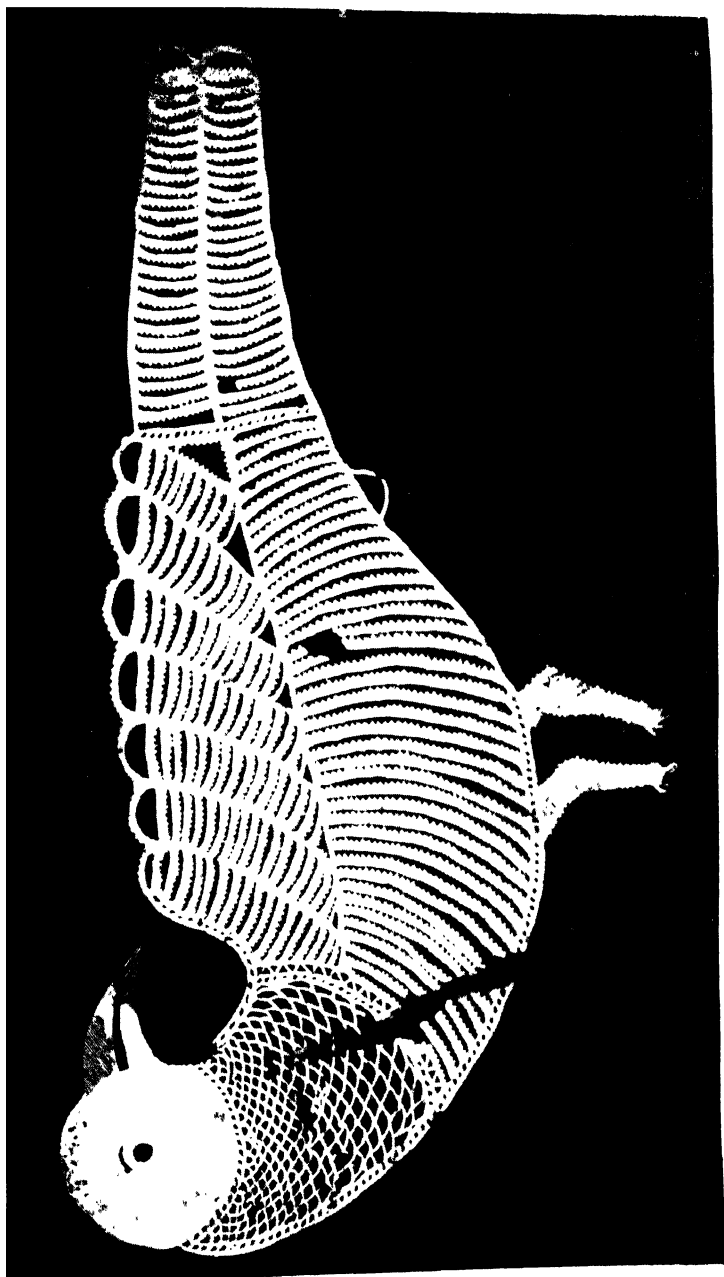
হামিদুল্লা—৭৩, ৭৯

হার্গাদ—৫০০

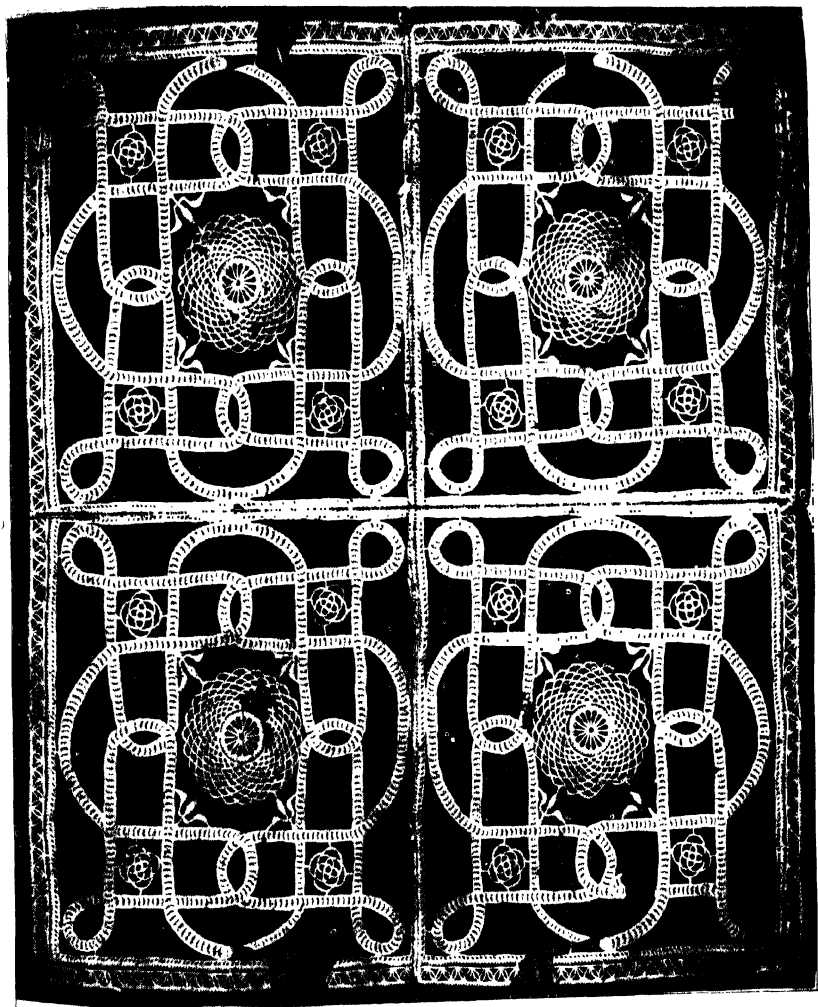
হাসেন—৭, ২২

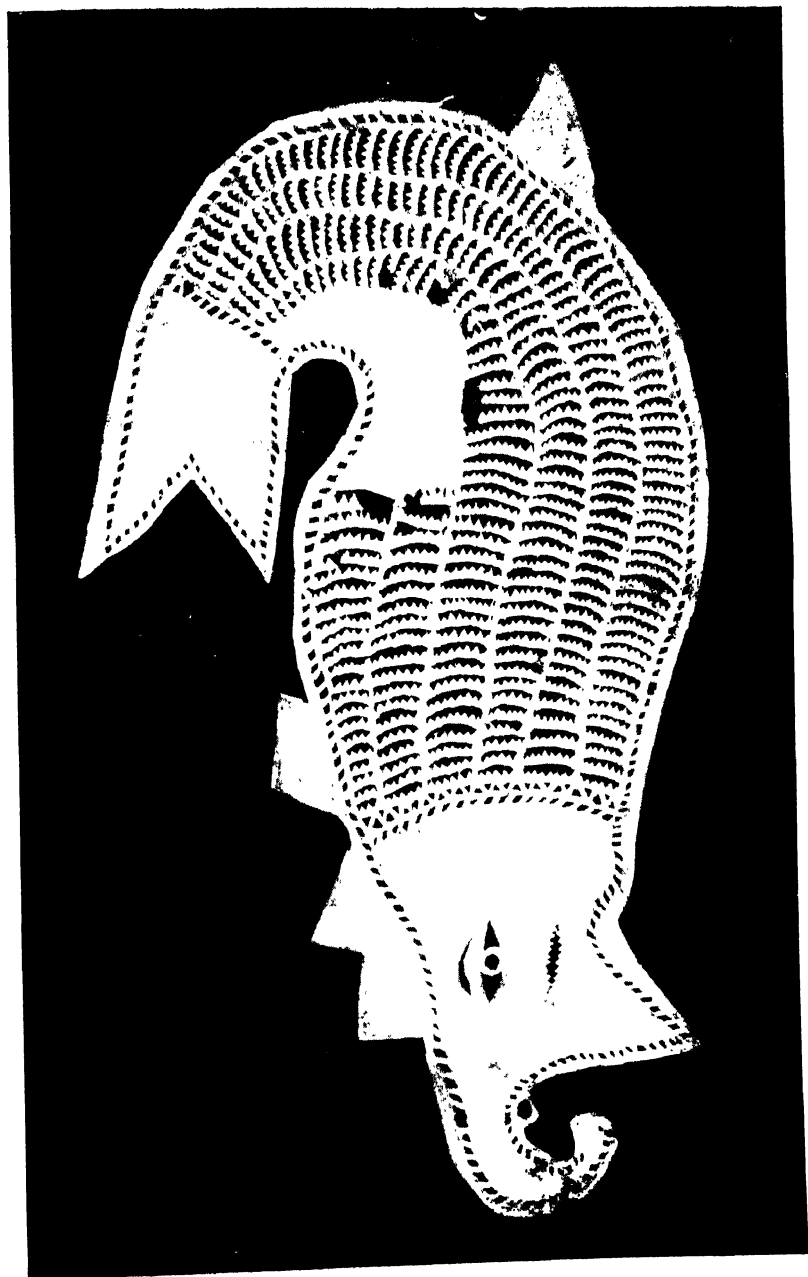
হাইলা—৮০, ১৩৮

হীরা বিবি—৪৩৮, ৪৪০



১৮০—শিল্প-কলা—১৮০





কীলোকের শিল্প-নমুনা—৩নং



জোনোকের শিষ্ট-নমুনা—৪নং

OPINIONS

HISTORY OF THE BENGALI LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)

BY

DR. DINFISHCHANDRA SEN, D.LITT., RAI BAHADUR

PUBLISHED BY THE

CALCUTTA UNIVERSITY

Demy 8vo, pp. 1,067 with illustrations. Price Rs. 16.

Extract from a long review in the *Times Literary Supplement*, London, June 19, 1912—"In his narration as becomes one who is the soul of scholarly candour, he tells those, who can read him with sympathy and imagination more about the Hindu mind and its attitude towards life than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque accounts of the rites practised in the Travancore temples and even M. Chevrillon's synthesis of much browsing in Hindu Scriptures seem faint records by the side of this unassuming tale of Hindu Literature—Mr. Sen may well be proud of the lasting monument he has erected to the literature of the native Bengal."

From a long review in the *Athenæum*, March 16, 1922—"Mr. Sen may justly congratulate himself on the fact that in the middle age he has done more for the history of his national language than any other writer of his own or indeed any time."

From a long review in *Spectator*, June 12, 1912—"In its kind his book is a masterpiece—modest, learned thorough and sympathetic. Perhaps no other man living has the learning and happy industry for the task he has successfully accomplished."

From a review by Dr. Oldenburg in the *Frankfurter Zeitung*, December 3, 1911 (translated by the late Dr. Thibaut)—"The account of Chaitanya's influence on the poetical literature of Bengal contributes one of the most brilliant sections of the work."

From a review in the *Revue Critique*, January, 1915 (translated for the Bengalee)—"One cannot praise too highly the work of Mr. Sen. A profound and original erudition has been associated with a vivid imagination. The works which he analyses are brought back to life with the consciousness of the original authors, with the movement of the multitudes who patronised them and with the landscape which encircled them. The historian, though relying on his documents, has the temperament of an epic poet. He has likewise inherited the lyrical genius of his race. His enthusiastic sympathy vibrates through all his descriptions The appreciation of life so rare in our book-knowledge, runs throughout the work; one reads these thousand pages with a sustained interest; and one loses sight of the enormous labour which it presupposes; one easily slips into the treasure of information which it presents."

From a review in the *Pioneer*, May 5, 1912—"Mr. Sen is a typical student such as was common in Mediaeval Europe—a lover of learning for learning's sake.

He must be a poor judge of characters who can rise from a perusal of Mr. Sen's pages without a real respect and liking for the writer, for his sincerity, his industry, his enthusiasm in the cause of learning."

Sylvain Levi (Paris)—"I cannot give you praises enough—your work is a *Chintamani*—a *Ratnakara*. No book about India would I compare with yours. Never did I find such realistic sense of literature. Pundit and Peasant, Yogi and Raja, mix together in a Shakespearian way on the stage you have built up."

Barth (Paris)—"I can approach your book as a learner, not as a judge."

Vincent Smith—"A work of profound learning and high value."

F. H. Skrine—"Monumental work—I have been revelling in the book which taught me much of which I was ignorant."

E. V. Havell—"Most valuable book which every Anglo-Indian should read. I congratulate you most heartily on your very admirable English and perfect lucidity of style."

Emile Senart (Paris)—"I have gone through your book with lively interest and it appears to me to do the highest credit to your learning and method of working."

VANGA SAHITYA-PARICHAYA

OR

TYPICAL SELECTIONS FROM OLD BENGALI LITERATURE

BY

PROF. DINESHCHANDRA SEN, RAI BAHADUR, B.A., D.LITT.

2 vols. Royal 8vo, pp. 1,914, with an introduction in English running over 99 pages,

PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CALCUTTA

(With 10 coloured illustrations. Price Rs. 18)

From a review in the *Athenaeum*—"Here are the materials carefully arranged and annotated with a skill and learning such as probably no one else living can command."

Sir George Grierson—"Invaluable work... that I have yet read through its 1,900 pages I do not pretend, but what I have read has filled me with admiration for the industry and learning displayed. It is a worthy sequel to your monumental

History of Bengali literature, and of it we may safely say 'finis coronat opus.' How I wish that a similar work could be compiled for other Indian languages, specially for Hindi."

THE VAISNAVA LITERATURE OF MEDIÆVAL BENGAL

[Being lectures delivered as Reader to the
University of Calcutta.]

BY

DR. DINESHCHANDRA SEN, D.LITT., RAI BAHADUR.

Demy 8vo, 257 pages with a preface

BY

J. D. ANDERSON, ESQ., I.C.S. (retired). Price Rs. 2.

Times Literary Supplement—"The Rai Sahib is filled with a most patriotic love of his nation and its literature and has done more than any contemporary countryman to widen our knowledge of them."

It is an authentic record of the religious emotion and thought of that wonderful land of Bengal which few of its Western rulers, we suspect, have rightly comprehended, not from any lack of friendly sympathy but simply from want of precisely what Mr. Sen better than any one living, better than Sir Rabindranath Tagore himself, can supply.

When all is said there remains the old indefinable charm which attaches to all that Dineshchandra Sen writes, whether in English or his native Bengali. In his book breathe a native candour and piety which somehow remind us of the classical writers familiar to our boyhood. In truth he is a belated contemporary of, say, Plutarch, and attacks his biographical task in much the same spirit."

J. D. Anderson, Esq., retired I.C.S., Professor, Cambridge University—"I propose to send with it, if circumstances leave me the courage to write it, a short preface (which I hope you will read with pleasure even if you do not think it worth publication), explaining why, in the judgment of a very old student of all your works, your book should be read not only in Calcutta, but in London and Paris, and Oxford and Cambridge. I have read it and am reading it with great delight and profit and very real sympathy."

Think how great must be the charm of your topic and your treatment when in this awful year of anxiety and sorrow, the reading of your delightful MS. has given me rest and refreshment in a time when every post, every knock at the door, may bring us sorrow."

THE FOLK LITERATURE OF BENGAL

BY

DR. DINESHCHANDRA SEN, D.LITT., RAI BAHADUR,

Calcutta University Press.

Times Literary Supplement, May 13, 1923—"What makes Mr. Sen's books so delightful to us in Europe is precisely this indefinable Hindu quality, specifically

Bengali rather than Indian, something that fits itself with exquisite aptness to what he knows of the scenery and climate of the Gangetic delta where Mr. Sen was born and where he has spent the whole time of his busy life as a student of his native literature."

From the *Revista Trimestrale di studi Filosofici e Religiosi* (translated from the original, Italian)—"This volume devoted to the popular tales of Bengal also constitutes a contribution of the first rank to such a subject. The tracing of the history of the Bengali Language and Literature in this University is one of the most well-deserved studies of Bengal. To it is due in fact the monumental and now classical History of the Bengali Language and Literature (1912)—in which so far as our studies go we value most the accurate estimate of the influence of Chaitanya on that literature—accompanied by the grand Bengali Anthology. Vanga Sahitya Parichaya, 1914, and then above all the pleasing and erudite researches on Vaishnav literature and the connected religious reform of Chaitanya.

A world wholly legendary is depicted with the homely tenderness in the most secluded locality of Bengal and half conceived in the Buddhistic epoch with delicate phantasy and fondness; the world in which Rabindranath Tagore ultimately attained his full growth is revived with every seduction of art in the luminous pages of this beautiful book. The author came in touch with this in his first days of youth when he was a village teacher in East Bengal and he now wishes to reveal it by gathering together the most secluded spirit and also the legends collected in four delicious volumes of D. R. Mozumdar yet to be translated."

BENGALI RAMAYANAS—D. C. SEN

From a review by Sir George Grierson in the *Journal of Royal Asiatic Society*—"This is the most valuable contribution to the literature on the Rāma-Saga which has appeared since Professor Jacobi's work on the Rāmāyana was published in 1893."

CHAITANYA AND HIS AGE—D. C. SEN.

F. W. Thomas (Library, Indian Office, London)—"You have gone on to finer developments and made your prose writing a real art, capable of reflecting not only the general level of thinking, but also the subtleties of the idiosyncrasy of particular writers.

I have taken note of some eloquent passages in which your personal sentiment is in fact distinctly helpful to the reader by enabling him to realize the matter from the inside. And your book seems to me indispensable both for those who approach Chaitanya from the scholarly side and for those who wish to understand the mind and history of Bengal."

THE EASTERN BENGAL BALLADS—D. C. SEN.

From a review in the *Times Literary Supplement*, 7th August, 1924—"Probably no scholar alive in India to-day has such a record as Dr. Dinesh-chandra Sen, a record of patient, enthusiastic pioneer research, whose results have been valuable and full of interest. Fifty years ago very little was known even by Bengalis of old Bengali literature, and if such ignorance no longer prevails to-day, it is largely because of one man who, in spite of poverty and obscure beginnings and ill-health, has toiled through many years to bring his own land's history and literature to light. His journeyings should become a legend and the Bengali imagination, centuries hence, should see one figure eternally traversing the Gangetic plain, now beaten upon by the fierce sun as he makes his way across the red deeply fissured fields of Vishnupur, now floating on the rain-swept rivers of East Bengal. He has coaxed a cautious peasantry into opening their store of traditions

And Dr. Sen throughout his long and successful career as discoverer, has never done his country greater service than by saving these stories that would have soon faded out of the world."

The Oriental List (London)—"Great as Dr. Sen's other services to the cause of Bengali Literature have been, it is doubtful whether any of his previous work is a more valuable contribution to our knowledge of Bengali life and thought than this collection of Ballads, which but for his enterprise and the praiseworthy effort of his collaborator, would in all probability in the course of the next few years have been lost beyond recovery."

From a review by Mr. F. E. Pargiter (I.C.S., retired) in the *Royal Asiatic Society's Journal*, October, 1924—"The stories are charming, both happy and tragic and are told generally in simple language fresh with country scenes and feeling and illustrated with pretty sketches by a Bengali artist."

Romain Rolland—"I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story and Mahua, Kanka and Lila are charming (to mention only those ones)."

Dr. Sylvain Levi—"What shall I say of Dineshchandra Sen's Eastern Bengal Ballads. I must confess that I have a peculiar fondness for the man and for all his publications. He carries all his work however technical it may be, in such a rapture of enthusiasm! He has such a love for whatever is Bengali, and his mystical love is not afraid of the most minute technicalities. No living man has probably contributed more to make Bengal understood, realised, felt, enjoyed by the Western mind."

Sir George Grierson—"I may say that they have been long waited for and that they entirely fulfil the expectations aroused by the publication of the first volume. They throw important light on the history of Bengali literature and language, and contain much charming poetry that revives memories of my own happy days spent in India. Mr. Dineshchandra Sen's enthusiasm and scholarly treatment compel me to offer to him and to the Calcutta University my congratulations on the successful production of this valuable work."

William Rothenstein—"I plunged at once into your book and finished it only too quickly. It is of the greatest possible interest and full of beauty and of drama. Through every ballad moves that marvellous being—exalted, grave, shy and passionate, reserved and bold—and how nobly beautiful—the Indian Woman, she has remained unchanged through all the phases of Indian culture, religious and social. Her lover carved her in stone and marble at Barhut, Sanchi and Amaravati, painted her sinuous, radiant and bejewelled at Ajanta and Bagh and delighted to honour her in thousands of humble studios in Jammu, Jaipur, Delhi and Agra, Muslim as well as Hindu well into the 19th century." I am interested to find some among your Bengali ballads date from the middle of last century. Indian Art is unique in having preserved a robust primitive spirit, throughout what in Europe were late and sophisticated periods; I notice the same quality in the late literary examples you give. No revival seems able to preserve the strength and directness of the true Indian tradition which is still alive in your latest ballads."

Francis H. Skrine—"The Professor has rendered eminent service to his country in rescuing the charming ballads of Eastern Bengal from oblivion. His labours indeed may well be compared with those of Sir Walter Scott and Joseph Ritson who did the same for the melodious songs of the Scottish Border."

E. F. Oaten, LL.B., M.A., O.P.L.—"To the Western critic stumbling by good fortune upon Dr. Sen's book, these ballads, straight from the unsophisticated people's heart, come fresh and stimulant as the breeze that revives the jaded traveller from Calcutta as he sits in steamer and ploughs across the monsoon gust of Eastern Bengal."

Lord Ronaldshay in his introduction emphasises "their importance as the seed from which Modern Bengali has sprung. They will also prove valuable as a source of historical information. But one cannot but dwell here on their intrinsic value as literature since it is to be hoped that Bengal will eventually value them most as such."

Jules Bloch—"My opinion of the work may be guessed beforehand from the eagerness with which I have for long followed Rai Dineshchandra Sen's admirable labours, happily supported by the help of the Calcutta University. He has revealed a great part of Bengal to itself and to the world."

AN APPRECIATION

BY

WILLIAM D. ALLEN,

COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK.

(From the *Liberty*, 24th November, 1929.)

To an American after three years in 'old' worlds it was like home-coming to read Dineshchandra Sen's translation of East Bengal Ballads. I was greatly surprised to find literary fruits of this ancient nation containing a freshness and boldness usually found only in regions where the age of pioneers is not too far in the past and where the creators of nations linger still in the folk's memory as in its blood.

In these Mymensingh ballads I found an instinct for original thinking, countless instances of individual Swaraj and a high value attached to deeds in contrast to passiveness.....all of which confirmed my conviction on reading history that India could never have reached such age unless bearing within it the roots of unweakening youth.

For an occidental to doubt the essential unity of East and West is impossible if he has the pictures and emotions awakened by these ballads in his mind. The same love of nature, the same desire for freedom, the same exaltation of the individual's right to live happily which we are proud to discover in our literatures we find in these songs by and for the simple peasants of Bengal.

Mahua and Kamala.

From Mahua the gypsy to Kamala the heiress this strong individuality persists. I felt that the contact with Nature needed to develop normal humans (and Bengal surely get an abundant share of it) was at the base of Mahua's capacity to cope with any crisis even with that of avenging the apparent murder of her husband. In her flight with her husband on her back, one suspects a symbol of dormant deep heroism in the Bengali folk.

And just as Mahua represents the normalcy of the Bengali growth within Nature so Kamala demonstrates the normalcy of a child's growth within the Hindu village. Often strolling in Bengal it has struck me to see children, boys and girls abandoning their games to sit a while by their father in his shop or office and listen hungrily to his discussions with cronies or clients. This is how Kamala, the wealthy official's daughter, a gay child in love with bracelets, flowers and mischief, came to be prepared to fight like a full-fledged lawyer for her family threatened with destruction by a false accuser. She gathers her evidence and pleads her case before imposing strangers with a legal logic which shows her mute share in the solving of problems brought before her father to have been an admirable method of education.

Longing for Personal Life.

Sometimes the hero or heroine of a Mymensingh ballad seems a fatalist in clinging to a course of action which persistently causes pain.

But at bottom the reason for this is truly not resignation but a longing for a personal life. For instance Malua whose husband is crushed by a ruler who desires her. Malua might by accepting her parents' prayer, escape from the cruel ruler's land thereby avoiding danger to herself and freeing her husband of responsibility for her. But she prefers to remain in the danger zone in abject poverty without even the joy of her husband's presence. Is this a lack of will? Is it fidelity and passive love? Is it not rather a great love coupled with a longing to follow the intense full life of the ego and instinctive insistence on the individual's swaraj?

In others of these ballads so rich in surprises and in lessons for the understanding of the true India, I am struck by the exclamation of men, "I will go to strange lands" and of women, "I will fly with you to distant lands." For people rooted in the soil to include geographic space among the possible solutions of their problems may show a subconscious remembrance of ancient migrations and in any case shows an imagination and flexibility unexpected perhaps in a peasantry possessively in love with its birthplace.

Strength of Personality.

A striking impression gathered throughout the ballads is recalled to me by this capacity of the young to think of themselves as separate from their childhood environment. It is that love of village and elders and devotion to duties to society and parents are all strong factors but stronger yet is love of one's chosen mate and devotion to one's personal freedom. Much of the greatness of the chief characters in these ballads lies in their deciding their problems for themselves with a firm base of conventions and love of their childhood home to work up from towards a solution perhaps not bringing a maximum of peace or temporary pleasures into their lives but manifesting very fully their love of liberty. Even in 'Chandravati' whose theme is an exception to the above viewpoint in some respects the poet has expressed regret and even resentment that religion and tradition should have succeeded in separating the maiden from her repentant Jaychandra.

The Bengali Girls.

But resourcefulness and strength of personality are not the only characteristics of the Bengali girls in the Mymensingh ballads. The beauty of maidens and young wives is sung enthusiastically and with a sense of good taste rooted in nature. One girl-child 'shines like a bright stone in a dark house.' Kamala when angry is "a flower garden on fire." A girl goes to the pond to bathe and when at the water's edge the wind blew the veil from before her face, "the bees left the water-lily for the lily of the shore" another maiden's cheeks "have the glow of a hundred Champak flowers."

More subtle and even more firmly true to reality than such praises are the songs telling the effect of young women's beauty on others. When a child enters her youth and becomes beautiful, the neighbours with whom she has passed her life suddenly discover her and exclaims, "From what place has this beautiful one come to our village?" Most delightful of all is the tale of how Kamala brought joy into the life of the aged cowherd who gave her shelter in her flight. The good old man firmly believes it is the Goddess of good fortune in person who has come to his hut. For the cows have suddenly begun giving more milk and, miracle of miracles, a buffalo long thought barren has given birth..... Modern Psychology and the herdsman's piety are strikingly in harmony; who in the twentieth century would say that a beautiful and helpful woman is not a Goddess of good fortune?

Dineshchandra Sen's notes on the dates, environments and circumstances of the composing of these East Bengal ballads were indispensable to full appreciation of them as well as affording delightful reading for their own sake. Yet they served to convince me that such works of art in which art shines through an utter lack of affectation and through a tenacious hold on the natural and the true,—works sung joyfully by the unlettered to give joy to the unlettered,—are above questions of date, environment and circumstance.

His Excellency Lord Hardinge of Penshurst in his Convocation Address, dated the 16th March, 1912, as Chancellor of the Calcutta University—

"During the last four years also the University has from time to time appointed Readers on special subjects to foster investigations of important branches of learning amongst our advanced students. One of these Readers, Mr. Sen, has embodied his lectures on History of Bengali Language and Literature from the earliest times to the middle of the 19th century in a volume of considerable merit, which he is about to supplement by another original contribution to the history of one of the important vernaculars in this country. May I express the hope that this example will be followed elsewhere, and that critical schools may be established for the vernacular languages of India which have not as yet received the attention they deserve?"

His Excellency Lord Carmichael, Governor of Bengal, in his address on the occasion of his laying the Foundation Stone of the Rameshchandra Saraswat Bhawan, dated the 20th November, 1916—

"For long Rameshchandra Dutt's History of the Literature of Bengal was the only work of its kind available to the general reader. The results of further study, in this field, have been made available to us by the publication of the learned and luminous lectures of Rai Sahib Dineshchandra Sen. In the direction of the History of the language and literature Rai Sahib Dineshchandra Sen has created the necessary interest by his Typical Selections. It remains for the members of the Parishad to follow this lead and to carry on the work in the same spirit of patient accurate research."

His Excellency Lord Ronaldshay, Government House, Calcutta 25th June, 1924—

"I need hardly say that I have read, 'Chaitanya and his Age' with the utmost pleasure. It seems to me to give a vivid account of the time when there was a great flowering of the emotional temperament of Bengal due in large measure no doubt to a reaction against the frigid intellectualism of the monistic school of Vedanta Philosophers or as you call them Pantheists.

Your Chapter on Sahajia is extremely interesting and recalled with great vividness the talk which we had at Barrackpur on that subject. But until I read your recent volume, I had not realised that there were so many sects of Sahajias or that the cult was so widespread.

The Bengali language in its present form is a thing of recent growth. It has been fashioned gradually during the past one hundred years. Less than a century ago the Committee of Public Instruction with Macaulay at its head declared that the Vernacular language contained neither the literary nor the scientific information necessary for a liberal education. Nor was this all. For not only was the Bengali language of that day considered to be inadequate to the needs of the times but it was also looked down upon by cultured Bengalis themselves, and it is on record that a suggestion made by an Englishman, Mr. Adam, that some at least of the lectures to be delivered in the educational institutions which were then being establish-

ed might be given in Bengali was vetoed by the Indian members of his committee on the ground that anything said or written in the vernacular would be despised in consequence of the medium through which it was conveyed.

With these estimates of the Vernacular language of Bengal less than a hundred years ago contrast the description of it give recently by Mr. J. D. Anderson as one of the great expressive language of the world capable of being the vehicle of as great things as of any speech of men.

A language capable of undergoing so great a transformation in so short a time must surely have been sound at the roots. What of the seed which was garnered and cultivated by those gardeners in the philological field—Rajendralala Mitra, K. M. Banerjee, Ramkamal Sen, Isvarchandra Gupta, Pakimchandra Chatterjee, Dinabandhu Mitra, Ashvayukumar Datta to mention but a few? It is a matter of common knowledge that such Vernacular literature as flourished at the beginning of the 19th century was in vogue rather than in prose and was the possession of the masses rather than of the classes. A peculiar interest attaches therefore to any specimens of this literature which can now be collected. I have just read Rai Bahadur Dineshchandra Sen's translations of a ballad of Eastern Bengal entitled 'Mahua.' Here is a delightful specimen of the seed from which modern Bengali has sprung. It is charming in English; but from the point of view from which I have written above it is the language in which the ballad is sung that is of paramount interest and importance.

Mahua is but one of a large number of ballads now being translated and commented on with the untiring interest of the enthusiast and the skill of the expert scholar by Rai Bahadur Dineshchandra Sen. And it is obvious that in addition to the philological interest attaching to such a collection it must possess also a special interest in respect of its subject-matter. And here the Englishman unacquainted with the technique of the Bengali language can appreciate the ballads to the full in their English translation. For it is in such compositions that one finds sketched with an unconscious and for that reason perhaps an all the truer pen, intimate pictures of the life of a people. And since these ballads are believed to cover a period of roughly three hundred years from the 16th century onwards, they should throw much light surely upon the political history of Bengal. For it was during this period that Moslem influence was pushed eastwards, the Moslem capital transferred by Nawab Islamkhan from Rajmahal to Dacca and colonies of Moslem feudal barons planted out in the eastern districts. In short these ballads should prove a mine of wealth alike to the philologist and the historian and last but not least to the administrator who seek to penetrate the inner thought and feeling of the people."

Extracts from a letter addressed by His Excellency Lord Lytton, Governor of Bengal, to Maharaja Sir Prodyotkumar Tagore—

"It is clear from these publications (Eastern Bengal Ballads) that the line of research now being pursued by Dr. Sen is of great interest and importance. If as Dr. Sen states these poems range in date from the 16th to the 19th century they must obviously possess great literary and historical significance. A glance at the poems so far published shows that they throw much light on the social history of that part of Bengal, where they took their rise. Their importance as additional material for the history of the rise and development of modern Bengali needs no emphasis.

Dr. Sen asserts that he has evidence that a considerable volume of ballad-poetry still remains to be collected from the singers and other sources, not only in Mymensingh but also in other districts of Bengal. The financial difficulties of the University however make it impossible for Dr. Sen to arrange for a systematic research for these ballads on a reasonable scale. It is obvious that with one solitary worker in the field collecting the ballads progress must be slow. Dr. Sen has therefore appealed to me for financial assistance to enable him to prosecute these researches with additional agents and on a systematic plan. For this purpose a sum of Rs. 5,000 is required immediately while a larger amount still will be required to meet the cost of printing the ballads subsequently. A total sum of Rs. 15,000 would place the work

on a sound footing for some time, enabling Dr. Sen to carry out systematic researches on a wider scale, and subsequently to edit and publish the poems in a worthy manner.

After a life-time of devotion to his mother-tongue Dr. Sen assures us that nothing but the limited financial resources available to him prevents him from enriching the Bengali language by a large volume of hitherto unknown poems of a remarkable and important character. I am sure that the wealth and culture of Bengal will regard it as a pious and patriotic duty to assist Dr. Sen to complete what may prove to be the most remarkable of his many services to his mother-tongue, and they will regard it as a point of honour that the proposed extension of his work would be financed not from official sources but from the private generosity of those whose literature his researches are enriching. As the sum is a comparatively small one, I do not think that a general appeal to the public is necessary or desirable. If the facts are brought to the notice of a limited number of gentlemen interested in the language, literature and history of Bengal I am sure they will readily provide the amount that is necessary for the prosecution of Dr. Sen's researches. I know that an interest in literature and the arts is traditional in your family, and that you personally appreciate the value and importance of Dr. Sen's work. I therefore feel that I can confidently appeal to you to undertake the duty of collecting the Rs. 15,000 required."
